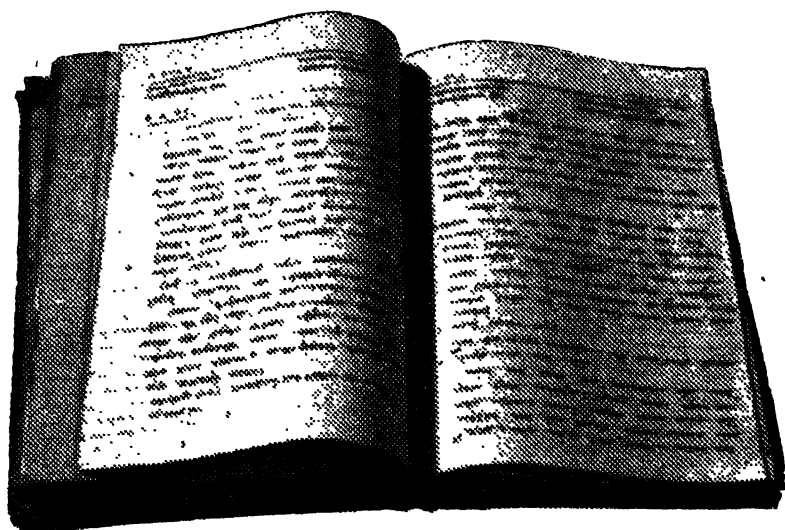


অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ডায়েরি ও চিঠিপত্র

ভূমিকা, নির্দেশপঞ্জি ও সম্পাদনা
যুগান্তর চক্রবর্তী

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৭৮ । অগাস্ট ১৯৭১

প্রকাশক
আল-কামাল আবদুল ওহাব
পরিচালক
প্রকাশন-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রক
জাহানারা খাতুন
মতি আর্ট প্রেস
৬, গোবিন্দ দাস লেন
আরমানিটোলা, ঢাকা-১

প্রচ্ছদ : সৈয়দ আমির হোসেন

মুদ্রণ তত্ত্বাবধায়ক
মোঃ আখতারুজ্জামান ভুইয়া

উ ৎ স র্গ

শ্রীযুক্তা কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীচরণেষু

সম্পাদকের পক্ষ থেকে
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অপ্রকাশিত স্মারক

তা হয় নি। কিন্তু এখনো হয়তো সময় যায় নি। বা, হয়তো গ্রন্থরূপে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র ব্যক্তিগত লেখার ভিত্তি থেকেই তাঁর জীবন ও সাহিত্যের সামগ্রিক অবয়ব রচনার কাজ এইবার শুরু হবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাবতীয় ব্যক্তিগত লেখা তাঁর স্ত্রী এবং অন্যান্য স্বত্বাধিকারীদের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত হল—বাহুল্য হলেও এ-কথা ব'লে রাখা ভালো।

মূল ডায়েরি ও চিঠিপত্রের প্রাথমিক পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজে সাহায্য করেছেন শ্রীমানসী বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশিপ্রা চক্রবর্তী। প্রাথমিক প্রকাশের ক্ষেত্রে 'এক্ষণ'-পত্রিকার সম্পাদকদ্বয়ের প্রতি বর্তমান সম্পাদকের কৃতজ্ঞতা আগেই জানানো হয়েছে, তবু ব্যক্তিগতভাবে শ্রীনির্মাল্য আচার্যর কথা না বললে হয় না। কীটদষ্ট, জীর্ণপ্রায় মূল ডায়েরি ও অন্যান্য খাতার পাতা থেকে লিখিত অংশগুলি ক্রমে মুদ্রিত রূপ নেবার প্রতিটি পর্যায়ে, বর্তমান সম্পাদকের সঙ্গে তিনিই ছিলেন তার প্রথম প্রত্যক্ষদর্শী এবং সেই সময় আমার একমাত্র নিত্যসঙ্গী। গ্রন্থরূপে প্রকাশকালেও তিনি আগাগোড়া পাশে ছিলেন। কিন্তু আমাকে কৃতজ্ঞ করাই নিশ্চয় তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না—অন্য নানাভাবে তিনি তা আমাকে বহুবার করেছেন। বস্তুত, অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রকাশ করার দায়িত্ব তিনি তাঁর নিজেরও দায় ব'লে মনে করেছিলেন এবং বর্তমান সম্পাদকের চেয়ে সে-দায় কিছুমাত্র কম ছিল না।

অন্যান্য যাঁদের কাছে নানাবিধ সাহায্যের জন্য আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ: শ্রীতুলসী দাস, শ্রীতারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅনিলকুমার সিংহ, শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক তাঁর নিজের ভূমিকাতেই প্রকাশ পান, তবু এই বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নেবার জন্য অরুণা প্রকাশনীর প্রকাশিকা এবং শ্রীবিকাশ বাগচীর নাম বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

মূল ভূমিকা-প্রবন্ধটির পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া প'ড়ে নানারকম পরামর্শ দিয়েছেন শ্রীগৌরীশংকর চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীকুমার সেন। প্রচ্ছদসজ্জার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী। কিন্তু এঁরা সকলেই আমার বন্ধুজন।

যুগান্তর চক্রবর্তী

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত প্রতিলিপি-চিত্রের ব্লকগুলি 'এক্ষণ'-পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোকচিত্রটি শ্রীসুনীল জানা-কর্তৃক গৃহীত—ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন 'পরিচয়'-পত্রিকা। তাঁদের সকলের কাছেই প্রকাশক কৃতজ্ঞ।

সূচিপত্র

মূল ডায়েরির প্রতিলিপি-চিত্র

ভূমিকা : পরিপ্রেক্ষিত, তথ্যচিত্র ও আত্মপ্রতিকৃতি

রঙচটা, তোবড়ানো, মরচেধরা গোটা তিন-চার মাঝারি আকারের টিনের তোরঙ্গ ভর্তি স্তূপাকার ছিন্ন পাতা, ছোটবড় কিছু খাতা ও নানা মাপের বারোখানা ডায়েরি—এরই মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রেখে যান তাঁর সাহিত্য ও জীবন-চর্চার যা-কিছু গোপন ও ব্যক্তিগত প্রাথমিক ইতিহাস। রেখে যান বলা ভুল, বলা উচিত ফেলে যান—নিতান্ত অবহেলাভরে ফেলে-রাখা তাঁর যাবজ্জীবন রচনার এক সামান্য ভগ্নাবশেষ এ-ভাবেই শেষপর্যন্ত আমাদের জন্য থেকে যায়। অনেক কিছুই অবশ্য শেষপর্যন্ত থাকে না। 'এমনি কত কাগজ আমরা ঝাঁট দিয়ে ফেলেছি, ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি থেকে কুড়িয়ে উনুন ধরানো হয়েছে'—তাঁর অতি-নিকটজনের সন্তপ্ত স্বীকারোক্তি আজ আমাদের কাছেও শুধু এই অর্থে সহনীয় যে, পৃথিবীর সব বড় লেখকের ক্ষেত্রেই এ-কথা কম-বেশি সত্য : অমরতার ধারণামাত্রই নশ্বরতার মুখাপেক্ষী ; লেখকমাত্রেরই সৃষ্টিশীল ডান হাত তাঁর অসন্তুষ্ট বাঁ-হাতের ক্রমাগত আঘাত সয়ে বেঁচে থাকে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে হয়তো তা খুব-বেশি অসন্তুষ্ট ছিল।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত কাগজপত্র অন্তত সে-কথাই বলে। তাঁর সাঁইত্রিশটি উপন্যাস ও দুই শতাধিক গল্পের প্রায় কোনোটারই সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি অবশিষ্ট নেই, প্রায় কোনো রচনারই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত প্রথম পাঠ তিনি সংগ্রহ ক'রে রাখেন নি, কোনো ক্ষেত্রেই সঠিক রচনাকাল নিশ্চিতরূপে জানা যায় না—সামান্য কিছু অলৌকিক ব্যতিক্রম ছাড়া, তাঁর প্রায় সমস্ত রচনার প্রাথমিক পাঠ ও পরবর্তী পাঠান্তর, রচনার প্রক্রিয়া ও অভিজ্ঞতার আকর, তাঁর সচেতন প্রয়াস ও ধারাবাহিক পরীক্ষার লৌকিক চিহ্নগুলি আজ সম্পূর্ণ লুপ্তপ্রায়। এমনকি, সাময়িক-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলীর যে-বিপুল অংশ তিনি নিজে গ্রন্থভুক্ত করেন নি, কচিৎ কিছু বিক্ষিপ্ত ইতস্তত উল্লেখ ছাড়া, সেই সব অগ্রন্থিত রচনার উদ্ধারের সূত্র পর্যন্ত তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যান না—বিলুপ্ত পত্রিকাগুলির সঙ্গে আজ তা আমাদের কাছে ক্রমেই নিশ্চিহ্ন হতে থাকে। এতকিছুর পরও, অবধারিত বিনাশের জন্যই শেষপর্যন্ত যা থেকে যায় তা ওই তছনছ কাগজপত্র—ছিন্নভিন্ন, জীর্ণপ্রায়, পোকা-কাটা, মরিচা-মলিন ; পাতার পর পাতা গল্প আর গল্পের আরম্ভ আর আরম্ভ, যা কোনোদিন শেষ হয় নি ; একই লেখার একাধিক আরম্ভ ; দু'-এক লাইন থেকে এক-আধ পৃষ্ঠা অসম্পূর্ণ লেখার

পর লেখা ; একাধিক খাতায় সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ কবিতার খসড়া, কাহিনীর আভাস ও প্রাথমিক চরিত্রপঞ্জি—এইসব খাতাই আবার তাঁর দৈনিক সংসার-খরচার হিসাব-খাতা, কখনো-বা হিসাবের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার টুকরো দিনলিপি ; বিভিন্ন খাতাপত্রে ছড়ানো নানা ইংরেজি গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনমতো উদ্ধৃতি, মাঝে-মাঝে ইংরেজিতেই নিজস্ব ভাবনা বা প্রাসঙ্গিক মন্তব্য—বিষয়ের পরিধি অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন, স্বপ্ন ও কবিতাচিন্তা—এরই মধ্যে কালো রঙের একটি বাঁধানো খাতার মলাটের পরের পাতায় নামপত্রের আকারে লেখা, Artistic Action or Theory of Art, ঠিক তার নিচে ইংরেজিতে লেখা লেখকের নাম, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারপর সময়কাল, ডিসেম্বর ১৯৪৭ ; এবং এই সবকিছুর সঙ্গেই খাতার পর খাতা ও বিচ্ছিন্ন কাগজ-পত্রে তাঁর চিকিৎসাতীত ব্যাধির কারণ ও প্রকৃতি এবং আরোগ্যের উপায়-সম্পর্কে ব্যাপক তথ্যানুসন্ধান, লেখকজীবনের প্রায় সূচনাকাল থেকে যা তাঁকে আমৃত্যু ব্যাপৃত রাখে—চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থাদি থেকে ইংরেজিতে লেখা স্বকীয় সিদ্ধান্ত, ওষুধ ও পথ্য-সম্পর্কে স্বকৃত বিধান—এইসব ও এমনি আরো কত কিছু।

খুবই বিস্ময়কর, এই শৃঙ্খলাহীন জটিল সমাহার থেকেই উদ্ধার হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনব্যাপী কবিতার সম্পূর্ণ দু'টি খাতা—একটি তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবনের রচনা, যার কোনো লেখাই তিনি প্রকাশ করেন নি ; বৃহদায়তন অপর খাতাটিতে তাঁর পরিণত বয়সের কবিতারও বেশির ভাগ তাঁর জীবিতকালে অপ্রকাশিত ছিল। তাঁর সমগ্রজীবনের কবিতার প্রথম সংগ্রহ—বলা চলে, অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্যায়—তাঁর মৃত্যুর প্রায় দেড় দশক পর প্রথম প্রকাশিত হয়। ততোধিক বিস্ময়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত কাগজপত্রের ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই যেন তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও দৈবাৎ রক্ষা পায় তাঁর প্রথম কয়েকটি উপন্যাসের ভগ্নাংশপ্রায় পাণ্ডুলিপি—কালানুক্রম অনুসারে উপন্যাসগুলি 'জননী', 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'জীবনের জটিলতা'। এই পার্থিব অবশেষের মধ্যে নিহিত থাকে 'দিবারাত্রির কাব্য' ও 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র প্রাথমিক লিখন ; একই সঙ্গে পাশাপাশি 'দিবারাত্রির কাব্য'র সম্পূর্ণ ভিন্ন দু'টি পাঠ—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাসের আদিতম রূপ ও পরবর্তী রূপান্তর—সাময়িক-পত্রিকার প্রথম মুদ্রিতপাঠ তথা চূড়ান্ত গ্রন্থের সঙ্গে আদি পাণ্ডুলিপির পাঠভেদ প্রায় মৌলিক ; উভয় উপন্যাসেরই ভিন্নতর সমাপ্তি, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র সমাপ্তি নিয়ে একাধিক পরীক্ষা—এবং এই অবশিষ্ট পাণ্ডুলিপি যদিও সমগ্র গ্রন্থদু'টির অতি সামান্য অংশের চেয়ে বেশি কিছু নয়, যদিও তা শোচনীয়ভাবে অসম্পূর্ণ, বিক্ষিপ্ত ও পারম্পর্যহীন কিছু পৃষ্ঠা মাত্র, তবু তার সাক্ষ্য মেনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পর্কে অন্তত একটি দুর্মর কিংবদন্তির অবসান সম্ভব মনে হয় ; যে-কিংবদন্তির

প্রবক্তা স্বর্গত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পরিপোষক প্রায় সকলেই, এমনকি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পর শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার পর্যন্ত। 'তাঁর কৃতিত্ব অশিক্ষিতপটুতা। অন্য ভাষায়, তাঁর প্রতিভা স্বভাবসিদ্ধ'[১] এবং 'এ প্রতিভা আত্মসচেতন প্রতিভা নয়, আত্মবিচার ও আত্মগঠন এ প্রতিভার ধর্ম নয়'[২]—এই অবিশ্বাস্য উক্তি দু'টির বিরুদ্ধতার জন্যেও যাঁদের লিখিত প্রমাণের প্রয়োজন হয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত কাগজপত্র তাঁদের কাছে প্রামাণিক ব'লেই মনে হবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত কাগজপত্রের সঙ্গে আর যা থাকে তা তাঁর ব্যক্তিগত লেখা, তাঁর ডায়েরি ও চিঠিপত্র,—প্রধানত ডায়েরি। ডায়েরি বলতে আক্ষরিক অর্থে প্রচলিত ডায়েরি-বই—সংখ্যায় সর্বসমেত বারো। ডায়েরি-বইয়ের মুদ্রিত সাল-অনুযায়ী সময়কাল ৯৪৫ থেকে ১৯৫৬; লেখার তারিখ-অনুসারেও তা-ই — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র ডায়েরির কালগত সীমা তাঁর লেখক-জীবনের শেষ বারো বছর সময়। ডায়েরির পর ডায়েরি অনেকটাই সাদা পাতা, তবু লিখিত পাতাও খুব কম কিছু নয়। ডায়েরির লিখিত অংশ প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই ডায়েরি-বইয়ের মুদ্রিত সাল-তারিখ মেনে লেখা নয়—প্রায় সর্বদাই অনিয়মিত, সাল-তারিখের পারম্পর্যহীন, যখন যেটা হাতের কাছে তাতেই লেখা—১৯৪৫ সালের ডায়েরি-বইয়ে ১৯৫৩'র, বা, একই সঙ্গে ১৯৪৭ ও ১৯৫১-৫২'র ডায়েরি-বইয়ে ১৯৫৫'র তারিখ দিয়ে লেখা, এমনই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লেখা শুরু হবার আগে লেখক নিজে তারিখ লিখেছেন, অনেক ক্ষেত্রেই হাতে-লেখা তারিখ নেই। যে-ক্ষেত্রে নেই তেমন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ডায়েরি-বইয়ের মুদ্রিত তারিখকে লেখার প্রকৃত তারিখ মনে করা চলে না। লিখিত অংশের কোনো প্রসঙ্গ বা আগে-পরের তারিখ থেকে কখনো-কখনো অনুমান সম্ভব, কখনো-বা তা-ও কঠিন হয়ে পড়ে। এমনও হয় যে, একই তারিখের লেখা একাধিক ডায়েরি-বইয়ে ছড়ানো, বা একই ডায়েরি-বইয়ে ধারাবাহিক কয়েক-দিনের লেখার পর আবার আগের কোনো তারিখ দিয়ে লিখেছেন। প্রায় কোনো ডায়েরি-বইয়ের লেখাই সেই বিশেষ মুদ্রিত বছরটির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বেশির ভাগ ডায়েরি-বইয়েরই লিখিত অংশের সময়কাল একাধিক বছর—কখনো-কখনো বিক্ষিপ্তভাবেই, তিন, পাঁচ এমনকি সাত বছর পর্যন্ত প্রসারিত।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমুদয় ব্যক্তিগত কাগজপত্রের মতোই এক

---

১ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়'। পরিচয়, ১০ম বর্ষ ১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪৭, পৃঃ ৩৪৮—৩৫২।

২ শ্রীগোপাল হালদার : 'মানিক-প্রতিভা'। পরিচয়, ২৬ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, পৌষ ১৩৬৩, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি সংখ্যা, পৃঃ ৫৩৬—৫৪৭।

শৃঙ্খলাহীন একাকার জটিলতার মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে দেখা দেন ডায়েরির মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—শুধু সাল-তারিখ বা বিন্যাসব্যবস্থার বিশৃঙ্খলাই নয়, ডায়েরির পর ডায়েরির পাতার পর পাতা জুড়ে থেকে-থেকে দেখা দেয় এমন নানাবিধ লেখা ও বহু বিচিত্র বিষয় যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরিকে ঠিক সাহিত্যিক অর্থে অবিমিশ্র জার্নাল বলা চলে না—লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তর্গত বিপন্নতার মতোই তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরির সমগ্র অবয়ব ক্রমাগত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বোঝা যায়, প্রকাশের কথা মনে রেখে সম্ভাব্য কোনো পাঠকের জন্য তাঁর এইসব লেখা তিনি লেখেন নি। এমনকি, ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের ডায়েরি-বইগুলি দেখে অনুমান করা কঠিন যে ডায়েরি লেখার সচেতন অভিপ্রায় নিয়ে লেখক ডায়েরিগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। ইংরেজি নূতন বছরের গোড়ায় প্রধানত প্রকাশকদের কাছ থেকে লেখক এইসব ডায়েরি-বই উপহার হিসাবে পান—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরির প্রত্যক্ষ ও প্রাথমিক প্রেরণা হয়তো এইসব উপহার। অন্তত ডায়েরি ১৯৫২'র শুরুতে লেখক নিজেই লিখেছেন, 'প্রতি নতুন বছরে নতুন ডায়েরী হাতে পেয়ে ডায়েরী লেখার সাধ। দেখা যাক এবার হয় কিনা।' দেখা যায়, সম্পূর্ণ একটি বছর ধ'রে একটানা দৈনিক লেখা কোনোবারই হয় না—মাঝে-মাঝেই ছেদ পড়ে, থেকে-থেকে মাথা তোলে সাদা পাতা; কখনো-বা আবার বিশেষ একটি দিনের লেখাই পর-পর কয়েকটি মুদ্রিত তারিখের সীমা অতিক্রম ক'রে চলে যায়; ডায়েরি-বইয়ের পৃষ্ঠাক্রম বা মুদ্রিত তারিখের ধারাবাহিকতা ক্রমে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে, শুরু হয় পৃষ্ঠার উপর নিজে তারিখ দিয়ে লেখা—অনেক সময় তা-ও পাওয়া যায় না; অনেকক্ষেত্রেই তারিখ দিয়ে লেখা প্রসঙ্গহীন ও অসম্পূর্ণ বাক্য বা বাক্যাংশ, এক-আধ লাইন লেখা মাত্র, বা একটি-দু'টি বিচ্ছিন্ন শব্দের বেশি কিছু নয়। এমনকি, বিশেষ একটি ডায়েরি-বইয়ের তারিখ দিয়ে লেখা দিনলিপির অংশগুলি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বছরের পারম্পর্য পর্যন্ত রক্ষা করে না—যেমন, ১৯৪৫-এর ডায়েরি-বইয়ে ১৯৫১'র পর ১৯৫০, আবার ১৯৫১; ১৯৫২-৫৩'র দু'টি তারিখের পর ১৯৪৫-৪৭, তারপর আবার ১৯৪৫—বোঝা যায়, মাঝে-মাঝে ছেড়ে-যাওয়া সাদা পাতা যেখানে যেমন পেয়েছেন, পরবর্তী সময়ের লেখাগুলি সেখানেই লিখেছেন।

এই সবকিছুর স্বাভাবিক পরিণাম এই যে, প্রতিটি মুদ্রিত ডায়েরি-বই-ই শেষপর্যন্ত পর্যবসিত হয় যে-কোনো কারণে প্রয়োজনীয় ও ব্যবহারযোগ্য যে-কোনো একটি খাতায় এবং যে-কোনো খাতার লেখার মতোই তাতে চতুর্দিক থেকে এসে যায় বিভিন্ন মুহূর্তের যে-কোনো ধরনের লেখা—গল্পের 'প্লট' বা উপন্যাসের উপকরণ; কাহিনীর সূত্র ও চরিত্রের ভিড় ঠেলে উঁকি দেয় সামাজিক ঠিকানা; দিনযাপনের দৈনিক বিবরণের মাঝে-মাঝে ব্যক্তিগত অসুখ নিয়ে

অনুসন্ধান, পাতার পর পাতা দেশী-বিদেশী চিকিৎসা-বিধি; মাঝে-মাঝে, মার্কস-এঙ্গেল্‌স্‌-লেনিন, বা কড্‌ওয়েল. ও আরো নানা লেখা থেকে উদ্ধৃতি, কখনো-বা পর-পর কিছু Philosophical terms—সম্ভবত উদ্ধৃতি; কোনো-একটি ডায়েরি-বইয়ে Notes on Art—উদ্ধৃতি ও ইংরেজিতে লেখা নিজস্ব কিছু চিন্তা; এরই মধ্যে একটি ডায়েরি-বইয়ে, এলোমেলো ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে সাড়ে-পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী এমন কিছু ইংরেজি লেখা যা অন্তত আমাদের কাছে সম্পূর্ণই 'গ্রীক'—অনুমানে মনে হয়, হয়তো ঘোড়দৌড়-সংক্রান্ত সাংকেতিক অংক—লেখকের এ-জাতীয় অনুশীলন-সম্পর্কে কিংবদন্তি তাঁর জীবিতকালেই প্রচারিত ছিল এবং তাঁর প্রাচীন পাণ্ডুলিপির অনেক পাতার উল্টো পিঠেও এ-জাতীয় সাংকেতিক লেখা দেখা যায়। কখনো-বা কোনো-কোনো ডায়েরি-বইয়ে পর-পর কয়েক পাতা শুধুই হাতে-লেখা তারিখ—লিখিত অংশ কিছু নেই; একটি ডায়েরি-বইয়ের পর-পর কিছু পৃষ্ঠার মাথার উপর, প্রতি পাতায় একটি ক'রে শুধু সম্ভাব্য কোনো রচনার নাম, যা শেষপর্যন্ত লেখা হয় নি। এইসব ও আরো নানাপ্রকার লেখার সঙ্গেই, ডায়েরির পর ডায়েরির পাতার পর পাতা জুড়ে লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা-সংক্রান্ত কাজের 'নোট', প্রকাশকদের সঙ্গে চুক্তিপত্রের খসড়া, সম্পাদক বা প্রকাশকের কাছে লেখা দেবার দিন-তারিখ, সম্পাদক ও প্রকাশকদের কাছ থেকে লেখা-বাবদ প্রাপ্ত টাকার হিসাবপত্র এবং পারিবারিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংসার-খরচার দৈনন্দিন হিসাব—আলাদা হিসাব-খাতা ছাড়াও, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের হাতে দৈনিক তারিখ দিয়ে লেখা তাঁর সংসার-খরচার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব তাঁর একাধিক ডায়েরি-বইয়ে পাওয়া যায়। এরই মধ্যে অন্তত একটি, ১৯৪৮ সালের দু'টি ডায়েরি-বইয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড়টি, একই সঙ্গে হিসাব-খাতা ও ডায়েরি—প্রথম কয়েকটি দিনের ডায়েরি-জাতীয় লেখা ও অন্যান্য কিছু লেখার পর, শেষপর্যন্ত তা মূলত হিসাব-খাতাই হয়ে ওঠে, যদিও এক বছরেরও কিছু বেশি সময় জুড়ে পর-পর তারিখ দিয়ে লেখা সংসার-খরচার হিসাবের ফাঁকে-ফাঁকে, কখনো ধারাবাহিক কখনো-বা কয়েকদিন অন্তর, এক-আধ লাইন বা লাইন কয়েক প্রক্ষিপ্ত রোজনামচা পাশাপাশি চলে। অন্যদিকে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যান্য খাতাপত্র, এমনকি কবিতার খাতা, যেমন একই সঙ্গে তাঁর হিসাব-খাতা, তেমনি তাঁর কিছু-কিছু হিসাব-খাতা ও অন্যান্য খাতাও এক হিসাবে ডায়েরি। আলাদা হিসাব-খাতার অন্তত একটি, ১৯৫৩-৫৪'র লম্বা একটি হিসাব-খাতা, এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিণত বয়সের কবিতার বৃহৎ খাতাটির শেষ কিছু পাতা, সামগ্রিকভাবে তাঁর ডায়েরিরই অন্তর্ভুক্ত। ১৯৫৩-৫৪'র হিসাব-খাতাটিতেও দৈনন্দিন হিসাবের মধ্যে থেকে-থেকে এসে যায় প্রক্ষিপ্ত ডায়েরি-জাতীয় লেখা। একইভাবে মানিক বন্দ্যো-

পাধ্যায়ের পরিণত বয়সের কবিতার খাতার শেষ কয়েকটি লিখিত পৃষ্ঠাতেই পাওয়া যায় তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগেকার সংসার-খরচার হিসাবের সঙ্গে তিন দিনের রোজনামচা—মৃত্যুর আট দিন আগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনযাপনের শেষতম বিবরণ তাঁর এই কবিতার খাতাতেই লিখে রাখেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র ডায়েরি, তার চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল রূপ নিয়েই, ব্যক্তি ও লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ বারো বছর জীবনকালের ভগ্নাংশপ্রায় বিবরণ। এই ডায়েরি একই সঙ্গে লেখকের নোটবই, পারিবারিক কর্তার হিসাব-খাতা, এবং তারই মধ্য দিয়ে ও তার বাইরে, সবকিছুর বাইরে, সমস্তপ্রকার আশ্রয়চ্যুত, এক একাকী মানুষের বারবার নিজের দিকে তাকানো, আপাদমস্তক তীব্র আলোকপাত, তাঁর বিপজ্জনক জীবনযাপনের একইরূপ বিপন্ন জার্নাল—যে-জীবন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাধ্য হয়েই যাপন করেন এবং বাধ্যতই যে-জীবন তিনি যাপন করেন না, এই দুই জীবনের অনেকখানি দ্বন্দ্ব থেকেই গঠিত হয় তাঁর এইসব ডায়েরির প্রকৃত চরিত্র। লেখক ও মানুষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক সংকট ও সংকল্প, তাঁর গোপন ও প্রকাশ্য জীবনের অনেক দ্বন্দ্বময় ইতিহাস, ব্যক্তিগত অসুখ ও আসক্তির পরস্পরক্রিয়াশীল সংঘাত ও সম্পর্ক, এরই মধ্যে থেকে যায়; এরই মধ্যে আমাদের জন্য থেকে যান দ্বন্দ্বময় দুই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—অতিজীবী ও মরণশীল, অকালমৃত ও ইহকালীন—মৃত্যুর পর এতগুলি বছর একাদিক্রমে যিনি আমাদেরই সমসাময়িক, অথচ এখনো পর্যন্ত অপ্রকাশিত।

প্রকৃতপক্ষেই অপ্রকাশিত—শুধু এই অর্থেই নয় যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত কাগজপত্র এতকাল মুদ্রিত অক্ষরে অপ্রকাশিত ছিল। আজ তাঁর মৃত্যুর দুই দশক পর, তাঁর ডায়েরি ও অন্যান্য ব্যক্তিগত লেখা প্রকাশিত হবার পরও তিনি আমাদের কাছে অপ্রকাশিত। আজ তাঁর পাঠকমাত্রেরই মনে হতে বাধ্য যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শুধুমাত্র তাঁর প্রকাশিত রচনার মধ্যেই আমাদের কাছে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হন নি। অনেক কিছুই বাকি থাকে—সমূহ ব্যক্তিগত লেখার পরিপ্রেক্ষিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও রচনা আজ এক সামগ্রিক পুনর্বিন্যাস তথা পুনর্বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। সমগ্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠোদ্ধারের পক্ষে তাঁর সমুদয় ব্যক্তিগত লেখা তাঁর পাঠকমাত্রেরই অপরিহার্য মনে হবে।

এ-কথা অবশ্য সত্য যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র ডায়েরি তাঁর লেখকজীবনের শেষ বারো বছর তথা তাঁর সমগ্রজীবনের শেষ চতুর্থাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। একরূপ আকস্মিকভাবে তাঁর প্রথম ডায়েরি শুরু হয় তাঁর

আঠাশ বছরের লেখকজীবনের অর্ধাংশেরও বেশি সময় অতিবাহিত হবার পর—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখকজীবনের দীর্ঘতর প্রথমার্ধ, বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির সফলতম সময়কাল, তাঁর ডায়েরির বাইরেই থেকে যায়। পরিণত বয়সের কিছু বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধ-জাতীয় রচনায় তাঁর প্রাথমিক সাহিত্যচর্চার ইতস্তত উল্লেখ এবং যৎসামান্য আত্মকথা ছাড়া, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও অভিজ্ঞতার আদি ইতিহাস একমাত্র তাঁর একই সময়কালের গল্প ও উপন্যাসে, তাঁর প্রকাশিত সাহিত্যের সৃষ্টিশীলতার মধ্যেই নিহিত থাকে। তাঁর সৃষ্ট রচনার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া আজ আর কোনোভাবে আমাদের পক্ষে অনুমান পর্যন্ত করা সম্ভব নয়, জীবনযাপনের কোন তীব্র প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বড় হন, তাঁর প্রথমজীবনের অতিবাস্তব জগতের দিকে তাকিয়ে কী ভেবেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কেনই-বা তাঁর শেষজীবনের একটি চিঠিতে তাঁর প্রথম চার-পাঁচ বছরের সাহিত্যচর্চাকে তিনি 'প্রাণান্তকর' ব'লে উল্লেখ করেন। 'কেন লিখি'-নামক সংক্ষিপ্ত রচনাটিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই আমাদের জানান, 'আড়াই বছর বয়স থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাস আমি মোটামুটি জেনেছি', কিন্তু এই অতিমানুষিক দৃষ্টিভঙ্গির ধারাবাহিক ইতিহাস একমাত্র তাঁর গল্প ও উপন্যাসের শব্দাশ্রয়ী অভিজ্ঞতার মধ্যেই আজ তাঁর পাঠককে বারংবার খুঁজে নিতে হবে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশিত রচনাও ঠিক এই অর্থে আজো তাঁর পাঠকের কাছে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নি। অনেক কিছুই বাকি থাকে—তাঁর প্রকাশিত রচনাবলীর সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধারের পক্ষে তাঁর অপ্রকাশিত ব্যক্তিগত লেখাসমূহ যেমন আমাদের কাছে অপরিহার্য মনে হয়, তেমনি তাঁর প্রকাশিত রচনার নৈর্ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা থেকে আজ উদ্ধার করা দরকার তাঁর ব্যক্তিগত জীবন তথা অন্তর্জীবনের অপ্রকাশিত ইতিহাস—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুই অর্থেই আজো আমাদের কাছে অপ্রকাশিত।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-সম্পর্কে এ-যাবৎকালের আলোচনায় তাঁর সমালোচকগণ একরকম লক্ষ্য করেন নি বলা যায়, ব্যক্তিগত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অস্তিত্ব ও মস্তিষ্কের প্রবল রক্তচাপ নিয়ে তাঁর সমগ্রজীবনের রচনায় কী-অর্থে ও কতখানি প্রকাশ্যভাবে উপস্থিত। টলস্টয়ের সাহিত্য-সম্পর্কে রুশ সমালোচক মেরেঝকভস্কি যে-কথা বলেন, 'লিও টলস্টয়ের সাহিত্যকর্ম শেষপর্যন্ত প্রচণ্ড এক ডায়েরি—পঞ্চাশ বছর ধ'রে যা তিনি লিখেছেন—এক অন্তহীন, সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি ছাড়া আর-কিছু তাকে বলা চলে না'—হয়তো আক্ষরিকভাবে ঠিক সে-অর্থে নয়, টলস্টয়ের অর্থে নয়, শিল্পগত অর্থে বরং অনেকটাই টমাস মান-এর মতো, 'গ্যেটে ও টলস্টয়'-শীর্ষক একটি রচনায় যিনি মেরেঝকভস্কি-র

উল্লিখিত উক্তি উদ্ধৃত করেন, এবং তাঁর আদর্শ গ্যেটের মতোই যে টমাস মান-এর জীবনব্যাপী সৃষ্টিকর্ম 'এক দীর্ঘ স্বীকারোক্তির ভগ্নাংশমাত্র', হয়তো এই সবকিছুরই নিকটতম মর্মার্থে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনাও, তাঁর সমালোচকগণের অজ্ঞাতসারে, অনেকটাই আত্মজৈবনিক; তাঁর শেষ বারো বছরের বিপন্ন জার্নালের মতোই তাঁর প্রথম ও শেষ, বিশেষত প্রথমজীবনের গল্প-উপন্যাস, হয়তো তাঁর পাঠকদের পক্ষে ধারণাতীতভাবে অতিরিক্তরকম স্বীকারোক্তিমূলক।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরির ব্যক্তিগত লেখার পরিপ্রেক্ষিতে আজ এ-কথা বিবেচনাযোগ্য মনে হয় যে, সাহিত্য-সমালোচনার ভাষায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কঠিন নৈর্ব্যক্তিকতা ঠিক ততটাই নৈর্ব্যক্তিক নয়—বা, প্রকৃতপক্ষে, বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসিদ্ধ নৈর্ব্যক্তিকতাও তাঁর চূড়ান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারই অপর দিক। বস্তুত, তেমন-কোনো লেখকের পক্ষেই চূড়ান্ত নৈর্ব্যক্তিক হওয়া সম্ভব যিনি মৌলিক অর্থে ও চূড়ান্তভাবে ব্যক্তিগত—যিনি তাঁর নিজের প্রতি দায়বদ্ধ। পৃথিবীর সব বড় লেখকের ক্ষেত্রেই এ-কথা কম-বেশি সত্য—যথার্থ সাহিত্যমাত্রই ব্যাপকতম অর্থে ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তি। কিন্তু, নিজের প্রতি দায়বদ্ধ ও সৎ কোনো লেখকের সাহিত্য শেষপর্যন্ত এই কারণেই নৈর্ব্যক্তিক যে, যথার্থ কোনো লেখকের ব্যক্তিগত দায় শেষপর্যন্ত আপন কালের প্রতি তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতারই প্রকারভেদ—এর বাইরে সাহিত্যে যা থাকে তা প্রকাশ্য বা ছদ্মবেশী প্রকৃতিবাদের নানারূপ প্রকাশ। লেখকের শিল্পকর্ম তাঁর ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তি হিসাবে তাই একমাত্র তখনই আমাদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ যখন তা সাহিত্য হিসাবেও তাৎপর্যময়—বিপরীতভাবেও কথাটা বলা যায়। সাহিত্যের স্বীকারোক্তি একই সঙ্গে সাহিত্য ও স্বীকারোক্তি হিসাবে তখনই আমাদের কাছে তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে, লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যখন জীবনের সামগ্রিক সত্যকে ধারণ করে—যখন তা একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই অর্থেই নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যক্তিগত—বাংলা কথাসাহিত্যে তিনিই আমাদের কালের একমাত্র দায়বদ্ধ লেখক।

ব্যাপকতম অর্থে সাহিত্যমাত্রই শেষপর্যন্ত স্বীকারোক্তি—প্রকৃত লেখামাত্রই লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশ—সাহিত্যের সংজ্ঞা ও লক্ষ্য হয়তো শেষপর্যন্ত তা-ই। কিন্তু টলস্টয় ও টমাস মান—তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নৈর্ব্যক্তিক তাৎপর্য শুধুমাত্র সাহিত্যের এই সাধারণ, নির্বিশেষ অর্থে নিঃশেষ হয় না। আমরা লক্ষ্য করি কীভাবে, সময় ও সমাজের ভিন্ন দুই পটভূমিকায় স্থাপিত বিশ্বউপন্যাস-সাহিত্যের এই দুই প্রধান, তাঁদের নিজ-নিজ দেশকালের প্রতি দায়বদ্ধ সত্যের প্রেরণা থেকেই ক্রমাগত নৈর্ব্যক্তিক হবার

প্রয়োজনে তাঁদের সমগ্রজীবনের রচনায় বারংবার ব্যক্তিগত জীবনকে অবলম্বন করেন—এক সর্বাত্মক আত্মপরীক্ষার মধ্য দিয়ে জীবনের সামগ্রিক সত্যে পৌঁছান। লেখকের ব্যক্তিগত জীবন তাঁদেরই হাতে বারবার ঐতিহাসিক মহিমা পায়—তাঁদের সাহিত্যের অভিজ্ঞতা তাই শুধুমাত্র এই কারণে আমাদের কাছে মূল্যবান বা তাৎপর্যপূর্ণ নয় যে তা নিছক ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তি বা রূপাশ্রিত আত্মজীবনী। সত্য বটে যে টলস্টয়ের সমগ্রজীবনের সাহিত্য এক নিরবচ্ছিন্ন ডায়েরি, পঞ্চাশ বছর ধ'রে যা তিনি লিখেছেন; এরই পাশাপাশি এমন রচনাও তিনি সারাজীবন লেখেন, লিখতে বাধ্য হন বলা যায়, যা ব্যক্তিগত ডায়েরি বা জার্নাল, বা স্মৃতিকথা, এবং প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি। এমনকি, প্রধানত নিজেরই শৈশব, বাল্যকাল ও যৌবন অবলম্বনে লেখা তাঁর প্রথমতম গ্রন্থটি যদিও টলস্টয় এক দীর্ঘ উপন্যাস হিসাবেই পরিকল্পনা করেন, তবু পরিণত টলস্টয়ের কাছে তাঁর প্রথম গ্রন্থ, বিশেষত তার শেষ দু'টি পর্ব, দুঃখজনক ও অতৃপ্তিকর মনে হয়, কারণ, তিনি মনে করেন, তা সত্য ও কল্পনার এক একাকার মিশ্রণ, এবং তা যথেষ্ট পরিমাণে আন্তরিক ও আত্মজৈবনিক নয়। অন্যদিকে, অন্তত টমাস মান বোঝেন, সাহিত্যিক কৌশলের দিক থেকে কোনো লেখকের পক্ষে তেমন লেখাই সবচেয়ে কঠিন, এমনকি অসম্ভব, যা একান্তভাবে ব্যক্তিগত বা প্রত্যক্ষভাবে আত্মজৈবনিক—সরাসরি নিজেকে নিয়ে লেখার ভীরুতা বা দ্বিধা তিনি কোনোদিনই সম্পূর্ণ জয় করতে পারেন নি। যদিও টমাস মান জীবনে দু'বার তেমন অসাধ্য-সাধনে হাত দেন, তবু তাঁর 'আত্মজীবনের রেখাচিত্র' বা 'একটি উপন্যাসের জন্মকাহিনী' ঠিক সেই অর্থে নিছক আত্মগত বা তথ্যমূলক কাহিনীমাত্র নয়—তথ্যসন্ধানী জীবনীকারের পরিশ্রম তাতে বাড়ে বই কমে না—কল্পনা ও সত্যের এক কম্পমান সীমান্তে টমাস মান সেখানে বিরাজ করেন। কিন্তু একই সঙ্গে সত্য এই যে, টমাস মান-এরও সমগ্রজীবনের সৃষ্টিকল্পনার উৎস ও অবলম্বন তাঁর আত্মজীবন—আজ তাঁর সমালোচকমাত্রই জানেন, লেখক টমাস মান তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কাছে কী অপরিশোধ্যভাবে ঋণী, কীভাবে তিনি তাঁর পরিপার্শ্ব থেকেই আহরণ করেন তাঁর নৈর্ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার যথাসর্বস্ব। অন্যদিকে, হয়তো টলস্টয়ের অর্থে নয়, অনেকটাই বরং গ্যেটের মতো, টমাস মান-এরও রচনাবলী, প্রকৃতপক্ষে, 'এক দীর্ঘ স্বীকারোক্তির ভগ্নাংশ', এবং ভগ্নাংশ ব'লেই, তাঁর ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তি যেহেতু তাঁর সাহিত্যের নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশের মধ্যে সম্পূর্ণ হয় না, তাই, এমনকি টমাস মান-এর পক্ষেও প্রত্যক্ষভাবেই ব্যক্তিগত হবার প্রয়োজন ঘটে। এর লিখিত প্রমাণ এখনো পর্যন্ত তাঁর জীবনব্যাপী চিঠিপত্র, সংখ্যায় কুড়ি হাজারেরও অধিক; এখনো পর্যন্ত এই বিপুলপরিমাণ চিঠিপত্রই তাঁর আত্মজীবনীর প্রকাশ্য উপাদান এবং তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যেরই তা সমান্তরাল রচনা—এখনো পর্যন্ত

ওই চিঠিপত্র, কারণ, জানা যায়, ডায়েরিও তিনি লিখেছেন, যদিও তাঁর উইলের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর কুড়ি বছর পর, ১৯৭৫-এ, তা খোলা হবার কথা।

কিন্তু এর দ্বারাও কিছু প্রমাণ হয় না। বস্তুত, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশ, সাহিত্য ও স্বীকারোক্তি, এই দুই-এর পরস্পরক্রিয়াশীল, নিরবচ্ছিন্ন ও দ্বন্দ্বময় সম্পর্কের মধ্য দিয়ে টমাস মান, এবং তাঁরও আগে গ্যেটে ও টলস্টয়, শেষপর্যন্ত যা রচনা করেন তা মানুষের দৃষ্টান্ত—যে-মানুষ একই সঙ্গে একা ও মানবতার প্রতিরূপ—অন্য কোনো সংজ্ঞার অভাবে যার জাগতিক নাম —লেখক। একইভাবে, তাঁদের সমগ্রজীবনের রচনায় যা প্রকৃতপক্ষে রচিত হয় তা ওই দ্বন্দ্বময় মানুষেরই আত্মচেতনার ইতিহাস—মানুষের ইতিহাসের মতোই যা দ্বন্দ্বময়। এই আত্মচেতনার শব্দাশ্রয়ী প্রকাশ নিছক কাহিনী বা আত্মকাহিনী কোনোটাই নয়। কাহিনী বা উপন্যাস, স্বীকারোক্তি বা আত্ম-জীবনী, এমনকি ডায়েরি ও চিঠিপত্র, ওই দ্বন্দ্বময় প্রক্রিয়ারই প্রকাশ্য ও প্রয়োজনীয় জাগতিক চিহ্নমাত্র, অন্য কোনো সংজ্ঞার অভাবে ও সংস্কারবশত যা ওইসব ব্যবহারিক নামেই চিহ্নিত হয়। লেখক এবং তাঁর রচনার এই ভিন্নতর সংজ্ঞার সূত্রেই গ্যেটে ও টলস্টয়, এবং উভয়েরই অনুগামী টমাস মান, তাঁদের সমস্তপ্রকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিয়েই, এক সঙ্গে এসে যান এবং অন্য অনেকেই আসেন না। প্রতিভার তারতম্য বা কম-বেশি ক্ষমতার প্রশ্ন এক্ষেত্রে বড় কথা নয়; লেখকের চরিত্র এবং তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকার ঐক্যেই আরো কারো-কারো সঙ্গে তাঁরা এক, যেমন অসংখ্য অনেকের সঙ্গেই নন। কিন্তু পাঠকমাত্রই সেইসব নাম জানেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর ব্যক্তিগত লেখা-প্রসঙ্গে এইসব কী-অর্থে বা কতখানি প্রাসঙ্গিক? গ্যেটে ও টলস্টয়, বা টমাস মান, এবং বিশ্বসাহিত্যে তাঁদেরই সমধর্মা আরো কারো-কারো নামের পাশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি সুদূর ও কক্ষচ্যুত একটি নাম নয়? প্রতিভার যে দ্বৈতসত্তা টমাস মান কল্পনা করেছিলেন—দেবতা ও সন্ত—সেই সংজ্ঞা-অনুযায়ী গ্যেটে ও টলস্টয়, মান নিজেও, যদি হন শিল্পিদেবতা, তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো শিল্পিসন্ত। অন্তত, গ্যেটে ও টলস্টয়ের দেবপ্রতিম প্রতিভার বিপরীত আদর্শ হিসাবে বিশ্বসাহিত্যের যে-দু'জন লেখককে টমাস মান সন্ত-রূপে কল্পনা করেন —শিলার ও ডস্টয়েভস্কি—তাঁদের রুগ্নতা ও দারিদ্র্য, শারীরিক ব্যাধি ও আত্মিক বিদ্রোহ, এমনকি, অত্যন্ত জৈবিক অর্থে তাঁদের সংক্ষিপ্ত আয়ুষ্কাল যা পূর্ণজীবনের পরিণতি পায় না, এই সবকিছুর মধ্যেই ব্যক্তি ও লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রলক্ষণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু লেখক হিসাবে এইসব প্রতিতুলনাও শেষপর্যন্ত নিরর্থক। অন্য সব প্রশ্ন ছেড়ে দিয়েও, ঐতিহাসিক অর্থেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লিখিত কারো সঙ্গে তুলনীয় হতে পারেন না। সাহিত্যের

তুলনামূলক আলোচনায় ঐতিহাসিক অর্থেই লেখকের সমাজমানসিক পরিপ্রেক্ষিত আমরা গণ্য না-ক'রে পারি না। অন্যদিকে, খ্রিষ্টীয় জগৎ-দর্শনের যে-আধ্যাত্মিক অনুষঙ্গ-সহ 'সন্ত' শব্দটি টমাস মান ব্যবহার করেন, তার অভিপ্রেত তাৎপর্য অন্তত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ স্পষ্ট বা গ্রাহ্য হওয়া কঠিন। আমরা বরং সাধারণভাবে বলতে পারি, আমাদের সময়কালের বাংলা কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এমন একজন লেখক যিনি লেখকের চেয়েও কিছু-বেশি এক লেখক-মানুষ—তাঁর সমগ্রজীবনের রচনাও প্রকৃতপক্ষে এক দ্বন্দ্বময় লেখক-মানুষের আত্মচেতনার ইতিহাস। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষজীবনের বিপন্ন জার্নালের মতোই তাঁর সমস্তজীবনের সাহিত্য, বিশেষত প্রথমজীবনের গল্প-উপন্যাস, এই অর্থেই আত্মজৈবনিক—লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জীবনব্যাপী সৃষ্টিকর্মে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে এক দ্বন্দ্বময় সম্পর্কে সম্পর্কিত। বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসিদ্ধ নৈর্ব্যক্তিকতা এই কারণেই আক্ষরিক অর্থে ঠিক ততটাই নৈর্ব্যক্তিক বা নিরপেক্ষ নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চূড়ান্ত নৈর্ব্যক্তিকতাও শেষপর্যন্ত তাঁর আত্ম-উন্মোচনের উপায় মাত্র—আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনেই আত্মরক্ষার কঠিন বর্ম হিসাবে তিনি তা ব্যবহার করেন, এবং শেষপর্যন্ত যখন উপায় থাকে না, তাঁর পরাক্রান্ত সৃষ্টিপ্রতিভার মতোই তাঁর চিকিৎসাতীত অসুখ ও আসক্তি এবং স্বেচ্ছানির্বাচিত দারিদ্র্যের সমবেত আক্রমণে ক্রমে অস্তিত্বসুদ্ধ যখন বিপন্ন হয়ে পড়ে, অথচ ব্যক্তিগত দায়ের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে সামাজিক দায়বদ্ধতা, সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে, তখন, প্রকৃতি যেহেতু ছেড়ে কথা কয় না, তাই, ব্যক্তিগত হবার প্রাকৃতিক প্রয়োজনেই, তাঁর লেখকজীবনের অর্ধাংশেরও বেশি অতিবাহিত হবার পর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শেষ বারো বছরের বিশৃঙ্খল ডায়েরির বিক্ষিপ্ত লেখায় প্রত্যক্ষভাবেই নিজেকে প্রকাশ করেন।

আমাদের সময়কালের বাংলা কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এমন একজন লেখক, যাঁকে নিয়ে উপকথা রচিত হবার সম্ভাবনা ছিল সবচেয়ে বেশি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তবু কোনো উপকথার নায়ক নন। তিনিই আমাদের সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান 'আধুনিক' ঔপন্যাসিক, কোনো-কোনো অর্থে বাংলা ভাষার 'প্রথম' ঔপন্যাসিক, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসগত আধুনিকতায় যাঁর ঐতিহাসিক অবস্থান, এমনকি যাঁর আধুনিকতার তাৎপর্য পর্যন্ত, আজো মূলগতভাবে অস্পষ্ট থাকে। আটচল্লিশ বছরের সংক্ষিপ্ত আয়ুষ্কালে ষাটখানি গ্রন্থ ও অসংখ্য অগ্রন্থিত রচনার প্রণেতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতিজীবিত জীবন এমনকি কাহিনী হিসাবেও নিতান্তই নশ্বর ও অকালমৃত। এভাবেই আমাদের কাছে দেখা দেন দুই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—আমাদের সাহিত্য-ঐতিহ্যের

প্রকাশ্য ও প্রতিষ্ঠানগত ধারায় এক সামগ্রিক অর্থে যিনি এখনো গৃহীত পর্যন্ত হন নি, অথচ গুপ্ত আন্দোলনের মতো গোপন ও অন্তর্ঘাতী ক্ষমতায় যিনি তাঁর পাঠকের কাছে প্রবলভাবে বেঁচে থাকেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯ মে, মঙ্গলবার, ১৯০৮; বঙ্গাব্দ ১৩১৫, ৬ জ্যৈষ্ঠ। জন্মস্থান সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দুমকা শহর। আদি পৈতৃক নিবাস ঢাকা, বিক্রমপুরের সিমুলিয়া গ্রাম, কিন্তু লেখকের পিতামহ করুণাচন্দ্র মালপদিয়া গ্রামে তাঁর মাতুলালয়ে লালিত-পালিত হন এবং আজীবন সেখানেই বসবাস করেন—সেই সূত্রে মালপদিয়াই তাঁদের পৈতৃক নিবাসরূপে গণ্য হয়। লেখকের মাতুলালয়, মালপদিয়ার প্রায় দশ মাইল দূরবর্তী গাওদিয়া গ্রাম—পাঠকমাত্রই জানেন, লেখক তাঁর 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় গাওদিয়া নামটি ব্যবহার করেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতার নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা নীরদা দেবী। কিশোরবয়সেই লেখক মাতৃহারা হন। হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীরদা দেবীর সন্তান-সন্ততির সংখ্যা চোদ্দ, যদিও পরিণত বয়স পর্যন্ত জীবিত পুত্রকন্যা দশজন। লেখক তাঁর পিতামাতার পঞ্চম পুত্র। লেখকের পিতৃদত্ত পোশাকি নাম প্রবোধকুমার, ডাকনাম মানিক—লেখক হিসাবে ডাকনাম ব্যবহারের কাহিনী তিনি নিজেই পরবর্তীকালে তাঁর 'গল্প লেখার গল্প'-নামক রচনায় বলেছেন।

পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পরিণত বয়সে, তাঁর লেখক-পুত্রের সাহিত্য-জীবন শুরু হবার বছর তিনেক পর, একটি আত্মজীবনী রচনা করেন—দু'টি বাঁধানো খাতায় তাঁর দুই খণ্ড আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপি তাঁর লেখক-পুত্রের কাগজপত্রের সঙ্গে থেকে যায়। পিতার এই আত্মজীবনী ঠিক সাহিত্যিক রচনা হিসাবে প্রকাশের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল কি না বলা কঠিন, তবে হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় ও সমাজ, তাঁর ধর্মময় জীবন, এমনকি তাঁর অনায়াস লিখনভঙ্গির বিবেচনায় তাঁর আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপিকে তেমন আকস্মিক বা অনধিকারচর্চা বলা চলে না—উপরন্তু পুত্রের সাহিত্যচর্চা হয়তো তাতে কিছু প্রেরণার কাজ করে। লেখকের পিতৃ-মাতৃকুলে সাহিত্যচর্চার প্রাক্তন কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় নি। হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীর সময়কাল ১৯২৪ পর্যন্ত প্রসারিত—ওই বছর তাঁর পত্নীবিয়োগের ঘটনাতেই তিনি নিজের জীবনকথা শেষ করেন। ফলে, পিতার আত্মজীবনী থেকে লেখক-পুত্রের বাল্য-কৈশোরের অতিরিক্ত কোনো তথ্য আশা করা যায় না—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলেবেলার কিছু আকর্ষণীয় ঘটনা তাঁর পিতার বর্ণনায় পাওয়া যায়; পরিণত বয়সে লেখক নিজেও, ছোটদের জন্য লেখা তাঁর শৈশবস্মৃতিমূলক কিছু-কিছু কাহিনীতে ওইসব ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন।

লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিশেষ পারিবারিক পটভূমিকায় জন্মগ্রহণ

করেন ও বড় হন, তার প্রামাণিক একটি তথ্যচিত্র হিসাবেই তাঁর পিতার আত্মজীবনী আমাদের কাছে বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। লেখকের পিতৃপক্ষ ও মাতৃপক্ষের উর্ধ্বতন পাঁচ পুরুষের একটি বংশতালিকাও পিতার আত্মজীবনীর প্রথমেই পাওয়া যায়। মূল আত্মকাহিনী এইভাবে শুরু হয় :

> প্রপিতামহ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কুলীন রীতিতে প্রথম বংশজে বিবাহ করিয়া ভঙ্গ হন, সুতরাং আমরা ভঙ্গ কুলীন রূপে চতুর্থ পুরুষে নামিয়াছি। রাজকৃষ্ণ ১১টি বিবাহ করেন। কোথায় কোথায় বিবাহ করিয়াছিলেন তাহা বাবার নিকট শুনিয়াছিলাম কিন্তু এখন আর মনে নাই। পিতামহ রামনিধি বিক্রমপুরের অন্তর্গত সিমুলিয়া গ্রামে বাস করিতেন…যতদূর মনে হয়, তিনি দুই বিবাহ করেন…পিতামহদেবের দ্বিতীয়পক্ষে একমাত্র পিতৃদেব করুণাচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মালপদিয়া গ্রামে তাঁহার মাতুল ৺ব্রজনাথ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে লালিত পালিত হন এবং সেখানেই আজীবন বসবাস করেন। আমরাও মালপদিয়া বলিয়াই পরিচয় দিয়া আসিতেছি।…
>
> ঠাকুরদাদা (পিতৃমাতুল) ব্রজনাথ অতি সাহসী ও বলশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি চিরকাল অবিবাহিত ছিলেন। পৈতৃক জমিজমা যাহা কিছু ছিল তাহার আয় হইতে এবং যাজনিক ক্রিয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানিতেন না—নিজের নামটি অতি কষ্টে ও বড় বড় অক্ষরে লিখিতে পারিতেন। কিন্তু তালপাতায় লিখিত যজ্ঞকর্ম্মপদ্ধতি অনায়াসে পড়িয়া যাইতে পারিতেন। এখনও তালপাতার পুঁথি আমাদের বাড়ীতে বিস্তর আছে।…তাঁহার যজমানদের মধ্যে অধিকাংশই বারুইজীবী ও ২।৪ ঘর মাত্র কায়স্থ ছিল। বারুইগণ চাষী শ্রেণীর লোক, পানের ব্যবসা তাহাদের ছিল না। ক্ষেতের ফসল, বাড়ীর শাকসব্জী ও কলা, কাঁঠাল, আম ইত্যাদি বিক্রী করিয়া সংসার চালাইত।…এই সব লোকের নিকট হইতে পৌরোহিত্য করিয়া বেশী কিছু আদায় করা কঠিন। ঠাকুরদাদা অনেক কলকৌশল ও ঝগড়াঝাটি করিয়া তবু কিছু আদায় করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর বাবা পুরোহিতের কাজ চালাইয়াছিলেন—তিনি সদাশিব লোক, তাঁহাকে যে যাহা দিত, তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা গ্রহণ করিতেন। সুতরাং তাঁহার প্রাপ্তি নামমাত্র হইত।…
>
> পিতৃদেব বহুদিন পর্য্যন্ত অর্দ্ধপাগলের ন্যায় ছিলেন—কোন কাজ করিতেন না, চুপচাপ বসিয়া থাকিতেন…মাঝে মাঝে হঠাৎ বিনা সম্বলে বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতেন—হাতে একটিও পয়সা নাই।… এক একবার ৬ মাস ৮ মাস নানাস্থানে পদব্রজে ঘুরিয়া বাড়ী

ফিরিতেন। তিনি এইরূপে বহু তীর্থস্থান ও প্রধান প্রধান সহর বেড়াইয়াছেন।…

আমাদের কয়েক সহস্র বছরের প্রাচীন গ্রামসমাজ ও সামন্তব্যবস্থা সংলগ্ন এক নিঃসম্বল মধ্যবিত্ত পরিবারের সর্বাত্মক শ্রীহীনতাই ছিল হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক উত্তরাধিকার। এরই মধ্যে, গ্রাম্য পাঠশালার অধঃপতিত ব্যবস্থাপনায় অনিয়মিত প্রাথমিক শিক্ষা, অতঃপর জনৈক সহৃদয় গ্রামবাসীর আনুকূল্যে সার্কেল স্কুলের বাংলা শিক্ষার সঙ্গে যাজনিক বৃত্তিতেও তাঁর হাতেখড়ি হয়।

> আমার পৈতা হওয়ার পর হইতেই ঠাকুরদাদা আমাকে তাঁহার যাজনিক কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্ত নিযুক্ত করেন। বারুই যজমানের ঘরে বৎসরে নিয়মিতভাবে তিনটি পূজা করিতে হইত—লক্ষীপূজা, বাস্তপূজা ও মনসাপূজা। প্রায় প্রত্যেক ঘরে এই পূজা হইত বলিয়া ঠাকুরদাদা একা সব সারিতে পারিতেন না : এজন্য আমাকে এইসব পূজার ভার নিতে হইত—আমি একদিকে যাইতাম, তিনি অন্ত দিকে যাইতেন। ঠাকুরদাদা আমাকে এইসব পূজার এক সংক্ষেপ সংস্করণ শিখাইয়া দিয়াছিলেন—আমি তাই মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিলাম। মোট কথা বারুই যজমান সবই অশিক্ষিত, সুতরাং তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইত না।…তবে ঠাকুরদেবতা কতদূর সন্তুষ্ট হইতেন, তাহা তাহারাই জানেন।

পারিবারিক কাঠামোর প্রথম বড়রকম পরিবর্তন আনেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বেশ্বর—বিবাহের পর মধ্যছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রতিবেশিগণের আর্থিক সাহায্যে তিনি ঢাকা মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হন।

> …তবু সময় সময় টাকার জন্য ভারী কষ্ট গিয়াছে। মা-ও সেজন্য কম কষ্ট পান নাই। দাদা এক এক দিন টাকা চাহিয়া পাঠাইতেন। মা বৌ মানুষ, তবু তাঁহাকে পাড়ায় ও গ্রামের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া টাকা ধার করিতে হইত। আমাদের কোন সম্বল নাই, কাজেই তাহাকে কেহ টাকা ধার দিতে চাহিত না। এজন্য অতি উচ্চ সুদে টাকা ধার করিতে হইত। প্রত্যেক টাকায় মাসিক ১০ দুই পয়সা হিসাবে অর্থাৎ শতকরা বার্ষিক ৩৭½ টাকা হিসাবে সুদ ধার্য্য হইত। ইহার কমে তো টাকা মিলিতই না, বরং সময় সময় বেশী সুদ দিতে হইয়াছে।…

আর্থিক দুরবস্থার মধ্যেই জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বেশ্বর মেডিকেল স্কুলের ত্রিবার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং আসাম প্রদেশে সরকারী চাকুরি গ্রহণ করেন। মালপদিয়ার বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশে এই প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং কুলগত বৃত্তির

পরিবর্তে সরকারী চাকুরির সূচনা। সেই অবধি পারিবারিক কৃচ্ছ্রতার কিছু লাঘব হয়।

বাঙালী মধ্যবিত্তের চরিত্রগত ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক পরিবারেও এইভাবে শুরু হয়—গ্রামনির্ভর, সামন্তসভ্যতাপুষ্ট প্রাচীন মধ্যবিত্তশ্রেণীর সমাজমানসিকতা এভাবেই ক্রমে রূপান্তরিত হয় ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাজাত, ইংরেজিশিক্ষিত, আধুনিক মধ্যবিত্ত চরিত্রে। আমাদের মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশটি যেমন একদিকে কালক্রমে গ্রামকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের শেষ বন্ধন থেকে চ্যুত হয়ে তার আপাত-উদার মানবিকতা-বোধ নিয়েই জীবন ও জীবিকার বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে অসম্পূর্ণ নাগরিকতায় ছিন্নমূল হয়, তেমনি অন্যদিকে প্রাচীনতর ধারাটির জীবনযাপনের আপেক্ষিক স্বাভাবিকতা ও জীবনবোধের স্বাভাবিক সংকীর্ণতা বহুদূর পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে। বাঙালী মধ্যবিত্ত চরিত্রের এই দ্বৈতরূপ, তার দ্বন্দ্বময় দুই মুখ, মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায় তাঁর 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় একই সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেন—শশী-কুমুদের চরিত্রে এই উভয় রূপের মৌল লক্ষণগুলি ওতপ্রোত মিশে যায়।

পারিবারিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে, পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনকালেই সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত রূপ পায়। যাজককুলসন্তান হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, নিদারুণ অসচ্ছলতার মধ্য দিয়েই, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল ও ঢাকা কলেজ, এবং কলকাতার সিটি কলেজে শিক্ষালাভের পর, ১৮৯৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বি' কোর্স বা বিজ্ঞান-বিভাগে বি.এ. পাশ করেন—তিনিই তাঁদের গ্রামের প্রথম স্নাতক। কিছুকাল কলকাতায় শিক্ষকতাকর্মে নিযুক্ত থেকে, ১৮৯৫ সালে পি. ডাবলিউ. ডি-এর অ্যাকাউণ্টস্ ক্লার্ক হিসাবে মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে তিনি সরকারী কর্মে যোগদান করেন উড়িষ্যার অন্তর্গত বালেশ্বরে। আরো কিছু চাকুরি-বদলের পর, ১৯০৬ সালে সেটেল্‌মেণ্ট বিভাগে কানুনগো নিযুক্ত হন মাসিক একশ' টাকা বেতনে এবং সাঁওতাল পরগনার দুমকা শহরে চাকুরিজীবনের এগারোটি বছর অতিবাহিত হয়। অতঃপর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার, এবং শেষপর্যন্ত সাব-ডেপুটি কালেক্টর পদে তিনি উন্নীত হন। কিন্তু এই ক্রমোন্নতি তেমন অনায়াসে সাধিত হয় নি। পদে-পদে উর্ধ্বতন ইংরেজ রাজকর্মচারীর অসহিষ্ণু হস্তক্ষেপ, কখনো-বা কারো-কারো অনুগ্রহ, প্রতিযোগী সহকর্মিগণের স্বার্থদুষ্ট চক্রান্ত, প্রতিবেশীদের পরশ্রী-কাতরতা—এই সবকিছুর মধ্য দিয়েই, স্বীয় উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ের দ্বারা ক্রমে তিনি অধিষ্ঠিত হন *ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের সেই কাঙ্ক্ষিত স্বর্গে, সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর পক্ষে যা তখনো পর্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার চূড়ান্ত সীমা,* অন্তত হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে যাকে মনে করেন দৈবের যোগাযোগ এবং তাঁর কর্মনিষ্ঠা ও সততার বিলম্বিত পুরস্কার। এ-বিষয়ে তাঁর মনোভাব তাঁর

আত্মজীবনীর একটি কাহিনী থেকে চমৎকার বোঝা যায়। সরকারী চাকুরি-জীবনের শুরুতে বালেশ্বরে তিনি স্থানীয় জেল-সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের বাসায় আশ্রয় পান। সেখানে একদিন আধ-পাগলা এক ভাগ্যগণক কয়েদীর কাছে, প্রাথমিক অবিশ্বাস নিয়েই, তিনি নিজের হাত দেখান।

> পাগলা খানিকক্ষণ হাত দেখিয়া বলিল, "তুমি একজন হাকিম হইবে।" আমি ও জেইলারবাবু হাসিয়া উঠিলাম। আমি মাটিকাটা আফিসে ২৫৲ বেতনের কেরানী, আমি যেদিন হাকিম হইব সেদিন সূর্য্যদেব পশ্চিমে উদয় হইবেন।
>
> যদিও কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম, তবু মনে কেমন একটা খটকা লাগিল।

বন্ধুর কর্মজীবনে কথাটা তিনি কখনোই একেবারে ভুলে যান নি। পদোন্নতির ধাপে-ধাপে, নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়েই, অবশেষে ১৯১৪ সালের ২ মার্চ তাঁর স্বপ্ন যেদিন সফল হয় সেদিন তাঁর প্রথমেই মনে পড়ে :

> এতকালের পর কত আশা ও নিরাশার মধ্য দিয়া ভগবান আমার বহুকালের সঞ্চিত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। আর এতদিন পরে সেই বালেশ্বর জেলখানার পাগলা-কয়েদীর ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইল।

উড়িষ্যা, বিহার ও অখণ্ড বাংলার এক বিস্তৃত অঞ্চলে এক দীর্ঘ ও সফল কর্মজীবনের পর হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বিক্রমপুর-মালপদিয়ার বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশের ইতিহাসে মধ্যযুগের অবসান ও আধুনিক কালের সূত্রপাত ঘটে—আজ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর অধস্তন তৃতীয় পুরুষের কাছে তাঁর পূর্বপুরুষের গ্রাম্য ইতিহাস স্মৃতি হিসাবেও বেঁচে নেই। হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনকালেই তাঁর সাফল্যের উত্তরাধিকার তাঁর সন্তানদের জীবনেও সংক্রামিত হতে থাকে। অবসর গ্রহণের প্রাক্কালেই তিনি এক বৃহৎ পরিবারের অভিভাবক, জীবনে প্রতিষ্ঠিত একাধিক কৃতী পুত্রের পিতা—শিক্ষায় ও উপার্জনে তাঁর আবহতত্ত্ববিদ জ্যেষ্ঠ পুত্রের কীর্তি ও সফলতা পিতাকে বহুদূর অতিক্রম ক'রে যায়, মধ্যম পুত্রও চিকিৎসক হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন—ইতিমধ্যে সংসারবৃত্ত আরো-এক পুরুষে সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু আধুনিক মধ্যবিত্ত বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের মতোই, হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পারিবারিক ইতিহাসেও ক্রমে দেখা দেয় ব্যবহারিক সাফল্যের সঙ্গে পরস্পরসম্পৃক্ত বিকার ও বিচ্ছিন্নতা, মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের মৌলিক রূপান্তর—তার মানবিক সম্পর্কের ক্রমান্বয় অবমূল্যায়ন। স্বগ্রামের সনাতন সমাজ এবং জীবিকাহীন ও বিলীয়মান একান্নবর্তী পরিবারের সঙ্গে তাঁর নিজেরই বাস্তব ও মানসিক দূরত্ব বাধ্যত ঘ'টে যায়—উচ্চাভিলাষী জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে অপরাপর ভ্রাতা ও প্রৌঢ় পিতার বিচ্ছিন্নতাও অনিবার্য হয়ে ওঠে। বস্তুতই

শিথিল এক আপাত-বন্ধন শুধু বাহ্যত ছিন্ন হয় না—মধ্যবিত্তের হৃদয় ও অর্থের সম্পর্ক ও সংঘাত পিতা-পুত্র-ভ্রাতার সম্বন্ধকে ক্রমাগত ভাঙে। মাতৃহীন পুত্রদের কেন্দ্রচ্যুত সংসারে, অবসরপ্রাপ্ত পিতার কাছে তাঁর পার্থিব সাফল্য ও পারমার্থিক সঞ্চয়—অনেকটাই শেষপর্যন্ত শূন্য ব'লে মনে হয়।

হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনকাহিনীতে এর পরও থেকে যায় একটি অতিরিক্ত অধ্যায় যা তাঁর আত্মজীবনীতে নেই, কিন্তু তাঁর লেখক-পুত্রের জীবনের সঙ্গে যা মৃত্যুপর্যন্ত সম্পর্কিত। অবসর গ্রহণের বছর কয়েক পর হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় স্থায়ীভাবে কলকাতা আসেন এবং পেনশন-প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড-এর সঞ্চিত টাকায় বাড়ি তৈরির জন্য জমি কেনেন টালিগঞ্জ অঞ্চলে—টালিগঞ্জ-দিগম্বরীতলার নিজস্ব বাড়িতে গৃহপ্রবেশ হয় সম্ভবত ১৯৩৭-এর শেষভাগে। তাঁর প্রথম দুই পুত্র যদিও কর্মসূত্রে আগেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যান তবু পরবর্তী তিন পুত্রের ক্রমবর্ধমান যৌথ সংসার, পৈতৃক গৃহের নিরাপদ ছত্রছায়ায়, একটানা এগারো বছর অব্যাহত থাকে, কিন্তু পারিবারিক ভাঙন চূড়ান্ত হবার আগেই, বৃদ্ধ পিতা তাঁর সমস্ত জীবনের সঞ্চিত বিচক্ষণতা নিয়েই, তাঁর নিজস্ব বাড়ি বিক্রি ক'রে দেন ১৯৪৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ পুত্রদের মধ্যে ভাগ ক'রে দিয়ে নিজেই শেষপর্যন্ত উদ্বৃত্ত হয়ে পড়েন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়েই বরানগরের ভাড়াবাড়িতে উঠে আসেন, অপরাপর ভ্রাতারা এর কিছু আগে-পরেই নিজ-নিজ গৃহে স্থিত হন—হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃত অবসর এইবার শুরু হয়। আত্মপ্রতিষ্ঠিত পুত্রদের সংসার থেকে সংসারে কিছুকাল হস্তান্তরিত হবার পর পরিত্যক্ত পিতা, তাঁর অবশিষ্ট জীবনের শেষ আশ্রয়ের জন্য, তাঁর লেখক-পুত্রের কাছেই অবশেষে চলে আসেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ বাসস্থল বরানগরের দুই কক্ষবিশিষ্ট ভাড়াবাড়ির বাইরের দিকের ঘরটিকে সস্তা ক্যানভাসের পার্টিশন দিয়ে দুই ভাগ ক'রে নিয়ে একটি অংশে পিতা ও অপর অংশে পুত্র আরো সাত বছর একসঙ্গে বেঁচে থাকেন—ওই দ্বিধাবিভক্ত ঘরের একাংশই ছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ সাত বছর জীবনের লেখার ঘর, বৈঠকখানা ও শয়নকক্ষ। পার্টিশনের ওপিঠে অশীতিপর পিতা, এপিঠে তাঁর প্রায় অর্ধবয়স্ক লেখক-পুত্র—চিকিৎসাতীত ব্যাধি ও দারিদ্র্যে মৃত্যুতাড়িত পুত্রের ক্ষীয়মান নিশ্বাস কানে শুনে ও অকালমৃত্যু প্রত্যক্ষ ক'রে মুমূর্ষু পিতা, পুত্রের মৃত্যুর দু'বছর পর, অষ্টাশি বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি থেকে জানা যায়, পিতার কাল থেকে নিজেদের পারিবারিক কাহিনী নিয়ে একটি উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা তাঁর ছিল। সে উপন্যাস লেখা হয় নি। কিন্তু সমগ্রভাবে কোনো একটি কাহিনীর পরিবর্তে, তাঁর সারাজীবনের অখণ্ড রচনায়, বিশেষত প্রথম জীবনের উপন্যাস ও গল্পে, তাঁর পারিবারিক জীবনের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা তাঁর নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশের

মধ্যে নানাভাবে দেখা দেয়। জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও নিরাপত্তার পাশাপাশি একই সঙ্গে মধ্যবিত্তের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং তার ক্ষয় ও শূন্যতার অভিজ্ঞতা নিয়েই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বড় হন। তাঁর নিজেরই পারিবারিক জীবনের পটভূমিকায়, তাঁর প্রথম যৌবনের আগেই, মধ্যবিত্তের জীবনদর্শন তিনি সম্পূর্ণ পাঠ করেন। হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রদের মধ্যে ব্যবহারিক জীবনে যিনি সবচেয়ে কম সফল, সেই লেখক-পুত্রের কাঁধেই তাঁর পারিবারিক শিক্ষা থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার দায়ভাগ ভূতগ্রস্তের মতো বহন করার দায়িত্ব বর্তায়—পারিবারিক ইতিহাসে একমাত্র তাঁকেই নিতে হয় নির্বিকার দ্রষ্টার ভূমিকা। মধ্যবিত্তের অন্তর্বিরোধ ও অন্তঃসারশূন্যতা বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো আর কে বুঝেছেন! লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতা ও বয়ঃপ্রাপ্তির ইতিহাসে তাঁর পারিবারিক জীবন এভাবেই কাজ করে—এই সবকিছুরই প্রামাণিক চিত্র হিসাবে তাঁর পিতার আত্মজীবনী এই কারণেই আমাদের কাছে মূল্যবান। কিন্তু পিতার আত্মজীবন ও পুত্রের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে আরো দু'-একটি কথা বাকি থাকে।

ব্যক্তিমানুষ হিসাবে হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় আজ আমাদের কাছে নিশ্চয় এইটুকু যে, তিনি লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা। বৃহত্তর জীবনে তিনি স্বনামখ্যাত কেউ নন—তাঁর স্বোপার্জিত সাফল্যের ইতিহাস শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু মনে রাখা দরকার, আমাদের জাতীয় জীবনের এমন এক সময়ে হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে যে-সময়কালের আনুষ্ঠানিক নাম বাঙালীর নবজাগরণ। তাঁর জন্মসাল ১৮৭০ এবং তাঁর কৈশোর-যৌবনের শিক্ষাজীবন ও কর্মকালকেই বলা চলে বাঙালী জাগরণের সর্বাপেক্ষা সৃষ্টিশীল সময়কাল। আমাদের আলোকপ্রাপ্ত মধ্যবিত্তজীবনের অনেকটাই তখন ঐতিহাসিক কারণেই সামাজিক আয়তন পায়—শিক্ষা ও স্বাধিকারে আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী কোনো ব্যক্তিমানুষের পক্ষেই সেই সময় শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পরিধির মধ্যে আবদ্ধ থাকা সম্ভব ছিল না। হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মকাহিনীতেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিশোর-বয়সেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন—তিনি তখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্র। অতঃপর ঢাকা কলেজ ও কলকাতায় সিটি কলেজের ছাত্রজীবনে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হতে থাকে। এই ঘনিষ্ঠতার সূত্রেই তিনি সিটি কলেজে অর্ধেক বেতনে ভর্তি হবার সুযোগ পান—সিটি কলেজে তাঁর অধ্যাপকমণ্ডলীতে ছিলেন হেরম্ব মৈত্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্র রায় প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ। তিনি যখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, তখন একদিন সমাজ-মন্দিরে কৃষ্ণকুমার মিত্রের উপদেশ-ভাষণের প্রতিক্রিয়ায় উত্তেজিতচিত্তে তিনি উপবীত ত্যাগ করেন।

স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মসমাজে তাঁর আনুষ্ঠানিক যোগদানের প্রশ্নটি একাধিকবার ওঠে, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে গিয়েও, মুহূর্তের দ্বিধা ও আত্মশক্তিতে সামান্য সংশয়বশত তিনি শেষপর্যন্ত আনুষ্ঠানিক যোগদান থেকে বিরত থাকেন। এই সবকিছুর যোগফল এই যে, অল্প বয়স থেকেই হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সর্বপ্রকার সংস্কারমুক্ত এক উদার ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক সত্ত্বেও তিনি যেমন একদিকে নিরপেক্ষভাবে উক্ত সমাজের নিজস্ব সাম্প্রদায়িকতা ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে অবহিত হবার সুযোগ পান, তেমনি অন্যদিকে আমাদের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের সর্বোচ্চ স্তরেও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার দুর্মর দুর্বলতা থেকে তিনি প্রথমাবধি মুক্ত ছিলেন। স্বগ্রামের সমাজ সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেন :

> আমাদের গ্রামে হিন্দু মুসলমান দুই জাতীয় লোকেরই বাস কিন্তু হিন্দুর সংখ্যা অনেক বেশী। মুসলমানগণ এক ভিন্ন পাড়ায় বাস করিয়া আছে। দুই জাতির মধ্যে তখন এত সদ্ভাব দেখিয়াছি যে তাহার শতাংশ এখন থাকিলেও বর্ত্তমান কালের বীভৎস কাণ্ড ঘটিতে পারিত না।

হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীর সাক্ষ্য থেকে এমন কথাও মনে হয়, আমাদের জাতীয় জাগরণের অন্তিম পর্বের একজন গৌণ মনীষী রূপে বিশ্রুত হওয়াহ রিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে খুব-বেশি কঠিন হতো না—সামান্য উদ্যোগ ও ইচ্ছাশক্তির অভাবে তিনি সেই সুযোগ অল্পের জন্য হারান। এ-কথা ঠিক যে, সরকারী চাকুরির পদোন্নতিকেই তিনি তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার চূড়ান্ত ব'লে জ্ঞান করেন, কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রশাসন তথা 'বৃটিশ জাস্টিস'-এর স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর তিক্ত মনোভাব তিনি গোপন রাখেন নি। অপরপক্ষে, তাঁর সমকালের জীবন ও সমাজবিন্যাস, প্রতিবেশ ও প্রতিবেশী, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি বিবিধ প্রসঙ্গ থেকে তাঁর সচেতন পর্যবেক্ষণ ও জাগ্রত কৌতূহলের পরিচয় তাঁর আত্মজীবনীর বিভিন্ন অধ্যায়ে পাওয়া যায়। '১৮৯৭ সালের দুর্ভিক্ষ'-শীর্ষক পৃথক একটি অধ্যায়ে, উক্ত দুর্ভিক্ষের আঘাতে স্বগ্রামের বিপর্যস্ত জনজীবনের একটি মর্মস্পর্শী বিবরণও তিনি দিয়েছেন। প্রসঙ্গত বলা চলে, রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর 'অর্থনৈতিক ইতিহাস'-এর দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায়, ইংরেজশাসিত ভারত-বর্ষের পর্যায়ক্রমিক দুর্ভিক্ষের ইতিহাসে ১৮৯৭-এর দুর্ভিক্ষকেই তখনো পর্যন্ত ব্যাপকতায় চরম ও পরিণামে বিপর্যয়কর ব'লে অভিহিত করেন। হরিহর বন্দ্যো-পাধ্যায় আমাদের জাতীয় জীবনের এইসব ঐতিহাসিক উত্থান-পতনের প্রত্যক্ষ-দর্শী—তাঁর আত্মজীবনী নিছক আত্মকাহিনী বা পারিবারিক ইতিহাস মাত্র নয়। ব্যক্তিগত স্তরে, তাঁর জীবনকাহিনী শেষ হয় এক ব্যাপক আত্মজিজ্ঞাসায়। 'কি শিখিলাম', এই সাধারণ শিরোনামায়—'ব্যক্তিগতভাবে', 'পারিবারিক সম্বন্ধ হিসাবে', 'সামাজিক সম্বন্ধ হিসাবে' ও 'ধর্ম্ম সম্বন্ধে',—পর-পর চারটি উপবিভাগে,

তাঁর দীর্ঘ জীবন থেকে অর্জিত শিক্ষার বিচার-বিশ্লেষণ, ব্যক্তিগত অপূর্ণতা ও ব্যর্থতার অকপট স্বীকারোক্তি, এবং জীবনের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় তিনি তাঁর আত্মজীবনীর উপসংহার টানেন।

পুত্রের কাছে এসবও পৈতৃক উত্তরাধিকার। পিতার কাছ থেকে পুত্রের সহজাত অর্জন ছাড়াও, লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সচেতন উত্তরাধিকার, তাঁর মানসিক গঠন ও আত্মপ্রস্তুতির আদি ইতিহাস, অন্য কোনো প্রত্যক্ষ উপকরণের অভাবে, তাঁর পিতার আত্মজীবনী থেকেই অন্তত প্রাথমিকভাবেও আমাদের বুঝে নিতে হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন-প্রসঙ্গে পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী এই কারণেই প্রাসঙ্গিক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখক-জীবন ছাড়াও, তাঁর ডায়েরি ও অন্যান্য ব্যক্তিগত লেখা-প্রসঙ্গে পিতা-পুত্রের জীবনকথা বহুবার একই সঙ্গে মনে করার কারণ ঘটে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাল্য-কৈশোর ও ইস্কুল-কলেজের শিক্ষাজীবন বিক্ষিপ্তভাবে অতিবাহিত হয় প্রধানত দুমকা, আড়া, সাসারাম, কুমিল্লার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবেড়িয়া, ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল, প্রায় সম্পূর্ণ মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চল, বারাসাত, বাঁকুড়া এবং পরিশেষে কলকাতায়। কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে অংক অনার্সের ছাত্র ছিলেন তিনি—তাঁর নিজের ভাষায়, 'স্বাধীন ইচ্ছায় সাগ্রহে' ছাত্র হয়েছিলেন বিজ্ঞানের। নিজেকে তিনি কোনোদিন ভুলতে দেন নি যে, তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র; জীবনে কখনো কোনো বিষয়ে যদি সামান্য অহংকার ক'রে থাকেন তবে তা এই যে, লেখক হিসাবে বিজ্ঞানের কাছেই তিনি জীবনের প্রথম পাঠ নিয়েছেন; নিজের সম্পর্কে যৎসামান্য লেখার তুচ্ছতম সুযোগেও বলতে ভোলেন নি, তাঁর ঔপন্যাসিক হবার প্রয়োজনীয় শিক্ষাও বিজ্ঞানের কাছে—এমনকি, এমন কথাও তাঁর মনে হয়, লিখতে আরম্ভ করার আগেও তাঁর পক্ষে ব'লে দেওয়া সম্ভব ছিল, যদি কোনোদিন লেখক হন তবে তাঁর 'বিজ্ঞান-প্রীতি', 'জাত বৈজ্ঞানিকের কেন-ধর্মী জীবন-জিজ্ঞাসা'র জন্য 'ঝোঁকটা···পড়বে উপন্যাস লেখার দিকে'। এরই পাশাপাশি জীবনীগত তথ্য এই যে, তাঁর কলেজের শিক্ষা অসমাপ্ত থাকে—তার আগেই, উদ্ধারের আশা না-রেখেই, সাহিত্য তাঁকে জীবনসুদ্ধ গ্রাস করে। তাঁর প্রথম গল্প লেখার কাহিনী তিনি নিজেই বলেছেন—কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে তর্কে বাজি ধ'রে প্রথম গল্প 'অতসীমামী' লেখেন শুধু এটুকু প্রমাণ করার জন্য যে, কোনো প্রতিষ্ঠিত পত্রিকার সম্পাদকের পক্ষে প্রতিশ্রুতিবান কোনো নবীন লেখককে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তখন তাঁর কুড়ি বছর বয়স; ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে, বঙ্গাব্দ ১৩৩৫-এর পৌষ-সংখ্যা 'বিচিত্রা'-পত্রিকায় 'অতসীমামী' ছাপা হয়, যে-পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,—লেখক-সূচিতে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র, কচিৎ

অবনীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী, এবং তৎকালীন নবীনদের মধ্যে নিয়মিত বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্নদাশঙ্কর রায়। প্রসঙ্গত, 'বিচিত্রা'র যে-সংখ্যায় 'অতসী-মামী' ছাপা হয়, সেই একই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ ছাড়াও, ধারা-বাহিক 'যোগাযোগ'-এর তখন একুশ পরিচ্ছেদ; অন্যদিকে, বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'ও আঠারো পরিচ্ছেদে পা দিয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম গল্প নিয়েই 'বিচিত্রা'র লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন—পরবর্তী আট বছর, তাঁর প্রথমজীবনের প্রসিদ্ধ গল্পের অনেকগুলি উক্ত পত্রিকায় ছাপা হয়।

বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাবকাল ১৯২৮। তাঁর নিজের জীবনের ইতিহাসে, জীবন-সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনার দিক থেকে, এই আবির্ভাব একরকম আকস্মিক—লেখকজীবন শুরু করার বয়সের সীমা পর্যন্ত তিনি ঠিক ক'রে ফেলেছিলেন :

> তিরিশ বছর বয়সের আগে কারো লেখা উচিত নয়—আমি সেই বয়সে লিখবো। এর মধ্যে তৈরি হয়ে নিতে হবে সব দিক দিয়ে। কেবল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় নয়। নিশ্চিন্ত মনে যাতে সাহিত্য চর্চা করতে পারি তার বাস্তব ব্যবস্থাগুলিও ঠিক করে ফেলবো।

কিন্তু 'অতসীমামী' ছাপা হতেই, তাঁর নিজেরই ভাষায়, 'সব ওলোট পালট হয়ে গেল। সব ছেড়ে দিয়ে আরম্ভ করলাম লেখা।' নিশ্চিন্ত মনে সাহিত্যচর্চা করতে পারার বাস্তব ব্যবস্থা আর কোনোদিনই করা হয় নি—প্রথম জীবনে দু'বার সামান্য কয়েক বছরের চাকুরিজীবন ছাড়া, সাহিত্যই হয়ে ওঠে জীবন ও জীবিকার একমাত্র অবলম্বন। অন্যদিকে, তর্কচ্ছলে 'অতসীমামী' লিখেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝেছিলেন, তাঁর প্রথম গল্প তাঁর নিজের প্রকৃত লেখা নয়; বাজি জেতার জন্য ওই গল্প যদিও তিনি প্রকাশের জন্য পাঠান, তবু লেখক হিসাবে পোশাকি নামের পরিবর্তে ডাকনাম 'মানিক' ব্যবহার করেন এই বিবেচনায়, 'পরে যখন নিজের নামে ভালো লেখা লিখবো, তখন এই গল্পের কথা ভুলে লোকে নিন্দে করবে।...কল্পনাশক্তি একটা ভালো ছদ্মনামও খুঁজে পেলো না!' পরিত্যক্ত নামের পোশাকে আর ফিরে আসা হয় নি—বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ও নিয়তি চিরকালের মতো স্থির হয়ে যায়।

কিন্তু লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মপ্রকাশের প্রকৃত ইতিহাস, তাঁর আত্মপ্রস্তুতির দিক থেকে, ঠিক ততটাই আকস্মিক নয়—'অতসীমামী' তাঁর প্রথম গল্প, এবং প্রথম মুদ্রিত রচনা, এই মাত্র। তারও আগে, নিতান্ত কিশোর-বয়সেই তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন—ষোল থেকে একুশ বছর বয়সের মধ্যে রচিত তাঁর প্রায় একশ'টি কবিতার একটি খাতা তাঁর ব্যক্তিগত কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। তাঁর প্রাথমিক কবিতার একটিও তিনি ছাপান নি, যদিও সময়কালের বিবেচনায় কিছু-কিছু কবিতার প্রকাশ খুব অসঙ্গত হতো না। কিন্তু

তার চেয়েও বড় কথা, সমস্ত অর্থেই তাঁর প্রাথমিক কবিতাবলীর অন্তত একটিতে, 'পত্র'-নামক একটি দীর্ঘ কবিতায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদিতম আত্ম-জীবনীর প্রাথমিক রেখাচিত্র, এমনকি তাঁর সমগ্র জীবনের পূর্বাভাস, নির্ভুল পাওয়া যায়। জনৈক বন্ধুর কাছে পত্রাকারে লেখা কবিতাটির শুরুতেই তিনি জানান :

> জানো তো কবিতা লেখা কুঅভ্যাস কিছু ছিল মোর,
> এখনো ছাড়িতে তাহা পারি নাই আমি একেবারে,—
> সে ভূত কায়েমী হয়ে চাপিয়া রয়েছে মোর ঘাড়ে,
> —অর্থাৎ যে নেশা ছিল এখনো কাটে নি তার ঘোর।
>
> একথা ভাবিলে মনে বিস্ময়ের অন্ত নাহি পাই
> প্রতি পলে জীবনের সহিয়াছি কঠোর আঘাত,
> সুখে-দুখে, পাপ-পুণ্যে রচিয়াছি সলিল স্বখাত—
> আকণ্ঠ ডুবেছি তাহে তবু আজো তৃষ্ণা মেটে নাই !

এরই মধ্যে, 'এমনি শৃঙ্খলাহীন কেটে যাবে জীবন আমার ?'—প্রকাশ্য সাহিত্যজীবনের প্রাক্কালেই সদ্যোযুবক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অমোঘ জিজ্ঞাসার উত্তর আজ আমাদের একরকম জানা, কিন্তু যে-কথা মনে রাখা দরকার তা এই যে, লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জীবনব্যাপী শিল্পের শৃঙ্খলা তাঁর প্রাথমিক কবিতার শব্দাশ্রয়ী অভিজ্ঞতা থেকেই আয়ত্ত করেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখকজীবনের ইতিহাসে তাঁর প্রাথমিক কবিতার জীর্ণপ্রায় খাতাটি এই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ—নাহলে, এটুকু প্রমাণের অভাবেই, নিতান্ত আকস্মিকভাবে ও কোনোপ্রকার প্রস্তুতিবিনা তাঁর লেখক হবার কাহিনীর মধ্য দিয়ে জন্মগত প্রতিভার অলৌকিকতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনেও চিরকাল প্রতিষ্ঠা পেত, যদিও ওই প্রতিভা-সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, 'প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণের কথাটা বাজে। আত্মজ্ঞানের অভাব আর রহস্যাবরণের লোভ ও নিরাপত্তার জন্য প্রতিভাবানেরা কথাটা মেনে নেন।' ওই একই লেখায়, ঠিক আগেই তিনি জানান, 'চিন্তার আশ্রয় মানসিক অভিজ্ঞতা। ছেলেবেলা থেকেই আমার অভিজ্ঞতা অনেকের চেয়ে বেশি।' এবং এই সূত্রেই আমাদের, তাঁর পাঠকদের, তিনি জানানোর দরকার মনে করেন যে, আড়াই বছর বয়স থেকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাস তিনি মোটামুটি জেনেছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পরিণত বয়সে, 'কেন লিখি'-নামে দেড়-পৃষ্ঠার ছোট একটি লেখায়, এইসব কথা বলেন। 'জীবনকে আমি যেভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি। আমি যা জেনেছি এ জগতে কেউ তা জানে না (জল পড়ে পাতা নড়ে জানা

নয়)।' এই আত্মজ্ঞানের ধারণা কি কোনোভাবে আমাদের কাছে নিছক আত্মপ্রসাদ ব'লে মনে হয়, এ কি নেহাতই ভারসাম্যহীন আত্মবিলাস—মনস্তত্ত্বের পরিভাষায় যাকে বলে মেগালোম্যানিয়া, তাই কি? কিন্তু আমরা, তাঁর পাঠকরা, তাঁর সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝি যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেন তা সরল সত্য এবং নিছক ঘটনা—ঘটনার চেয়ে তা কিছুমাত্র কম বা বেশি নয়, যদিও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের আরো-কিছু বিস্মৃতপ্রায় ঘটনার মতোই এই ঘটনাও আমাদের মাঝে-মাঝে মনে করার কারণ ঘটে তবু তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখকজীবনের একেবারে সূচনা থেকেই তা প্রমাণিত হয়ে যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবশিষ্ট জীবনের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে তাঁর লেখক-জীবনের ইতিহাস, এবং তাঁর নিজেরই রচনায় তিনি যতখানি আছেন, কোনো জীবনীকারের লেখায় তার চেয়ে বেশি-কিছু আশা করা কঠিন। অতিরিক্ত যা পাওয়া সম্ভব তা ঘটনামাত্র; প্রয়োজনীয় নিশ্চয়, তবু তা ঘটনাই, এবং তা-ও কী শোচনীয়ভাবে কম। প্রকৃত ঘটনা তো শেষপর্যন্ত এই-ই যে, ১৯২৮ থেকে ১৯৫৬, তাঁর প্রথম গল্পের প্রকাশ থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত, একটানা, ছেদহীন, ঘটনা তো একটাই—তাঁর আঠাশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন লেখকজীবনের বছরের পর বছর, একের পর এক রচিত ও প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর গল্প ও উপন্যাস, গ্রন্থের পর গ্রন্থ,—তাঁর রুদ্ধশ্বাস লেখকজীবনে এমন একটি বছরও যায় নি যে-বছর অন্তত একটি গ্রন্থ বা উপন্যাস বা গল্প প্রকাশিত হয় নি; কোনো-কোনো বছর তিন, চার এমনকি পাঁচখানি পর্যন্ত গ্রন্থ পর-পর প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি, তাঁর জীবনের শেষ বছরটিতেও প্রকাশিত হয় তিনখানি গ্রন্থ—দু'টি উপন্যাস এবং তাঁর স্ব-নির্বাচিত গল্পসংকলন। কিন্তু সেখানেও শেষ হয় নি—তাঁর মরণোত্তর রচনার তালিকায় থাকে চারটি উপন্যাস, অন্তত দু'টি নূতন গল্পসংকলন, তাঁর একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ, মৃত্যুর এক যুগেরও কিছু বেশি সময়কালের পর তাঁর সমগ্র-জীবনের কবিতার প্রথম সংগ্রহ, এবং আজ, তাঁর ইহজীবনের কুড়ি বছর পর অবশেষে তাঁর ব্যক্তিগত লেখা, তাঁর ডায়েরি ও চিঠিপত্র। কিন্তু এখনও বাকি থাকে—তাঁর অসংখ্য রচনা এখনও অগ্রন্থিত; তাঁর ছিন্নভিন্ন নানা লেখার ছত্রখান পাণ্ডুলিপি, বিভিন্ন প্রকাশিত রচনার প্রাথমিক পাঠ ও পরবর্তী পাঠভেদ, এইসব—আজো অপ্রকাশিত।

'লেখা ছাড়া অন্য কোন উপায়েই যে-সব কথা জানানো যায় না সেই কথাগুলি জানাবার জন্যই আমি লিখি। অন্য লেখকেরা যাই বলুন, আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে, তাঁরা কেন লেখেন সে-প্রশ্নের জবাবও এই।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর 'কেন লিখি'-নামক লেখাটির শুরুতেই, এ-কথা

বলেছিলেন। কিন্তু যে-কথা তিনি উহ্য রাখেন তা এই যে, লেখকের জীবনে কখনো-কখনো এমন কিছু কথাও থাকে যা অন্য কোনো উপায়ে দূরে থাক, এমনকি লেখার সাহায্যেও জানাবার উপায় থাকে না, এবং তা থাকে না বলেই লেখক মনে রাখতে বাধ্য হন, কিছু-কিছু কথা তাঁর কোনোভাবেই জানাবার উপায় নেই। লেখক কখনো-কখনো সে-কারণেও লেখেন—তাঁর নিজের জীবনের গূঢ় কোনো অভিজ্ঞতা গোপন করার জন্যেও কেউ-কেউ বাধ্যত লেখক হন। লেখক বা শিল্পীর জীবনের এই গোপনতাই, তাঁর জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, শেষ-পর্যন্ত তাঁর চেতন-অবচেতনের নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়ায়—আত্মগোপনতাই হয়ে ওঠে তাঁর আত্মপ্রকাশের একমাত্র উপায়। বলা সম্ভব নয় বলেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন নি, কিন্তু আমরা পাঠকরা টের পাই, ব্যক্তিজীবনের তেমন কোনো অতি-বাস্তব অভিজ্ঞতার চাপেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম চার-পাঁচ বছরের উপন্যাস ও গল্পগুলি লিখেছিলেন—হয়তো এই জন্যই তাঁর প্রথম চার-পাঁচ বছরের 'সাহিত্যসাধনা' তাঁর নিজের কাছেই মনে হয় 'প্রাণান্তকর'। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে ও অভিজ্ঞতায় সেই সময় ঠিক কী ঘটেছিল, আজ তা আমাদের পক্ষে অনুমান করাও অসম্ভব। কিন্তু জীবনীগত তথ্য হিসাবে অন্তত একটি ঘটনা তাঁর ব্যক্তিগত কাগজপত্র থেকে জানা যায়, যা নিশ্চিতভাবে তাঁর ব্যক্তিজীবনের কোনো আক্রান্ত অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ, এবং তাঁর সমগ্রজীবনের সাহিত্যের নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশের সঙ্গে যা এক দ্বন্দ্বময় সম্পর্কে সম্পর্কিত। এই ঘটনাই তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাধি—তাঁর মৃগীরোগ।

এইখানে, অবধারিতভাবে, আমাদের মনে পড়ে বিশ্বসাহিত্যের অন্তত একজন লেখকের নাম—ডস্টয়েভস্কি। ব্যাধিগ্রস্ত প্রতিভা অবশ্য পৃথিবীর সাহিত্যে আরো অনেক আছেন, এবং এমন লেখক বা শিল্পীও পৃথিবীর ইতিহাসে কম নেই, নিতান্ত শারীরিক অর্থেই যাঁরা চিররুগ্ন ছিলেন। কিন্তু উনিশ শতকের রাশিয়ায় ডস্টয়েভস্কি, এবং বাংলা সাহিত্যে আমাদেরই সমসাময়িক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—লেখকজীবনের সূচনা থেকেই তাঁরা উভয়েই ছিলেন এমন এক ব্যাধির দ্বারা আমৃত্যু আক্রান্ত, এক অতিলৌকিক, পবিত্র ব্যাধিরূপে ডস্টয়েভস্কি যাকে অভিহিত করেন, এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আজীবন আনুগত্য নিয়েই, মর্মান্তিকভাবে বুঝেছিলেন, তাঁর রোগের কারণ ও আরোগ্যের উপায় আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। এ-কথা ঠিক যে, জীবনীগত তথ্য বা ঘটনাগত বিবরণের দিক থেকে, তাঁদের উভয়ের জীবনে মৃগীরোগের সূচনা ও পরিণতির ইতিহাস সর্বাংশে এক নয়, এবং তা হতেও পারে না। পৃথিবীর সাহিত্যে নিতান্ত শারীরিক অবস্থানের দিক থেকেও তাঁরা কোনোভাবে এক নন, এবং তা বলারও অপেক্ষা রাখে না। আবার এও নয় যে, তাঁদের অসুস্থতার শুধুমাত্র জৈবিক বা নামগত সাদৃশ্যে তাঁরা এক।

জানা যায়, ফ্লবেয়ারও প্রথম যৌবনে অনুরূপ ব্যাধির দ্বারা একাধিকবার আক্রান্ত হন, যদিও তাঁর জীবদ্দশায় তা মৃগীরোগ ব'লে স্পষ্টভাবে নির্ণীত হয় নি। কিন্তু ডস্টয়েভস্কি ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যক্তি ও লেখক হিসাবে তাঁদের সমস্ত-প্রকার পার্থক্য নিয়েই, এই কারণে একই সঙ্গে এসে যান যে, তাঁদের ব্যাধির পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া তাঁদের সাহিত্যিক নিয়তি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না—তাঁদের উভয়েরই লেখকজীবনে তাঁদের চিকিৎসাতীত ব্যাধির ভূমিকা সমস্ত অর্থেই মৌলিক। এমনকি, এমন কথাও বলতে লোভ হয়, ডস্টয়েভস্কি ও মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়, এই দুই ঔপন্যাসিক, তাঁদের রহস্যময় ব্যাধির কাছেই লেখক হিসাবে চিরজীবন ঋণী। হয়তো টমাস মান এই কথাই ডস্টয়েভস্কি-প্রসঙ্গে অন্যভাবে বলেন: তাঁর ব্যাধিই তাঁর প্রতিভা, তাঁর প্রতিভাই ব্যাধি।

ঠিক কবে ও কিভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মৃগীরোগের আক্রমণে প্রথম আক্রান্ত হন, আজ তা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। প্রামাণিক তথ্য হিসাবে আমাদের একমাত্র অবলম্বন তাঁর প্রথম ও শেষ জীবনের দু'টি ব্যক্তিগত চিঠি—দু'টি চিঠিই তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ব্যক্তিগত কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। ১৯৩৭-এর ২৪ সেপ্টেম্বর, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে লেখা প্রথম চিঠিটিতে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন:

> ...আমি প্রায় দুই বৎসর হইল মাথার অসুখে ভুগিতেছি, মাঝে মাঝে অজ্ঞান হইয়া যাই। এ পর্য্যন্ত নানাভাবে চিকিৎসা হইয়াছে কিন্তু সাময়িকভাবে একটু উপকার হইলেও আসল অসুখ সারে নাই। কয়েকজন বড় বড় ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি কেবল ডাক্তারি চিকিৎসার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করা সম্ভব হইবে কিনা সন্দেহ।

অসুখের সম্ভাব্য কারণ-প্রসঙ্গে একই চিঠিতে তিনি লেখেন:

> আমার যতদূর বিশ্বাস, সাহিত্যক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি নাম করিবার জন্য স্বাস্থ্যকে সম্পূর্ণ অবহেলা করাই আমার এই অসুখের কারণ।... এক বৎসর চেষ্টা করিয়া যদি আরোগ্য লাভ না করিতে পারি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব আমার যে অত্যন্ত উচ্চ ambition ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে সফল করিতে পারিব না। আংশিক সাফল্য লইয়াই সাধারণ-ভাবে আমাকে জীবন কাটাইতে হইবে। এ ভাবে বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা আমার নাই।...

খুবই স্বাভাবিক, তরুণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর লেখকজীবনের প্রতিষ্ঠাপর্বে, তাঁর সাহিত্যিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকেই তাঁর 'মাথার অসুখের' কারণ ব'লে মনে করে-ছিলেন—কারণ, নিতান্ত বেঁচে থাকার চেয়ে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাঁর কাছে অনেক

বড় ব'লে মনে হয়েছিল, এবং তাঁর অসুস্থতায় ক্রমান্বয় আঘাতে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষাই সর্বপ্রথম বিপন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু এই কারণও নিশ্চয় সম্পূর্ণ বা একমাত্র কারণ নয়, আংশিক ও প্রত্যক্ষ কারণ মাত্র। প্রকৃত কারণ হয়তো মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবনের এমন কোনো নৈতিক সংকট বা গোপন অপরাধবোধ, চেতন-অবচেতনের এমন এক মীমাংসাহীন দ্বন্দ্ব, যা নিজের কাছেও উচ্চারণ করা সহজ ছিল না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথমজীবনের সাহিত্য, তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্যে' হেরম্বের জীবনের দ্বন্দ্বময় রূপক, গাঢ় অন্ধকারে দুই হেরম্বের দীর্ঘ ও আত্মক্ষয়ী সম্মুখযুদ্ধ, কড়িকাঠের সঙ্গে দড়ি বেঁধে গলায় ফাঁস লাগিয়ে নিজের স্ত্রীকে ঝুলিয়ে দেবার অতর্কিত স্মৃতি, হেরম্বের 'অনির্বচনীয় একাকিত্ব' ও পরবাসী-চেতনা, এইসব ও আরো অনেক-কিছু, এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথমজীবনের দুঃস্বপ্নপ্রায় গল্পগুলি,—লেখকের অবচেতন-জীবনের গভীর কোনো সংকট বা বিপন্ন অভিজ্ঞতারই সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু জীবনীগত উপাদান হিসাবে কোনো প্রামাণিক তথ্যের অভাবে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত ব্যাধির কারণ ও পরিণাম, তাঁর ব্যক্তিগত চিঠির প্রকাশ্য বিবরণ থেকেই আমাদের জেনে নিতে হয়।

ব্যাধি-প্রসঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় চিঠিটি তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত আগের বছরের লেখা, তারিখ ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ব্যক্তিজীবনে তাঁর ব্যাধির পরিণাম ততদিনে অনেক-বেশি জটিল—তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন ইতিমধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ অতিবাহিত হয়ে যায়। একটু বিস্তারিতভাবেই তিনি তাঁর অসুখের ইতিহাস এই চিঠিতে দিয়েছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মৃত্যুদণ্ড মাথায় নিয়েই চিঠিখানি লিখেছিলেন—দণ্ডাজ্ঞার ছায়ায় জীবন যদিও বহুবার কেঁপে ওঠে, তবু দণ্ডিতের ভূমিকায় এই-ই তাঁর একমাত্র জবানবন্দী। এই চিঠি থেকে জানা যায়, 'পুতুলনাচের ইতিকথা' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনাকালে একদিন তিনি অকস্মাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন ; তারপর, এক মাস থেকে দু'-তিন মাস অন্তর এই ঘটনায় পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। তার আগেই, তাঁর নিজেরই ভাষায়, '৪।৫ বছরের প্রাণান্তকর সাহিত্য সাধনা হয়ে গেছে।' পরবর্তী ছ'-সাত বছর, চিকিৎসকদের হাতে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেন, কিন্তু তাঁর রোগের প্রকৃতি ও আরোগ্যের উপায় বিশেষজ্ঞদের কাছেও অজ্ঞাত থেকে যায়।

> ইতিপূর্বেই আমি নিজের অসুখ সম্পর্কে ডাক্তারি বই পড়তে সুরু করেছিলাম। খাতা ভর্তি করে সব টুকে রেখেছিলাম—প্রমাণ আছে। ডাক্তারও স্বীকার করেছিলেন এবং ডাক্তারি বই পড়ে আমিও দেখে-ছিলাম সেখানে স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে : মাঝে মাঝে আমি কেন অজ্ঞান হয়ে যাই তার কারণ আজও চিকিৎসা-বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে পারে নি!

সচেতন জীবনের শুরু থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে-বিজ্ঞানকে তাঁর জীবন ও সাহিত্যের অধীশ্বর ব'লে মেনে নেন, শারীরিক অস্তিত্বের সংকটকালে সেই বিজ্ঞানের সীমা এভাবেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ভয়ঙ্কর সত্য হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু এর পরও থেকে যায় চৈতন্যের অধিকার—শেষনিশ্বাসের আগে যা শেষ হয় না। তিনি নিজেই বলেন, 'দীর্ঘকাল চিকিৎসা চালিয়ে অকর্মণ্য মরণাপন্ন হয়ে আমি তখন সিদ্ধান্ত নিই যে নিজেকে আর রোগী ভাবব না।' এই সিদ্ধান্ত থেকেই, চিকিৎসার অতীত অসুখের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রয়োজনে, এবং লেখার পক্ষে প্রয়োজনীয় সাময়িক সুস্থতার উপায় হিসাবে, অ্যালকোহল-এর মতো এক সম্পূর্ণ বিপরীত ও আত্মঘাতী প্রক্রিয়ায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে বাঁচানোর অসম্ভব পরীক্ষায় রত হন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্যাধি, তাঁর আসক্তির ইতিহাস, এভাবেই তাঁর চিকিৎসাতীত অসুখের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-ভাবে সম্পর্কিত। একই চিঠিতে তিনি লেখেন :

> প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিলাম। আর ক'মাস বাঁচব এই ভাবনা মাথায় এসেছিল। নিজেকে রোগী না ভেবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলাম বলেই রক্ষা পেয়েছিলাম।

কিন্তু শেষরক্ষা হয় নি, যদিও চূড়ান্ত সংকটকালেও বিশ্বাস রাখেন, তিনি 'সুস্থ সবল সক্রিয় মানুষ'। তাঁর জীবনের শেষ বছর ১৯৫৫ সালে, বিপর্যস্ত শরীর-মনের শেষ সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা হয় প্রথমে ইসলামিয়া হাসপাতালে, তারপর লুম্বিনী-পার্ক মানসিক চিকিৎসালয়ে, কিন্তু শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। মৃগীরোগের আক্রমণে বহুবার মৃত্যুকে অতিনিকটে প্রত্যক্ষ ক'রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ-বারের মতো আক্রান্ত হন ১৯৫৬'র ২ ডিসেম্বর— সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নীল-রতন সরকার হাসপাতালে নীত হয়ে, ৩ ডিসেম্বর অতি প্রত্যূষে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকগণ এই শেষ আক্রমণকেই তাঁর মৃত্যুর সাক্ষাৎ কারণ ব'লে উল্লেখ করেছেন।

নিজের অসুখ-সম্পর্কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দ্বিতীয় বা শেষ চিঠিটিতে লিখেছিলেন, তিনি নিজেই একসময় ডাক্তারি বইপত্র পড়া শুরু করেন ও খাতা ভর্তি ক'রে টুকে রাখেন—প্রমাণ আছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত কাগজ-পত্রের মধ্যে এর বিপুলপরিমাণ প্রমাণ বাস্তবিক থেকে যায়—অসংখ্য ছিন্নভিন্ন পাতা ও একাধিক খাতায়, চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থাদি থেকে সরাসরি 'নোট' ছাড়াও, অসুখ-সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে, সাহিত্য-চর্চার পাশাপাশি তাঁর ব্যাধি-বিষয়ক অনুশীলন তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনকালের কত-খানি সময় তাঁকে আমৃত্যু ব্যাপৃত রাখে। ডস্টয়েভস্কির কথা পুনরায় এসে যায়—তাঁর বিপুলতর ডায়েরি বা নোটবই ও চিঠিপত্র ছাড়াও, ডস্টয়েভস্কির সমস্ত রচনা

থেকেই এক আক্রান্ত ব্যক্তিত্ব আমাদেরও বারংবার আক্রমণ করে। ডস্টয়েভস্কি সম্পর্কে সকলেই প্রায় বলেন, এমন এক অন্তর্ভেদী দৃষ্টির অধিকারী তিনি, যে-দৃষ্টি ঘাতকের। আততায়ীর মতো তিনি আমাদের কাছে এসে দাঁড়ান; আমরা, পাঠকরা, টের পাই—নিস্তার নেই। আমাদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীবনযাপন, পাপ-পুণ্যন্যায়বোধ, মূল্যবান বিবেক, এইসব—বড় বেশি হিংস্রভাবে নিজমূর্তি ধারণ করে। আমরা নিজেরাই কখন নিজেদের সম্পর্কে এমন কিছু কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করি, যা এতকাল নিজেদের কাছেও গোপন ছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য, বিশেষত তাঁর প্রথমজীবনের সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতাও এইরকম। ডস্টয়েভস্কি তাঁর 'পাতাল থেকে লেখা'য় যে জগৎ-দর্শনের মর্মার্থ দেন, মৌলিক বাংলা ভাষায় আমরা তার কাছাকাছি পরিচয় পাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখকজীবনের প্রথম অর্ধাংশেরও কিছু-বেশি সময়কালের একাধিক উপন্যাসে, 'প্রাগৈতিহাসিক'-'সরীসৃপ'-'মিহি ও মোটা কাহিনী'-পর্যায়ের গল্প-পরম্পরায়, এবং বিশেষভাবে 'অহিংসা'য়। বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনার প্রতি আমাদের দুর্বলতার কথা মনে রেখেও মনে হয়, সমগ্রভাবে অন্তত এই একটি উপন্যাসে, 'অহিংসা'য়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ডস্টয়েভস্কি-তুল্য এক জগতের লেখকদ্রষ্টা।

ডস্টয়েভস্কির মতোই, ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পর্কে তাঁর সমালোচকরা যে-কথা বারংবার উল্লেখ করেন, তা তাঁর মাত্রাতিরিক্ত বিশ্লেষণ-প্রবণতা, তাঁর প্রায় সহ্যাতীত মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও জানতেন, 'এরা কেউ বিশ্লেষণ ভালবাসে না…'। অথচ, 'তার একি অভিশাপ যে, এরা কেন বিশ্লেষণ ভালবাসে না বসে বসে তাও বিশ্লেষণ করতে ইচ্ছা হয়?'—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাসের নায়কের এই 'অভিশাপ' তার স্রষ্টারও, এবং যদি তা 'অভিশাপ'ই হয়, তবে স্রষ্টা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শারীরিক বিপন্নতাই তার প্রাথমিক কারণ। মানুষের শরীর-সর্বস্ব জীবনের স্বাভাবিকতা থেকে তিনি বঞ্চিত হন বলেই হয়তো তাঁর আশ্রয় মানুষের মন, একমাত্র অস্ত্র তাঁর অন্তর্দৃষ্টি,—যে-দৃষ্টি, একইভাবে, ঘাতকের। কিন্তু ডস্টয়েভস্কির মতোই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একজন মনস্তাত্ত্বিক লেখকমাত্র নন। তাঁর বিশ্লেষণের লক্ষ্য ও প্রকৃতি শেষপর্যন্ত নৈতিক, এবং তাঁর নৈতিকতা নিতান্তই ব্যক্তিমানুষের আত্মগত নীতিবোধমাত্র নয়, এক সামগ্রিক অর্থেই তা ঐতিহাসিক। ডস্টয়েভস্কির 'এক অদ্ভুত মানুষের স্বপ্ন'-সম্পর্কে মিডল্‌টন্ মারে বলেছিলেন: এই লেখাটিতে তিনি জগতের কাছে এমন একটা কথা স্পষ্ট জানাতে চান যা এখনো আমরা স্পষ্ট বুঝে উঠি নি—জগৎসংসারের স্বপক্ষে এমন এক সর্বাত্মক নৈরাশ্যের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ, যে-নৈরাশ্য যদি মানুষকে গ্রাস করে তবে তার বিনাশ অবধারিত। ডস্টয়েভস্কির সমগ্ররচনা, এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম ও মধ্য জীবনের লেখা-সম্পর্কেও উল্লিখিত উক্তি একইভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু

একই সঙ্গে এ-কথাও সত্য যে, উপন্যাস-সাহিত্যের এই দুই লেখকের নৈতিক তাৎপর্য, এবং তাঁদের নিজ-নিজ লেখকজীবনের পূর্ণতা ও পরিণতি, ঐতিহাসিক কারণেই এক নয়—উভয়ের মাঝখানে ভিন্ন দুই শতাব্দীর ব্যবধান থেকে যায়।

লেখকজীবনের প্রথম চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে ক্রমে দেখা দেয় এমন এক সর্বাত্মক সংকটের অভিজ্ঞতা, যা তাঁর ব্যক্তিগত সংকটেরই প্রত্যক্ষ পরিণাম। পরবর্তী দশ বছর, তাঁর ব্যক্তিজীবনের সংকট, প্রকৃতপক্ষে, অস্তিত্বের এক সামগ্রিক সংকটকেই অনিবার্য ক'রে তোলে —বাস্তবতার সংজ্ঞা পর্যন্ত লুপ্ত হয়, জীবনের সংজ্ঞাও নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। সংজ্ঞা যখন লুপ্ত হয়, সংকট তখনই দেখা দেয়,—সংকট পুনরায় সংজ্ঞাকেই আক্রমণ করে। লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে এক দ্বন্দ্বময় সম্পর্কে ক্রমেই লিপ্ত হয়ে পড়েন—ক্রমাগত আত্ম-বিলোপই হয়ে ওঠে তাঁর আত্মপ্রকাশের একমাত্র উপায়। অনন্যোপায় তিনি, একমাত্র আত্মখনন ছাড়া নিজেকে আবিষ্কার করার আর-কোনো উপায় থাকে না—আত্মখনন ও আত্মহনন সমার্থক হয়ে ওঠে। কিন্তু এরই মধ্যে জেগে থাকে শিল্পের প্রতিরোধ। ব্যক্তিজীবনে, মরণাধিক ব্যাধির প্রতিটি আক্রমণের মধ্য দিয়ে এক-একটি মৃত্যু সম্পূর্ণ হয়ে যায় বলেই, লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখার মধ্যেই প্রবলভাবে বাঁচেন—তাঁর সৃষ্টিশীলতার বিরামহীন পরীক্ষায় অসুস্থতা ও স্বাস্থ্যের প্রচলিত বিভেদ শেষপর্যন্ত ভেঙে পড়ে। অসুস্থতার সঙ্গে তাঁর বাধ্যতামূলক সহাবস্থান থেকেই শুরু হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে ও সাহিত্যে অসুখ ও সুস্থতার এক দ্বন্দ্বময় সম্পর্ক ও সংঘাত—তাঁর সৃষ্টিশীলতার মৌলিক রূপান্তর। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখকজীবনে তাঁর ব্যাধির ভূমিকা তাই তাঁর সংকটের মধ্যেই শেষ হয় না—তাঁর ব্যাধিগ্রস্ত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে, তাঁর লেখক জীবনের প্রকৃত বিষয় ও ঐতিহাসিক পরিণতি এখনও বাকি থাকে।

'ব্যাধি-বিষয়ে সামান্য দার্শনিকতা হয়তো এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না'—বক্তা টমাস মান, প্রসঙ্গ ডস্টয়েভস্কি। কিন্তু ডস্টয়েভস্কির প্রসঙ্গক্রমে টমাস মান যা বলেন, প্রসঙ্গ-নির্দেশ উহ্য রেখে তার অনেকটাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রসঙ্গে অনুবাদ ক'রে দেওয়া যেত। টমাস মান-এর বক্তব্যের ভাবার্থ একটু সম্প্রসারিত ক'রে বলা যায় : ব্যাধি মানেই স্বাভাবিকতা থেকে বিচ্ছেদ, প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা। নীৎসের একটি উক্তি তিনি প্রসঙ্গত উল্লেখ করেন—মানুষ তার অসুস্থতার অনুপাতেই জন্তুর চেয়ে পৃথক। অসুস্থতা এমনিতে ভালো বা মন্দ, শুভ বা অশুভ, কোনোটাই নয় ; অসুস্থতা একটি অবস্থামাত্র—এমন একটি অবস্থা যা মানুষকে তার শরীরের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিক্ষেপ করে। নশ্বর মনুষ্যশরীর এবং মানবিক মর্যাদাবোধের সঙ্গে ব্যাধি তাই এক দ্বিমুখী সম্বন্ধে সম্পর্কিত। ব্যাধি

একদিকে এক বিরুদ্ধ শক্তি—তার প্রভাব এই কারণে অমানবিক যে, তা স্বাভাবিকতার বিরুদ্ধাচরণ। অন্যদিকে, যা-কিছু স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক, তার বিরোধী ব'লেই, ব্যাধিই চৈতন্যের জন্মদাতা—হয়তো খুব-বেশি বলা হয় না—ব্যাধিই চৈতন্য, চৈতন্যই ব্যাধি। শরীরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত, নিমজ্জমান মানুষ, সম্পূর্ণ ডুবে যাবার আগেও তুলে রাখে তার শেষ উদ্যত হাত,—অর্থাৎ চৈতন্য। এই চৈতন্যের সত্য থেকেই শরীরময় মানুষ শেষপর্যন্ত তার খণ্ডিত অস্তিত্বকে অতিক্রম করে, শরীর আর স্বরূপের বিরোধিতা থেকে সে পুনরাবিষ্কার করে নিজেকে—তার ব্যক্তিগত নিয়তি সমগ্র মানব-নিয়তির সঙ্গে যুক্ত হয়। টমাস মান জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু উত্তর দরকার হয় না,—মানুষের আশাহীন ও নিরুপায় নিয়তি সম্পর্কে আমাদের আত্মচেতনাই কি মানুষের সৌভ্রাতৃত্ববোধের উৎস নয়? আমাদের মানবিকতাবোধেরও প্রেরণা কি আমাদের এই উপলব্ধি নয় যে, মানুষ ভালো নেই, এক কঠিন ও জটিল সময়ের মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়, সে সুখী বা সুস্থ নয়,—তার আরোগ্যের প্রয়োজন?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের প্রকৃত বিষয়, তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা, এখান থেকেই শুরু হয়।

'শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম?'—এ তো শরীরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত কোনো মানুষেরই হাহাকার! কিছুমাত্র আকস্মিক নয় যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একেবারে আদি পর্বের দীর্ঘতম উপন্যাসটির নায়ক একজন চিকিৎসক—পেশাগত চিকিৎসা ছাড়াও, শরীরসর্বস্ব মানুষের জন্য সুস্থতার সন্ধানকেই শশী তার সামাজিক দায়িত্ব ব'লে গ্রহণ করে। কিন্তু জীবনের সামগ্রিক ব্যাধির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম, নিজের জীবন থেকেই শশী বোঝে, কোনো একজন ব্যক্তিমানুষের উদ্যোগ বা ইচ্ছার অধীন নয়। শশী-ডাক্তারের জীবনসংগ্রাম তাই পদে-পদে ব্যাহত হয়, কিন্তু গাওদিয়া গ্রামের নিয়তি-চালিত জীবনধারাকে সে-জন্য দায়ী করা চলে না। প্রকৃত কারণ, প্রকৃতপক্ষে, অনেক গভীর ও ব্যাপকভাবে সামাজিক। শশীর অবশিষ্ট জীবনের কাজ যদিও গাওদিয়ার সংকীর্ণ সীমার মধ্যেই ছড়ানো থাকে, তবু শশী তা এই কারণে মেনে নেয়, 'কাজ আর দায়িত্বে জীবনটা আবার ভরপুর হইয়া উঠিল।' জীবনের চতুষ্কোণ-সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাজকুমার একইভাবে মেনে নেয় উন্মাদ রিণির শুশ্রূষার দায়, কারণ, 'জীবন তো খেলার জিনিষ নয় মানুষের!' অন্যদিকে, পদ্মার প্রান্তবর্তী সর্বস্বহারা মানুষের জন্যেও রচিত হয় এক বাস্তবকল্প ময়নাদ্বীপ, যেখানে 'একদিন মানুষের জীবনের প্রবাহ বহিবে'।

লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর ব্যক্তিগত অস্তিত্বের সংকট থেকে, তাঁর লেখকজীবনের সূচনাকালেই আবিষ্কার করেন এমন এক সময় ও সমাজ যা রোগাক্রান্ত ও মরণাপন্ন। লেখকজীবনের মধ্যবয়সের পর, তাঁর চৈতন্যের সত্য থেকে তিনি

অবশেষে বোঝেন, সমগ্র মানুষের রোগমুক্তির জন্যই এক সামগ্রিক সমাজবিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমগ্র সমাজের আরোগ্যের প্রয়োজন। ১৯৪৪ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। সাহিত্যজীবনের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই ব্যক্তিগত মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর সমগ্রজীবনের রচনায় ক্রমাগত খুঁজে যান নিজেরই হারানো মুখ ও সমগ্র অবয়ব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম মুহূর্তে, মানুষের মুক্তির এক ঐতিহাসিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সন্ধান মিশে যায়—মার্কসীয় দর্শন ও রাজনীতির মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, এক বিকল্পহীন সত্যের মতো, তাঁর সামগ্রিক আত্মমুক্তির সন্ধান পান। লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চূড়ান্ত পরিণতি তাই একদিকে যেমন অতিশয় ব্যক্তিগত, অন্যদিকে তা প্রত্যক্ষভাবে ঐতিহাসিক—তার নৈতিক তাৎপর্য এ-কারণেই অপরিসীম।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর লেখকজীবনের অর্ধাংশেরও বেশি সময় অতিবাহিত হবার পর, এমন এক সময়ে তাঁর ডায়েরির ব্যক্তিগত লেখায় প্রথম হাত দেন, যখন লেখক হিসাবে তাঁর ব্যক্তিগত দায় ক্রমে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে সামাজিক দায়বদ্ধতার রূপ নেয়—অন্তত, তাঁর যে-ক'খানি ডায়েরি-বই আমাদের হাতে আসে, তার প্রথম তারিখ ২৩ অক্টোবর ১৯৪৫। কিন্তু তখনো তা কোনো ব্যক্তিগত লেখা নয়—লেখার প্লট বা লেখকের খসড়া। তারও মাস তিনেক পর, ব্যক্তিগত ভাবনা প্রথম একবার চকিতে দেখা দেয় ১৯৪৬-এর ১৬ জানুয়ারি; জানুয়ারি মাসেরই আরো দু'টি তারিখের পর, একই বছরের অগাস্ট মাসের ১৬ থেকে ১৯, পর-পর চার দিনের লেখায় ঐতিহাসিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ব্যক্তিগত বিবরণ। ডায়েরির ব্যক্তিগত লেখায় আবার ছেদ পড়ে। প্রকৃতপক্ষে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত ডায়েরি, তার সমস্তপ্রকার বিশৃঙ্খলা নিয়েই, রীতিমতো শুরু হয় ১৯৪৮-৪৯-এ—১৯৪৯ থেকেই তাঁর ডায়েরি-বই ক্রমেই অনেক-বেশি দৈনিক ও ধারাবাহিক, অনেক বেশি পাতা জুড়ে লেখা। এই সময়কাল থেকেই তাঁর ব্যক্তিজীবনের ছোটবড় সমস্যা ও স্থায়ী সংকটগুলি যেমন একদিকে জটিলতর হতে থাকে, তেমনি অন্যদিকে, সামাজিক কাজকর্মে তাঁর ব্যক্তিগত সময়ের অনেকটাই ক্রমে অনেক-বেশি ব্যয়িত হয়—এরই কিছু আগে থেকে, কমিউনিস্ট পার্টির সাহিত্যফ্রণ্ট তথা প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রচণ্ড অন্তর্বিরোধ ও তাত্ত্বিক বিতর্কে লেখক নিজেও জড়িত হয়ে পড়েন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত ডায়েরির ক্রম-পরিণতির ইতিহাসে লক্ষণীয় এই যে, তাঁর ব্যক্তিজীবনের সংকট ও সামাজিক দায়বদ্ধতা একই সঙ্গে যতবেশি বাড়ে, ঠিক সেই অনুপাতে, তাঁর ডায়েরির লেখায় তিনি তত বেশিভাবে উপস্থিত। এখান থেকেই দেখা দেয় একই সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিজীবন ও ব্যক্তিগত ডায়েরির আরেক দ্বন্দ্ব,

যে-দ্বন্দ্বের কিছু সূত্র তিনি নিজেই তাঁর ডায়েরি ১৯৪৯-এর প্রথম দিনের লেখার শুরুতেই দিয়েছেন :

> ডায়েরি রাখতে পারি না কেন ? বোধহয় এই ধারণা থেকে গেছে বলে যে ডায়েরি মানেই নিছক ব্যক্তিগত কথা ! কয়েকদিন লেখার পর আর উৎসাহ পাই না।

দেখা যায়, নিছক যা ব্যক্তিগত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ডায়েরিতে তেমন লেখায় উৎসাহী নন—তাঁর ডায়েরির লেখায় তাই থেকে-থেকে ছেদ পড়ে। কিন্তু একদিকে ব্যক্তিজীবনের সমস্যা ও সংকট—অসুখ, আসক্তি ও দারিদ্র্য ; অন্যদিকে সামাজিক দায়—রাজনীতি ও সাহিত্য-আন্দোলন ; এবং এরই মধ্যে নিজের যা প্রকৃত কাজ অর্থাৎ সাহিত্য—এই সবকিছুর চাপ ও পীড়ন যতই তীব্র হয়, মানুষের প্রকৃতিগত কারণেই ব্যক্তিগত হবার প্রয়োজন তত-বেশি দেখা দেয়। অন্যদিকে, পার্টি, সাহিত্য ও পারিবারিক জীবন ক্রমান্বয়ে দাবি করে আরো-বেশি শৃঙ্খলা ও সময়। নিজেই নিজের কাছে দাবি করেন একই সঙ্গে লেখক ও মানুষ হিসাবে জীবনের সম্পূর্ণতা—দেহে-মনে সুস্থ-সবল-সক্রিয় এক সম্পূর্ণ মানুষ। এই সবকিছুর মধ্য দিয়েই, দয়াহীন আত্মসমালোচনা, এবং নিজের কাছে নিজেকেই স্পষ্ট করার প্রয়োজনে অকপট স্বীকারোক্তি—দ্বিধা-দুর্বলতা-সংশয় সহ এক অনাবৃত ব্যক্তিত্বকে, তাঁর অতিব্যক্তিগত জীবন নিয়েই, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ কয়েক বছরের ডায়েরির বিশৃঙ্খল লেখায় ক্রমেই বেশি ক'রে ধ'রে রাখে। এরই মধ্যে ধরা থাকে তাঁর অন্তিম দিনগুলি, তাঁর তিনমাস হাসপাতালবাসের প্রতিটি দিনযাপন-সমেত তাঁর দ্বন্দ্বময় মানসিক ইতিহাস। নিমজ্জমান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ উদ্যত হাত এরই মধ্যে থেকে-থেকে ঝলসে ওঠে। বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম—যা সংগ্রাম ও বীরত্বপূর্ণ—এ-কথার অর্থ যা তা এই, অথচ এই সংগ্রাম এমনই নৈমিত্তিক যে পরাজয় পূর্ব-নির্ধারিত, এবং এ-পরাজয় অনেক করতালিমুখর জয়ের চেয়ে অনেক বেশি পরাক্রান্ত। এই তাঁর সমুন্নত শরীর ও উন্মোচিত হৃদয়, তাঁর আত্মার অস্ত্রোপচার—সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার আগেও ঘাড় সোজা রেখে দাঁড়ানো। এমন স্পর্শযোগ্য, জীবন্ত, ভঙ্গুর, মানুষী রচনা যা একই সঙ্গে অতিমানুষিক, পৃথিবীর খুব বেশি লেখক লেখেন নি। অন্তত বাংলা ভাষার মুদ্রিত হরফে এর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত এখনো পর্যন্ত নেই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরির শেষ চার-পাঁচ বছরের লেখায় তাঁর অতি-ব্যক্তিগত জীবনের যে-প্রসঙ্গগুলি ক্লান্তিহীন ধ্রুবপদের মতো ঘুরে-ঘুরে দেখা দেয়, তা অসুখ, আসক্তি ও দারিদ্র্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবিতকালে অনেকেই জানতেন এবং আজ প্রায় সকলেই জানেন যে তিনি মদ্যপান করতেন।

ঠিক সেই অনুপাতে অনেকেই জানতেন না এবং আজ জেনেও ঠিক সেইভাবে মনে রাখেন না যে, তাঁর আসক্তির মতোই চিকিৎসাতীত অসুখে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় সমস্ত জীবন মৃত্যুতাড়িত মানুষ। এবং যে-কথা সকলেই জানতেন ও জানেন কিন্তু যথাসময়ে ভুলে যান তা এই যে, তিনিই ছিলেন এ-দেশের দরিদ্রতম বড় লেখক। লেখক বা শিল্পীর জীবনের কোনো আসক্তি বা আতিশয্য, এবং সর্বদাই তার অতিকৃত প্রচার, চিরকালই শিল্পসাহিত্যে প্রতিক্রিয়া-পক্ষের প্রিয় প্রসঙ্গ এবং তাত্ত্বিক রণকৌশল—প্রতিক্রিয়া কথাটি এখানে রাজনৈতিক পরিভাষার প্রচলিত অর্থেই ব্যবহৃত। এ-দেশের প্রচলিত প্রগতিবাদীরাও অনেকক্ষেত্রে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, উপরোক্ত রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার সুলভ শিকার, এবং প্রচারের দ্বারা চালিত। শিল্প-সমালোচক জন বার্জার অনেকটা এরকম একটা কথা বলেছিলেন: আজকের অতিকায় সমাজ-প্রতিষ্ঠানের প্রশ্রয় ও প্ররোচনায় আমাদের কাছে প্রতিষ্ঠা পায় শিল্পিজীবনের এমন এক আধুনিক পুরাণ, যা সম্পূর্ণ তুচ্ছ ও ভ্রান্ত মহিমায় প্রতিভাকে ভূষিত করে। প্রতিভামাত্রই তাই নিঃসঙ্গ, দায়িত্বহীন, উন্মাদ, আসক্ত, বাউণ্ডুলে—প্রতিভার এক ছন্নছাড়া চেহারা আমাদের নিজেদেরই লক্ষ্যহীনতার প্রতীক হয়ে ওঠে, আমাদের অচরিতার্থ জীবনের অনিশ্চয়তায় তা সান্ত্বনার কারণ ব'লে মনে হয়; এরপর, যে-কোনোরকম নৈরাজ্যের পক্ষেই যুক্তি থাকে। সকলেই জানেন যে ভ্যান গগ্ নিজের কান কেটে কোনো রমণীকে উপহার দিয়েছিলেন; ভ্যান গগ্ উন্মাদ; ভ্যান গগ্-এর মতো প্রতিভাও দৈনিক মদ খাওয়ার পয়সা জোটাতে পারেন নি—এই-ই ভ্যান গগ্। কিন্তু তাঁর জনপ্রিয় জীবনীকারদের কাছে এটা কোনো ব্যাপারই নয় যে, সমস্ত জীবন ভ্যান গগ্ তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাও ভালোভাবে করতে পারেন নি, এবং ভ্যান গগ্ নিজে মনে করতেন, তাঁর জীবনের একমাত্র ঘটনা, যাতে শেষপর্যন্ত এসে যায়, তা তাঁর কাজ অর্থাৎ শিল্প। তাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকার বা আসক্তির কথা যতটা ওঠে, তাঁর শারীরিক ব্যাধি বা দারিদ্র্যের কথা কখনোই ততটা নয়, এবং এইসব কথা যখন ওঠে, তাঁর প্রকৃত কাজ থেকে তা আলাদা ক'রে দেখানো হয়। অন্তত, এই সবকিছু নিয়েই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একসঙ্গে দেখার প্রক্রিয়া ও পরিপ্রেক্ষিত আমাদের লিখিত চিন্তা ও আলোচনায় এখনো পর্যন্ত নেই। উল্টো দিক থেকে, আমাদের প্রগতিশীলতা যেহেতু কঠিনভাবে রক্ষণশীল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর আসক্তির কারণেই, তাই এখনো আমাদের কাছে ঠিক তেমন 'সম্ভ্রান্ত' নন। ব্যক্তি ও লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আজো অনেকে আড়চোখে তাকান।

ব্যক্তি ও লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পর্কে আমাদের এ-যাবৎকালের যাবতীয় সংস্কার, অনেকটাই যার কুসংস্কার, ও বদ্ধমূল ধারণা, স্বাভাবিকভাবেই

তাঁর ব্যক্তিগত কাগজপত্রের অপেক্ষা না-রেখে গঠিত হয়েছে। সমগ্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠোদ্ধারের পক্ষে আজ তাই অনেককিছুরই পুনর্বিবেচনা দরকার। অপরপক্ষে, তাঁর ডায়েরির লেখা থেকে এই প্রথম আমাদের কাছে দেখা দেয় তাঁর ব্যক্তিজীবনের এমন একটি বিষয়, যার চূড়ান্ত বিচার বা মীমাংসা অন্তত এই মুহূর্তে এক কথায় হয় না। ১৯৫৪'র ১ জানুয়ারি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ডায়েরির লেখায় এক অতিলৌকিক অর্থে 'মা' এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন—তাঁর শেষ তিন বছরের ডায়েরির অনেক নিরুপায় মুহূর্তে, 'মা' বা 'মায়ের দয়া' বারংবার পাওয়া যায়। হয়তো এই অতিলৌকিক 'মা', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপর্যস্ত শেষজীবনের অতিগোপন মানসিক আশ্রয় ও নিরাপত্তার শব্দগত প্রতীকমাত্র, বা এমন এক অতিব্যক্তিগত উচ্চারণ, যার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বিশ্বাসের সম্পর্ক নেই। বা, হয়তো তা আরো-কিছু বেশি। মীমাংসা সহজ নয় বলেই আপাতত আমাদের কাছে তা আরো-বেশি বিভ্রান্তিকর—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষজীবনের রাজনৈতিক আদর্শ বা সমাজমানসিক বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর ডায়েরির অতিপ্রাকৃত প্রসঙ্গগুলি মেলানো যায় না। আপাতত, বিবেচনাধীনভাবেই, একটি বিষয়ের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম ও মধ্যজীবনের একাধিক গল্প ও উপন্যাসে, এমনকি প্রথম উপন্যাসে, আশ্রমবাসী সাধুদের জীবন ও আধ্যাত্মিক বিকার, এমনকি তন্ত্রসাধনা, নানাভাবে এনেছেন—একপ্রকার অতিলৌকিক কৌতূহলের পরিচয় তাঁর একই সময়কালের অনেক লেখায় পাওয়া যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের এই দিকটি, এই সূত্রে, আলাদাভাবে ভেবে দেখা দরকার। অন্যদিকে, তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাধি, তাঁর মৃগীরোগ—ডস্টয়েভস্কি যে-ব্যাধিকে রহস্যময় ও আধিদৈবিক ব'লে উল্লেখ করেন—এই ব্যাধি এবং তার পরিণামের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষজীবনের মানসিকতা নিশ্চয় একেবারে শারীরিকভাবে সম্পর্কিত। মৃগীরোগাক্রান্ত ব্যক্তিত্বের যে-বিবরণ তিনি নিজেই তাঁর ব্যক্তিগত কাগজপত্রে দিয়েছেন, এবং আরো অনেক দৃষ্টান্ত থেকে যার সমর্থন পাওয়া যায়, তারপর, আক্রান্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর অতিপ্রাকৃত উচ্চারণের সম্পর্ক অনেক-বেশি প্রত্যক্ষ ব'লে মনে হয়।

এত কিছুর পরও, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর ডায়েরিকে অভিযুক্ত করা সহজ। সমস্তরকম সম্ভাব্য ব্যাখ্যার আগেই, কিছু প্রশ্ন স্বতই এসে যায় : না কি ঘটনা এই যে, শেষজীবনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বৈজ্ঞানিক সমাজবোধ এবং একপ্রকার আধিদৈবিক বিশ্বাসের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন? তাঁর অতিপ্রাকৃত উচ্চারণের প্রকৃত কারণ কি বিশ্বাসের সংকট? এমন কথাও মনে হওয়া সম্ভব : হয়তো তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে, তাঁর সামাজিক জীবনদর্শন এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সমন্বয় সহজ হয় নি। অন্তত আজ, এই মুহূর্তে,

পাঠকের প্রথম বা প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হয়তো এই যে, রাজনৈতিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত মূর্তি এরপর আর অক্ষুণ্ণ থাকে না। এই প্রতিক্রিয়াও অবশ্যই রাজনৈতিক, এবং আজ যাঁরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক আদর্শের পক্ষে ও বিপক্ষে, সেই উভয়পক্ষই, তাঁদের নিজ-নিজ অবস্থান অনুযায়ী, নিশ্চয় তাঁর ডায়েরিকে প্রয়োজনমতো ব্যবহার করবেন। প্রকাশ্য-ভাবেই যাঁরা চিরকাল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত আদর্শের বিপক্ষে, আজ তাঁদের পক্ষাবলম্বন বা বিপক্ষতায় অবশ্য অবস্থান্তর হয় না। কিন্তু যাঁরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে, অসুবিধা প্রকৃতপক্ষে তাঁদেরই! মার্কস্‌বাদে বিশ্বাসী প্রগতিবাদীরা অনেক সময় সরল মনে ভুলে যান, তাঁরাও 'ডায়ালেক্‌টিক্'-এর অধীন—দ্বান্দ্বিকতায় বিশ্বাসী ব'লেই হয়তো তাঁদের এমন ধারণা জন্মায়, দ্বান্দ্বিকতার নিয়ম একমাত্র তাঁদের ক্ষেত্রেই খাটে না! অপরপক্ষে, আমরা সাধারণভাবেই ভুলে থাকি যে, আমাদের মাথার উপর ভর ক'রে থাকে কয়েক হাজার বছরের ভারতবর্ষের চাপ—আশপাশের টান শিথিল হওয়ামাত্র যা ক্রমাগত মাটির দিকে ঠেলে। লেখকের শ্রেণীচরিত্রের প্রশ্নটিও একইরকম সরল-ভাবে আসে, এ-কথা প্রায় ভুলে গিয়েই আসে যে লেখকমাত্রই, আজকের শ্রেণী-বিভক্ত ব্যবস্থায়, উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তিতেই, বাধ্যতই মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত, এবং আমাদের অগ্রবর্তী মধ্যবিত্ত মানসিকতার মৌলিক দ্বিখণ্ডন এক ঐতিহাসিক ঘটনা—আমাদের অস্তিত্ব ও মস্তিষ্কের ঐতিহাসিক বিচ্ছেদ উনিশ শতকের সন্ধিক্ষণেই সম্পূর্ণ হয়ে যায়। শ্রেণীচ্যুতির ব্যাপারটাও এক্ষেত্রে উল্টোভাবে ঘটে—কৃষক বা শ্রমিকশ্রেণী থেকে আগত লেখকও, লেখক হিসাবে তাঁর জীবিকা বা সমাজসম্পর্কের কারণেই, শেষপর্যন্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই চরিত্র গ্রহণ করতে বাধ্য। লেখক কার পক্ষে, এ-প্রশ্ন অবশ্যই থেকে যায়, এবং একই সঙ্গে এসে যায় এ-প্রশ্ন, লেখক কার বিপক্ষে। লেখক অনেক সময় নিজেরই বিপক্ষে। বহুব্যবহৃত উদাহরণ, প্রায় বলারই মানে হয় না, রাজতান্ত্রিক বালজাক, তাঁর 'মানবরঙ্গে', তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের বিপক্ষে চলে যান। এরকম আরো অনেক উদাহরণ আছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি প'ড়ে যদি কারো মনে হয়, শেষজীবনের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ঘোষিত বিশ্বাস বা প্রকাশ্য আদর্শের বিপক্ষে, তবে এ-ও মনে রাখা দরকার, একই সময়কালের গল্প ও উপন্যাসে, তাঁর শেষতম রচনায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কখনোই তাঁর সমগ্র লেখক-চরিত্র ও জীবনচর্চার বিপক্ষতা করেন না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকে ভুলে থেকে বা উপেক্ষা ক'রে, একমাত্র তাঁর ডায়েরির লেখাকেই যাঁরা কোনোভাবে ব্যবহার করতে চান, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টতই তাঁদের লেখক নন।

যুগান্তর চক্রবর্তী

গ্রন্থ-প্রসঙ্গ

ডায়েরি-পরিচয়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরির মোট সংখ্যা বারো। ডায়েরি-বইয়ের মুদ্রিত সাল-অনুযায়ী সময়কাল ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৬—এর মধ্যে ১৯৪৮-এর ডায়েরি-বই দু'টি এবং ১৯৫৫'র কোনো ডায়েরি-বই ছিল না। প্রচলিত ডায়েরি-বই ছাড়াও, ১৯৫৩-৫৪'র একটি হিসাব-খাতা, এবং লেখকের পরিণত বয়সের কবিতার একটি বৃহৎ খাতা থেকে জার্নালধর্মী অংশগুলি মুদ্রিতপাঠে গৃহীত হয়েছে।

মূল ডায়েরি ও অন্যান্য খাতাপত্রের সামগ্রিক পরিচয় ভূমিকা-প্রবন্ধে দেওয়া হয়েছে। কালানুক্রম-অনুযায়ী ডায়েরি-বইগুলির আকার ও বিষয়গত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

১. ১৯৪৫

Sarkar's Diary 1945 (One day) $7\frac{1}{4}'' \times 4\frac{3}{4}''$

M. C. Sarkar & Sons Ltd., Calcutta.

লেখার তারিখ অনুসারে প্রকৃত সময়কাল ১৯৪৫-১৯৪৭ এবং ১৯৫০-১৯৫৩। প্রকৃতপক্ষে লেখকের 'নোটবই'—গল্প ও উপন্যাসের 'প্লট' বা প্রাথমিক পরিকল্পনা, কাহিনীর সূত্র ও খসড়া চরিত্রপঞ্জি, এ-জাতীয় লেখাই আলোচ্য ডায়েরি-বইয়ের একমাত্র উপাদান—দিনলিপি-জাতীয় ব্যক্তিগত লেখা একটিও নেই।

২. ১৯৪৬

Sarkar's Desk Diary 1946 (Two days) $8\frac{3}{4}'' \times 5\frac{1}{2}''$

M. C. Sarkar & Sons Ltd.

দিনলিপি-জাতীয় লেখার সংখ্যা সর্বসমেত আট—প্রতিক্ষেত্রেই ডায়েরি-বইয়ের মুদ্রিত সাল-তারিখ দিনলিপির প্রকৃত তারিখ হিসাবে নির্ভরযোগ্য। এ-ছাড়া আছে ১৯৪৬ ও ১৯৪৭-এর বিভিন্ন তারিখে লেখা চিঠিপত্রের সংক্ষিপ্ত 'নোট'।

৩. ১৯৪৭

Achariya's Diary 1947 (One day) $5\frac{1}{2}'' \times 4\frac{1}{4}''$

Teacher's Book Stall, Sadar Road, Barisal.

প্রধান অংশই লেখকের 'নোটবই' ও সংসার-খরচার হিসাব-খাতা—প্রকৃত সময়কাল, বিক্ষিপ্তভাবে, ১৯৪৭-৪৮, ১৯৫০ এবং ১৯৫৫-৫৬। দিনলিপির সংখ্যা মাত্র পাঁচ।

৪-৫. ১৯৪৮

ক. Popular Table Diary 1948 (One day) $7\frac{1}{2}'' \times 4\frac{3}{4}''$
প্রকাশকের নাম নেই। পুনা থেকে মুদ্রিত।

খ. Pocket Diary 1948 (Two days) $4\frac{1}{4}'' \times 2\frac{3}{4}''$
Universal Stationary Mart, Bombay.

১৯৪৮-এর দু'টি ডায়েরি-বই যথাক্রমে ১৯৪৮/ক এবং ১৯৪৮/খ—এইভাবে সর্বত্র চিহ্নিত হল।

১৯৪৮/ক, জানুয়ারির সাত দিনের লেখা ছাড়া, প্রধানত অক্টোবর ১৯৫২ থেকে ডিসেম্বর ১৯৫৩'র একটানা হিসাব-খাতা—হিসাবের ফাঁকে-ফাঁকে একই সময়কালের বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত দিনের টুকরো দিনলিপি-জাতীয় লেখা। ১৯৪৮/খ-এর লিখিত অংশ সামান্যই—মাত্র তিন দিনের লেখা, লেখার তারিখ মুদ্রিত সাল-তারিখের অনুরূপ।

৬. ১৯৪৯

Sarkar's Crown Diary 1949 (One day) $7\frac{1}{4}'' \times 4\frac{3}{4}''$
M. C. Sarkar & Sons Ltd.

লেখার তারিখ-অনুসারে প্রকৃত সময়কাল ১৯৪৯-৫০, তৎসহ ১৯৫১'র দু'দিনের লেখা—প্রায় অনেকক্ষেত্রেই ধারাবাহিক দিনপঞ্জি।

৭. ১৯৫০

Sarkar's Crown Diary 1950 (One day) $7\frac{1}{4}'' \times 4\frac{3}{4}''$
M. C. Sarkar & Sons Ltd.

এপ্রিল ১৯৫৬-র একটিমাত্র দিনলিপি ছাড়া বাকি অংশ লেখকের 'নোটবই' ও হিসাব-খাতা—সময়কাল, বিক্ষিপ্তভাবে, ১৯৪৩-১৯৫৬। আলোচ্য ডায়েরি-বই, প্রকৃতপক্ষে, লেখকের অন্যান্য ডায়েরি ও খাতায় ছড়ানো লেখা-বাবদ প্রাপ্ত টাকার হিসাবপত্রের আনুপূর্বিক সার-সংকলন। উল্লিখিত সময়কালে লেখকের বিভিন্ন রচনা-সম্পর্কে নানাবিধ তথ্যের আকর-গ্রন্থ হিসাবে বর্তমান ডায়েরির প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি 'নির্দেশপঞ্জি'-অংশে বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে।

৮. ১৯৫১

Diary 1951 (One day) $4\frac{3}{4}'' \times 3''$
Nanigopal Chatterjee & Co., Calcutta.

দিনপঞ্জি-জাতীয় লেখার পরিমাণ বেশি নয়। প্রধানত ১৯৫৫ সালের

ইসলামিয়া হাসপাতাল-পর্বের লেখা; তা-ছাড়া, ১৯৫২'র একটি কবিতার খসড়াও পাওয়া যায়।

৯. ১৯৫২

Sarkar's Everyman's Diary 1952 (One day) 5" × 3½"

M. C. Sarkar & Sons Ltd.

১৯৫২'র দিনকয়েকের লেখা ছাড়া, প্রধানত ১৯৫৫ সালে ইসলামিয়া হাসপাতাল এবং লুম্বিনী পার্ক মানসিক চিকিৎসালয়ে তিনমাস চিকিৎসা-পর্বের দিনলিপি।

১০. ১৯৫৩

Diary 1953 (Two days) 4" × 2¾"

Indiana Limited, Calcutta.

মূল লেখা, তারিখ-বিহীন দীর্ঘ দু'টি অংশ—আনুমানিক সময়কাল ১৯৫৪-৫৫।

১১. ১৯৫৪

Sarkar's Everyman's Diary 1954 (One day) 5" × 3½"

M. C. Sarkar & Sons Ltd.

দিনলিপি-জাতীয় লেখার সংখ্যা বারো—সময়কাল ১৯৫৪-৫৫।

১২. ১৯৫৬

Sarkar's Everyman's Diary 1956 (One day) 5" × 3½"

M. C. Sarkar & Sons Ltd.

একই বছরের পাঁচ দিনের লেখা। এ-ছাড়া, লেখকের স্ত্রীর হাতে লেখা এক দিনের দিনলিপিতে, ২৫ জুন তারিখে লেখকের গুরুতর অসুস্থতার বিবরণ পাওয়া যায়।

গ্রহণ-বর্জন

যে-কোনো লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত ডায়েরি বা চিঠিপত্র-জাতীয় রচনার মৌলিক অন্তর্বিরোধ এই যে, ডায়েরি বা চিঠিপত্র যদিও মূলত প্রকাশের জন্য লেখা নয়, তবু লেখকমাত্রেরই এইসব ব্যক্তিগত লেখা শেষপর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে লেখকের হাতছাড়া হয়ে যায়। এ-জাতীয় রচনার যে-কোনোরূপ প্রকাশ, প্রকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিমার্জনা বা পরিবর্জন, এমনকি আদৌ তা প্রকাশিত হবে কি না সে-বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ইত্যাদি কোনো কিছুই আর লেখকের হাতে থাকে না, এবং তা থাকে না বলেই ডায়েরি বা চিঠিপত্রের লেখকমাত্রই প্রথমাবধি সম্পাদকের মুখাপেক্ষী—যে-সম্পাদককে বেছে নেবার সুযোগ বা স্বাধীনতা পর্যন্ত লেখকের নেই।

এখান থেকেই দেখা দেয় আরেক অন্তর্বিরোধ। পাঠকের দিক থেকে, ডায়েরি বা চিঠিপত্রের লেখক এক অর্থে সম্পাদকের রচনা, এবং এইসব ব্যক্তিগত লেখার মৌলিক বিশ্বাসযোগ্যতা অন্তত প্রাথমিকভাবেও একমাত্র সম্পাদকের উপর নির্ভর করে। লেখককে জানার পক্ষে তাঁর সমূহ রচনা আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় জেনেও, লেখক-বিশেষের ডায়েরি বা চিঠিপত্র সত্যিই কতটা প্রয়োজনীয় বা আদৌ প্রয়োজনীয় কি না, ছাপা হবার আগে পর্যন্ত পাঠকের পক্ষে তা বুঝে ওঠার উপায় থাকে না। লেখক ও পাঠক উভয়ের পক্ষ থেকে প্রাথমিক দায়িত্ব এ-ক্ষেত্রে সম্পাদককেই নিতে হয়—লেখকের ব্যক্তিগত রচনাসমূহের সমস্তটাই লেখক ও পাঠক উভয়ের পক্ষেই একইভাবে জরুরী কি না, বা কতদূর পর্যন্ত তা প্রকাশ্যে আনা চলে, একমাত্র সম্পাদকই তা চূড়ান্তভাবে স্থির করেন, যদিও সম্পাদকের ভূমিকায় এমন চূড়ান্ত দায়িত্ব কে নেবেন তা স্থির করার ব্যাপারে লেখকের মতোই পাঠকেরও কোনো হাত নেই। ডায়েরি-জাতীয় রচনার লেখক ও পাঠকের মাঝখানে সম্পাদকের ভূমিকা এই অর্থেই নিরঙ্কুশ, কিন্তু তা যথার্থই অনিবার্য না বস্তুত স্বেচ্ছাচারী, একমাত্র ছাপা হবার পরেই পাঠকের পক্ষে সে-বিষয়ে মতামত দেওয়া সম্ভব। কখনো-কখনো, ছাপা হবার পর, কোনো-কোনো পাঠকের এমন কথাও মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে, এইসব ব্যক্তিগত লেখা ছাপানোর প্রয়োজনীয়তা একেবারেই ছিল না, বা তার সবটাই প্রকাশ করা উচিত হয় নি।

অন্তত 'এক্ষণ'-পত্রিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরির প্রাথমিক প্রকাশের পর কারো-কারো মনে হয়েছে যে তা ছাপানো উচিত হয় নি, এবং এমন কথা যে কেউ-কেউ বলতে পারেন তা তখনই বলা হয়েছিল। আপত্তির কারণ এই যে, এ-ডায়েরি নিতান্তই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আংশিক ও খণ্ডিত পরিচয়। খুবই স্বাভাবিক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরির মোট সময়কাল তাঁর সমগ্র লেখকজীবনের অর্ধাংশেরও কম। উপরন্তু, এই সময়কালের সব কথাও নিশ্চয় তিনি লেখেন নি, যতটুকু লিখেছেন তা-ও কোনোক্ষেত্রেই কোনো সম্ভাব্য পাঠকের কথা ভেবে লেখা নয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দ্রুত বা আকস্মিক লেখা—পুনর্বিবেচনার সুযোগ ছিল না, দ্বিতীয়বার দেখার সময় পর্যন্ত হয় নি। কিন্তু এও তো ঠিক, ডায়েরিগুলি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—না লিখলেও পারতেন, তবু লিখেছেন। অনেক কিছুর মধ্যে, তাঁর আর সব কাজের পাশাপাশি, এই লেখাও তাঁর কাছে সেই মুহূর্তে জরুরী ব'লে মনে হয়েছে—এবং অনেকক্ষেত্রেই তা দৈনিক, ধারাবাহিক লেখা, লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একই সময়কালের গল্প ও উপন্যাসের সমান্তরাল রচনা। আংশিক ও খণ্ডিত নিশ্চয়, কিন্তু তা সমগ্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরই এক খণ্ডিত অংশ। এখন, সমগ্র অংশমাত্রেরই যোগফল কি না, বা অংশমাত্রই সমগ্রের পক্ষে কতটা

গুরুত্বপূর্ণ, নাকি সামগ্রিক ধারণার জন্তেই অংশগুলিরও নির্বাচন প্রয়োজন—এইসব জটিল প্রশ্ন ছেড়ে দিয়ে সমস্যা থেকে যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ডায়েরিগুলি পেয়ে যাবার পর কী করা যেতে পারতো! ছেপে দেবার পরিবর্তে ফেলে দেওয়া বা চেপে রাখাই উচিত ছিল, এমন কথা বলতে পারেন তেমন কেউ সত্যিই কি আছেন?

তবে এ-কথা সত্য, অংশকেই সমগ্র ব'লে ধ'রে নেবার সুবিধাজনক প্রবণতা কখনো-কখনো দেখা যায়। যেমন, 'এক্ষণ'-পত্রিকায় প্রথম প্রকাশের অব্যবহিত পরেই কোনো ইংরেজি দৈনিকের রবিবাসরীয় পুস্তকসমালোচক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পর্কে একটি ইংরেজি পুস্তিকার সমালোচনা-প্রসঙ্গে, তখনো পর্যন্ত অসম্পূর্ণ ডায়েরির সাক্ষ্য মেনে সত্বর লেখেন : 'In his last days, not Karl Marx but Goddess Kali was his refuge.' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মিক আশ্রয় হিসাবে দু'টিমাত্র বিদেশী নামই এ-যাবৎ শোনা গেছে : ফ্রয়েড ও মার্কস। এতদিনে তবে একটি দেশী নামও পাওয়া গেল : মা কালী! আশা হয়, আমাদের প্রতিষ্ঠানপুষ্ট সাহিত্যঐতিহ্যে এবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মতঃ গৃহীত হবেন। প্রসঙ্গত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর 'স্টেট্সম্যান'-পত্রিকার সম্পাদকীয় শোকসংবাদেই না লেখা হয়েছিল : '...he spent the last years of his life seeking an escape from reality by external means.'

হয়তো এ-সব কারণেই কেউ-কেউ মনে করেন, ডায়েরি-জাতীয় রচনার সমস্তটাই নির্বিচারে ছাপানো উচিত নয়। অন্যদিকে, কিছুমাত্র বাদ-দেওয়া সম্পর্কেই অনেকের ঘোরতর আপত্তি, এবং গ্রহণ-বর্জনের এই উভয়-সংকটে, দেখা যায়, সম্পাদকের ভূমিকা ঠিক ততটাই নিরঙ্কুশ নয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরির সম্পাদনার নীতি হিসাবে, বর্জনের প্রশ্নকে সাধারণভাবে বর্জন ক'রে, একমাত্র গ্রহণের নীতিকেই আমি গ্রহণীয় ব'লে মনে করি। কিন্তু সকলেই জানেন, লেখকমাত্রেরই মৃত্যুর পর প্রকাশিত ডায়েরির সম্পাদনায় কিছু-না-কিছু বর্জনের প্রশ্ন বাধ্যতই দেখা দেয়। চূড়ান্তবিচারে, একমাত্র 'ফটোস্ট্যাট-কপি' ছাড়া এ-জাতীয় রচনার অবিকল মুদ্রণ কার্যত অসম্ভব। সে-প্রশ্ন বাদ দিলেও, যে-কোনো ডায়েরিতে এমন কিছু অংশ থাকেই যার পাঠোদ্ধার কঠিন বা অর্থবোধ দুঃসাধ্য; এমন কিছু প্রসঙ্গ, পারিবারিক পরিধির বাইরে অন্য কারো পক্ষে যা বুঝে ওঠা সম্ভব নয়; কিম্বা অতিনিকট আত্মীয়স্বজন সম্পর্কে কোনো তাৎক্ষণিক মন্তব্য বা ব্যক্তিগত উল্লেখ যা লেখক-সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানায় না, যদিও সংশ্লিষ্ট নিকটজনের অস্বস্তি বা অসুবিধার কারণ হয়—এইসব অংশ এ-কারণেই প্রকাশ্য নয় যে, ডায়েরির মধ্য দিয়ে আমরা লেখককেই জানতে চাই, তাঁর আত্মীয়বর্গকে নয়। মানিক বন্দ্যো-

পাধ্যায়ের ডায়েরি থেকে এ-জাতীয় সামান্য কিছু অংশ প্রাথমিক পাঠে বর্জিত হয়েছিল, গ্রন্থরূপেও হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত লেখকের ডায়েরি থেকেই এ-জাতীয় বর্জন ডায়েরিমাত্রেরই সম্পাদনায় স্বীকৃত নীতি—প্রকাশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য এই বর্জনপ্রসঙ্গে কেউই কোনো প্রশ্ন করেন না। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরির বর্জনপ্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে। হয়তো আমাদের দেশের কোনো লেখকের এমন অতিব্যক্তিগত ডায়েরি এই প্রথম ছাপা হল ব'লেই গ্রহণ-বর্জনের প্রাথমিক ভিত্তি ও নীতিগত সীমা নিয়েও এতসব প্রশ্ন। বা, হয়তো সবটাই ঠিক ততটাই সরল প্রশ্ন নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পর্কে কোনো প্রশ্নেরই মীমাংসা খুব সরলভাবে হয় নি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি থেকে সামান্য কিছু বর্জনের কথা 'এক্ষণ'-পত্রিকাতেই আমি জানাই এবং ভূমিকায় বলি, 'দু-একটি ক্ষেত্রে, আক্ষরিক অর্থে তা-ই, লাইন কয়েক বর্জনের স্বাধীনতা আমি নিয়েছি।' বর্জনের কারণ হিসাবে বলা হয়েছিল, '…নেহাতই পারিবারিক বা একান্ত ব্যক্তিগত বিবেচনায় বর্জিত হয়েছে।' মনে হয়, 'পারিবারিক বা একান্ত ব্যক্তিগত'—এরই মধ্যে কেউ-কেউ অতিরিক্ত গোপনতার গন্ধ পেয়েছেন এবং ধ'রে নিয়েছেন, এমন কিছু তবে এই সুযোগে চেপে যাওয়া হল যা প্রচলিত অর্থে 'আপত্তিকর'। যদি তাই-ই হতো, তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরির কিছুই প্রায় ছাপা যেত না। বস্তুত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পারিবারিক বা একান্ত ব্যক্তিগত' জীবন নিয়েই তাঁর সমগ্র ডায়েরির পাতা জুড়ে এমন মারাত্মকভাবে উপস্থিত যে, যে-কোনো-রকম বর্জনের নামেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর ডায়েরিকে একই সঙ্গে রক্ষা করা যে-কোনো সম্পাদকেরই অসাধ্য ছিল। আমি তাই মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের ডায়েরিকেই যথাসাধ্য রক্ষা করি। বর্জনের পরিমাণ ও প্রকৃতি তাই এমনই অকিঞ্চিৎকর বা নেহাতই নিয়মমাফিক যে হয়তো তা উল্লেখেরও অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু মুশকিল এই যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পর্কে এমন কিছু কিংবদন্তি বহুকাল প্রচলিত যার সবটাই বিশুদ্ধ সাহিত্যগত নয়—হয়তো তাঁর ডায়েরিতে সে-সবের সমর্থন না-পেয়েই একমাত্র বর্জন-সম্পর্কেই কারো-কারো কৌতূহল অতিমাত্রায় বেশি ও আপসোস শেষ হয় না, এবং অচরিতার্থ কৌতূহল কেবলই আরো-কিছু জনশ্রুতির জন্ম দেয়।

দু'টি ক্ষেত্রে ডায়েরি-সম্পাদনার সাধারণ রীতি আমি মানি নি। এক, মূল ডায়েরির কোনো প্রাসঙ্গিকতা-বর্জিত বা সংশয়জনক অংশ, এমনকি অসম্পূর্ণ বাক্য ও বাক্যাংশ বা সংক্ষিপ্ত এক-আধ লাইন লেখা, এ-জাতীয় কিছুই মুদ্রিতপাঠে বাদ দেওয়া হয় নি—প্রতিক্ষেত্রে বন্ধনীভুক্ত পাদটীকায় এইসব অংশ-সম্পর্কে মন্তব্য ছাড়াও, লিখিত পৃষ্ঠাগুলির চেহারা ও চরিত্র, এলোমেলো বিশৃঙ্খলা বা কাটাকুটি, এমনকি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে হাতের লেখার ধরন যা আলাদাভাবে চোখে

পড়ে, ইত্যাদির যথাসম্ভব বর্ণনার সাহায্যে মূল ডায়েরির খানিকটা অন্তত আভাস মুদ্রিতপাঠেও রাখা হয়েছে। দুই, মূল ডায়েরিতে উল্লেখিত স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ মুদ্রিতপাঠেও তাঁদের স্বনামেই উপস্থিত—আদ্যাক্ষরের আশ্রয়ে তাঁদের আড়াল করা হয় নি, এবং দু'-একটি অনুল্লেখ্য ব্যতিক্রম ছাড়া, স্বনামধন্য সকলের সম্পর্কেই মূল ডায়েরির যা-কিছু বক্তব্য যথাযথ মুদ্রিত হল। স্বনামধন্য ব্যক্তিমাত্রই অবশ্য ইতিহাসের অংশ এবং সর্বদাই সমালোচনার বশবর্তী, তবু তাঁদের কারো-কারো সম্পর্কে লেখকের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া একমাত্র লেখকই ব্যাখ্যা করতে পারতেন। যেহেতু সে-সুযোগ আজ আর নেই, তাই, অন্তত জীবিত কোনো ব্যক্তি-সম্পর্কে লেখকের তীব্র বা কঠোর কোনো মন্তব্য হয়তো সম্পাদনার প্রচলিত নীতি মেনেই বাদ দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও মুশকিল হতো এই যে, এ-জাতীয় বর্জনের কথা উঠলেই সন্দেহ ঘোরতর হতো—সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও বিষয়-সম্পর্কে নানাপ্রকার অনুমান থেকে হয়তো শেষপর্যন্ত সম্পাদকের 'নিরপেক্ষতা'-সম্পর্কেই প্রশ্ন উঠতো,—আমাদের কাঙ্ক্ষিত নিরপেক্ষতা এ-ভাবেই কখনো-কখনো আমাদের বিপক্ষে চলে যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরির সম্পাদনার নীতি-প্রসঙ্গে এই 'নিরপেক্ষতা'র প্রশ্ন কেন, আশা করি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠকমাত্রই তার অর্থ বুঝবেন।

ডায়েরি : পাঠনির্দেশ

১. বারোখানি ডায়েরি-বই একসঙ্গে নিয়ে, যথাসম্ভব কালানুক্রম, এবং তারিখ-বিহীন লেখার ক্ষেত্রে পৃষ্ঠাক্রম অনুসারে, মূল ডায়েরির লিখিত পাঠ মুদ্রিত হয়েছে।

২. ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৬, ডায়েরির এই মোট বারো বছর সময়ের প্রতিটি বছর, এক-একটি পৃথক অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হল।

৩. মূল ডায়েরির তারিখ-দিয়ে লেখা বা তারিখ-বিহীন প্রতিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনা, একাধিক ডায়েরি-বইয়ে বা একই ডায়েরির বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো বিশেষ একটি তারিখের লেখা, এইরূপ প্রতিটি অংশ একটি ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত ক'রে বিন্যস্ত করা হল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই সংখ্যাক্রম ধারাবাহিক ; প্রতিটি নূতন অধ্যায় শুরু হবার সময় ক্রমিক সংখ্যা প্রথম থেকে শুরু হয় নি—সংখ্যার জটিলতা এড়ানোর জন্যই এই ব্যবস্থা।

৪. ক্রমিক সংখ্যার পরেই মুদ্রিত হয়েছে মূল ডায়েরির হাতে-লেখা তারিখ। যে-ক্ষেত্রে হাতে-লেখা তারিখ নেই, অথচ ডায়েরি-বইয়ের মুদ্রিত তারিখটি লেখার প্রকৃত তারিখ হিসাবে নির্ভরযোগ্য, সে-ক্ষেত্রে ক্রমিক সংখ্যার পর [ ] বন্ধনীর ভিতর তারিখটি দেওয়া হল। যেখানে

অনুমান অচল, তেমন ক্ষেত্রে কোথাও কোনো তারিখ দেওয়া হয় নি।

৫. ক্রমিক সংখ্যাভুক্ত প্রতিটি অংশ শেষ হবার পরেই, উক্ত অংশের উৎস যে-বিশেষ বছরের ডায়েরি-বই, [ ] বন্ধনীর ভিতর ও অপেক্ষাকৃত ছোট হরফে, তা উল্লেখ করা হল। এরূপ উল্লেখের কারণ, ভবিষ্যতে যদি কেউ মুদ্রিতপাঠের সঙ্গে মূল ডায়েরি মিলিয়ে দেখতে চান, তবে এই উৎস-নির্দেশের সাহায্যেই তা সহজ হবে—নাহলে, কোনো-একটি দিনের লেখা উদ্ধার করার জন্যেও বারোখানি ডায়েরি-বইই খুঁজে দেখার দরকার হয়।

একই সঙ্গে, বিশেষ একটি অংশের কোনো বৈশিষ্ট্য বা অংশটি-সম্পর্কে কোনো প্রাসঙ্গিক মন্তব্য, বন্ধনীভুক্ত পাদটীকায় দেওয়া হয়েছে।

৬. মূল ডায়েরিতে উল্লেখিত লেখকের বিভিন্ন রচনা, নানাবিধ ঘটনাপ্রসঙ্গ ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিনাম, মাথার উপর পৃথক একটি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত ক'রে, সে-বিষয়ে যা-কিছু তথ্য তা 'নির্দেশপঞ্জি'-অংশে দেওয়া হল। যে-ক্ষেত্রে কিছু দেওয়া নেই, ধ'রে নিতে হবে বিষয়টি আমাদের জানা নেই। ব্যক্তিনামের ক্ষেত্রে, অতিনিকট আত্মীয়স্বজন ও সাধারণ্যে পরিচিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যাঁরা সংক্ষিপ্ত নামে ডায়েরিতে উল্লেখিত, এক-মাত্র তাঁদেরই পরিচয় দেওয়া হয়েছে, এবং সে-ক্ষেত্রেও সংক্ষিপ্ত নামের সম্পূর্ণ উল্লেখ ছাড়া অতিরিক্ত কোনো পরিচয় নয়—যেমন, 'সুভাষ', 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়'—শুধু ধরিয়ে দেওয়া। স্বনামধন্য যাঁরা সম্পূর্ণ নামেই ডায়েরিতে উপস্থিত, তাঁদের পরিচয় বাহুল্য মনে হয়েছে—যেমন, 'রাধারমণ মিত্র'। দু'-একটি ক্ষেত্রে, একই বা কাছাকাছি নাম-বিশিষ্ট একাধিক ব্যক্তি বর্তমান থাকায়,—যেমন, 'দেবী', 'দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়'—ওই ধরিয়ে দেবার জন্যই, দু'-একটি অতিরিক্ত কথা বলা হয়েছে।

৭. দ্রুত লিখে ফেলে রাখার ফলে মূল ডায়েরির কোনো-কোনো অংশে দু'-একটি শব্দ বাদ প'ড়ে গেছে—বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা এতই স্পষ্ট যে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু দু'-এক সময় অর্থবোধ কঠিন হয়ে পড়ে এবং কখনো-কখনো তা অন্যমনস্কতা বা বিস্মৃতিজনিত ভুল। এ-ধরনের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় শব্দটি [ ] বন্ধনীর ভিতর দেওয়া হয়েছে এবং সংশয়জনক কোনো অংশকে [?] চিহ্নিত করা হল।

প্রসঙ্গত, [ ] বন্ধনীভুক্ত কিছু লেখা মানেই সম্পাদকের অনুপ্রবেশ।

৮. মুদ্রিতপাঠের বানান সবক্ষেত্রেই মূল ডায়েরির অনুরূপ—সমতা-বিধানের চেষ্টাও করা হয় নি।

চিঠিপত্র

লেখকের চিঠিপত্র তাঁর ডায়েরি বা জার্নাল-জাতীয় ব্যক্তিগত লেখারই সম্পূরক রচনা। একটি মূল পার্থক্য যদিও থেকে যায়—ডায়েরি প্রথমত নিজের জন্য লেখা, চিঠিপত্র স্বভাবতই তা নয়। এমন ডায়েরি অবশ্য হয় যা সম্ভাব্য পাঠকের কথা মনে রেখে প্রকাশের জন্য লেখা। তেমনি, চিঠিপত্র অনেকক্ষেত্রেই সচেতন পত্রসাহিত্য। কিন্তু এইসব রূপাশ্রয়ী রচনার বাইরে, ডায়েরি ও চিঠিপত্রের মৌলিক পার্থক্য এই যে, চূড়ান্ত ব্যক্তিগত ডায়েরিও শেষপর্যন্ত নির্বিশেষ ও নৈর্ব্যক্তিক—চূড়ান্ত ব্যক্তিগত ব'লেই নৈর্ব্যক্তিক। ডায়েরি-লেখকের প্রাথমিক সততার কথা মেনে নিলে এ-কথাও মেনে নিতে হয় যে, ডায়েরিমাত্রই লেখকের বিশুদ্ধ আত্মপ্রকাশ, এবং সে-কারণেই স্বাধীন ও নিরপেক্ষ—সৃষ্টিশীল লেখকের ক্ষেত্রে তা লেখকের সৃষ্টিশীলতারই সমান্তরাল প্রকাশ। শেষপর্যন্ত, নিজের জন্য লেখা ব'লেই তা সকলের জন্য লেখা। কিন্তু চিঠি যতই ব্যক্তিগত হোক না কেন, চিঠিমাত্রই উদ্দিষ্ট ব্যক্তি ও উপলক্ষের অপেক্ষা রাখে। ভিন্ন-ভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে লেখা চিঠিপত্র সর্বদাই ব্যক্তিসম্পর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও উপলক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। চিঠিপত্রের এই আপেক্ষিক সীমাবদ্ধতাই অন্যদিকে তার অতিরিক্ত আকর্ষণ। পত্রলেখকের ব্যক্তিত্ব এবং তার প্রকাশ ডায়েরি-লেখকের মতো কখনোই ঠিক ততটাই একমুখী বা একরোখা নয়। কাফ্‌কা-র ডায়েরির সম্পাদনা-প্রসঙ্গে, সাধারণভাবে ডায়েরিমাত্রেরই' যে-প্রবণতার কথা ম্যাক্স ব্রড বলেন: 'Ordinarily, however, diaries resemble a kind of defective barometric curve that registers only the "lows", the hours of greatest depression, but not the "highs"—সাধারণভাবেই, চিঠির স্বভাব-সম্পর্কে ঠিক তেমন কথা বলা চলে না। অপরের কাছে লেখা ব'লেই চিঠিপত্রের লেখক, এবং একইভাবে লেখকের চিঠিপত্র, অনেক বেশি প্রত্যক্ষ ও নানাভাবে ক্রিয়াশীল—মানসিক উত্থান-পতনের দুই চূড়ান্ত বিন্দুর মধ্যবর্তী আরো বহু কম্পন চিঠিপত্রে ধরা পড়ে। একই লেখকের ডায়েরি ও চিঠিপত্র যদিও একই মানুষের লেখা, অনেকক্ষেত্রেই একই একাকী মানুষের লেখা তা, তবু লেখক তাঁর চিঠিপত্র শুধু লেখক হিসাবেই লেখেন না। অনেকক্ষেত্রেই এমন অনেকের কাছেও তা লেখা হয়, লেখকের লেখার সঙ্গে যাঁরা কোনোভাবে সম্পর্কিত নন—তাঁর লেখার খোঁজ পর্যন্ত যাঁরা রাখেন না। এরই মাঝখানে থেকে যায় লেখকের সামাজিক ও ব্যক্তি-সম্পর্কের এমন অসংখ্য স্তর, একমাত্র চিঠিপত্রের মধ্যেই যার পরিচয় পাওয়া যায়। বন্ধু ও ভাই, প্রেমিকা

বা স্ত্রী, প্রকাশক ও পাওনাদার, সম্পাদক বা রাজনৈতিক কর্মী, বা পিতামাতার কাছে লেখা চিঠিপত্রে, লেখক আমাদের কাছে বিভিন্নভাবে দেখা দেন। লেখকের ডায়েরিতেও তাঁরা আসেন, কিন্তু লেখকের মুখ চেয়েই আসেন—অনেকক্ষেত্রেই তাঁরা লেখকের 'চরিত্র'; লেখক তাঁর ডায়েরিতে নিজেও অনেক-সময় তা-ই। কিন্তু চিঠিপত্রের লেখক নিজেই তাঁদের কাছে যান—লেখক এবং তাঁর ব্যক্তিবিশ্বের নিরন্তর যাতায়াত তাই তাঁর চিঠিপত্র ছাড়া আমাদের কাছে সম্পূর্ণ হয় না।

লেখকের ডায়েরি এবং তাঁর চিঠিপত্রের প্রকাশের সমস্যাও দু'রকম। লেখকের ডায়েরি তাঁর ব্যক্তিগত কাগজপত্রের মধ্যেই পাওয়া যায়—প্রকাশের জন্য প্রয়োজন শুধু উত্তরাধিকারীদের অনুমতি। কিন্তু চিঠিপত্রের ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রাপকের মুখাপেক্ষী—তাঁরা কারা, এবং বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে ছড়ানো চিঠিপত্র যথাযথভাবে রক্ষিত আছে কি না, অনেকক্ষেত্রেই তা নির্ধারণ করাও কঠিন হয়ে পড়ে। লেখকের চিঠিপত্র আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় মনে হবার আগেই, অনেক চিঠিই নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। লেখকমাত্রই তাঁর ব্যক্তি-জীবনের এক প্রধান উপাদান, এবং ব্যক্তিগত লেখার এক প্রধান অংশ, এভাবেই অনিশ্চিত ভাগ্যের হাতে গচ্ছিত রেখে যান।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্তমান চিঠিপত্র এ-দিক থেকে বিশিষ্ট এবং তার সমস্যাও ভিন্নতর। বর্তমান পর্যায়ের সবগুলি চিঠিই লেখকের ব্যক্তিগত কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। ফলে, চিঠিগুলি আদৌ পাঠানো হয়েছিল কি না, নাকি তা প্রেরিত চিঠির আক্ষরিক প্রতিলিপি বা প্রাথমিক খসড়া, আজ তা নিশ্চিতভাবে বুঝে ওঠার উপায় নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রতিটি চিঠিরই খসড়া করেছিলেন বা প্রতিলিপি রাখেন, এ-কথা সাধারণভাবেই অবিশ্বাস্য মনে হয়—প্রথমজীবনের দু'-তিনটি রচনার ভগ্নাংশপ্রায় আদি রূপ ছাড়া, তাঁর সৃষ্টিশীল রচনার কোনোটারই প্রাথমিক পাঠ বা মূল পাণ্ডুলিপি তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায় নি। অথচ তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে রক্ষিত বর্তমান চিঠিপত্রের বেশ-কিছুই দীর্ঘ ও সম্পূর্ণ চিঠি—লেখার তারিখ ও লেখকের স্বাক্ষর, এবং অনেকক্ষেত্রেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাম-সহ এইসব চিঠিপত্র, ব্যক্তি ও লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনীগত উপাদান হিসাবেও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

বর্তমান চিঠিপত্রের সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে এমন সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, হয় তা প্রেরিত চিঠির মূল রূপ বা প্রাথমিক খসড়া—অন্তত লেখকের কাছে লেখা অপরের চিঠিতে তার উত্তর পাওয়া যায়। অবশিষ্ট চিঠিগুলির বেশ-কিছু পোস্টকার্ডে লেখা—অনেকক্ষেত্রেই প্রাপকের নাম, এমনকি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ঠিকানা-সহ সম্পূর্ণ পোস্টকার্ড। এইসব চিঠি অবশ্যই পাঠানো হয় নি—যে-কোনো কারণেই হোক, লেখার পর চিঠিগুলি শেষপর্যন্ত লেখকের কাগজ-

পত্রের ভিড়ে চাপা প'ড়ে থেকে যায়। পোস্টকার্ড বা আলাদা কাগজে লেখা কোনো-কোনো চিঠি স্পষ্টতই অসম্পূর্ণ। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, লেখক চিঠিগুলির তারিখ দিয়েছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠিপত্রের বর্তমান পর্যায়ের সময়কাল তাঁর লেখকজীবনের প্রায় আদি পর্ব থেকে তাঁর জীবনের শেষ বছর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

বর্তমান পর্যায়ের মোট পত্রসংখ্যা ছাপ্পান্ন। দু'টিমাত্র চিঠি থেকে আঙুলে গুনে চারটি নামবাচক শব্দ বাদ দেওয়া ছাড়া, মুদ্রিত চিঠিগুলি সম্পূর্ণ ও অসংক্ষেপিত, এবং লেখকের বানান ও লিখনভঙ্গির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য-সহ মূল চিঠির যথাযথ প্রতিরূপ।

লেখার তারিখ-অনুসারে চিঠিগুলি ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত হল। তারিখ-বিহীন মোট আটখানি চিঠির চারটি ক্ষেত্রে আনুমানিক সময়কাল প্রাসঙ্গিক তথ্য থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। বাকি চারখানি চিঠির ক্ষেত্রে তেমন অনুমান অসম্ভব হওয়ায় 'সংযোজন'-অংশে তা পৃথকভাবে গ্রথিত হল। [ ] বন্ধনীভুক্ত অংশমাত্রই সম্পাদকের সংযোজন—দু'-একটি কীটদষ্ট, ছিন্নভিন্ন চিঠি, বা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মূল চিঠির দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরই এ-রূপ সংযোজনার প্রধান কারণ।

চিঠিপত্রের বিবিধ প্রসঙ্গ বা আনুষঙ্গিক তথ্যাদি 'নির্দেশপঞ্জি'-অংশে দেওয়া হল।

নির্দেশপঞ্জি

'নির্দেশপঞ্জি'-অংশে সন্নিবিষ্ট তথ্যাদির ক্ষেত্রে প্রামাণিক কাগজপত্রের উপরেই সম্পূর্ণত নির্ভর করা হয়েছে। বিশেষত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা-সম্পর্কে যা-কিছু উল্লেখ তাঁর নিজেরই বিক্ষিপ্ত খাতাপত্রে পাওয়া যায়, সেইসব তথ্য একটু বিস্তারিতভাবেই সংকলিত হল। অনেককিছুরই প্রাসঙ্গিকতা হয়তো তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট হবে না, কিন্তু ভবিষ্যৎ পাঠক ও গবেষক হয়তো এইসব তথ্য থেকেই অতর্কিতে পেয়ে যাবেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্যের কোনো ছিন্ন সূত্র বা লুপ্ত চিহ্ন, বা এমন কোনো বিষয়ের নির্দেশ যা নিয়ে এখনো ভাবা হয় নি। সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবার আগে, নিজের লেখা-সম্পর্কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজেরই যা-কিছু সাক্ষ্য, অন্তত এক জায়গায় ধরা থাকলো।

সাধারণভাবে, 'নির্দেশপঞ্জি'র তথ্যযোজনার ক্ষেত্রে, খুব-কম ও খুব-বেশি—এই দুই-এর মাঝামাঝি থাকাই শ্রেয় ব'লে মনে হয়েছিল। তবু, কারো-কারো মনে হতে পারে, এই পঞ্জি অকারণে দীর্ঘ; অন্য কারো কাছে, অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত। সম্পাদকের লক্ষ্য ছিল যাতে পঞ্জিটি তথ্যভারাক্রান্ত না হয়, অথচ পাঠক নিজেও কোনো-কোনো বিষয়ে আরেকটু কৌতূহলী হতে পারেন। সমসাময়িক রাজনীতি ও সাহিত্য-আন্দোলন তথা সাহিত্যতাত্ত্বিক বিতর্ক-

প্রসঙ্গে শুধু প্রসঙ্গ-নির্দেশই যথেষ্ট মনে হয়েছে—এইসব বিষয়ের অনেকটাই আজ ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত, যদিও সে ইতিহাস এখনো লেখা হয় নি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে, কিছু-কিছু তথ্যের উল্লেখ একই সঙ্গে পাওয়া যাবে নির্দেশপঞ্জি, জীবনীপঞ্জি এবং ভূমিকা-প্রবন্ধে—প্রতিটি অংশের স্বয়ং-সম্পূর্ণতার প্রয়োজনেই এই পুনরাবৃত্তি একেবারে পরিহার করা গেল না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনীপঞ্জি

১৯০৮—১৯৫৬

১৯০৮ জন্ম, ১৯ মে মঙ্গলবার। বঙ্গাব্দ ১৩১৫, ৬ জ্যৈষ্ঠ। জন্মস্থান সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দুমকা শহর। পৈতৃক নিবাস ঢাকা, বিক্রমপুরের অন্তর্গত মালপদিয়া গ্রাম।

পিতা স্বর্গত হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা স্বর্গতা নীরদা দেবী। পিতা-মাতার পঞ্চম পুত্র—পিতৃদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাকনাম মানিক।

পিতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানবিভাগের গ্র্যাজুয়েট। সেটেল্‌মেণ্ট বিভাগের কানুনগো এবং শেষপর্যন্ত সাব-ডেপুটি কালেক্টর পদে পিতার চাকুরির সূত্রে লেখকের বাল্য-কৈশোর ও ইস্কুলের শিক্ষাজীবন বিক্ষিপ্ত-ভাবে অতিবাহিত হয় উড়িষ্যা, বিহার ও অখণ্ড বাংলার এক বিস্তৃত অঞ্চলে—প্রধানত দুমকা, আড়া, সাসারাম, সমগ্র মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অংশ, কুমিল্লার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবেড়িয়া, বারাসত, কলকাতা, ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে।

১৯২৪ ২৮ মে, টাঙ্গাইলে মাতৃবিয়োগ।

১৯২৬ মেদিনীপুর থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিতে বিশেষ কৃতিত্বসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

১৯২৮ বাঁকুড়ার ওয়েস্‌লিয়ান মিশন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই. এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অংকশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি. এস্‌সি ক্লাশে ভর্তি হন। এই বছরেই কলেজের সহপাঠীদের সঙ্গে তর্কে বাজি ধ'রে প্রথম গল্প 'অতসীমামী' রচনা করেন এবং বঙ্গাব্দ ১৩৩৫-এর পৌষ-সংখ্যা (ডিসেম্বর ১৯২৮) 'বিচিত্রা'-পত্রিকায় তা ছাপা হয়। প্রথম গল্পের লেখক হিসাবে ডাকনাম 'মানিক' ব্যবহারের কাহিনী নিজেই পরবর্তীকালে 'গল্প লেখার গল্প'-নামক রচনায় বলেছেন।

আকস্মিকভাবে প্রথম গল্প রচনার আগেই, কবিতা লিখে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন ষোল বছর বয়সে।

১৯২৯ 'বিচিত্রা'-পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় গল্প 'নেকী' (আষাঢ় ১৩৩৬) ও 'ব্যথার পূজা' (ভাদ্র ১৩৩৬)। প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য'র আদি রচনা এই বছরেই শুরু হয়। ক্রমে সাহিত্য-

চর্চায় আগ্রহ পারিবারিক মতবিরোধের কারণ হয়ে ওঠে—শেষপর্যন্ত কলেজের শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে সাহিত্যকর্মেই সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৩৪ বঙ্গাব্দ ১৩৪১-এর বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকায় 'একটি দিন'-নামক বড় গল্পের আকারে প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' শুরু হয়; ক্রমে 'একটি সন্ধ্যা', 'রাত্রি', এবং শেষপর্যন্ত 'দিবারাত্রির কাব্য'-নামে ধারাবাহিক প্রকাশের পর পৌষ ১৩৪১-এ উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হয়। একই বছরে 'পূর্ব্বাশা'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে শুরু হয় 'পদ্মানদীর মাঝি', কিন্তু 'পূর্ব্বাশা'র প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ হওয়ায় উপন্যাসটির ধারাবাহিক প্রকাশ অসম্পূর্ণ থাকে।

১৯৩৫ পূর্ববর্তী বছরের ডিসেম্বর কিংবা বর্তমান বছরের জানুয়ারি, বঙ্গাব্দ ১৩৪১-এর পৌষ সংখ্যা থেকে, 'ভারতবর্ষ'-পত্রিকায় শুরু হয় 'পুতুলনাচের ইতিকথা'। এই বছরেই গ্রন্থকার হিসাবে লেখকের প্রথম আবির্ভাব। উপন্যাস 'জননী', প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অতসীমামী', এবং গ্রন্থরূপে পরিমার্জিত ও রূপান্তরিত 'দিবারাত্রির কাব্য', পর-পর প্রকাশিত হয় যথাক্রমে মার্চ, অগাস্ট ও ডিসেম্বর মাসে।

বর্তমান বছরেরই কোনো-এক সময়ে লেখক মৃগীরোগ বা Epilepsy-র আক্রমণে প্রথম আক্রান্ত হন—চিকিৎসার অতীত এই ব্যাধি ছিল তাঁর আমৃত্যু সঙ্গী।

১৯৩৬ একই বছরে প্রকাশিত হয় তিনটি উপন্যাস—'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'পদ্মানদীর মাঝি' ও 'জীবনের জটিলতা'।

১৯৩৭ একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ 'প্রাগৈতিহাসিক', লেখকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ। মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড-এর পরিচালনাধীন মাসিক ও সাপ্তাহিক 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকার সহকারী সম্পাদক-পদে যোগদান; 'বঙ্গশ্রী'র তৎকালীন সম্পাদক ছিলেন কিরণকুমার রায়।

বর্তমান বছরের শেষভাগে টালিগঞ্জ, দিগম্বরীতলার পৈতৃক বাড়িতে বসবাস শুরু; পরবর্তী এগারো বছর, পিতা ও অপর তিন ভ্রাতার একান্নবর্তী সংসারে, উক্ত বাড়িতেই বাস করেন।

১৯৩৮ ১১ মে, ২৮ বৈশাখ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, ময়মনসিংহ গবর্নমেণ্ট গুরুট্রেনিং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং বিক্রমপুর পঞ্চসার নিবাসী স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রীযুক্তা কমলা দেবীর সঙ্গে বিবাহ। জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে উপন্যাস 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' ও গল্পগ্রন্থ 'মিহি ও মোটা কাহিনী'।

১৯৩৯ ১ জানুয়ারি থেকে 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের চাকুরিতে

ইস্তফা। প্রায় একই সময়ে, পরবর্তী ভ্রাতা সুবোধকুমারের সহযোগিতায়, 'উদয়াচল প্রিণ্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস' নামে ছাপাখানা ও প্রকাশনালয় স্থাপন।

বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ মাঘ-সংখ্যা (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি)' 'পরিচয়'-পত্রিকায় 'অহিংসা' উপন্যাসের ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু (সমাপ্তি পৌষ ১৩৪৭)।

অগাস্ট মাসে প্রকাশিত হয় চতুর্থ গল্পগ্রন্থ 'সরীসৃপ'।

বর্তমান বছরের শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পূর্ণ উপন্যাস 'সহরতলী'—'সহরতলী' প্রকাশের মধ্য দিয়েই বাংলা সাময়িক পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রকাশের রীতি প্রবর্তিত হয়।

১৯৪০ বর্তমান বছরের গোড়ার দিকে লেখকের নিজস্ব প্রকাশনালয় থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর পঞ্চম গল্পগ্রন্থ 'বৌ'; সম্ভবত এর পরেই প্রতিষ্ঠানটি উঠে যায়।

জুলাই মাসে প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে 'সহরতলী' ১ম পর্ব। ১৩৪৭ কার্তিক-সংখ্যা 'পরিচয়'-পত্রিকায় লেখক-সম্পর্কে প্রথম স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

১৯৪১ প্রকাশিত গ্রন্থ 'সহরতলী' ২য় পর্ব, 'অহিংসা' ও 'ধরাবাঁধা জীবন'—তিনটি উপন্যাস।

১৯৪২ শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পূর্ণ উপন্যাস 'সহরবাসের ইতিকথা'।

১৯৪৩ 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকা থেকে পদত্যাগের পর লেখকের দ্বিতীয় এবং শেষ চাকুরিজীবন শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কোনো-এক সময়ে—তৎকালীন ভারত সরকারের ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্টের প্রভিন্সিয়াল অরগানাইজার, বেঙ্গল-দপ্তরে পাবলিসিটি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট-পদে তিনি যোগদান করেন এবং অন্তত বর্তমান বছরের শেষভাগ পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই সময় থেকেই অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র কলকাতা কেন্দ্র থেকে যুদ্ধ-বিষয়ক প্রচার ও আরো নানাবিধ বেতার-অনুষ্ঠানে লেখক অংশ নেন।

সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় ষষ্ঠ গল্পগ্রন্থ 'সমুদ্রের স্বাদ'।

বঙ্গাব্দ ১৩৫০ 'শারদীয় যুগান্তর'-পত্রিকায় 'প্রতিবিম্ব'-নামক ছোট একটি উপন্যাস—একই বছরে উপন্যাসটি গ্রন্থরূপেও প্রকাশিত হয়।

১৯৪৪ ১৫—১৭ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। ক্রমে এ-দেশের প্রগতি লেখক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বর্তমান বছরেই ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। কমিউনিস্ট পার্টি ও পার্টির সাহিত্য-ফ্রণ্টের সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন।

২৫—২৭ অগাস্টে অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে সাধারণ অধিবেশনের অন্যতম সভাপতি।

একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ, গল্পসংকলন 'ভেজাল', অক্টোবরে প্রকাশিত।

১৯৪৫ ৩—৮ মার্চে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। বর্তমান সম্মেলনে পুনরায় সর্বভারতীয় সংস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংঘের বাংলা শাখার নাম হয় 'প্রগতি লেখক সংঘ' এবং এই সম্মেলন থেকে লেখক উক্ত সংঘের পরবর্তী বছরের অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১২ মে তারিখে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে 'গল্প লেখার গল্প'-পর্যায়ে ভাষণদান।

অক্টোবর—ডিসেম্বরের বিভিন্ন দিনে, আঠারো-উনিশ শতকীয় বাঙালী সংগীতকার-বিষয়ে পর্যায়ক্রমিক বেতার-ভাষণ।

প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস 'দর্পণ' এবং গল্পগ্রন্থ 'হলুদপোড়া'।

১৯৪৬ পর-পর প্রকাশিত হয় পাঁচখানি গ্রন্থ :

ফেব্রুয়ারি, 'সহরবাসের ইতিকথা', উপন্যাস।

এপ্রিল-মে,'আজ কাল পরশুর গল্প', গল্পগ্রন্থ।

মে, 'ভিটেমাটি', নাটক।

জুলাই, 'চিন্তামণি', উপন্যাস।

অক্টোবর, 'পরিস্থিতি', গল্পগ্রন্থ।

১৬ অগাস্ট ও পরবর্তী কয়েকটি দিনের ঐতিহাসিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, দাঙ্গা-বিধ্বস্ত টালিগঞ্জ অঞ্চলে, জীবন বিপন্ন ক'রে সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও মৈত্রী প্রয়াসে সক্রিয় অংশ গ্রহণ।

১৯৪৭ প্রকাশিত গ্রন্থ তিনটি : উপন্যাস 'চিহ্ন' ও 'আদায়ের ইতিহাস', এবং গল্পগ্রন্থ 'খতিয়ান'।

ডিসেম্বরের শেষভাগে বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে গণ-সাহিত্য শাখার সভাপতি।

১৯৪৮ তিনটি গ্রন্থের প্রকাশ : উপন্যাস 'চতুষ্কোণ', এবং গল্পগ্রন্থ 'মাটির মাশুল' ও 'ছোটবড়'।

১৯৪৯ ৫ ফেব্রুয়ারি, টালিগঞ্জ-দিগম্বরীতলার পৈতৃক বাড়ি থেকে বরানগর, গোপাললাল ঠাকুর রোড-এর ভাড়াবাড়িতে উঠে আসেন এবং অবশিষ্ট জীবন সেখানেই বাস করেন।

৭ ফেব্রুয়ারি, লেখকের পিতা তাঁর টালিগঞ্জের নিজস্ব বাড়ি বিক্রয় ক'রে দেন এবং ৪ ডিসেম্বর তারিখে স্থায়ীভাবে লেখকের কাছে চলে আসেন।

আমৃত্যু তিনি লেখকের সঙ্গেই বরানগরের ভাড়াবাড়িতে বাস করেন—পুত্রের মৃত্যুর দু'-বছর পর মুমূর্ষু পিতা মারা যান।

এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক সংঘের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতি। সংঘের পূর্বতন সমিতির অন্যতম যুগ্মসম্পাদক হিসাবে লেখক এই সম্মেলনে সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন—'প্রগতি সাহিত্য'-নামক প্রবন্ধরূপে এই রিপোর্ট লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ 'লেখকের কথা'য় (১৯৫৭) সংকলিত হয়েছে।

চলচ্চিত্রে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'—২৮ জুলাই মুক্তি পায়।

একমাত্র গ্রন্থ 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী', গল্পগ্রন্থ।

১৯৫০ জুন—জুলাইয়ের মধ্যে প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'জীয়ন্ত', 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' এবং বসুমতী সাহিত্য মন্দির-কর্তৃক প্রকাশিত 'মানিক-গ্রন্থাবলী' ১ম ভাগ।

১৯৫১ বর্তমান বছরের প্রায় শুরু থেকেই দারিদ্র্যে এবং অসুস্থতায় ক্রমাগত আক্রান্ত হতে থাকেন।

'পেশা', 'স্বাধীনতার স্বাদ', 'সোনার চেয়ে দামী' (১ম খণ্ড। বেকার) ও 'ছন্দপতন'—চারখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

১৯৫২ আর্থিক সংকট চরমে ওঠে—তিন মাসের মধ্যে 'অন্তত পাঁচশত টাকা' সঞ্চয়ের লক্ষ্য নিয়ে সংসার-চালনার 'ত্রৈমাসিক প্ল্যান' নেন মে—জুলাই মাসে, যদিও তা 'প্ল্যান'ই থেকে যায়।

ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবরের মধ্যে পাঁচখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়: 'সোনার চেয়ে দামী' (২য় খণ্ড। আপোষ), 'ইতিকথার পরের কথা', 'পাশাপাশি' ও 'সার্বজনীন'—চারখানি উপন্যাস এবং বসুমতী সাহিত্য মন্দির-কর্তৃক 'মানিক-গ্রন্থাবলী' ২য় ভাগ।

১৯৫৩ দারিদ্র্য এবং অসুস্থতার আক্রমণ অব্যাহত থাকে।

১১—১৫ এপ্রিল, লেখকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় প্রগতি লেখক সংঘের পঞ্চম বা শেষ বার্ষিক সম্মেলন।

প্রকাশিত গ্রন্থ: 'নাগপাশ', 'আরোগ্য', 'চালচলন', 'তেইশ বছর আগে পরে'—চারখানি উপন্যাস, এবং গল্পগ্রন্থ 'ফেরিওলা'।

১৯৫৪ দারিদ্র্য, এবং অসুখ ও আসক্তির বিরুদ্ধে প্রাণপণ আত্মরক্ষার সংগ্রাম—আত্মরক্ষা এবং আত্মহনন ক্রমেই একাকার হয়ে যায়।

বর্তমান বছরের একেবারে গোড়া থেকেই লেখকের ব্যক্তিগত ডায়েরির লেখায় ঘুরে-ফিরে দেখা দেয় একপ্রকার অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস বা অতি-লৌকিক প্রসঙ্গ।

প্রকাশিত গ্রন্থ: দু'টি উপন্যাস, 'হরফ' ও 'শুভাশুভ', এবং ষোড়শ বা শেষ স্বতন্ত্র গল্পগ্রন্থ 'লাজুকলতা'।

১৯৫৫ স্বেচ্ছানির্বাচিত দারিদ্র্য এবং চিকিৎসাতীত ব্যাধির যুগপৎ আক্রমণে অস্তিত্বশুদ্ধ বিপন্ন হয়ে পড়ে। শেষপর্যন্ত শুভানুধ্যায়ী লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, স্থায়ী চিকিৎসার জন্য ইসলামিয়া হাসপাতালে ভর্তি হন ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে। মাসাধিককাল চিকিৎসাধীন থাকার পর ২৭ মার্চ, চিকিৎসকদের পরামর্শ অগ্রাহ্য ক'রেই নিজ দায়িত্বে হাসপাতাল ত্যাগ ক'রে বাড়ি চ'লে আসেন।

বিপর্যস্ত শরীর-মনের শেষ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা হয় লুম্বিনী পার্ক মানসিক চিকিৎসালয়ে—২০ অগাস্ট সেখানে ভর্তি হন এবং দু'-মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর ২১ অক্টোবর বাড়ি ফেরেন।

একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ 'পরাধীন প্রেম', উপন্যাস।

১৯৫৬ ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'হলুদ নদী সবুজ বন'।

বর্তমান বছরের গোড়া থেকেই ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রির আক্রমণে একাধিকবার আক্রান্ত হন এবং ২৫ জুন তারিখে প্রায় মরণাপন্ন হয়ে পড়েন। জুন মাসেই প্রকাশিত হয় জীবিতকালের শেষ গল্পসংকলন 'স্ব-নির্বাচিত গল্প'।

অক্টোবর মাসে, লেখকের জীবিতকালে সর্বশেষ প্রকাশিত উপন্যাস, 'মাশুল'।

২ ডিসেম্বর, সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নীলরতন সরকার হাসপাতালে নীত হন।

৩ ডিসেম্বর (বঙ্গাব্দ ১৩৬৩, ১৭ অগ্রহায়ণ), সোমবার অতি প্রত্যূষে উক্ত হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

নিমতলা শ্মশানঘাটে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

—

মরণোত্তর প্রকাশ

১. প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান, উপন্যাস। ডিসেম্বর ১৯৫৬
২. মাটি ঘেঁষা মানুষ, অসম্পূর্ণ উপন্যাস। ১৯৫৭
৩. লেখকের কথা, প্রবন্ধসংকলন। সেপ্টেম্বর ১৯৫৭
৪. গল্পসংগ্রহ। নভেম্বর ১৯৫৭
৫. ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প। জুন ১৯৫৮
৬. শান্তিলতা, উপন্যাস। ১৯৬০
৭. মাঝির ছেলে, কিশোর-উপন্যাস। ১৯৬০
৮. উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ। নভেম্বর ১৯৬৩

৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, নূতন সম্পাদিত চতুর্থ সংস্করণ। জুন ১৯৬৫
১০. কিশোর বিচিত্রা। এপ্রিল ১৯৬৮
১১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা। মে ১৯৭০
১২. মানিক গ্রন্থাবলী, তেরো খণ্ডে সম্পূর্ণ 'গ্রন্থালয়'-সংস্করণ। ১৯৬৩—১৯৭৬

অসম্পূর্ণ রচনা

১. মশাল—কিশোর-উপন্যাস। 'রংমশাল'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।
২. মাটির কাছে কিশোর কবি—কিশোর-উপন্যাস। 'আগামী'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

ডা য়ে রি

১৯৪৫

১ ॥ 23.10.45

গল্পের প্লট[১]

চাষী না মজুর ?

ভারতের শিল্পাভাবের জন্য এদেশে প্রোলেটারিয়েট কম—চাষীপ্রধান দেশ বলা হয়। কিন্তু চাষীরাও একশ্রেণী মজুর, তারা কারখানার বদলে জমিতে খাটে।

১। জমির উৎপন্নে অধিকার নেই। টাকার বদলে ফসল বেতন পায়। এই পয়েন্ট স্পষ্ট করতে গল্পে দিতে হবে যে চাষী খুব বেশী ফসল ফলালো নিজের জমিতে—বন্যায় উর্ব্বরতা বেড়ে হোক অথবা নতুন প্রথায় কোন লোকের প্ররোচনায় চাষ করেই হোক—জমিদার দশবিশ বছরের গড়পড়তা হিসাবে ফসল দিয়ে বাড়তি ফসল নিজে নিল।

২। চাষীরা শ্রমিকের শ্রেণীর নিম্নস্তরের—আংশিক শ্রমিক। কারখানায় শ্রমিক একতা—চাষীরা বিচ্ছিন্ন।

৩। কারখানায় শ্রমিক চরিত্র দিতে হবে contrast ও মিল দেখাতে উপন্যাস করা যায় কি ?

[ডায়েরি ১৯৪৫-এর প্রথম লেখা। ডায়েরি-বইয়ের মুদ্রিত তারিখ ৩ জানুয়ারি ১৯৪৫। ১ জানুয়ারির পৃষ্ঠায় হাতে লেখা ইংরেজি সাল 1945, ঠিক তার নিচে দু'টি রচনাবাবদ প্রাপ্ত টাকার হিসাব, তারপর তা কেটে দিয়ে পেন্‌সিলে লেখা পর-পর তিনটি ঠিকানা। ২ জানুয়ারির পৃষ্ঠাটি সাদা। উপরোক্ত লেখার পর আবার এক পৃষ্ঠা ছেড়ে পুনরায় একই তারিখ দিয়ে পরবর্তী অংশ।]

23.10.45

ছেলেদের উপন্যাসের প্লট[২]

বাঘের ছেলে রাজকুমার :

গরীব চাষীর ছেলে, রূপকথার রাজকুমারের মত বাধা ঠেলে উচ্চবংশের কন্যাকে বিয়ে করল। লাইট রেলওয়ের ইঞ্জিনে কাজ করে অথবা বাস সার্ভিসের ক্লিনার। কাঁথি রোড দেওয়া যায়। পলাতক রাজনৈতিক কয়েকজনের সঙ্গে দেখা। দেশপ্রীতি। মেয়েটির জন্য অনেক উন্নতির পর জাতিগত বাধা : শেষে স্বদেশসেবার ব্রত নিয়ে জেল থেকে ফিরে মেয়েটির স্বদেশসেবী মন জয়—মিলন।

[ডায়েরি ১৯৪৫।]

২ ॥ ছেলেদের উপন্যাসের প্লট

'তোমরা সবাই ভাল'[১]

এই গল্পটির আগের এক পরিচ্ছেদে রমেনের বাবার স্বদেশী করার জন্য জেল, পড়ার জন্য আত্মীয়ের বাড়ী রওনা। বাড়ীর কলহ বিবাদ হীনতা দীনতা জয়—তারপর পাড়ায় জয়।

মুদীকে সংশোধন—মুদীর মেয়ে ?

[ডায়েরি ১৯৪৫।]

৩ ॥ ১। সারাদিন পেট খারাপ : শেষরাত্রে অসুখ।

[ডায়েরি ১৯৪৫। পূর্ববর্তী অংশের পরবর্তী বহু পৃষ্ঠা লেখার পর, ৩. ২. ৫৩-র তারিখ দিয়ে লেখা একটি অংশেরও বেশ কিছু পৃষ্ঠা পরে, বর্তমান লেখা—ক্রমিক সংখ্যা '১' দিয়ে একটি মাত্র লাইন, আর কিছু নেই। তারিখ নেই, কিছু অনুমান করাও কঠিন। ঠিক পরপৃষ্ঠায় লেখা এর পরের অংশের সময়কাল ১৯৪৫। বর্তমান লেখাটিও সম্ভবত একই সময়ের। ১৯৪৫-এর অংশ হিসাবেই উভয় অংশ পর-পর গ্রথিত হল।]

৪ ॥ পূজা-কৃষক গল্প "বেড়া"[১]—৫০৲

Radio ch.—১০০৲[২]

কষ্টে অপিস। ৯টায় রেডিওতে দেওয়ান রঘুনাথ রায়[৩]।

[ডায়েরি ১৯৪৫।]

৫ ॥ Radio[১]

1945

Composers of Bengal[২] :

1. Kabiranjan Ramprosad Sen
2. Ramnidhi Gupta
3. Harekrishna Dirghangi (Haru Thakur)
4. Roygunakar Bharat Chandra
5. Dewan Raghunath Roy (Dewan Mahashaya)
6. Dewan Ramdulal Nandy (and two other Dewan composers—Dewan Brojokishore and Dewan Nanda Kumar, father and brother of Dewan Raghunath Roy)
7. Ram Basu
8. Raghunath Das (First composer of Danda songs and teacher of Haru Thakur)
9. Nityananda Bairagi

10. Bhola Mayra and Nillo Thakur
11. Jaggeswari and Nilmony Patuni
12. Antoony Firingi
13. Krishna Mohon Bhattacharya, Thakurdas Chakraberty, Gadadhar Mukherjee (who wrote songs for kabiwalas)

26-10.45.

2 11.45

14. Kesta Muchi, Lalu Nandalal, Gonjla Guin (why and how so many low class kabiwalas)

9.11.45.

15. Kamalakanta Bhattacharya : Escape from obscenity : Shayma Songs when country [is] kabigan minded : Peculiar development from Ramprosad.

16 11.45.

16. Krishna Kamal Goswami : Born 1810. Author of the famous book "Rai Unmadini". Songs peculiarly simple but full of tragic intensity.

23.11.

17. Kali Mirza : Born about the time of the battle of Plassey. A great favourite of Gopinath Tagore of the famous Tagore family of Jorasanko. Raja Ram Mohon occasionally consulted him on musical matters—was a famous singer and composer.

30.11.

18. Dasharathi Roy. Born 1804 [6 ?]. King of Panchali composers and a famous singer. His fame still endures. Every Bengali knows his name. He rose from a very humble position.

7.12.

19. Iswar Chandra Gupta : Born 1811. A born poet of pure Bengali culture of his time. Recited poetry prepared

instantaneously at the age of seven—was also a god Journalist and Dramatist.

14.12.

20. Radha Mohon Sen, Thakurdas Datta and Satu Babu [Roy ?]. Early nineteenth century—contemporary poets and composers. Their composition depict 3 divergent tendencies in Bengali songs of the time.

21.12.

21. Gobinda Adhikari : Born about 1205 [B. S.]. A famous kirtan singer—composer and owner of a popular Jatra Party. He himself took part in his plays in female roles. He earned great popularity. His name is still familiar.

28.12.

21. Sreedhar Kathak
22. Gopal Urey
23. Madhukhan [kan]
24. Rupchand Pakshi
25. Rasik Chandra Roy
26. Tekchand Tagore (Pary Chand Mitra)
27. Michael Madhusudan Datta
28. Gangacharan Sarker, Bishnuram Chatterjee
29. Dinabandhu Mitra
30. Kangal Fakir [Fikir] chand
31. Mono Mohon Basu and Ananda Ch. Mitra.
32. Girish Chandra Ghosh
33. Govinda Ch. Roy
34. Swarna Kumari Devi, Aswini Kumar Datta and Rajkrishna Roy
35. Bankim Chandra Chatterjee
36. Hem Chandra Banerjee
37. Amritalal Basu
38. Biharilal Chakraverty
39. Rai Kaliprasanna Ghosh

40. Biharilal Roy

41. D. L. Roy

[ডায়েরি ১৯৪৫-এর একেবারে শেষাংশে, মুদ্রিত তারিখ ১ ডিসেম্বর—৪ ডিসেম্বর, চার পৃষ্ঠা জুড়ে লেখা। ১—১২ সংখ্যা পর্যন্ত কোনো তারিখ নেই। ১৩-সংখ্যক অংশ ছাড়া অন্যান্য ক্রমিক সংখ্যার আগে লেখা তারিখগুলি বাঁদিকের মার্জিনে একটু হেলানোভাবে লেখা এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারিখ ও মূল লেখার কালি আলাদা—মনে হয় তারিখগুলি যথাসময়ে পরে বসিয়েছেন।

ক্রমিক সংখ্যা '২১'-এর পর আবার '২১', তারপর ক্রমানুসারে লেখা।]

৬ ॥ Radio.

16.12.45. বাংলা সাহিত্যে যুদ্ধের প্রভাব[১] 7P.M. I.S.T.

[ডায়েরি ১৯৪৫। পূর্ববর্তী অংশের ঠিক আগের পৃষ্ঠায় পৃথকভাবে লেখা, যদিও তারিখ অনুযায়ী পূর্ববর্তী অংশের ক্রমিক সংখ্যা ২০-র পর সংযোজিত হওয়া উচিত।]

৭ ॥ [১৬ ডিসেম্বর ১৯৪৫ রবিবার]

ফড়িয়া = যারা ধান চাল কেনে চাষীদের কাছ থেকে

[ডায়েরি ১৯৪৫।]

৮ ॥ ডাক্তারবাবু—উপন্যাস : নতুন জীবন :[১]

১। প্রমথের ছেলে কেদার ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করার খবর জানতে গেছে, মা শুভময়ী Blood Pressure-এর দরুণ অজ্ঞান হয়ে পড়ল। ফিরে এসে কেদারের মনে আঘাত লাগল যে সে ডাক্তারী পাশ করেছে কিন্তু মার রোগের কত লক্ষণ দেখেও খেয়াল করে নি। ভাই উপেন, বোন অমলা। দোতালার ভাড়াটে জনার্দ্দিনের ছেলে পরিমলের কবিরাজ হতে বিতৃষ্ণা। সে স্মার্ট হতে চাইছিল। তার বোন কুমারী মায়া।

২। ডাক্তারদের অবহেলা, অজ্ঞতা—specialist না হয়েও—হাতুড়ে ওষুধের বিজ্ঞাপন—ডাক্তারের অভাব—ইত্যাদি—কলকাতায় Dispensary-তে বসার কথা—মালিকের ব্যবহার—fees % commission—হর্ষডাক্তারের সঙ্গে যোগ-বিয়োগ—বিবাহ পশারের জন্য—মফস্বলে বসা—পাশার অর্জ্জনের চেষ্টা—ফাঁকিবাজী—

জেলার সরকারী ডিসপেনসারীর ডাক্তারের সঙ্গে ভাব : ডাক্তার : "কি করি—কোনদিন ওষুধ থাকে না—সিরাপ দেওয়া জল দিয়ে দি!"

Sp. Note

১। সহর থেকে মফস্বল

২। মফস্বল থেকে গ্রাম

৩। গ্রামে সার্থকতা

মূলকথা : দেশাত্মবোধ জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের প্রতি অনুরাগ —আত্মীয়তাবোধ

সেজন্য সহরের মেয়েটির সঙ্গে প্রেমের বিলুপ্তি এবং গ্রামের মেয়ের প্রতি ভালবাসা।

ডাক্তারবাবু [illegible]

১। [illegible] Blood Pressure [illegible]

২। [illegible] Specialist [illegible] Dispensary [illegible] Commission [illegible]

[illegible]

ডাক্তারবাবু (cont)

Note : বইয়ে এই change

প্রথমদিকে প্রথম পরিচ্ছেদে কেদারের ডাক্তারি পাশের ঘটনার সঙ্গে হর্ষডাক্তার, জ্যোতি, জ্যোতির ছোটবোন, ডাঃ পাল, গীতা প্রভৃতিকে আনতে হবে : গীতার সঙ্গে তার ভালবাসার ভাব দেখাতে হবে সাধারণভাবে। সে স্কলারশিপ পেল না। কেদার বিলাতী ডিগ্রি নিয়ে এলে গীতার সঙ্গে বিয়ে হবে এরকম একটা understanding. ডাঃ পালের সাহায্য নিয়ে বিলেত যেতে—কারো মেয়েকে বিয়ে করে বিলাত যেতে কেদার অনিচ্ছুক : ডাঃ পাল ঋণ হিসেবে টাকা দিতে চাইলে স্বীকার করল, বিলাতী ডিগ্রির মোহ কেটে গিয়ে অনিচ্ছা জাগা সত্ত্বেও।

যুদ্ধের জন্য যাওয়া বন্ধ।

সহরে যুদ্ধের রাত্রি [?]।

কেদারের মফস্বল গমন : প্রথম ভাগ শেষ।

Note : Next instalment :

ত্রৈলোক্যের প্রতিহিংসায় হর্ষের কেদারকে তাড়ানো।

[বহু পরে লেখা পরবর্তী অংশ একই রচনার খসড়া চরিত্রলিপি। একত্রে গ্রথিত হল।]

প্রমথ—কেদারের বাবা
শুভময়ী— „ মা (মৃতা)
উপেন— „ ভাই
অমলা— „ বোন, কুমারী
বিমলা— „ বিধবা দিদি
মোহিনী—হর্ষডাক্তারের স্ত্রী
দীনেশ— „ „ কম্পাউণ্ডার
সুন্দরী—ডাক্তার পালের স্ত্রী গীতা
প্রীতি—জ্যোতির দিদি
রেবা—হর্ষের বড় ছেলের বিধবা বৌ
জনার্দ্দন—পরিমলের বাবা
রাণী—জনার্দ্দনের বিধবা ভাইঝি
মায়া—জনার্দ্দন [-এর] কুমারী মেয়ে
ফুলু—জনার্দ্দনের ছোট মেয়ে
হর্ষডাক্তার—
জ্যোতি—ঐ মেয়ে
ভুপেন, কালীপদ—ডাক্তার
অনিমা নার্স—স্বামী শশীনাথ—মেয়ে বুলু
রুকমিনি দাই

শরৎ মুখার্জি—ছদ্মনামে রোগী
ভুবনডাক্তার
কুমুদ সেন—পাড়ার লোক
অনন্ত—হর্ষের ড্রাইভার
বিধবা বিমলা—কেদারের দিদি
ত্রৈলোক্য মজুমদার—ধনী ব্যবসায়ী
ছায়া—স্বামী সীতাংশু
শাশুড়ী—ননদ—খুকু

Note : নতুন পরিচ্ছেদ—পরিমল ও জ্যোতির সংঘাত :
অঞ্জলি—অমলার পূর্ব্বতন ক্লাসফ্রেণ্ড—
রেখা—গীতার বন্ধু—দিল্লী—বাবা মস্ত সরকারী চাকরী
দাদা—ডক্টর অনাদি সেন—বাবা কান্তিতীর্থ

Note—নম্বর দেওয়া গেলি প্রুফের '4' নম্বরে পরিচ্ছেদ নম্বর গেছে "৭"-
'16' নম্বরে পরিচ্ছেদ নম্বর গেছে—(৯)

মাঝখানে '৮' হবে

[ডায়েরি ১৯৪৫। দু'-পৃষ্ঠা জুড়ে লেখা—শেষ Note লাল পেন্‌সিলে।]

৯ ॥ আপশোষ

উপন্যাস : আপশোষ করেই যাদের জীবন যায়—

[ডায়েরি ১৯৪৫।]

১০ ॥ গল্পের প্লট : বিশ্বাসী নির্ব্বিকার পূজারী : কিছুতেই বিচলিত নন : সন্তানের মৃত্যুতেও নয় : ঈশ্বর অবিশ্বাসী অন্যজন ধর্মের কোন ব্যাপারে বিচলিত

নয় : বিগ্রহ চুরি যাওয়ায় প্রথম জনের শোক : সন্তানের মরণে দ্বিতীয় জনের শোক : দুজনের শোক একরকম।

প্লট : দুর্ভিক্ষপীড়িতেরা লুটে খায় নি কেন ?—তারা অহিংস একথা ভুল—না খেয়ে দুর্ব্বল ভোঁতা হয়ে পড়েছিল—যে তেজ লুট করার প্রেরণা দেয় তা ছিল না[১]—

Imp : সাদা : রঙহীন জীবনের মানুষ—সাদার মত তাতে সাত রঙ লুকানো—জীবনের পরিবর্ত্তনের মধ্যে রঙের বিকাশ, সাদা যেমন সাত রঙে ভাগ হয়—।

ছাঁটাই : কোম্পানীর মালিকের [-রা] যুদ্ধের জন্য বেশী লোক নেবার সময়েই ঠিক করেছিল প্রত্যেককে পার্মানেণ্ট বলে কম মাইনেতে নেবে—যুদ্ধের পর কোন ছুতা দেখিয়ে একে দুয়ে বরখাস্ত করবে : নিজের বেলায় এটা ঘটায় শৈলেন প্রথমটা বুঝতে পারে নি—পরপর কয়েকজনের বেলা এটা ঘটায় বুঝতে পারল—সকলে মিলে প্রতিবাদ[২] :

[ডায়েরি ১৯৪৫। একটি পৃষ্ঠায় লেখা পর-পর বিচ্ছিন্ন চারটি 'প্লট'। ২ নং প্লটের পাশে বাঁদিকের মার্জিনে লেখা : 'ছিনিয়ে খায় নি কেন ?'—পূর্ণিমায়। ৪ নং প্লটের পাশে বাঁদিকের মার্জিনে : 'ছাঁটাই রহস্য'—"রূপান্তরে" প্রকাশিত।]

১১ ॥ জবাব

যুদ্ধের সময়ে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি সম্পর্কে দেশের লোকের চালচলন সম্পর্কে সহুরে লোকের মনের কতগুলি প্রশ্নের জবাব ছোট ছোট গল্পের আকারে।

যেমন : প্রমথ [প্রথম] গল্প : না খেয়ে মরলেও লোকে লুটপাট করে খায় নি কেন ?

জবাব : না খেয়ে দুর্ব্বল হলে আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রেরণাও ভোঁতা হয়ে যায় : একতা থাকে না : তেজ থাকে না:[১]

যুগান্তরে রবিবাসরীয়তে প্রকাশ করা চলে।

ছোট ছোট অনেকগুলি গল্প হয়।

[ডায়েরি ১৯৪৫। বাঁদিকের মার্জিনে লাল পেন্সিলে লেখা Immediate.]

১৯৪৬

১২ ॥ [১৬ জানুয়ারি ১৯৪৬ বুধবার]

সন্ধ্যার পর হঠাৎ মনে হল : সঙ্গীতের সুরে মানুষের হাসবার কাঁদবার সম্পর্ক আছে। দুঃখে মানুষ যেভাবে কাঁদে কয়েকটা সুরে তার স্পষ্ট রূপ মেলে। এ বিষয়ে চিন্তা করে প্রবন্ধ লিখতে হবে। সাধারণ জীবনে বিভিন্ন আবেগ শব্দোচ্চারণের যে যে ছন্দভঙ্গি নেয়, তার সঙ্গে সুরের সম্পর্ক।

এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ভাবে গবেষণা। সুর সম্বন্ধে বই কিনতে হবে।[১]

[ডায়েরি ১৯৪৬। এর আগের কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে কিছু ঠিকানার পর উল্লিখিত ডায়েরি-বইয়ের প্রথম লেখা। ১৯৪৫-এর ডায়েরি-বইয়ে ৪৬-এর তারিখ দিয়ে প্রথম লেখার আগে বর্তমান অংশটি কালানুক্রম অনুসারে গ্রথিত হল। 'বৈজ্ঞানিক' শব্দটি লেখক-কর্তৃক নিম্নরেখ-চিহ্নিত।]

16 WEDNESDAY *Beng*: 9 Magh 1352, *Sam*: 14 Poos (Sudee) 2002 — *Mus*: 11 Safar 1365, *Fus*: 29 Poos 1355

১৩ ॥ 26.1.46 স্বাধীনতা দিবস—

আজ হইতে আমার গল্প উপন্যাসে 'তিনি'রা তুমি এবং 'তুমি তুইরা' তিনি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[ডায়েরি ১৯৪৫ : লেখার নিচে প্রায় দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখকের স্বাক্ষর।]

১৪ ॥ [৩১ জানুয়ারি ১৯৪৬ বৃহস্পতিবার]

P.W.A[১] Office-এ Chen Han Seng-এর[২] সঙ্গে দেখা হল। আমাদের ১০।১২ জনের ঘরোয়া বৈঠক। চীনের সাহিত্যের কথা বললেন। আমেরিকায়

26. 1. 46. [illegible]

ইতিহাসের অধ্যাপক: 1934-35 Tokyoতে পড়িয়েছেন। জার্ম্মানীর দু'বার ডক্টরেট। English, Japanese, Russian, French ভাষা জানেন। সহজ পরিষ্কার খোলাখোলি [-খুলি] স্পষ্ট কথা—দম্ভ নেই অথচ স্পষ্টবাদী। চীনের সাহিত্য রাজনৈতিক সামাজিক অবস্থার সঙ্গে পরিবর্ত্তন। 1908—25 রোমাণ্টিক: তারপর realist যখন United National Front: তারপর যুদ্ধের সময় liberated areaতে real national unity তখন creative constructive সাহিত্য! রবীন্দ্রনাথ মিষ্টিক—ইকবাল ভাল লাগে। জহরলালের আত্ম-প্রধান চেতনা—international জ্ঞান নেই। শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের ঘরবাড়ীর চেয়ে কবির ঘরের উন্নত অবস্থায় বিস্মিত। পার্ল বাক কল্পনাবিলাসী। চীনের আসল পরিচয় জানে না। বর্ত্তমানে বহু নতুন সাহিত্যিকের উদ্ভব। চীনের একপরিবারে বিভিন্ন রাজনৈতিক মত: নিজের ভাইবোনরা এমন যে ভাইবোন বলে মানতে পারেন না। Dr. Seng স্মরণীয় মানুষ। এক ঘণ্টা কথা শুনে যেন নতুন অভিজ্ঞতা পেলাম।

[ডায়েরি ১৯৪৬।]

১৫ ॥ যুদ্ধের সময় ছাত্রদের তরুণদের নৈতিক অধোগতি কেন হয়েছিল? স্বদেশসেবার আদর্শ লুপ্ত হয়েছিল? স্বদেশপ্রেম ও তাদের হুজুগপ্রিয়তা ও বৃটিশ বিদ্বেষ: সভাসমিতি আন্দোলনে বিদ্বেষ রূপ নিতে পারল না—হুজুগপ্রিয়তা মিটল না: জীবন উদ্দেশ্যহীন—ভবিষ্যৎ অনির্দ্দিষ্ট···

[ডায়েরি ১৯৪৫]

১৬ ॥ পরিচয়ের জন্য গল্প: রাসের মেলা[১]

নবপ্রেরণা উদ্বুদ্ধ সাধারণ কেরানী—অস্থিরতা—চীনাদের অধ্যবসায়—দেশী আকালে [?] রঙমাখা কুৎসিত মেয়েদের ফাঁকি—বাঙ্গাল কালো বিধবা—খারাপ তবু ভালো, মনে এখনো স্বপ্ন আছে—

তবুও—চাকরী করা মেয়ে—বেকার প্রেমিক ঘরে ফিরল—পুরুষ যদি উপার্জ্জন-হীনা মেয়েকে বিয়ে করে সংসার করতে পারে সুখে, মেয়েরা কেন বেকার পুরুষকে বিয়ে করে সংসারী হতে পারবে না?—ছেলেটি রাজী—কিন্তু একদিন আঁতুরের সংস্পর্শে এসে বিগড়ে গেল—পালিয়ে গেল—[২]

[ডায়েরি ১৯৩৫। এক পৃষ্ঠায় লেখা দু'টি বিচ্ছিন্ন অংশ। ২ নং অনুচ্ছেদের বাঁদিকের মার্জিনে পেন্‌সিলে লেখা; চক্রান্ত। লেখার পর অংশটি পেন্‌সিলের দাগ দিয়ে কেটে দেওয়া।]

১৭ ॥ V. Imp.

রাত্রি : দুর্ভিক্ষের সময়ের অনেকগুলি গল্প অথবা উপন্যাস

প্রভাত : পরে নূতন জীবনের সূচনা :[১]

[ডায়েরি ১৯৪৫।]

১৮ ॥ চিহ্ন[১]

Notes : 1. কেশব যাদবকে কলকাতায় তার ছেলের সঙ্গে দরকার হলে দেখা করতে বলবে, ঠিকানা দেবে

2. শেষ হবে গণেশের বাবার কলকাতা আসায় :

[ডায়েরি ১৯৪৫। পেন্‌সিলে লেখা।]

১৯ ॥ গল্প : জমিদার, জমি কার?—জমিদারী নিলাম—জমিদারের চিন্তা তার কি হবে—চোরাকারবারী ভাই-এর সঙ্গে মিল : চাষা উচ্ছেদ—জমির ওপর চাষীর মায়া।

'রেশনের দোকানে'

দীর্ঘ কারফিউ—সকালে ২ ঘণ্টা বাদ—তার মধ্যে রেশন আনা সব কিছু করা চাই—নানা শ্রেণীর লোক : বাবুদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ : পয়সার অভাবে একখানা দু'খানা কার্ডের রেশন নিতে তিন চার দিন আসতে হয়—

গল্প : তরুণ কেরানী—ছাঁটাই হবে—আপিসেরই একটি মেয়ে চাকুরের উপর টান—কাছে যেতে কথা বলতে সাহস নেই—ছাঁটাই হল—হতাশা—একাকীত্ব—দল বেঁধে প্রতিবাদে অবিশ্বাসী—যাদের চাকরী থাকবে তারা কখনো ধর্ম্মঘটে যোগ দেবে?—সকলের মিছিল দেখে আশ্চর্য্য—মনে সাহস—মেয়েটির বাড়ীতে আলাপ করতে যাওয়ার সাহস :[১]

[ডায়েরি ১৯৪৫। সমগ্র অংশটি একটি পৃষ্ঠায় পেন্‌সিলে লেখা। 'রেশনের দোকানে'-শীর্ষক অংশের শুরুর দু'টি লাইন কালিতে, এবং বাঁদিকের মার্জিনে কালিতে লেখা : কারফিউর অবস্থায় রেশনের দোকানে—। ৩ নং অনুচ্ছেদের বাঁদিকের মার্জিনে কালি দিয়ে লেখা : নরেনদাকে দিয়েছি। কালিতে লেখা অংশগুলি সম্ভবত পরবর্ত্তী সংযোজন।]

২০ ॥ 'বিদ্যাবুদ্ধি খ্যাতি মান'

নাম করা intellectual : স্ত্রীর রোঁয়া রোঁয়া গোঁপ : হঠাৎ ঝির সম্বন্ধে সচেতন যে ওর কাছে লজ্জা সঙ্কোচ ভদ্রতা সব বিসর্জ্জন দেওয়া যায়—

[ডায়েরি ১৯৪৫ ।]

২১ ॥ ভালবাসতে না দেওয়াই চরম নিষ্ঠুরতা—

—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[ডায়েরি ১৯৪৫ ।]

২২ ॥ চক্রান্ত গল্প :

পুস্তকে দেবার সময় গল্পের যেখানে প্রতিমা আপিস থেকে বাড়ী ফিরছিল সেখানে এই লাইন যাবে :

"ফিরবার সময় প্রতিমার বাস বুভুক্ষু শ্রমিকের এক গতিশীল সুদীর্ঘ মিছিল অতিক্রম করে যায়—ধর্ম্মঘটী শ্রমিকের মিছিল। বড় বড় পোষ্টারে ওদের দাবী লেখা। বাঁচবার জন্য একটু বেশী মজুরি মাগ্‌গী ভাতা চায়, ঠিকমত রেশন চায়, অন্যায় ছাঁটাই বন্ধ করতে চায়।"

গল্পের শেষে আহ্লাদীর সঙ্গে কথা বলার সময় এরকম লাইন যাবে : "প্রতিমা ভাবে, মজুরদের ওই মিছিলে কি আহ্লাদীর স্বামী ছিল ?"[১]

[ডায়েরি ১৯৪৫ ।]

২৩ ॥ নাম—?[১]

মধ্যবিত্ত ছেলে—দেড়শো টাকার চাকরী—গতিশীল যন্ত্রকে ভালবাসে—মোটর চালানো শিখে ক্লিনার থেকে ড্রাইভারি—দোতালা বাস চালানোর আনন্দ…

[ডায়েরি ১৯৪৫ । বাঁদিকের মার্জিনে লেখা : 'চালক' দেশে ।]

২৪ ॥ প্রথম কবিতা[১]

কচি স্বপ্ন, কাঁচা বয়সী। আকাশ, ফানুস আর ফাঁসী ॥
মেয়েলি [মেয়েটি ?] বছর পনের। ছেলেটা একুশের মানুষ।
খাসা ফানুস !
জীবনের স্বাদ গন্ধ শব্দ স্পর্শ ক্ষণে চায়,
শব্দমদ বেচা শুঁড়ি কবিতা বিলায়।

[ডায়েরি ১৯৪৫ ।]

২৫ ॥[২] [১৬ অগাস্ট ১৯৪৬ শুক্রবার]

ভোরে উঠে শুনলাম রাত্রে রান্নাঘর থেকে সব চুরি হয়ে গেছে—গুড়, তেল,

তরিতরকারী, কলাইকরা বাটি—সব কিছু। আজ হরতাল—dircet action day. দাঙ্গার সংবাদ শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। দাঙ্গা হাঙ্গামা হবে একরকম জানাই ছিল, তবু মনে হল—কি আপশোষ! কি আপশোষ! ক্রমাগত গুজব রটছে—চারিদিকে দারুণ উত্তেজনা। কালীঘাট অঞ্চলে শিখদের সঙ্গে মুসলিমদের

16 FRIDAY *Beng* : 31 Sraban 1353 *Sam* : 4 Bhadoon (Budee) 2003 *Mus* : 18 Ramzan 1365 *Fus* 4 Bhadoon 1353

ভীষণ সংঘর্ষ হয়েছে শুনলাম। ফাঁড়ির ওদিকে নাকি গোল বেধেছে। মসজিদের সামনে ভিড় দেখে এলাম। পাড়ার ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে defence party

গড়ছে। কি হচ্ছে বুঝতে না পেরে—ছোঁয়াচ লেগে—নার্ভাস হয়ে পড়লাম। সন্ধ্যার পর ফাঁড়ির দিকে আগুন লেগেছে নজরে পড়ল।

রাত প্রায় ১০টায় পার্টির[২] দুটি ছেলে এল। Peace Committee গঠনের চেষ্টা হচ্ছে—সকালে যেতে হবে। ওদের সঙ্গে কথা বলে মনের ভাব বদলে গেল। যতই গুরুতর হোক অবস্থা, হাল ছাড়বার দরকার নেই। অক্ষয়বাবুর ছেলে হৈচৈ চেঁচামেচি ক'রে—শাঁখ আর হুইসল্ বাজাবার ব্যবস্থা ক'রে—পাড়াকে সরগরম ক'রে রেখেছে—১৫/২০ মিঃ অন্তর অকারণে alarm পড়ছে। সারারাত তাই চলল। নিজেকে ছোকরা নেতা বানাচ্ছে—সকলের panic-এর সুযোগ নিয়ে। ছাঁচে ঢালা উত্তেজনা ও ভাবপ্রবণ নেতা!

ডলি খুব ভড়কে গেছে। বারবার উঠতে লাগল। আমি শুয়ে থেকে ভরসা দিতে লাগলাম।

[ডায়েরি ১৯৪৬। ডায়েরি ১৯৪৫-এর পূর্ববর্তী অংশের পরেই ছিল ১৯৪৭-এর লেখা। ১৯৪৬-এর পর-পর কয়েকটি অংশ তাই পূর্ববর্তী অংশের পর গ্রথিত হল।]

২৬ ॥ [১৭ অগাস্ট ১৯৪৬ শনিবার]

সকালে Peace Committee গঠনের জন্য ডাকতে এল না, একটু আশ্চর্য্য হলাম। ভয়ানক সংবাদ আসতে লাগল। গুজব অনেক—কিন্তু তবু টের পেলাম, অবস্থা সাংঘাতিক। ট্রাম ডিপোর দিকে রাস্তার ধার থেকে তরিতরকারী কিনে আনলাম। পাড়ার মুসলিম বস্তির ভেতর দিয়ে গিয়ে আনোয়ার শা রোডের দোকান থেকে সিগারেট—মুসলমানের দোকান থেকে আলু ও সরষের তেল কিনে আনলাম। বস্তির মুসলমানেরা খুব ভয় পেয়ে গেছে। এ অঞ্চলে কোন গোল নেই। কলাবাগানের সেই হেঁটো কাপড় ভুঁড়িওলা ভদ্রলোক ও একজন মুসলমান বললেন, তাঁরা কলাবাগানে ঠিক থাকবেন—বাইরে থেকে কেউ এসে যাতে গোল না করে দেখবেন। আমরাও যেন আমাদের পাড়ায় শান্তি বজায় রাখি। খুশী হলাম। বাজারের খালের পুলের কাছে পশ্চিমা গয়লা গাড়োয়ানরা নাকি নেতা 'চৌধুরী'র হুকুমে মুসলমানদের মারছে—ঘরে আগুন দিয়েছে। তারা পাছে আসে—এ বস্তির মুসলমানদের সেই ভয়টা স্পষ্ট।

বিকালে এ অঞ্চলে শান্তি-সভা হবে শুনলাম। খুশী হয়ে নিজে বার হলাম—যতটা পারি সাহায্য করতে। যাকে দেখছি তাকে বলছি—মিটমাটের জন্য সভায় যেতে। মসজিদের কাছে আনোয়ার শা রোডের একদল মুসলিম স্বীকার করলেন মিটমাট দরকার—কয়েকজন উত্তেজিতভাবে বললেন মেরে পুড়িয়ে তারপর এখন মিটমাটের কথা কেন? অন্যেরা তাঁদের থামালেন। ফাঁড়ি পেরিয়ে পুলের নীচে যেতে এল বিরোধিতা—হিন্দুদের কাছ থেকে। কিসের মিটমাট—

মুসলমানরা এই করেছে, ওই করেছে। 'ব্যাটা কমিউনিষ্ট' বলে আমায় মারে আর কি! প্রায় দেড়শো লোক মিলে ধরেছিল।

[ডায়েরি ১৯৪৬।]

২৭ ॥ [১৮ অগাস্ট ১৯৪৬ রবিবার]

মিটমাটের চেষ্টা ব্যর্থ হবে, কাল বিকালের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছি। খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা সেই কালো লোকটির লম্বা বক্তৃতা দিয়ে আমায় বোঝাবার চেষ্টা—তার পেছনে ভিড়ের সায়। পাকিস্তানের দাবী বাতিল করা হচ্ছে—ব্যাটারা টের পাচ্ছে! যেখানে মুসলমানেরা দলে ভারি সেখানে যে হিন্দুরাও টের পাচ্ছে—আমার এ যুক্তি উড়ে গেল। মুসলমানরা এদের এ পাড়ায় এসে নাকে খত দিলে মিটমাটের কথা চলতে পারে। ক'জনকে বক্তৃতা করতে দেওয়ায় মারটা খেলাম না। K. P. Roy Lane দিয়ে বাঁক পর্য্যন্ত এসেছি—লাঠি হাতে এক ছোকরা পথ আটকে ছিল—ফের আমায় ভিড় ঘিরে ধরল। এক ছোকরা লাঠি দিয়ে মারে আর কি!—নিজেই ধমক দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করলাম। ধীর শান্ত আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাব না বজায় রাখতে পারলে নিশ্চয় মার খেতাম। 'শালা কম্যুনিষ্ট!' 'মুসলমানের দালাল।' রব উঠছিল চারিদিকে।

আজ বিকালে আবার ফাঁড়ির সামনে দিয়ে পুলের তলা হয়ে K. P. Lane দিয়ে ঘুরে এলাম। ফাঁড়ির মোড়টা জনহীন—দূরে চারু মার্কেটের দিকে রাস্তায় হাঙ্গামা হচ্ছে। পাশে একটা বাড়ীতে আগুন লেগেছে। K. P. Lane-এ বহু লোক—উত্তেজিত, হিংস্র। ছাদ থেকে এক বেটা চীৎকার করল—'ওই সেই ব্যাটা ঔপন্যাসিক যায়!' ধীরপদে চলতে লাগল [লাগলাম]। একজন পাশে চলতে চলতে লজ্জিতভাবে বলল—'দেখে যা ভাবছেন তা নয় কিন্তু—সবাই উত্তেজিত কিন্তু aggressive নয়।'

বৃটিশ সিংহ বুঝি মুচকে হাসছে?

[ডায়েরি ১৯৪৬।]

২৮ ॥ [১৯ অগাস্ট ১৯৪৬ সোমবার]

শুনলাম: রেডিওতে নাকি খবর দিয়েছে ৩০০০ মৃত! আহতের হিসাব নেই—হাসপাতালে স্থানাভাব।

গলির মোড়ে মোড়ে তারকাঁটার বেড়া পরেছে—হিন্দ ফৌজের ভূতপূর্ব্ব একজন মেজরের পরামর্শে। কথা শুনে প্রথমটা খুশী হয়েছিলাম—পাঁচ মিনিটের মধ্যে টের পেলাম তিনি শুধু হিন্দু সংগঠন করছেন—তাদের কাছে Military disciple [discipline?] দাবী করছেন: সংঘর্ষ বাঁচানো, শান্তি বজায় রাখা আসল উদ্দেশ্য নয়।

কয়েকজন মুসলমান লীগ নেতাদের—সারোয়ার্দ্দিকে গাল দিলেন।

কয়েকজন হিন্দু—হিন্দু নেতাদের মুণ্ডপাত করলেন।

তাঁরা টের পেয়েছেন যে বৃটিশ গবর্নমেণ্ট নেতাদের নাচাচ্ছে—কংগ্রেস লীগ দুয়েরই নেতাদের। নেতারা এসে হাঙ্গামা মেটাতে পারবেন সাধারণের মনে এ বিশ্বাসের একান্ত অভাব দেখলাম। গুজব যে জিন্না সায়েব কলকাতা এসেছেন। কংগ্রেস নেতা আসছেন। কিন্তু কেউ ভরসা পেয়েছে মনে হয় না।

উত্তেজনা, উগ্র ভয়ার্ত্ত হিংস্র উত্তেজনা, নিজেকে ক্ষয় করছে টের পাচ্ছি। অসুবিধায় সকলের প্রাণান্ত হচ্ছে। কার কি লাভটা হল—বারবার কানে আসছে। ভয়, উত্তেজনা, অবিশ্বাস কমতে কমতে স্বাভাবিক অবস্থা সাধারণ লোক নিজেদের মধ্যে নিজেরাই ফিরিয়ে আনছে টের পাচ্ছি। উস্কানি না থাকলে ২।১ দিনের মধ্যে অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসত।

[ডায়েরি ১৯৪৬।]

২৯ ॥ [৭ ডিসেম্বর ১৯৪৬ শনিবার]

কাল টুটুর টনসিল অপারেশন। বাড়ী ফিরিয়ে আনার জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা করতে বেরিয়ে কাকাবাবুকে[১] বললাম। সব গাড়ী গ্যারেজে—কাকাবাবু মহা ভাবনায় পড়লেন। দিলীপ বসুর নাম করা হল—কিন্তু তাকে পাওয়া কঠিন। বাড়ীর ঠিকানা নিয়ে বেরোলাম। কালীঘাটের কাছে নামলাম, ভাবলাম, 'পূর্ণিমা'র কুমার পিনাকভূষণ এত খাতির করে, যদি ২ ঘণ্টার জন্য গাড়ীটা দিতে রাজী হয়। কপালক্রমে পূর্ণিমা সাহিত্য মন্দিরে দেখা হল।

মুখ গম্ভীর হল পিনাকভূষণের অনুরোধ শুনে।—তাই তো, আগে যদি বলতেন! সব Engagement বাতিল হয়ে যাবে।

বললাম, শেষ মুহূর্ত্তে মরিয়া হয়ে এসেছি, অন্য ব্যবস্থা হল না।

আপশোষ : মুস্কিল। সব কাজ নষ্ট হবে।

অগত্যা বলতে হল, তবে থাক!

একটা গল্পের জন্য দশবার বাড়ীতে ছুটেছে এই পিনাকভূষণ!

দিলীপের বাড়ীতে পেনসিলে একটা নোট রেখে বাড়ী ফিরলাম। সকাল বেলা আবার আসব।

[ডায়েরি ১৯৪৬।]

৩০ ॥ [৮ ডিসেম্বর ১৯৪৬ রবিবার]

আজ মেডিকেল কলেজে টুটুর টনসিল অপারেশন হল। বেরোবার সময় দিলীপের বাড়ীর কাছে নামলাম।

দিলীপ বলল, কাল বাড়ী ফিরতে রাত সাড়ে ন'টা হয়ে গেল, নয়তো কাল রাত্রেই আপনাকে খবর দিয়ে আসতাম, সকালে আপনার আবার আসবার কোন

দরকার নেই। ঠিক ন'টায় মেডিল [মেডিকেল] কলেজে গাড়ী নিয়ে হাজির হতাম।

দেরী করে যেতে বললাম। সওয়া দশটায় দিলীপ গাড়ী নিয়ে উপস্থিত। তখনো অপারেশন হতে দেরী আছে। বারোটার পর টুটুকে বাড়ী পৌছে দিল—Ice Cream কেনার জন্য নিজে নেমে গেল—বাড়ী ফিরে নালু বরফ নিয়ে ফেরা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবে বলল—নালুর দেরী দেখে আমায় সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, বাড়ীতে বরফ আছে দেবে এবং থার্মোফ্লাস্কও একটা দেবে!

কোথায় পিনাকভূষণ জয়হিন্দবালা—কোথায় দিলীপ বসু কমিউনিষ্টবালা!

[ডায়েরি ১৯৪৬।]

১৯৪৬-৪৭

৩১ ॥ F[১] 1946

24 Feb. কৃষ্ণাষ্টমী, দুপুর, সামান্য,
30 March খুব ভোরে এবং দুপুরে মোটামুটি
8 May দুপুরে মোটামুটি
12 Aug. ২ বার
18 Nov. ভোর ৫॥০টায়।
19 Dec. ভোরে
20.2.47 দুপুরে সামান্য—প্রায় অজান্তে
শুধু শরীর বিশ্রী লাগা থেকে জানলাম (রাতজাগা হয়েছিল)
17.6.47 ট্রামে ফিরবার পথে মধ্যম রকম।

Started Dilentin sodium 21.5.46
one cap. daily
2 cap. 15. 12. 46

[ডায়েরি ১৯৪৫। ডায়েরি-বইয়ের শেষ মলাটের আগে পুস্তনির প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা। ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কয়েকটি বিক্ষিপ্ত তারিখের পর ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারি ও জুন মাসের দু'টি তারিখ। একরূপ নিরুপায়ভাবেই ১৯৪৬-৪৭-এর মাঝখানে একজায়গায় গুঁজে দেওয়া হল।]

৩২ ॥ চিঠিপত্র

December, 1946

৬. ১২ : কনক বন্দ্যোপাধ্যায়
২০ বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট
: প্রত্যহের[১] রবিবাসরীয়ের জন্য ৩৫৲ টাকায় গল্প দিতে অক্ষমতা জানালাম। ৫০৲ সর্বনিম্ন মজুরি।

B.C. Chatterjee[২]
Radio Officer
Wireless Department
New Delhi
আরতিকে[৩] আমার এখানে এনে দেখানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মানুকে রাঙাদি বা ন'দির বাসায় ব্যবস্থা করতে বলেছি। পাত্রের ভাই-এর ঠিকানা—
Sushil Kumar Banerjee
General Manager,
Associated Bank of India Ltd,
5/6, Hare Street, Calcutta

বিমলচন্দ্র ঘোষ
5B Beltala Road
Kalighat
Calcutta 26

'গলায় দড়ির কেন'[৪] গল্পটি নিয়ে ৯.১২. বসুমতী যাব—নয় বাড়ী এলে দেব।

16.12.

Miss Mumtuz Shirin
'Naya-Dawr'
Bangalore City

Permission for publishing 'Seeree'[৫] in Urdu free.

Prof. Sushil De
President Reception Committee
Dist. Student Federation Cent.
Kishoregunj
Akhra Bazar
Mymensing

Unable to attend

17.12.

দেবব্রত বিশ্বাস (জর্জ্জ
174/E Rashbehari Avenue

মাতৃবিয়োগে সজ্ঞ ও আমার সমবেদনা।

26.12.

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য
পূর্ব্বাশা
P 13 Ganesh Chandra Avenue

২ রা জানুয়ারী সকালে গল্প দেব।

সতীন্দ্র মিত্র
পোঃ আঃ সাঁইথিয়া, বীরভূম

ভাষায় অশ্লীলতার নালিশ সম্পর্কে।

27.12.

Phiroze Mistry,
Kutub Publisher
Bombay 5

Re : delay

বঙ্কিমচন্দ্র শাসমল
সভাপতি ঘাটাল মহকুমা ছাত্রসম্মেলন
পোঃ নাড়াজোল, মেদিনীপুর

সম্মেলনের সাফল্য ও শুভকামনা :

17.1.47

Prantosh Ghatak 166, Bowbazar St. Basumati Office	পুজা সংখ্যায় অন্য কয়েকজনের ১০০৲ স্থলে ৫০৲ টাকার জন্য অনুযোগ
R. K. Acharya, Radio 1, Garstin Place	Willing broadcast story 'সংক্রান্তি'[৬] on 23. 3. 47 condition that copyright is reserved.
বীরেন ঘোষ 12, Anath Deb Lane	বুক এম্পোরিয়াম ত্যাগ—বই চাওয়া ২০% অগ্রিম প্রস্তাবে মোটামুটি স্বীকৃতি

15.2.

Sudhansu Choudhury B. M. College, Barisal	পৌঁছসংবাদ। পরে সব লিখব।

13.3.

Sudhansu Choudhury, Barisal	প্রবন্ধের অপেক্ষা করছি। কবিতা সীমান্তে[৭] ছাপা হবে। পরিচয় সম্পাদক-দের সঙ্গে কথা বলেছি।
Manindra Roy 6, Ballygunge Garden	মার্চের শেষদিকে গল্প দেব। তারিখ জানাব।
মেজবৌদি ও মেজদা, রাঁচি	• বণ্টু বাচ্চুর পৈতায় যেতে না পারার জন্য দুঃখ জানিয়ে

17.3.

Vartaman[৮] Limited Soroj Kumar Roy Choudhury 33A, Madan Mitter Lane	হপ্তাখানেকের মধ্যে গল্প : নিম্নতম মজুরি ৫০৲—নগদ।
গল্পভারতী[৯] : গৌতম সেন	23.3. রবিবার গল্প

29.4.

Manindra Roy	4.5. গল্প
Vartaman	চিঠি পাবার পরে যে কোন দিন গল্প
দীপায়ন সম্পাদক 7 Swallow Lane	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ[১০] সংখ্যা চেয়ে…

1.5.

Sudhindra Mazumdar Bartabaha (Weekly) Narayangunj	লেখা দিতে অক্ষমতা। টাকা ফেরত দেব।
Khagen Chatterjee 3/2 Nilmoni Mitter Rd, Talla	আরতির হোষ্টেলে থাকা ছুটির সময়। আমার অমত
দীপায়ন সম্পাদক	৩ সংখ্যা দীপায়ন পেলাম।
Gourgopal Kabyabhusan Editor 'Seva', Putantipara P.O Rupapat (Faridpore)	চিঠির জবাব
বিষ্ণু দে 1/10 Prince Golam Mohammed Rd Calcutta 26	কাগজ বার করবে—লেখা চায়—লেখা দেব[১১]—পরিচয় সম্পর্কে অভিযোগের[১২] উল্টো গাইলাম [?]।

12.5.47

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য	আষাঢ়ের পূর্ব্বাশায় বাংলা উপন্যাস সম্পর্কে মতামত[১৩]
নরেন্দ্রনাথ মিত্র 7/1 Brojadulal Street	দ্বীপপুঞ্জের সমালোচনা পরিচয়ে শীঘ্রই দেব—[১৪]
Kumar Krishna Bose 11/7B Ramkrishna Das Lane	উপন্যাস সাগ্রহে পড়ব
সরোজ রায়চৌধুরী	ডাকে গল্প পাঠাচ্ছি।
দিদি—মেদিনীপুর	পৌছসংবাদ—দাঁত ও চোখের জন্য কলকাতা আসা উচিত।
Prof. Sudhanshu Gupta 203/2 Cornwallis St.	মণিকাঞ্চনে কি লেখা বেরিয়েছে—এক কপি বই

2.6.47

ডলি, সেজদিকে গয়ায়	পৌঁছসংবাদ
বাবাকে পাটনায়	পৌঁছসংবাদ
সরোজকুমার রায়চৌধুরী	গল্প পাঠাচ্ছি
গিরীশ সিংহ চলন্তিকা 3A Duff Lane Calcutta-6	শনিবার সকালে গল্প
Amiya Krishna Roy Choudhury C/o L. A. O. 3 Ranchi	সুকান্তের স্মৃতি সংকলনীতে নতুনের বদলে স্বাধীনতার কবিতা—[১৫]
মনোজ বসু	'শ্রেষ্ঠ গল্প' সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ[১৬]
Dhiranjan Mukherjee Editor, Dipayan	দীপায়নে লিখব—পরিচিত হতে চাই—

যে চিঠি পেলাম	যার জবাব দিলাম বা যে চিঠি লিখলাম—
3.6.	
বিমলারঞ্জন পাবলিশিং[১৭] সনৎ বন্দ্যো, Students' Home Colonelgola, Midnapore (28.4.47 তারিখের রবীন্দ্রজয়ন্তী সম্পর্কে কার্ড!)	Roy H. Rutherford The Onlooker Visited India Building Sir Phirozshah Mehta Rd. Bombay 1 "will write article for Onlooker—"

2.8.

১। বাবা — পাটনা

২। হরিসাধন : Preventive officer,
Excise Hd. Qts. Sylhet : চা পেয়েছি

৩। দিদি

48.

১। সরোজ—বর্তমান : দুঃখ প্রকাশ : লেখা পাঠিয়েছি কি ?

২। N. M. Paul : জবাব পাই নি (মণিকাঞ্চনের লেখা)

৩। Bimala Ranjan—গল্পের বই তাড়াতাড়ি নিতে হবে—

৪। আবুল কাশেম, ধামরু, বরিশাল—

৫। Kutub Publisher : বই[১৮] প্রেসে গেছে—ধন্যবাদ

৬। দীনেন্দ্র চক্রবর্তী : লেজার ক্লাব : নাটোর : একাদশ সম্মেলনী (জুনে)

৭। The Onlooker : Is it any good sending article now ?

৮। স্বরাজ—১০০৲ টাকা পূজা গল্প[১৯]
সত্যেন মজুমদার, সম্পাদক
10, Creek Row

৯। বিমল ঘোষ : মেঘনা[২০] পাই নি
5B Beltala Rd.

১০। গল্পভারতী : পূজা ১০০৲

128.

প্রফুল্ল গুহ, সোনার বাংলা পোঃ বঃ ৩১ ঢাকা : পূজার গল্পের শেষ তারিখ ?

বাবা—পাটনা :

1.11.47

দাদা, বৌদি, মেজদা মেজবৌদি, তারা, মেদিনীপুর, মানু, আরতি খুকি, ইত্যাদির কাছে বিজয়া পত্র।

Harajit Singh Anandapuri C/o Harish Chandra Biswas Biswas Bhawan, Thana Road P.O. Ondal, Dist. Burdwan	পাঞ্জাবীতে বই অনুবাদ করা সম্পর্কে কোন বই ও কি শর্ত জানতে চেয়ে পত্রের জবাব—

[ডায়েরি ১৯৪৬। মুদ্রিত তারিখ ১২—২৪ ফেব্রুয়ারির পৃষ্ঠায় ১৯৪৬-৪৭-এর বিভিন্ন তারিখ দিয়ে পর-পর লেখা। সমগ্রতার বিবেচনায় বর্তমান অংশটিও নিরুপায়ভাবেই ১৯৪৬-৪৭-এর মাঝখানে গুঁজে দেওয়া হল।

বাঁদিকে প্রাপকের নামের নিচে লেখা ঠিকানা দু-একটি ক্ষেত্রে সামান্য কাটছাঁট করা হয়েছে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে শুধুই প্রাপকের নাম-ঠিকানা, ডানদিকে কিছু লেখা নেই—এইরূপ অংশগুলি বর্জিত হল। বর্তমান মুদ্রিত পাঠ শেষ হবার পর ডায়েরি-বইয়ে ৩০.১১.৪৭-এর তারিখ দিয়ে ২৪টি, ৬. ১২ তারিখ দিয়ে ৩টি ও ১৩. ১. ৪৯ তারিখ দিয়ে ১টি নাম-ঠিকানা ছিল, কিন্তু লিখিত বিষয় কিছু না-থাকায় সেগুলিও বর্জিত হয়েছে।]

১৯৪৭

---

৩৩ ॥ [1947]

প্লট

১। জয়দ্রথ[১]—গাঁয়ের পুরুষ রাতে মাঠে গেছে রাতভোর ধান কেটে সরিয়ে নিতে (তেভাগা আন্দোলন)—কুটুম এল—একলা বৌটিকে অপমানের চেষ্টা—গাঁয়ের মেয়েদের দ্বারা শাস্তি—জোতদারের সাহায্যে (জয়দ্রথের যেমন মহাদেবের বরের সাহায্যে) লোকজন পুলিশ এনে গ্রামে হানা

২। শীত : আলোয়ান চুরি—বাস ষ্টিমারঘাট থেকে ফিরবার পথে লোকের গায়ের আলোয়ান নিয়ে বাঁশবন দিয়ে পলায়ন—সেই আলোয়ান মুমূর্ষু সদ্যোজাত শিশুকে বাঁচাতে—

'শীত'[২]—রণজিৎ সেনকে

৩। বাবুবাগান বস্তি—বস্তি তুলে সিনেমা—বাধা—হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা ব্যর্থ—আগুন লাগাবার চেষ্টা ব্যর্থ—

৪। পা, গরুর গাড়ী, লরী—আনাজ সহরে নিয়ে বিক্রীর কাজে—

৫। লুকানো নেতা খুঁজতে রাতদুপুরে পুলিশের আবির্ভাব—নেতাকে মেয়ের জামাই করা—জামাই এসে কি বলবে সকলের এই ভাবনা—জামাই খুব খুশী—

পূর্ব্বাশা মাঘ ১৩৫৩

'হারাণের নাতজামাই'[৩]

৬। মধ্যবিত্ত জমির মালিক—ছেলে কলকাতা সহরে পড়ে—চাকরীতে কুলোয় না জমির আয়ে পড়ার খরচ—বড় জোতদার আত্মীয় এল তেভাগা আন্দোলন দমনের জন্য পুলিশের সাহায্য চাইতে—আত্মীয় মধ্যবিত্তের বাড়ীতে উঠল—একটি ছেলে খবর দিল ছেলে কলকাতায় পুলিশের গুলিতে মরেছে—শোকাতুর বাপ জোতদার আত্মীয়কে মেরে ফেলল বা তার অপচেষ্টা ব্যর্থ করল…

৭। লখীন্দরের মনের মরে [মেয়ে]

খালি গাঁ—ফাঁকা। লাঠি হাতে মেয়েটি—সতীশকে পুলিশের লোক বলে অবিশ্বাস : সতীশ বলে অমুক চাষী কোথায় ?

সে বলে, জানি না। বলে, নামও শুনি নাই।

সতীশ বলে, আমি পুলিশের লোক না।

সে বলে, তা হবে!

বিশ্বাস হতে গাঁয়ে নিয়ে গেল। বাঁশবনে লুকানো আহত লখীন্দর ও কয়েকজন চাষী—

৮। ব্যাণ্ডেজ[৪] : চাষী বৌয়ের একখানা যত্নের কাপড়—প্রাণের সমান—তোলা থাকে—উৎসবে পরে যাবার সাধ—পুলিশের গুলিতে আহতদের জন্য সেই কাপড় ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে দেওয়া (ডাক্তারখানায় জোতদারের জন্য ওষুধ দিতে অস্বীকার)

[ডায়েরি ১৯৪: । ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত পর-পর আটটি 'প্লট'—ডায়েরি-বইয়ের দু'পৃষ্ঠা জুড়ে লেখা। ১নং অংশের বাঁদিকের মার্জিনে লেখা : সোনার বাংলা। ৮নং অংশের মার্জিনে : স্বাধীনতা— রবিবার—'চৈতালী আশা'।

বর্তমান অংশের শুরুতে '১৯৪৭' সালের উল্লেখ ছিল না। কিন্তু ১৯৫০-এর ডায়েরি-বইয়ে দেখা যায়, ১, ২, ৫ ও ৮-সংখ্যক গল্পগুলি, আরো তিনটি লেখার সঙ্গে, ১৯৪৭-এর রচনা হিসাবে উল্লেখিত হয়েছে।]

৩৪ ॥ মাটি[১]

গাঁ সোনামাটি

ভূষণ—৫টি স্ত্রীলোক—একা পুরুষ—ছেলে ছোট

রসিক—ভূষণের বোনাই

তোরাব—বৌ আসন্নপ্রসবা—চাল নেই—

ধরণী তরফদার : জোতদার : দীঘিপাড়ায় বাড়ী : ভাগ্নে :

কানাই—চাকর : ছেলে

লোচন সরকার—কেরানী :

রঘু

বিষ্ণু

পিনাক সামন্ত : অকালবৃদ্ধ :

কৈলাস—ঐ ছেলে : শ্বশুরের দুটি মাত্র মেয়ে

ইন্দ্র শাসমল : দীঘিপাড়ার জোতদার :

আশু পট্টনায়ক : জোতদার

রাজেন দাস—একটু ভাল অবস্থার চাষী

কালু } উৎখাত চাষী
ফকির }

শ্রীনাথ মাইতি : আধিয়ার

মদন শাসমল : রামপুরের পত্তনিদার : ভাইপো খুন :

রাখাল
তিনু
পুলিন জানা : নরম প্রকৃতি, ভীরু, স্বার্থপর—
ফজলু মিঞা : জোতদার
[ডায়েরি ১৯৪৫।]

৩৫ ॥ প্লট :—

১। 'চিল' : চিলের মত ছোঁ মেরে বাঁচে—

[২] ১। দু'জনের দারুণ হিংসা—দাঙ্গার সুযোগে একজন আরেকজনকে হত্যা করল—নিজেও নিহত হল অন্য সম্প্রদায়ের লোকের হাতে।

২। তার চারটি ছেলে—দু'জন দেশের [জন্য] জেল খেটেছে, দু'জন খাটে নি।

৩। খালের ধারে : জঙ্গলের মধ্যে খাল—নৌকায় ধান চালাই—দুই জোতদারের প্রথমে প্রতিযোগিতা, পরে মিল : বড় নৌকা ঘাটে বাঁধা, সোনাউল্লা হা করে আছে—ছোট ছোট নৌকায় কখন ধান আসবে,—খবর এল অধিকাংশ ধান অন্য গাঁয়ের ন'কড়ি কিনে নিয়েছে। পরদিন আচমকা ন'কড়ি এল তার বাড়ীতে—লোকে জোর করে কেড়ে নিয়েছে নৌকার ধান!—দুজনে শক্তি মিলিয়ে পাহারা দিয়ে ধান চালানের চেষ্টা, সংঘর্ষ :

৪। কবি! বুড়ো কবিগানওলা গুপ্ত দুর্ভিক্ষের গান গেয়ে আর লোক কাঁদাতে পারে না, আসর জমে না, হঠাৎ [একদিন ?] নতুন কবির নাম ছড়ালো— বুড়ো ঈর্ষায় জলে মরে—একদিন চুপি চুপি শুনতে গেল—কাঁদানো গান নয়, বিদ্রোহের গান—বুড়ো মুগ্ধ হয়ে জড়িয়ে ধরল তরুণ কবিকে, তুই আমার গুরু![১]

[ডায়েরি ১৯৪৫। একটি পৃষ্ঠায় লেখা চারটি স্বতন্ত্র 'প্লট'।
[২] নং অংশটি পৃথকভাবে ১ ও ২ ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত। ৪নং অংশের বাঁদিকের মার্জিনে লেখা : 'গায়েন' যুগান্তর '৫৪ শারদীয়। ডায়েরি ১৯৫০-এর তথ্য-অনুযায়ী, ৪-সংখ্যক গল্পটি ১৯৪৭-এর রচনা।]

৩৬ ॥ 'মূর্খের সংজ্ঞা' : ছোট প্রবন্ধ : অনেক বিদ্যা অর্জন করে মানুষ যখন ভাবে সব জেনে ফেলেছি, আর কিছু জানার নেই, তখন সে হয় মূর্খ। কেবল পণ্ডিতের বেলা নয়, যে কোন মানুষের বেলাই, 'সব জানি' চিন্তা যার আছে সেই মূর্খ।

সংজ্ঞা : যে জেনেছে বুঝেছে যে তার জানার বোঝার কিছু বাকী নেই সে মূর্খ।

যতটুকু যে জানে সেটুকু আয়ত্ত [না] করে আরও জানা—এই হল মূর্খ। নতুবা বিদ্যার জাহাজ হয়েও বিদ্যার সাগরে পাড়ি জমাতে পারবে না—পাক খেয়েই ঘুরবে—তীর পাবে না।

প্লট

৯। "গণেশ দারোগার মেয়ের ছন্‌ছাতলা" গল্প

[ডায়েরি ১৯৪৫। সমগ্র অংশটি একটি পৃষ্ঠায় লেখা, কাজেই 'প্লট'-অংশটির ক্রমিক সংখ্যা '৯'-এর ব্যাখ্যা করা কঠিন। এমনও হতে পারে যে, ৩৩-শীর্ষক অংশের ক্রমিক সংখ্যা '৮'-এর পর আলোচ্য অংশটি লিখবেন ভেবেছিলেন, পরে অন্যমনস্কতাবশত এখানে লিখে রাখেন। অংশটি স্পষ্টতই অসম্পূর্ণ এবং 'ছন্‌ছাতলা' কথাটির অর্থ কি, বা তা প্রকৃতই তা-ই কি না, আমাদের জানা নেই।]

৩৭ ॥ সাহিত্যিকের সমস্যা (* প্রবন্ধ)[১]

সমাচার | ৭ | : গল্প : বড়

মেদিনীপুর এলাকার প্রাকৃতিক বর্ণনা—মধু বন্ধুদের স্বরূপ চিনে ফেলেছে : তবে এর ফলে হতাশার ভাবটাই বাড়ছে : রাস্তার বাঁদিকের বাড়ীর কেউ সাথে নেই—দুঃখ-বেদনায় বুক হঠাৎ ফেটে পড়ে—রায়দের নাতির অন্নপ্রাশনের অনেক তোড়জোড়—মধুরা বয়কট—অনাস্থা—তিনকড়ি আবার মামলা করবে—তবে শক্তি—খুবই কম—গতবারের মামলায় যাদের পেয়েছিল এখনো তাদের সকলকে পর্য্যস্ত পায় নি—

[ডায়েরি ১৯৪৫। বন্ধনীভুক্ত * চিহ্নিত অংশে 'প্রবন্ধ' কথাটির আগে প্রথমে লিখেছিলেন : 'ছোট'। পরে তা কেটে দিয়ে অন্য কিছু লিখেছেন, কিন্তু তা উদ্ধার করা যায় নি। একইভাবে, পরবর্তী অনুচ্ছেদে 'সমাচার' কথাটির পর চৌকো দাগ টেনে ঘিরে দেওয়া '৭'-সংখ্যাটির ব্যাখ্যাও আমাদের জানা নেই।]

৩৮ ॥ "রাজধানী" উপন্যাস

Notes :

ধনী রাজা ব্যবসায়ী	অবস্থা	সায়েবী হোটেল
বড় চাকুরে		সাধারণ হোটেল
মধ্যবিত্ত চাকরে		মেস
গরীব কেরানী		পাঞ্জাবী ও মুসলিম খানা
কুলি মজুর		গুণ্ডার আড্ডা

[ডায়েরি ১৯৪৫।]

৩৯ ॥ গল্প—নিউইয়র্ক্ : বাঙালী ছেলে নিউইয়র্কে—

[ডায়েরি ১৯৪৫।]

৪০ ॥ জীয়ন্ত[১]

Notes.

১। প্রথম ভাগ[২] প্রধানতঃ পাকাকে কেন্দ্র করে

২। রবীন্দ্র জন্মোৎসব (১০)—নেহেরু গ্রেপ্তার (শনিবারের চিঠি)—রবীন্দ্র সম্বন্ধে মনোভাব (১৩৩৮) আধুনিক বিরোধী—

[ডায়েরি ১৯৪৫। ১৯৫০-এর ডায়েরি-বইয়ে আলোচ্য অংশটি ১৯৪৭-এর লেখা বলে উল্লেখিত।]

৪১ ॥ পদাতিক—রাত্রি—একা পথিক—গাঁ পাহারা—হোমগার্ড ধরে চালায় নিয়ে গেল—পান মোড়া ইস্তাহার—ঘরে আটক মেয়ের কান্না—

(ছোটবকুলপুরের যাত্রী)[১]

[ডায়েরি ১৯৪৫। ডায়েরি ১৯৫০-এর তথ্য-অনুযায়ী, ১৯৪৭-এর লেখা।]

FEBRUARY TUESDAY 6 1945

Samvat.—9 Phagun (Badi), 2001. *Bengali.*—24 Magh, 1351.
Faslee.—9 Phagun, 1352. *Hijri.*—22 Safar, 1364.

৪২ ॥ [৮ এপ্রিল ১৯৪৭ মঙ্গলবার ?]

নূতন উপন্যাস

কিন্তু…আমি নিজের রসে সিদ্ধ হতে রাজী নই।

লেনিনের কথা, না ?

হ্যাঁ।

[ডায়েরি ১৯৪৭। পেন্সিলে লেখা।

বর্তমান ডায়েরি-বই মূলত লেখা-বাবদ প্রাপ্ত টাকার হিসাব ও দৈনন্দিন সংসার-খরচার হিসাব-খাতা—সময়কাল সাধারণভাবে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬, যদিও সর্বদা ধারাবাহিকভাবে লেখা নয়, এবং মধ্যবর্তী কোনো-কোনো বছরের কোনো হিসাব নেই। শেষ হিসাবের তারিখ ২৯.১১.৫৬—লেখকের মৃত্যুর মাত্র তিন দিন আগে লেখা। লেখকের এই শেষ হিসাব একেবারে শেষে উদ্ধৃত হল।

উল্লিখিত অংশটি বর্তমান ডায়েরি-বইয়ের প্রথম দিনলিপি-জাতীয় লেখা—মুদ্রিত তারিখটি লেখার প্রকৃত তারিখ কি না, বলা কঠিন।]

১৯৪৮

৪৩ ॥ [১ জানুয়ারি ১৯৪৮ বৃহস্পতিবার]

বোম্বাই-এ সুরু হল। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে এসেছিলাম—২৮শে শেষ হয়েছে। গণ-সাহিত্য শাখার সভাপতি। কমবেশী সব সভাপতি ও বক্তার লিখিত অলিখিত বক্তৃতা একঘেয়ে, পুরানো গতানুগতিক। আমার বক্তৃতাই সাড়া জাগিয়েছে। সমাজ সাহিত্য জনগণ সম্পর্কে এসব কথা বোধ হয় সম্মেলন ২৫ বছরে কখনো শোনে নি! আসলে সম্মেলনটি বরাবর ছিল প্রবাসী ভদ্রলোকদের বড়দিনের দেশভ্রমণের অজুহাত—এবারও তাই!

কাল যোগেশ্বরী গুহা দেখে এসেছি। বিকালে ছাত্রদের নিষেধ অমান্য করে সম্মেলন করা এবং পুলিশের টিয়ার গ্যাস ও গুলিবর্ষণ—অকথ্য অত্যাচার। ১২০০—১৩০০ ছাত্র ডেলিগেট ভারতের সারা প্রদেশ থেকে এসে জমেছে, তাদের শেষ মুহূর্তে সম্মেলন নিষিদ্ধ করা কি অর্থহীন কর্তাবাজি! ২৯শে হরতাল শান্তিপূর্ণ—পরদিন সম্মেলনের অনুমতি দিলে কি দোষ হত?

ক'দিন ঘুরে ফিরে বোম্বাই সহরকে প্রায় চিনেছি। কলকাতার চেয়ে অনেক বিষয়ে পৃথক—সমৃদ্ধিশালী, পরিচ্ছন্ন, লোকের নাগরিক কর্তব্যবোধ জাগ্রত। বাসের জন্য স্বেচ্ছায় 'Q'—বসার সিট পূর্ণ হলে কেউ উঠতে পারবে না! তবে ট্রামগুলি বাজে—শামুকের গতিতে চলে। তবে সহরের মাঝখান দিয়ে electric train চলায় যাতায়াতের আশ্চর্য্য সুবিধা হয়েছে। এখানে দেশী মূলধন, শিল্পীকরণের মুনাফা দেশে থাকে—কলকাতায় বিদেশী মূলধন : লাভের টাকা বিদেশে যায়। তাছাড়া, কলকাতার চেয়ে বোম্বেতে বিভিন্ন প্রদেশের লোক সমাবেশ বেশী।

[ডায়েরি ১৯৪৮/ক।]

৪৪ ॥ [২ জানুয়ারি ১৯৪৮ শুক্রবার]

সকালে সদলবলে নৌকায় এলিফ্যান্টা কেভস [caves] গেলাম। বাতাস বিরোধী হওয়ায় Gateway of India থেকে ৯টায় ছেড়ে পৌছতে ১টা বেজে গেল। গানে গল্পে কাটল বেশ।

পাহাড় কেটে গুহা : পাথর কুঁদে বিরাট আশ্চর্য্য সব মূর্ত্তি! পথে নৌকাতে চিত্তপ্রসাদ[১] ও প্রভাস[২] আমার ও গোপালের[৩] স্কেচ নিয়েছে—এখানে

মূর্ত্তির স্কেচ নিতে লেগে গেল। বিরাটত্বের অনুভূতি অভিভূত করে দেয়। ত্রিমূর্ত্তি, পার্ব্বতীর বিবাহ, রাবণের কৈলাস উত্তোলন এসব কতকাল কত ধৈর্য্যের সঙ্গে শিল্পী পাথরে খুদেছে—একটি পাথরে—হয়তো এক বংশে শেষ হয় নি!

আজ দর্শক আমরাই। রবিবার ষ্টিমারে নাকি অনেকে আসে—বেশীরভাগ পিকনিক করতে!

জোয়ারের মুখে ফিরতি—জোর বাতাস পক্ষে। প্রবল ঢেউ—নৌকা উঠছে পড়ছে—অনেকের মুখ ভয়ে শুকনো! পালের টানে জোরে চলছে—সকালে লেগেছিল চার ঘণ্টা, এবার সোয়া ঘণ্টায় পৌঁছে গেলাম।

রাত্রে কালচার লীগ আর সতীশকাকার মেয়ের বাড়ী নেমন্তন্ন! প্রথমটা ভুলে গিয়েছিলাম দ্বিতীয়টা গ্রহণের সময়। দু'যাগাতেই গেলাম ও খেলাম—প্রথমটাতে কম!

[ডায়েরি ১৯৪৮/ক।]

৪৫ ॥ [৩ জানুয়ারি ১৯৪৮ শনিবার]

পাঁচটায় কলকাতা রওনা—নাগপুর হয়ে।

সকালে V. T তে টিকেট করলাম—ইণ্টার ক্লাশ ভাড়া বেড়ে হয়েছে ৫৭।৶.—সাংঘাতিক কথা। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য খরচ না দিলেই হয়েছিল!

সাহিত্যের মূলনীতি সম্পর্কে মুলুকরাজের* সঙ্গে আলাপ হল। মূলনীতি

নিয়ে নাকি ২ বছর হিন্দী-সাহিত্য-সমিতির সভ্যদের তর্ক চলছে। হিন্দী-সাহিত্য-কংগ্রেসে শেষ মীমাংসা হবে।

১০০০ দেশী charminar সিগারেট কিনলাম—নিজামে তৈরী। প্রায় সাড়ে চার পয়সা প্যাকেট—যদি চলে তবে সিগারেট খরচ কমবে। ডলির দুখানা শাড়ী কিনলাম।

টিকেট করার সময় একটি বাঙ্গালী ছেলে যেচে পরিচয় করেছিল। ট্রেনে যায়গা রাখবে—পেট ভরে খাওয়াতে হবে। চার বছর আগে বাড়ী থেকে পালিয়েছিল—কুষ্টিয়া বাড়ী। করাচীতে কাজ করত। বোম্বেতে চাকরী খুঁজছে। চোর [?] বলে সন্দেহ হল! নাও হতে পারে।

ঘোষালেরা দেখা করতে ষ্টেশনে এল। ঘোষাল লোকটি ভাল। কদিন ওর বাড়ী থেকে ওর কর্ত্তব্যজ্ঞান ও ব্যবহারে বড়ই খুসী হয়েছি। ৩২ বছর বয়স, অবিবাহিত।

মনটা একটু কেমন কেমন। কদিনে বোম্বের ওপর মায়া বসেছে বলে নয়—দীর্ঘপথে যাত্রা করলে এরকম হয়। দু'রাত্রি পথে কাটবে।

বোম্বে থেকে ১০০ মাইল electric train—ইগতপুর পর্য্যন্ত। এবার খাড়াই, একটু আস্তে চলল।

[ডায়েরি ১৯৪৮/ক। একই তারিখে লেখা, একই প্রসঙ্গের একটি সংক্ষিপ্ততর রূপ ডায়েরি ১৯৪৮/খ-এ পাওয়া যায়। নিয়ে উদ্ধৃত হল।]

বোম্বে ছাড়লাম। ইণ্টার ৫৭।৶.!

* । ১০০০ দেশী সিগারেট ৬॥০ ডলির ২ শাড়ী ৪৪৲

V. T তে সেই ঘর পালানো ছেলেটি যায়গা রেখেছে। না রাখলেও হত। ঘোষাল ষ্টেশনে এল—ডায়েরী তার দেওয়া।

[ডায়েরি ১৯৪৮/খ। * স্থানে একটি বাক্যের পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি।]

৪৬ ॥ [৪ জানুয়ারি ১৯৪৮ রবিবার]

ট্রেনে। যুক্তপ্রদেশ দিয়ে চলেছি। বিস্তীর্ণ প্রান্তর—কত অনাবাদী জমি যে পড়ে আছে। এ দেশী এক সহযাত্রী আলাপের সূত্রে জানাল, অল্প মাটির নীচেই নাকি পাথর, তাই চাষ কম হয়। তাই কি?

সারাদিন গাড়ী চলেছে। লোক উঠছে, নামছে। দূর পথের যাত্রীরা কেউ বসে, কেউ শুয়ে কেউ গল্পে রত। ট্রেনের এই বাধ্যতামূলক অবসরেও সকলে যেন অল্পবিস্তর অস্থির—অস্বস্তি বোধ করছে।

ডাইনিং কারে খেতে গেলাম। ইংরাজের রাজকীয়তার নিদর্শন। ঝকঝকে পালিশ—সাজানো টেবিল চেয়ার—বত্রিশটি আলোর ঝলমল। সাত-আটজন খানসামা—ত্রিশ-বত্রিশজন খানা খেতে পারে। ফর্সা ধবধবে পোষাক—খাবার

খেবার সময় আবার হাতে সাদা গ্লোবস পরে। রূপোলি চকচকে কাঁটা চামচ, দামী প্লেট। একটুকরো পাঁউরুটি, স্যুপ, মাংস, পুডিং, কফি—বাঁধা খাত্ত।

খাঁটি ইংরাজী প্রথা—পরিবেশন পর্যন্ত।

একটি মাত্র ইংরেজ, প্রথম থেকে গম্ভীর মুখে বই পড়ছে। পঞ্চাশ, পুষ্ট, ভরাট মুখ, কপালে রেখার আভাস, ধৈর্য্যের স্থৈর্য্যের অবতার—সিধে হয়ে ঠায় বসে আছে—খানসামাকে পর্যন্ত অতি ধীরে ঈষৎ মাথা নেড়ে সায় দেওয়া!

কিন্তু হঠাৎ চোখ তোলে—চকিতে চারিদিকে চায়! কি হতাশা চোখে! এ ডাইনিং কার—তার এই রাজত্ব—কালা আদমি বেদখল করেছে!

পরক্ষণে বইয়ের পাতায় চোখ!

[ডায়েরি ১৯৪৮ ক / ।]

রাত্রে ঘুমিয়েছি।

রাজনন্দ পর্বত [?]—১০৪৫ ফিট উঁচু

[ডায়েরি ১৯৪৮ / খ ।]

৪৭ ॥ [১৭ জানুয়ারি ১৯৪৮ শনিবার]

পুতুলনাচের ইতিকথার ছায়াচিত্রের চুক্তি সই করলাম : কে. কে. প্রোডাকসনের সঙ্গে।[১] আমিই একমাত্র খ্যাতনামা লেখক যে সিনেমার কাছে আত্মবিক্রয় করে নি। এতদিন পরে যেচে এসে আমার নির্দেশ 'সস্তা করা চলবে না' মেনে নিয়ে সিনেমা কোম্পানী চুক্তি করল। আশা করছি ছবিটা ভাল হবে। দেখা যাক!

[ডায়েরি ১৯৪৮ / ক ।]

পুতুলনাচের ইতিকথার ছায়াচিত্রের চুক্তি সই করলাম : কে. কে.
প্রোডাকসনের সঙ্গে। [illegible] আমিই [illegible]
লেখক [illegible] যে সিনেমার কাছে আত্মবিক্রয় করি নি।
এতদিন পরে যেচে এসে আমার নির্দেশ 'সস্তা করা
চলবে না' মেনে নিয়ে সিনেমা কোম্পানী চুক্তি করল।
আশা করছি ছবিটা ভাল হবে। দেখা যাক!

৪৮ ॥ [২৯ জানুয়ারি ১৯৪৮ বৃহস্পতিবার]

কাল সারাদিন বাড়ীতে ছিলাম। Modern Quarterly—vol. 3 (writer 47-48)

[ডায়েরি ১৯৪৮ / ক ।]

৪৯ ॥ [৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮ শুক্রবার]

দুর্দিন। গান্ধীজি গুলির আঘাতে নিহত।

বেলা সাড়ে বারটা। বাথরুমে স্নান করতে ঢুকেছি। টুবলু বারান্দায় লাফাচ্ছিল। রান্নাঘরে ডলি ফুটন্ত ডাল উনান থেকে নামিয়েছে। সেই ডালে টুবলুর বাঁ পা হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্য্যন্ত পুড়ে গেল।

সে কি দুর্ঘটনা! এতটুকু শিশুর সে কি যন্ত্রণা। মুখার্জি ডাক্তার এসে মূর্খের মত ট্যানিক এ্যাসিড তুলো দিয়ে বাঁধল!

এই যন্ত্রণাকাতর শিশুসন্তানকে নিয়ে আছি, জ্বর এসে গেছে, সন্ধ্যার পর সংবাদ এল: দিল্লীতে প্রার্থনাসভায় পিস্তলের গুলিতে গান্ধীজি নিহত। সমস্ত মনপ্রাণ যেন হায় সর্ব্বনাশ! বলে আর্ত্তনাদ করে আঘাতে মুহ্যমান হয়ে গেল। ওষুধে ঝিমিয়ে আছে টুবলু, মাঝে মাঝে কাতরাচ্ছে। শিহরে [শিয়রে] বসে

[শেষ বাক্যটি অসম্পূর্ণ। ডায়েরি ১৯৪৮ / ক।]

৫০ ॥ [৩০ এপ্রিল ১৯৪৮ শুক্রবার]

শ্যামলবাবুর[১] বাড়ী পরিচয় বৈঠক: নবাগত রেবতী দে: বাবরি চুল, রসিক: মনু, বাৎস্যায়ন থেকে পুরাকালের গণিকা সমাজ!

চার্ব্বাক সম্পর্কে আলোচনার পরিণতি!

পথে অমরেন্দ্র[১]: উনি ওইরকম: প্রত্নতত্ত্ব নাম মাত্র, গণিকা সম্পর্কে উৎসাহী!

[ডায়েরি ১৯৪৮ / খ]

৫১ ॥ [১ মে ১৯৪৮ শনিবার]

আন্দুল উৎসব। চমৎকার যায়গা, গ্রাম্য আবহাওয়া, জীবন্ত। মাঠে গাছ-পাড়া ডাব খেলাম। দেখি, পশ্চিমে কালো মেঘের সঞ্চার! তাড়াতাড়ি সভায় এলাম— অনেক লোক হয়েছে, লাঠিখেলা সুরু হয়েছে। ঝড়ও সুরু হয়েছে। অল্পক্ষণে প্রবল ঝড়বৃষ্টি। সব নষ্ট হয়ে গেল।

[উৎস: ১৯৪৮-এর তৃতীয় একটি ডায়েরি-বইয়ের একটিমাত্র ছিন্ন পাতা। মূল ডায়েরিটির সন্ধান পাওয়া যায় নি।]

১৯৪৯

৫২ ॥ [১ জানুয়ারি ১৯৪৯ শনিবার]

এবারও কি সুরুতেই শেষ হবে? দেখা যাক। ডায়েরি রাখতে পারি না কেন? বোধ হয় এই ধারণা থেকে গেছে বলে যে ডায়েরি মানেই নিছক ব্যক্তিগত কথা! কয়েকদিন লেখার পর আর উৎসাহ পাই না।

ট্রামের প্রথম শ্রেণীর ভাড়া এক পয়সা বাড়ল। যাত্রীরা চটেছে মনে হল না। বেশ খানিকটা হালকা ভাবেই বৃদ্ধিটা গ্রহণ করেছে। বরং যাত্রীদের এই

উদাসীন ভাবে কণ্ডাক্টররা স্থুরু—অশ্রদ্ধার সুরে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য শুনলাম দু'একটা। ভাবটা এই : কিছু হবে না এদের দ্বারা! মর তোমরা—আমাদের কি! ট্রাম ধর্মঘট ফেঁসে যাবার পর যাত্রীদের এভাবে ভাড়া বৃদ্ধি মেনে নেওয়ার ফলে সংগ্রামী ট্রাম কর্মীদের এইরকম মনোভাবই স্বাভাবিক।

আসলে, বাবু যাত্রীদের তলিয়ে হিসাব করা নেই—একবার টিকিট কাটতে মোটে একটা পয়সা—আজকাল একটা পয়সা সামান্য! এই এক একটা পয়সা থেকে কোম্পানী যে গলা কেটে কত মোটা লাভ করবে সেটা খেয়ালে আসে না। মনে পড়লেও গ্রাহ্য নেই—ভদ্রলোক তো—নিজের কথাই বড় : আমাকে তো মোটে একটা করে পয়সা দিতে হচ্ছে—মরুক গে যাক! নীতিটা বড় নয়—অন্যায় করে একটা পয়সা কেউ আদায় করলে সেটা সহ্য করাও যে কত বড় অন্যায় সে ধারণা নেই। ট্রামে ভীষণ ভিড়!

আমার বন্ধু বাড়ীটা কিনে আমাকে ভাড়া দেবে—এরকম একটা প্রস্তাব করতেই বাবা ভয়ানক চটে গেলেন।[১] এ বাড়ীতে তিনি থাকবেন না—কোনমতেই! তাই হোক!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৫৩ ॥ [২ জানুয়ারি ১৯৪৯ রবিবার]

বাড়ী চাই। এ মাসের মধ্যে।[১]

বেরোব বলে তাড়াতাড়ি খেলাম। শরীর ভাল নয়।···২টায় বেরোলাম।

কলবার ঘোষাল পাড়ায় ছোকড়া আনী [?] ঘোষালের বিজ্ঞাপনের জবাবে গেলাম। হোসিয়ারি ফ্যাক্টরী—পরিত্যক্ত কোনার দিকে কোনরকমে দুটি গোয়াল ঘরের মত তুলেছে—"আজ্ঞে বোঝেন তো ভাড়া দিয়ে কিছু লাভের আশাতেই এ বাজারে খরচ করে করা—১০৲ টাকা!" আমার সামনেই এক ভদ্রলোক মিনতি করল, অন্ততঃ কাল সকাল ৭টা পর্য্যন্ত যেন খালি থাকে। কলকাতায় কত লোক—টাকাওলা লোক—গাছতলাবাসী?

গেলাম মাতৃকায়[২]। রাজাদি কনক[৩] জরে—শচীন মিত্তির [মিত্রের] বাড়ীটা দেখলাম—বাইরে থেকে—সন্ধ্যার আবছা আলোয়। শোভাবাজারে অতিকষ্টে শচীনকে খুঁজলাম—কথা বললাম রাস্তায় দাঁড়িয়ে—কাল সকালে বাড়ীর ভেতর দেখাবে।

মতিবাবুর বাড়ী হয়ে ফিরলাম।

[ডায়েরি ১৯৪৯। নীল পেন্‌সিলে লেখা।]

৫৪ ॥ [৩ জানুয়ারি ১৯৪৯ সোমবার]

ভোরে উঠে বরানগর রওনা। 32-C সরকারী [*]। শচীনবাবু মিনিট দশেক পরে এলেন।

নিজের অংশ ভাল—ভাড়াটে অংশ যেমন তেমন। বকবক করলেন। সরলতার ভান। ৬৫৲ ভাড়া, ৬০০৲ আগাম—কালকেই—২খানা ঘর, সিঁড়ির নীচে রান্নাঘর, একটুকরো বারান্দা নেই !

তাই সই ! পড়েছি ফাঁদে···

শ্যামবাজার—৬৬ দমদম রোডের বিজ্ঞাপিত বাড়ীর খোঁজ : দমদম রোডের নম্বর আকাশ-পাতাল—105 এর পরেই 52 !

His Master's Voice-এর সামনে নেমে ফিরতি। M. C. Sirkir হয়ে এলাম—সুধীর[১] মৌচাকে নেবে না [?]। ঘড়িটা খালাস করে বাড়ী।

সন্ধ্যায় টুবলুর জন্য ফল আনতে বাজারে গিয়ে···

[ডায়েরি ১৯৪৯। নীল পেন্‌সিলে লেখা। [*] অংশে দু'টি শব্দের পাঠোদ্ধার করা যায় নি। শেষ বাক্যটি অসম্পূর্ণ।]

৫৫ ॥ [৪ জানুয়ারি ১৯৪৯ মঙ্গলবার]

বাড়ী সমস্যা ! কি করা যায় ? শচীনবাবুর বাড়ীতে নড়াচড়ার একটু যায়গা পর্য্যন্ত নেই—৬০০৲ টাকা আগাম দিয়ে বছরখানেকের জন্য আটকে যেতে হবে। আজকেই চেক দেবার কথা—গেলাম না। হাতে থাক।

বিনয় ঘোষ উত্তরপাড়ায় বাড়ীর সন্ধান দিল। এক বিঘা জমিতে বাংলো—ভাড়া কত হবে কে জানে ?

বাড়ী বিক্রী ঠিক—এ মাসে উঠতেই হবে। বেশ একটা এ্যাডভেঞ্চারের ভাব লাগছে। হিমাংশুদের সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকতে হবে না—যেখানেই যাই। বহুদিন—প্রায় ৮।৯ বছর এক বাড়ীতে থেকে সব একঘেয়ে হয়ে গেছে।

সহর না গ্রামাঞ্চল ? স্বাস্থ্যটা এবার ভাল করতেই হবে। জীবনে এতকাল স্বাস্থ্যের নিয়ম ভেঙ্গে এসেছি—এবার কিছুদিন নিয়ম পালন করব।

সুধীর সরকার দর্পণের ২য় সং[১] নেবে না ! ভয় পাচ্ছে। তলায় তলায় কর্ত্তারা টিপে দিচ্ছেন নিশ্চয় ! প্রকাশকদের ভাব দেখে তাই মনে হয়। বুক এম্পোরিয়াম স্পষ্ট বলল—কবে পর্য্যন্ত কি করা যাবে বলতে পর্য্যন্ত পারবে না—দোকানে বিক্রী নেই। দর্পণ থেকে যে মোটা লাভ করেছে তা স্মরণ নেই।

চীনের সুখবর। চিয়াং যায় যায়। উল্লাস—আতংক ! কর্ত্তাদের মানসিক অবস্থা অনুমান করা যায়।

[ডায়েরি ১৯৪৯। কাঠপেন্‌সিলে লেখা।]

৫৬ ॥ [৫ জানুয়ারি ১৯৪৯ বুধবার]

বাড়ী সমস্যা !

নতুন নাটকে[১] হাত দিলাম।

বুধবারের বৈঠকে[২] অমরেন্দ্রবাবু ১।০ ঘণ্টা বললেন—ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সাহিত্য।

বলেন . . -এলোমেলো, পুনরুক্তি, অস্পষ্ট প্রকাশ। শুধু পড়ে শেখা—ধরাবাঁধা চিন্তা। নীরেনবাবু[৩] তার হয়ে প্রশ্নের জবাব দিলেন। নীরেনবাবুর পড়াশোনাও আছে—কিছু চিন্তাশক্তিও আছে—বলেনও ভাল। তবে কিছুটা dogmatic—অধ্যাপকীয়। সাজ-পোষাক সম্পর্কে উদাসীন—ময়লা একখানা কাপড় পরেছেন।

সাহিত্যের নিজস্ব গতি এবং সামাজিক গতির সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা এঁদের অস্পষ্ট।

[ডায়েরি ১৯৪৯। কাঠপেন্‌সিলে লেখা।]

৫৭ ॥ [৬ জানুয়ারি ১৯৪৯ বৃহস্পতিবার]

কাঁচা কবিতা ও পাকা কবিতার তুলনা—

ভারতবর্ষ পৌষ ১৩৩৮

অনামি ও গোধূলিলগ্ন (রবীন্দ্রনাথ)[১]

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৫৮ ॥ [৭ জানুয়ারি ১৯৪৯ শুক্রবার]

বাড়ী সমস্যা!

ডলির সেজদা বিনয় আর বন্ধু সত্যচরণ ধরের তাঁওতায় দক্ষিণেশ্বর গিয়ে বাস থেকে একমাইল হেঁটে ভাঙ্গা একটা পোড়ো বাড়ী দেখে এলাম—ছাত নেই! সারাতেই ৩ মাস লাগবে!

এরা আমায় বাড়ী দিয়ে কিছু বাগাবার ফিকিরে ছিল।

[ডায়েরি ১৯৪৯। কাঠপেন্‌সিলে লেখা।]

৫৯ ॥ [৮ জানুয়ারি ১৯৪৯ শনিবার]

বাড়ী সমস্যা!

[ডায়েরি ১৯৪৯। কাঠপেন্‌সিলে লেখা।]

৬০ ॥ [১৫ জানুয়ারি ১৯৪৯ শনিবার]

রামবাবুর[১] খবরে শা'পুরের বাড়ী। ২ খানা ঘর ৮৫৲ টাকা—অগ্রিম ৬ মাসের ভাড়া!

অসুবিধা অনেক।

[ডায়েরি ১৯৪৯। কাঠপেন্‌সিলে লেখা]

৬১ ॥ [১৮ জানুয়ারি ১৯৪৯ মঙ্গলবার]

বিকালে গিয়ে শচীনবাবুর বাড়ী স্থির করে এলাম[১]।

যাবার সময় জানতে পারি নি—ফিরবার পথে টের পেলাম ছাত্রদের

প্রতিবাদ-শোভাযাত্রা বার করা নিয়ে কি হাঙ্গামা হয়ে গেছে। ৪ জন নিহত—১৫ জন আহত। জনতা ৯টি ট্রাম, ২টি বাস পুড়িয়েছে।

কি বর্ব্বরতা! কার আইনের মান রাখতে হত্যাকাণ্ড?

একটি ১২ বছরের ছেলে—তাপস—গুলিতে মরেছে[২]।

[ডায়েরি ১৯৪৯। শেষ লাইন ছাড়া, কাঠপেন্সিলে লেখা।]

৬২ ॥ [১৯ জানুয়ারি ১৯৪৯ বুধবার]

ছাত্র দলন পর্ব্ব আরও প্রচণ্ডভাবে। ছাত্ররা দৃঢ়—খালি হাতে গুলির বিরুদ্ধে লড়ছে। হাঙ্গামা আরও ছড়িয়েছে। আজ আরও ৫ জন নিহত—বহু আহত।

জনসাধারণ সরকারী বর্ব্বরতায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। সরকার যে কতদূর জন-অপ্রিয় হয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চারিদিকে সশস্ত্র পুলিশ। পুলিশ দিয়ে জনতার বিক্ষোভ ঠেকানো যায় [?]।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৬৩ ॥ [২০ জানুয়ারি ১৯৪৯ বৃহস্পতিবার]

আজ পুলিশের সাহায্যে মিলিটারী আমদানী। কলেজ ষ্ট্রিট দিয়ে যেতে শুধু পথে নয়—সিনেট হাউসে প্রেসিডেন্সী কলেজের ভেতরে সৈন্যের ঘাঁটি দেখে মনে হয় অদ্ভুত দৃশ্যই বটে!

কলেজের ছাতে বন্দুক তাক করে সৈন্য!

আজ হাঙ্গামা কম। সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু এই ছাত্রহত্যার জন্য ক্ষোভ? সৈন্য পুলিশ দিয়ে সেটা বন্ধ করা যাবে?

গভর্নমেণ্ট যে আতঙ্কে দিশে হারিয়েছে বোঝা যায়। চীনের ব্যাপারে আতঙ্ক চরমে উঠেছে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

আজ পুলিশের সাহায্যে মিলিটারী আমদানী। কলেজ ষ্ট্রিট দিয়ে
যেতে শুধু পথে নয়—সিনেট হাউসে প্রেসিডেন্সী কলেজের
ভেতরে সৈন্যের ঘাঁটি দেখে মনে হয় অদ্ভুত দৃশ্যই বটে!
কলেজের ছাতে বন্দুক তাক করে সৈন্য!
আজ হাঙ্গামা কম। সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু এই ছাত্রহত্যার
জন্য ক্ষোভ? সৈন্য পুলিশ দিয়ে সেটা বন্ধ করা যাবে?
গভর্নমেণ্ট যে আতঙ্কে দিশে হারিয়েছে বোঝা
যায়। চীনের ব্যাপারে আতঙ্ক চরমে উঠেছে।

৬৪ ॥ [২১ জানুয়ারি ১৯৪৯ শুক্রবার]

খবরের কাগজে সাবধানে সতর্কভাবে শুধু ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে ছাত্ররা অন্যায়

করলেও এতটা বাড়াবাড়ি পুলিশের উচিত হয় নি—এতে সাধারণ লোকের মন বিগড়ে যায়।

অন্যায়টা ছাত্রদের! আজ এতকাল ১৪৪ ধারা চাপানো রয়েছে, স্বভাবতই সেটা অসহ্য হবে! একটা শোভাযাত্রা করে ১৪৪ ভাঙতে চাওয়ার জন্য কাঁদুনে গ্যাস লাঠি গুলি চালালে ছাত্ররা ক্ষেপবে না? নিরীহ প্রাণহীন সুবোধ বালক যদি ছাত্রসমাজ হয়—দেশেরই সেটা চরম দুর্ভাগ্য!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৬৫ ॥ [২২ জানুয়ারি ১৯৪৯ শনিবার]

আমাদের ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় রেস খেলতে গিয়েছিলেন!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৬৬ ॥ [২৩ জানুয়ারি ১৯৪৯ রবিবার]

নেতাজীর জন্মদিবস।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৬৭ ॥ [২৫ জানুয়ারি ১৯৪৯ মঙ্গলবার]

বাবার কদিন সর্দিকাশি। সকালে কলিক হল। বিকালের দিকে জ্বর। সত্যই ভয় পেলাম। বাড়ী বিক্রীর মানসিক ধাক্কা—কে জানে কি হয়[১]। সন্ধ্যার পর মাথা গরম—অনবরত কথা বলছেন। আমি একা কাছে থাকার সময় দাদার কথা উঠল! দাদার সম্পর্কে বাবার মনে যে কতকালের কত ক্ষোভ! দাদা চিরদিন অকৃতজ্ঞ অর্থপিশাচ!

অতীতের কথা বললেন। দাদা ছাত্র—হোষ্টেলে। মেদিনীপুর থেকে দেশে গিয়ে গোয়ালন্দে টিকিট টাকা সব চুরি—এক চেনা ভদ্রলোকের সাহায্যে কলকাতায় এসে দাদার হোষ্টেলে। দাদা ছিল না—পরিচয় জেনে হোষ্টেলের চাকর ঠাকুর বাবার অনিচ্ছা না মেনে স্নানাহার করাল। দাদা ফিরেই—'আপনি কেমন লোক? খবর না দিয়ে এসে খেলেন—চাকর ঠাকুরের উপোস করতে হবে!'

ঘাটাল থেকে সকলের ম্যালিরিয়াগ্রস্ত হয়ে বিবাহিত দাদার বাড়ী কলবার—মার অবস্থা শোচনীয়। দাদা একটা ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করায় না—শেষে বৌদি বলে বলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করল। কেউ বাড়ীতে এলেই দাদার মুখ গম্ভীর হয়ে যায়—কারো সঙ্গে ভাল করে কথা কয় না!

বাবা নাকি দাদার জন্য কিছু করে নি—স্কলারশিপের টাকায় পড়েছে! সেটা যেন সম্ভব—নিজের চেষ্টায় বড় হলে কি বাপের উপর অভক্তি জাগে?

আমি ছেলেবেলা থেকেই জানতাম—টাঙ্গাইল থেকে তাই লিখেছিলাম সেই পত্র, যা পড়ে দাদা আগুন !

বিদ্বান ? স্কলারশিপের টাকার লোভে—বড় চাকরীর লোভে—পড়ত, জ্ঞানের জন্য নয়। গবর্নমেন্টের চাকরী পেয়ে তাই অনায়াসে বিজ্ঞানচর্চ্চা ছাড়ল।

মাসে আজকাল ৩০০০৲ মত পায়। দাঙ্গার সময় বাবা সকলকে নিয়ে বালীগঞ্জে গিয়েছিল (আমি যাই নি, একা টালীগঞ্জে ছিলাম।) দিল্লী যাবার সময় দাদা গুণে কয়েকদিনের সংসার খরচ দিয়ে গেল—কোনরকমে যাতে সামান্য বাজার হয়! কেউ তো যায় না, থাকে না। বিশেষ কারণে গেলে না হয় দু'চারশ' খরচ করে তাদের সমাদর করতি !

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৬৮ ॥ [২৬ জানুয়ারি ১৯৪৯ বুধবার]

কাল রাত দশটায় বাবার জ্বর একটু কমল। আজ সকালে ভালই আছেন মোটামুটি, ভয় নেই।

সারাদিন নগরবাসী[১] লিখলাম। রাত্রে গরম মাথায় ডলিকে বকলাম।··· কখন চুপ করে থাকতে হয় জানে না।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৬৯ ॥ [২৭ জানুয়ারি ১৯৪৯ বৃহস্পতিবার]

নগরবাসী দিতে বসুমতী আপিসে যাব ভেবেও যাওয়া হল না। লেখাটা পড়তে গিয়ে দেখি সংশোধন দরকার।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৭০ ॥ [৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ বৃহস্পতিবার]

সরস্বতী পূজার ছুটিতে সেজবৌরা নতুন বাড়ীতে যাচ্ছে।

মেজদা লিখেছে : ৭ই অর্থাৎ যেদিন বাড়ী বিক্রীর কবালা স্বাক্ষর হবে ও টাকা মিলবে সেইদিন সকালে আসবে! আগে আসবে না, থাকতে পারবে না!

টাকা ভাগের সময় হাজির থাকবে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৭১ ॥ [৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ শুক্রবার]

কাল বরানগরের বাড়ীতে যাব[১]।

আজ চাবি যোগাড় হল! বাড়ীওলা সম্পর্কে প্রথম ধারণাই পরিপুষ্ট হচ্ছে—আদর্শ আত্মকেন্দ্রিক নিম্নমধ্যবিত্ত বিষয়ী এবং স্ত্রৈণ!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৭২ ॥ [৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ শনিবার]

সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে এগারটা নাগাদ লরীতে মাল বোঝাই দিলাম। ভাবনা ছিল, একটা লরীতে একবারে কি হবে? একটা সংসারের জিনিষ! দেখা গেল, গরীবের সংসারের খাট আলমারি টেবিল চেয়ার তো বটেই—জ্যান্ত মালেরও যায়গা হয়!

ডলিরা বসল ড্রাইভারের পাশে। আমরা মালের ওপর।

লরী এক ট্রিপ ৩০৲

কুলি ৫৲

বাড়ী দেখে ডলি খুসী। আমার কাছে বর্ণনা শুনে বোধ হয় ভেবেছিল বিশ্রী বাড়ী হবে!

কাছে বিরাট প্যাণ্ডেলে থিয়েটার। সারাদিন লাউডস্পীকারে গান বাজাচ্ছে। অতিষ্ঠ!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৭৩ ॥ [৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ রবিবার]

ঘর গুছাতে দিন গেল।

জলের কষ্ট।

আলোর কষ্ট।

প্যাণ্ডেলে থিয়েটার। লাউডস্পীকার বাজছেই!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৭৪ ॥ [৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ সোমবার]

সকালে টালীগঞ্জের বাড়ী। দশটা নাগাদ বাড়ীর ক্রেতার মামা পিসেরা হাজির। বাবাকে নিয়ে হিমাংশু গুপ্তরা এল। ট্যাক্সিতে মেজদা মেজবৌদি ছোট মেয়েটা নিয়ে হাজির! মেজদা রইল—মেজবৌ সেজবৌয়ের বাড়ী গেল! এত বড় বড় কথা শূন্য হয়ে গেল!

বাড়ীর ক্রেতা টাকা নিয়ে এল। ৪৫ হাজার টাকা গোনা হল। বাবার সাংসারিক বুদ্ধি সত্যই পাকা। কবালা সই করেই বললেন, টাকাটার ব্যবস্থা করি, তারপর আপনাদের সঙ্গে রেজিষ্ট্রী অফিসে যাব।

বাবা যে ঘরে ৯ বছর বাস করেছেন[১]—সেই শূন্য ঘরে গেলাম সবাই। বাবা ব্যস্ত হয়ে বলছেন, তোরা যে যার ভাগ নে। সকলে ইতস্ততঃ করছে। মনে সকলের পাপ। আমি তাই সোজা স্পষ্ট ভাষায় বললাম, মেজদা বড়, মেজদা এগিয়ে আসুন, নিন টাকা। তারপর হিমাংশু।

নালু আর আমি টাকা নিয়ে ব্যাঙ্কে গেলাম[২]। বাবা ট্যাক্সিভাড়া দিলেন!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৭৫ ॥ [৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ মঙ্গলবার]

আজ টালীগঞ্জে হিমাংশুদের বাসায়। রাস্তা থেকে দেখি বাবা উঠানে রোদ পোয়াচ্ছেন। গিয়ে উঠানে বসলাম। মেজবৌ ও সেজবৌ খাচ্ছে!

কয়েকমাস আগে রাঁচি গিয়েছিলাম—মেজবৌ কি তীব্র ভাষায় হিমাংশুদের বিরুদ্ধে বলল! বাড়ী বিক্রী হবে—মেজদা শুধু টাকা ভাগ হবার সময় ছাড়া হাজির হতে পারবে না জানাল, পাছে ভাইদের বাড়ীতে থাকতে হয়!

সেই মেজদা—সেই মেজবৌ—সেজবৌয়ের বাড়ীতে দিবানিদ্রা দিচ্ছে, একসাথে বসে গল্পগুজব করে খাচ্ছে!…

গীতার মার বাড়ী হয়ে এলাম। গীতার মা উত্তেজিত!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৭৬ ॥ [১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ শনিবার]

আজ ধীর বুদ্ধিতে ঘোড়ায় চড়া শিখলাম।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৭৭ ॥ [২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ শনিবার]

কুচবিহার সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যাব—প্লেনে। Kolinga Line : চক্রবর্ত্তী কোম্পানী এজেন্ট। সকাল ৭-৩০টার মধ্যে ১ বৃন্দাবন বোস লেনে ওদের অফিসে—প্লেন দমদম থেকে ৯টায় ছাড়বে। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় রাত ৩টের প্লেনে গেছে—রাত্রে এখানে এসে শুয়ে ছিল। অনর্থক অব্যবস্থার জন্ম ২ ঘণ্টার রাস্তা যেতে ৩।৪ ঘণ্টা যাত্রীকে কষ্ট দেওয়া। এসে চুপচাপ বসে রইলাম। তারপর প্যারিস থেকে এদের ছবির মত রঙে কাঁচে ঝলমল সুন্দর বাসে দমদম।

৩ জন মাড়োয়ারী মেয়ে বাচ্চাকাচ্চা সমেত গৌহাটি যাচ্ছে।

এরোপ্লেনে প্রথম উঠব। একটু ভয় হচ্ছিল—আমার বদ্ধ যায়গায় ভয়ও আছে। তাছাড়া অসুখটার জন্ম। বায়ুর চাপের তারতম্যে যদি কিছু হয়। মাড়োয়ারী মেয়েরা সাহস দিল। ওরা যদি যেতে পারে, আমার ভয়? প্লেনটা মস্ত VT-COH বহু মাল ও ২১ জন যাত্রী যায়। ছাড়বার সময় কেমন কেমন লাগল—তারপর দেখলাম কিছুই নয়। বাসেও এর চেয়ে বেশী ধাক্কা লাগে। প্লেন ওপরে উঠলে নীচে রেখার মত পথ, ছককাটা আয়নার মত মাঠক্ষেত। অপরূপ!—কিন্তু একরকম! কিছুক্ষণ পরেই একঘেয়ে।

শুনেছিলাম নামবার সময় গা শিরশির করে। কুচবিহারে যেসো ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ডে প্লেন নামবার সময় শুধু টের পেলাম নামছে, আর কিছু নয়।

প্লেনের আরেকটা ব্যাপার—প্রচণ্ড শব্দ!

কুচবিহার ষ্টেট এমপ্লয়িজ এসোঃ—যারা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের উদ্যোক্তা—

প্রচুর সম্মান। রাজার ধরমশালায় গেলাম। সামনে মস্ত ও চমৎকার বাগান—কতরকমের গোলাপ! বাড়ীটিও প্রকাণ্ড।

আহারের বিরাট আয়োজন। রান্না চমৎকার। বহু লোক এলেন, নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা। স্থানীয় সাহিত্যসভা সংঘ—সেকেলে ধরণের সংস্কারবাদী রক্ষণশীল প্রতিষ্ঠান—ভদ্রলোক চতুর।

বিকালে সভা। বিজয়লাল[১] গান্ধীপন্থায় বিপ্লব—শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলল। চিন্তাধারা অপরিচ্ছন্ন।

শ্রোতারা মনোযোগী, উৎসাহী।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৭৮॥ [২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ রবিবার]

State Emp. Asc. কিছু দাবীদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করতে চায়—সাহস পায় না। খুবই পশ্চাদ্‌পদ—সমগ্র কুচবিহারও। দেশী রাজ্যের যা অবস্থা। সাংস্কৃতিক সম্মেলন ছাড়া কোন অনুষ্ঠানের অনুমতি মিলত না।

রাজার অসীম প্রতাপ—এখন মন্ত্রীদেরও। সহরে কেউ বড় ভাল দালান তোলে না—নামমাত্র দামে রাজার কিনে নেবার আইন আছে! কিছু বাড়ী নিয়েছেও। স্থানীয় লোক বাঙ্গালীকে বলে 'ভাটিয়া'। শুনলাম, রাজা চায় স্বাধীন রাজ্য, প্রজা চায় আসাম, কংগ্রেস চায় বাংলায় মেশাতে। জটিল পরিস্থিতি! হিতসাধিনী সভা নামে মন্ত্রী পরিচালিত প্রতিষ্ঠান কুচবিহারের স্বাধীনতার প্রচার করছে। যা তা কাণ্ড! রাজস্বমন্ত্রীর নাকি ক্লাস ফোর-এর বিদ্যা—নাম সই করতে কলম ভাঙ্গে।

সকালে সাহিত্যসভা। সেখানে দোতারায় স্থানীয় সঙ্গীত। সহুরে প্রচারের লোভে আধুনিক বিকৃতি এনেছে। সহর ঘুরলাম—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ভদ্র বাড়ীর সামনে ফুলের বাগানের ঝোঁক। রাজপ্রাসাদ, রাজকীয় বাড়ী সবই বিরাট—বাকী সবের তুলনায়।

ব্যারিষ্টার সুব্রত চৌধুরী আজ এল।···তরুণ সোসালিষ্ট। বিকালে সভায় দাবী হল—প্রথমে আমার বক্তৃতা। বললাম। তারপর বিজয়লাল—তারপর সুব্রত। তিনজনের তিন মূর্তি বোধহয় বোকাতম শ্রোতার কাছেও স্পষ্ট হল (সভার শেষে দু'একজন নিজে থেকে বলল) Marxist—Congressite—Socialist. বিজয়লাল চেষ্টা করল আমার কথাগুলিই গান্ধীপন্থায় ছেঁটে কেটে ঘুরিয়ে দাঁড় করাতে। সুব্রত···Cambridge-এ ছাত্রজীবনের কথাই বেশী বলল।

সভাপতি সেকেলে চালাক। কিছু না বলেও সে অনেক কথা বলল—সবচেয়ে বেশী হাততালি পেল। শুধু হাততালি—মজা পেয়ে। তার কথা দামী বলে নয়।

ধরমশালায় ফিরে বিজয়লাল! আপনার ওই কথাটা খাপছাড়া লাগছে—ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস।

বিজয়লাল যেন আর সব বোঝে, শুধু এই কথাটা খাপছাড়া। রোজ সে কথামৃত পড়ে—গীতার মত!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৭৯ ॥ [২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ সোমবার]

সকাল সাড়ে দশটায় ফেরার প্লেন।

বিজয়লালের বন্ধু বাংলা কংগ্রেসের চর কালো বেঁটে ধূর্ত্ত ভাবপ্রবণ অবিবাহিত আদর্শবাদী তার্কিক সস্তা কৌশলী লোকটির স্থানীয় পুরানো বন্ধুর স্ত্রী স্বয়ং কাল বলে গেছে—সকালে চা খেতে যেতে হবে। বুঝতে পারি। প্লেনের দোহাই দিয়ে এড়াবার চেষ্টা করলাম—বিজয়লালও এড়াতে পারলে বাঁচে। ওদের বন্ধুত্ব ওইরকম! কিন্তু ভোরে এসে মোটর নিয়ে হাজির—আটটায় ধরমশালায় ফিরিয়ে আনবে। না গিয়ে উপায় কি?

আধা জমিদার আধা কংগ্রেসী দুই ভাই—নানাভাবে বাঙালী বিদ্বেষ জয় করে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করছেঁ। যে মহিলা ধরমশালায় গিয়ে নেমন্তন্ন করে এসেছিলেন বৈঠকখানায় তার খোঁপাটি দেখা গেল না—তার হাতের তৈরী ঘরোয়া খাবার আর চা এল! তা এইরকমই হয়।

তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে এরোড্রোমে। প্লেন আর আসে না। হ্যাঙ্গারে রাজার দুটো প্লেন ঘুমোচ্ছে। মোটরে বসে, চেয়ারে বসে বেলা ২৷৷৹টা বাজালাম—প্লেন আসে না। খবর এল দমদমে হাঙ্গামা। বিজয়লাল···বিজয়লাল এমনভাবে তাকালো আর বাঁকা কথা বললো যেন আমিই দমদমের হাঙ্গামার জন্য দায়ী! কিন্তু প্লেন-কোম্পানী প্রথম থেকে যে ভদ্রতা দেখিয়েছে তার তুলনা নেই। মোটরে ধরমশালায় ফিরিয়ে নিয়ে গেল। ইতিমধ্যে প্লেন এলে প্লেন আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে—আমরা অনেক অপেক্ষা করেছি।

চা খাচ্ছি—হঠাৎ খবর প্লেন আসছে। তাড়াতাড়ি এরোড্রোমে—প্লেন মাল বোঝাই। মানুষ-মাল নিয়ে ছাড়ল। হাসিমাড়ায় বাঁধানো এরোড্রোমে নেমে কাপড়ের ২১টা বেল [Bale] নামাল। অল্পক্ষণে কলকাতা। দীপান্বিতা নগরী? জীবনে দেখি নি—ভাবি নি! কলকাতা এত বড়—আলোকমালায়? অভিনব

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৮০ ॥ [১ মার্চ ১৯৪৯ মঙ্গলবার]

কাল রাত্রেই বাড়ী পৌছেছি। এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটে প্লেন দমদম এসেছে। আসলে কুচবিহার থেকে কলকাতা প্লেনে ঘণ্টাখানেক। মাঝে

পাকিস্তান। পাকিস্তানের আকাশে ওড়াও নিষেধ। কেন কে জানে। শুধোলাম: নামলে নানা প্রশ্ন হয়—সোজা উড়ে গেলে ক্ষতি কি'? এত ঘুরে যাবার দরকার?

প্রশ্ন করাই যায়!

শুনলাম! ইউরোপীয় চালক মাঝে মাঝে পাকিস্তানের আকাশে ওড়ে—নিজস্ব ঘোরালো কায়দায় টাইম হিসাবের সময়টা পাক দিয়ে রেডিও পাঠায়—এই আমার পজিসন। হুস করে দমদমে নামে।—নেমেই বিলাতী হোটেলে ছুটে গিয়ে Scotch-এ চুমুক দেয়।

শরীরটা ভাল লাগছে। আবহাওয়ায় বসন্তের ছোঁয়াচ। ভোর সত্যই মনোরম। স্নিগ্ধ—পাখীমুখর। নতুন লেখার তাগিদ দিন দিন ভেতরে জোরালো হচ্ছে। এতদিন যেন জের টেনে চলেছি। এবার একেবারে নতুন অধ্যায় সুরু।

কাজে দারুণ আলস্য বোধ করছি। এটা বোধহয় শক্তি সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া—লেখায় ব্যয় করতে হবে। আগেও এরকম ঘটেছে। সংসারের অনেক ব্যবস্থা দরকার। তা থেকে অবশ্য রেহাই নেই।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৮১ ॥ [২৪ মার্চ ১৯৪৯ বৃহস্পতিবার]

একটা প্রশ্ন মনে জেগেছে। শেকস্‌পিয়ার যদি বুর্জোয়া সমাজের মর্ম বুঝে দূর ভবিষ্যতে তাকিয়ে সৃষ্টি করেছিল, বুর্জোয়া যখন বিপ্লবী, তার নাটক কেন ফিউডালের ক্রোধ যাগায় [জাগায়] নি, বুর্জোয়া বিপ্লবে যার ধ্বংস?

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৮২ ॥ [৩১ মার্চ ১৯৪৯ বৃহস্পতিবার]

ঠিক, সৈনিক হওয়া ভালো,
রোজ একঘেয়ে কাজ।
মানুষ, আমরাও,
দু'পায়ে হাঁটি, দু'হাতে করি কাজ॥
পৃথিবীতে যদি মানুষের অধিকার,
মানুষ তো আমরাই!

[ডায়েরি ১৯৪৯। কবিতার খসড়া।]

৮৩ ॥ ২।৪।৪৯

আকাশ মন্দ নয়।
আকাশটারে বিকার বোলো না, নতুন কবি!

মৃত কবিরাই মাটিতে দাঁড়িয়ে
আকাশে বাড়ায় হাত—

[ডায়েরি ১৯৪৯। কবিতার খসড়া। মুদ্রিত তারিখ ৯ জানুয়ারির পৃষ্ঠায় উল্লিখিত তারিখ দিয়ে তিন লাইন লিখে ও কেটে দিয়ে, পরপৃষ্ঠায় ঈষৎ সংশোধিত আকারে আবার আগের তিন লাইন লেখা ও পুনরায় কেটে দেওয়া; ঠিক তার নিচে, পরিবর্তিত রূপে, বর্তমান চার লাইন—স্পষ্টতই অসম্পূর্ণ।]

৮৪ ॥ 14.4.49

ই.ই. হলে সিটি কলেজ কমার্স ছাত্রদের নববর্ষ—আমি প্রধান অতিথি। গতবার I. C. S প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ছেলেরা বিরক্ত—এবার আমায় ডেকেছে। ভাইস প্রিন্সিপ্যালের ঘরে চা পান—অধ্যাপকরা আগামীকালের অধ্যাপক-সম্মেলন নিয়ে উত্তেজিত। বেশীর ভাগ অধ্যাপক প্রাণহীন—চিন্তায় জড়তা।

সভায় হল ঠাসা ছেলে। সভাপতি অধ্যক্ষ—'জীবনদেবতা'র নামে প্রার্থনায় সভা সুরু করলেন। ভলান্টিয়ারদের অধিকাংশের ত্রিবর্ণ ব্যাজ—একজনের শুধু লাল। ত্রিবর্ণ ব্যাজের ইউনিয়ন—সম্পাদক দু'জন পুরানো পচা কাব্যিক সস্তা নববর্ষ বর্ণনা করল। লাল ব্যাজ দৃপ্ত কণ্ঠে জোরালো ভঙ্গিতে—কিছুই প্রায় বলতে পারল না। মৃদু হাসি-গুঞ্জন। ছেলেটি যদি শ্রোতা বুঝে বক্তৃতা দিতে জানত?

এদের কি বলব? শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে ধনতন্ত্রের অবসান ঘটে নতুন যুগের আবির্ভাব—নববর্ষ ভবিষ্যতের সূচনা। জাতীয়তাবাদের উর্ধ্বে ওঠার প্রয়োজনীয়তা। ছেলেদের খুবই ভাল লাগল।

যান্ত্রিক দৃষ্টিতে তিনরঙা ব্যাজ আর লাল বিরোধটাই চোখে পড়ে। আসলে এদের মনে দ্বন্দ্ব—পুরানো এবং নতুন চিন্তাধারায়। অন্ধ সংস্কারের বশে পুরানো ভাবের জের টেনে চলেছে—বাস্তব অবস্থা নতুন চিন্তাও জাগিয়েছে। প্রমাণও পাওয়া গেল। মৃদু মিহি সুরে 'পিউ কাঁহা' 'আঁখি ঝুরে' এসব মড়া-কান্নার গানও যেমন হাততালি পেল—সুকান্তর 'সেলাম পৃথিবী সেলাম'ও তেমনি হাততালি পেল।

ট্যাক্সিতে গিয়েছিলাম—ট্যাক্সিতে ফিরলাম। কলেজগুলির প্রচুর পয়সা—শিক্ষার ব্যবসা। তবু, ছাত্রদের চাপে আমাকে নিয়ে গিয়ে আমার বক্তৃতা ছাত্রদের শোনাতে হল—তারাশঙ্করকে নয়!

গানের অন্ধ অর্জুনকে[১] ফুলের মালা দেওয়ায় সবাই খুসী।

[ডায়েরি ১৯৪৯। হাতে-লেখা তারিখ দিয়ে একই মুদ্রিত তারিখের পৃষ্ঠায় লেখা—আগে-পরে ১৯৫০-এর বিভিন্ন অংশ।]

14 APRIL | THURSDAY

Bengali—1 Baisakh, 1356 | *Hijri*—14 Jamadias-Sani, 1368

Faslee—1 Baisakh, 1356 | *Samvat*—1 Baisakh (Badi), 2006

(14.4.49) "*Bengali New Year's Day*"

[illegible]

৮৫]॥: 22.4.49

প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন[১]। চার বছর পরে। পুলিশ হু'বার হানা দিয়ে গেছে। পুলিশ হামলা করবে বলে 46[২]-এর বদলে বঙ্গীয় কলালয়ে delegate session হল।

নিরাপত্তা বন্দীরা ধর্মঘট করেছে।

[ডায়েরি ১৯৪৯। হাতে-লেখা তারিখ দিয়ে একই মুদ্রিত তারিখের পৃষ্ঠায় লেখা—আগে-পরে ১৯৫০ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির বিভিন্ন অংশ।]

৮৬ ॥ 22.11.49

ট্রামবাড়ীতে [?] প্র. লে.[১] সম্মেলন—শান্তি সম্মেলন উপলক্ষে। আমি সভাপতি। বহুলোক, হল ভর্তি। শান্তির জন্য উৎসাহ জোরালো। কিছুকাল সভা চলার পর চেট্টিয়ার ও রামবাবু এলেন। সভা জমল। আমার বক্তৃতা ভাল হল না। মাথাটা ধরে আছে। স্বাস্থ্য ভাল করতে হবে। অতিরিক্ত সিগারেট ইত্যাদি বন্ধ করা দরকার।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৮৭ ॥ 23.11.49

হঠাৎ চশমার কাঁচ পড়ে ভাঙল। মনে পড়ল কাল রাতে ফিরবার সময় ট্রামে এক পুলিশ নামতে গিয়ে চশমায় কনুয়ের গুঁতো দিয়েছিল—অবশ্য অনিচ্ছায়। কিছুই হয় নি ভেবেছিলাম—কিন্তু পুলিশের গুঁতো কি বিফল হয়!

কাল থেকে শান্তি সম্মেলন সুরু হবে। চশমা ছাড়া আধ অন্ধ—মাথা বন বন ঘোরে। ছুটলাম চশমার দোকানে। কাল পাব।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৮৮ ॥ 24.11.49

২ ঘণ্টা চশমার দোকানে বসে চশমা পেলাম।

দেশপ্রিয় পার্কে ১টা থেকে সারা ভারত শান্তি সম্মেলন। মহম্মদ আলি পার্কে হত—প্যাণ্ডেল বাঁধা নিষিদ্ধ হওয়ায় এখানে হচ্ছে। খোলা সামিয়ানা, সামনে ডায়াস। সামিয়ানার নীচে ডেলিগেটরা বসেছেন, চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে স্থানীয় দর্শক—বিকালের দিকে ৪।৫ হাজার লোক হয়। মাইক চমৎকার—দূরে রাস্তা থেকে শোনা যায়।

সোভিয়েট প্রতিনিধি টিকোনভ প্রভৃতি ৩ জন ভারত প্রবেশের অনুমতি না পেয়ে করাচী থেকে ফিরে গেছেন। বিশ্বশান্তি স্থায়ী-কমিটির প্রতিনিধিরও প্রবেশ নিষেধ। অন্ধ্র প্রদেশের কয়েকজন ডেলিগেট রাস্তায় গ্রেপ্তার হয়েছেন। পল রবসন সভাপতি—তাঁর কাছ থেকে টেলিগ্রাম বা চিঠির কোন জবাব এদেশে আসে নি।

প্রচণ্ড উৎসাহ উদ্দীপনা। শান্তি বিরোধিতার নিন্দা প্রস্তাবে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সমর্থন। ৭টায় সম্মেলন ভাঙল।

চশমা ঠিক হয় নি। ঝাপসা দেখছি, মাথায় ভীষণ কষ্ট।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৮৯ ॥ 25.11.49

দ্বিতীয় দিন। চশমার দোকান হয়ে।

আজ সম্মেলন ঘিরে আরও বেশী লোক। একটি অল্পবয়সী গ্রাম্য চাষী বৌ মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে এমন চমৎকার বক্তৃতা করলেন—দ্বিধা ভয় সঙ্কোচ নেই, স্পষ্ট সরল ভাষা, পরিষ্কার ধারণা! কি রেটে সব বদলে যাচ্ছে তিনি যেন তার জীবন্ত প্রতীক! আজ আরও বেশী ভিড়।

সরকারী বিরোধিতা, খবরের কাগজের অসহযোগিতা, তবু সম্মেলনের অসাধারণ সাফল্য।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৯০ ॥ 26.11.49

ময়দানে প্রকাণ্ড সম্মেলন।

একটা দেড়টা থেকে ছোট বড় প্রসেসন এসে জমছে। এমনি লোকও আসছে। মহিলা প্রচুর। মেয়েরা বেশী নির্য্যাতিতা—মেয়েদের জাগরণও তাই অদ্ভুত রেটে ঘটছে। লাখের উপর জমায়েৎ।

সন্ধ্যায় পর সম্মেলনের শেষে শোভাযাত্রা। প্রায় ২ মাইল লম্বা। ঐতিহাসিক ব্যাপার—কলকাতায় আগে আর এত বড় প্রসেসন হয় নি।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৯১ ॥ 27.11.49

রামবাবু শিল্পসাহিত্যের আদর্শ সম্পর্কে। স্থায়ী শান্তি কমিটি সভা। খবর এল ময়দানে সাংস্কৃতিক সম্মেলন নিষিদ্ধ—'১৬ সালের আইনে। গান অভিনয় আবৃত্তি সব নিষেধ। সভা ও শোভাযাত্রা।

রামবাবুর সঙ্গে বাড়ী এলাম। আলাপ আলোচনা খুব জমল।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৯২ ॥ 28.11.49

রামবাবু বর্দ্ধমান রওনা হয়ে গেলেন।

টালিগঞ্জে বাবার কাছে। ক'দিন আগে জরুরী চিঠি—হিমাংশুরা রাজশী যাবে, ফিরে বাড়ী বিক্রী করে ফ্ল্যাটে থাকবে, বাবার থাবার যায়গা নেই। আমি না আনলে একা বস্তিতে অন্ধকার ঘর ভাড়া নিতে হবে। বাবা সব বিলিয়ে

দিয়েছেন, আর টাকা নেই, সুতরাং খাতিরও নেই! আশ্বাস দিয়ে এলাম। আমার ২ খানা মাত্র ঘর, পার্টিশন করে নিতে হবে[২]।

এক ছেলে ২৫০০৲ বেশী মাইনে পায়, অন্ত তিন ছেলের একজন রাঁচিতে অন্ত ২ জন কলকাতায় বাড়ী করেছে—তার এই অবস্থা! স্বার্থপরের সমাজে এটাই স্বাভাবিক।

চশমা পেলাম না।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৯৩ ॥ 29.11.49

চশমা পেলাম না। বড় কষ্ট।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৯৪ ॥ 30.11.49

চশমা পেলাম। সামান্ত খুঁত বোধহয় আছে। তবু অল্পক্ষণের মধ্যে মাথা থেকে যেন ভার নেমে গেল। ফুটপাতে 'Marxism And the National Question' বইখানা পেয়ে গেলাম। আগ্রহের সঙ্গে পড়ছি।

বাবার কার্ড। গুপু বাবাকে পৌঁছে দিয়ে যেতে পারবে না। রাজগী যাবার জন্ত ব্যস্ত! পিণ্টু, গাগা দুপুরে খেল।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৯৫ ॥ 1.12.49

বাবার আরেক কার্ড। একই কথা। মন্মথবাবু বাড়ীর জন্ত। নালুর অনেক নূতন কীর্ত্তির কথা শুনলাম।

শশীপদ ইনষ্টিটুট—শান্তি।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৯৬ ॥ 2.12.49

গতকাল শান্তিনিকেতনে শান্তিবাদী সম্মেলন সুরু হয়। অধিকাংশ কাগজে ফলাও রিপোর্ট। বসুমতীতে প্রথম পাতায় লিখছে: "শান্তিনিকেতন, ১লা ডিসেম্বর:—ক্রমবর্দ্ধমান স্নায়ুযুদ্ধের বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে বিশ্বের ৩১টি দেশের ৮৩ জন শান্তিবাদী স্থায়ী বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন (বড় হরফ আমার—মা. ব.) লইয়া অন্ত এখানে এক সম্মেলনে মিলিত হন।..."

স্বপ্নই বটে! বেশ মতলবযুক্ত স্বপ্ন!

সকালে মন্মথবাবু, বাড়ীর জন্ত। বিকালেও।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৯৭ ॥ 3.12.49

কাল বাবা আসবেন। ২ খানা ঘর—সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। কত মাপজোক, হিসাব! বিকালে এগার টাকার ক্যানভাস আনলাম। ওঘরে একটু প্যাসেজ রেখে ভাগ করতে হবে[১]।

বড়বাজারে দ্বিজেনবাবুর সঙ্গে দেখা। ব্যাঙ্ক ফেল মারিয়ে বহু লোকের সর্ব্বনাশ করে কয়েকমাস লুকিয়ে বেড়িয়ে আবার বিশ্বাসী সাধারণ লোকের ঘাড় ভাঙার ফিকিরে ঘুরছে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৯৮ ॥ 4.12.49

মন্মথ হতাশ! বাড়ী বেশী টাকায় ভাড়া হয়ে গেছে!

বাবাকে আনতে যেতে হবে। হিমাংশুদের চেঞ্জে যাবার আয়োজনে ব্যস্ত থাকায় শুপুর বাবাকে পৌঁছে দিয়ে যাবার সময় হবে না। যার ছেলেদের মোট পাঁচখানা বাড়ী—চারখানা কলকাতায়, তার আশী বছর বয়সে কি দুর্দ্দশা! লরীর জন্য বাবা ও মালপত্র নিয়ে বাড়ী পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

৯৯ ॥ 5.12.49

সারাদিন খাট টানাটানি ঘর গুছানো···পিণ্টু রান্নাদি···

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১০০ ॥ 6.12.49

আজও খাট টানাটানি ঘর গুছানো! আজ শেষ ব্যবস্থা। ঘরের নির্দ্দিষ্ট স্থানটুকু খাট আলমারি টেবিল চেয়ার আর রাত্রে মেঝেতে বড় বিছানার কাজে লাগানোর সেরা ব্যবস্থা!

মৌসুমীর গল্প শনিবার পর্য্যন্ত সময় পাওয়া গেল।

নালু+বাদলু···

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১০১ ॥ 7.12.49

শরীরটা খারাপ বোধ করছি। বাবার চিঠির উদ্ধৃতি তুলে বাবার পুত্রদের চিঠি লিখছি—

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১০২ ॥ 8.12. [49]

ম. চ. চ[১] সকালে— কাল সকালে ন. ক'র[২] বাড়ী—

ভেনি আর শচীন বাদল্

দুপুরে অসুখ—স্নানের সময় মনে হচ্ছিল।

বাবার দুধ নিয়ে গোলমাল চলছে—

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১০৩ ॥ 9. [12. 49]

শরীর খারাপ—ন' ক'র বাড়ী যাওয়া হল না—

কাল মৌসুমীর গল্প—কি করব কে জানে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১০৪ ॥ 10.12. [49]

হঠাৎ বেরিয়ে পড়লাম। ঝোঁকটা লাভজনক হল—৩৮॥• টাকা লাভ[১]। ময়দানে নার্সদের সভা। দাঁড়িয়ে শুনলাম—বক্তৃতা কেমন একটানা কলের মত হয়ে যাচ্ছে। শোভাযাত্রা—সঙ্গে গেলাম না। শরীর বড় খারাপ। এবার মাথাটা বেশী ধরেছে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১০৫ ॥ 11.12. [49]

মৌসুমীর গল্প লেখার কোন তাগিদ নেই। ফিরে গেল। বিকালে মোটরে গুপু ও কেষ্ট। মোটর বিকল। তাড়াতাড়ি ভাগল।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১০৬ ॥ 12 12. [49]

বেরোলাম। সু-দার বাড়ী। ডলি দুপুরে রাঙাদির বাড়ী। কাজ এগোচ্ছে না। এবার শরীরটা বেশ কাবু।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১০৭ ॥ 13.12. [49]

এখন সন্ধ্যা। বেরোই নি। মালতী দুপুরে এসেছে। শান্ত ধৈর্য্যশীলা মেয়েটি। ডলি গয়না নিয়ে ঝগড়া। বোধহয় কাল রাঙাদির বাড়ী থেকে শুনে এসে মনে ঘা লেগেছে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১০৮ ॥ 14.12. [49]

আজ বেরোলাম না। চশমার জন্ত কষ্ট হচ্ছে। ভাল করে চোখ পরীক্ষা করে ঠিক চশমার জন্ত ভাল দোকানে যেতে হবে। কাজ একরকম বন্ধ।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১০৯ ॥ 15. [12. 49]

বারটায় বেরোলাম। ব্যাঙ্ক হয়ে ইনসিওর অফিস—২ কোয়ার্টারের প্রিমিয়াম দিলাম। ইলেকট্রিক বিল দিলাম। লরেন্স মেয়োর দোকানে চোখ দেখালাম—পরীক্ষার ব্যবস্থা ভাল। পরীক্ষক—বোধহয় মাদ্রাজী, যুবক—ভাল, চোখ পরীক্ষা করে আমার অসুখের কথা বলতে পারল—জিজ্ঞাসা করল, কোন বিশেষ অসুখ আছে কি না এবং নিয়মিত ওষুধ খাই কি না। চশমায় ৫৬৲ টাকার ওপর লাগবে। উপায় কি! চোখ অবহেলা করা যায় না।

সিগারেট খাওয়া কমাতে হবে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১১০ ॥ 30. [12. 49]

আজ নতুন চশমা পেলাম। চোখে দিতেই বোঝা গেল ঠিক হয়েছে। তবু আধঘণ্টার মধ্যে সাংঘাতিক মাথা ধরে গেল। নতুন চশমা—অভ্যস্ত হতে ২।১ দিন সময় লাগবে।

১০।১২ দিন সব কাজ বন্ধ। একটানা বাজে কাজ করেছি। বাড়ী থেকে প্রায় বেরোই নি বলা যায়।

রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য প্রতিদিন হাঙ্গামা চলছে। আন্দোলন আরও জোরালো হওয়া উচিত ছিল। বিনা বিচারে মানুষকে আটক রাখা—এ স্বেচ্ছাচারিতা সহ্য করা যায় না।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১১১ ॥ 31.12.40

কাল থেকে খরচ কমাতে হবে। চশমা তাড়াতাড়ি অভ্যস্ত হচ্ছে, ২।৩ দিনের মধ্যে তেজের সঙ্গে কাজও আরম্ভ করতে হবে। কত কাজ যে জমেছে!

অনেকদিন পরে উত্তরার সম্পাদক [——][১] আর সুনীল পাঁচুদের সঙ্গে দেখা। এরা তেমনি আছে। জগৎ পাল্টে গেলেও এরা বদলাবে না। এদের ধারণা, আমিও তেমনি আছি! যেহেতু ঘোড়াথালিতে দেখা!

বড়ই খারাপ গেল। ঝোঁক দায়ী।

[ডায়েরি ১৯৪৯। 'উত্তরার সম্পাদক'—এরপর খানিকটা জায়গা লেখক নিজেই ফাঁকা রেখেছেন—হয়তো নামটি সেই মুহূর্তে মনে পড়ে নি, পরে লিখবেন ভেবেছিলেন।

বর্তমান অংশের পর থেকে, পর-পর কয়েকদিনের লেখার তারিখগুলি এলোমেলো। ৩১. ১২. ৪৯-এর ঠিক পরেই ১৭. ২. ৫০, তারপর ৮—১০. ২. ৫০ তারিখের একটি অংশ ; আবার দু'দিন ধারাবাহিক তারিখের পর ১৪. ৪. ৪৯-এর লেখা। তারপর দু'পৃষ্ঠা ছেড়ে পুনরায় '১৯৫০'—১ জানুয়ারি থেকে, মাঝে মাঝে দিনকয়েক বাদ দিয়ে, ধারাবাহিক লেখা—মাথার উপর, শিরোনামের পাশে, নিজেই লিখেছেন : 'এলোমেলো লেখা—আগের দিকে কিছু আছে'। কিন্তু এরও কিছু পরে ২২. ৪. ৪৯ ; তারপর এক পৃষ্ঠা ছেড়ে আবার ১৯৫০-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে লেখা। বস্তুত, ১৯৫০-এর মাঝখানে ১৪. ৪. ৪৯ ও ২২. ৪. ৪৯-এর অংশ দু'টি একই মুদ্রিত তারিখের পৃষ্ঠায় লেখা, হাতে লেখা তারিখও দিয়েছেন—আগে-পরে ছেড়ে যাওয়া সাদা পাতায় পরবর্তী অংশগুলি এসেছে। এ-জাতীয় এলোমেলো লেখা কালানুক্রম অনুসারে যথাস্থানে বিন্যস্ত হল।]

১৯৫০

১১২ ॥ 1950 January 1

* (এলোমেলো লেখা—আগের দিকে কিছু আছে—)

দক্ষিণেশ্বরে কল্পতরু উৎসব—কয়েকটা দোকান আর আলোর ছড়াছড়ি। বিশেষত্ব কিছুই নেই। তবু বাসে লোকের কি ভীড়! সন্ধ্যার সময় নালু, বিশু আর বিশুর ভাইবোন।

[ডায়েরি ১৯৪৯। তারিখের নিচে বন্ধনীভুক্ত * চিহ্নিত অংশের ব্যাখ্যার জন্ম পূর্ববর্তী অংশ ৩১. ১২. ৪৯.-এর পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১১৩ ॥ 2. 1. 50

দুপুরে খাওয়ার পর ডলির পেটব্যথা। বিকালের দিকে ২ বার বমি। জবর ব্যথা। সেঁক দিয়ে রাত্রে একটু কম।...হয়তো আর কিছু নয়—শুধু গোলমাল—চর্ব্বির জন্ম!

[ডায়েরি ১৪৪৯।]

১১৪ ॥ ৩. [১. ৫০]

সকালে ডলি অনেক ভাল।

বিকালে দক্ষিণেশ্বর কল্পতরুর মেলা। সকলে প্রায় পাগল করে তুলেছিল। ১ ঘন্টার মধ্যে মেলা দেখা সাঙ্গ। কয়েকটি পুতুল কিনে—আর ছোট একটি লোহার ঝাঁঝরা—বাড়ী ফেরা। কি মেলাই করেছে এত বিজ্ঞাপন দিয়ে! সবাই টিটকারী দিচ্ছে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১১৫ ॥ 8. 1. 50

বরানগর-আলমবাজার শান্তি সম্মেলন হবে—সকালে ১৪৪! ছেলেরা প্রতিবাদসভা করেছিল। শুনলাম, বহু পুলিশ এসে ৩ জনকে ধরে নিয়ে গেছে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১১৬ ॥ 9. 1. 50

সকালে ডলিকে নিয়ে আর. জি. কর হাসপাতাল। Diagnosis—Pregnancy!

এত সাবধানতা সত্ত্বেও !
[ডায়েরি ১৯৪৯ ।]

১১৭ ॥ 10. 1. 50
ডলির পেটব্যথা বা জ্বর কমছে না ।
[ডায়েরি ১৯৪৯ ।]

১১৮ ॥ 11. 1. 50
ডাঃ কেদার চক্রবর্তীকে কল দিয়ে এলাম । রাত দশটায়—আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছি—ডাক্তার হাজির । রাত্রেই ওষুধ নিয়ে এলাম ।
[ডায়েরি ১৯৪৯ ।]

১১৯ ॥ 12. 1. 50
ডলির বিছানা ছাড়া বারণ । রাঁধাবাড়া নিজেই করছি—বাবারও ।
[ডায়েরি ১৯৪৯ ।]

১২০ ॥ 13. [1. 50]
ডাক্তার এলেন । একা সংসার চালাচ্ছি ।
[ডায়েরি ১৯৪৯ ।]

১২১ ॥ 14।1।50
সমান অবস্থা চলছে ।
[ডায়েরি ১৯৪৯ ।]

১২২ ॥ 15।1।50
দুপুরে ডাক্তার এসে ডলিকে একটা ইনজেকসন দিলেন । আরও কিছুদিন এইভাবে চলবে ।

ভোরবেলা কেষ্টনগর থেকে আগামী এক অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ করতে এল । বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হল । একটা ব্যবস্থা না করলে আর চলছে না ।

রান্না খেয়ে ছেলেপিলেরা মুগ্ধ । মাছের ঝোলটা সত্যই খাসা !
[ডায়েরি ১৯৪৯ ।]

১২৩ ॥ 15. 1. 50—25. 1. 50
এইভাবেই চলছে । ডলির বিছানা ছাড়া ডাক্তারের নিষেধ—Pelvic inflammation—সব আমি করছি একা । বাবার বিশেষ রান্নাবান্না সেবাযত্নের এতটুকু ত্রুটি নেই । না করলে চলবে কেন ? দায়িত্ব নিয়ে তা পালন করা চাই ।

২৬শে ভারত রিপাব্লিক হবে। কনষ্টিটিউশন শ্রমিকবিরোধী। ২৬শে ছুটি। ২৫শে ধর্মঘট—২৬শে প্রতিবাদ। কোনটাই ভাল হল না। কি করে হবে? আসলটাই এসেও আসছে না! ধরেও ধরছে না!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১২৪ ॥ ২৬।১।৫০

বেলায় বেড়িয়ে দেশপ্রিয় পার্ক ঘুরে ময়দান হয়ে। দেশপ্রিয় পার্কে সমস্ত প্রতিবাদ—কিন্তু অঘটিত। ময়দানে শুধু কৌতূহলী লোক—কি ব্যাপার হয়। বিশেষ উৎসাহ নেই—প্রাণ নেই। হৈ-চৈ-এর ঝোঁকটা জনতার রয়ে গেছে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

(8—10.)2.50. প্রেসিডেন্সী জেলের বীর বন্দীদের অনশন প্রত্যাহার। অন্যান্য জেলেও ক্রমে ক্রমে।
কলকাতায় হাঙ্গামা। বরানগরেও 2/4খানা দোকান লুঠ হয়েছে দেখলাম। ঘটনার চেয়ে গুজব বেশী। 144—কারফিউ কয়েক অঞ্চলে।
ধর্ম! অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে ধর্ম!
সাম্প্রদায়িকতার উপরটাই লোকে দেখছে। পিছনে কি গভীর ও ব্যাপক ষড়যন্ত্র, চোখে পড়ে না। যে উদ্দেশ্যে ভারত বিভাগ, সেই উদ্দেশ্যেই ভারত পাকিস্তানের বিবাদ বাড়িয়ে চলা। বৃটিশ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ দু'রাষ্ট্রের ঘাড়ে চেপে থাকতে পারবে!—
[illegible]
[illegible]

১২৫ ॥ (8—10.)2.50

প্রেসিডেন্সী জেলের বীর বন্দীদের অনশন প্রত্যাহার। অন্যান্য জেলেও ক্রমে ক্রমে। কলকাতায় হাঙ্গামা। বরানগরেও ২।৪খানা দোকান লুঠ হয়েছে দেখলাম। ঘটনার চেয়ে গুজব বেশী। ১৪৪—কারফিউ কয়েক অঞ্চলে।

ধর্ম! অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে ধর্ম!

সাম্প্রদায়িকতার উপরটাই লোকে দেখছে। পিছনে কি গভীর ও ব্যাপক ষড়যন্ত্র, চোখে পড়ে না। যে উদ্দেশ্যে ভারত বিভাগ, সেই উদ্দেশ্যেই ভারত পাকিস্তানের বিবাদ বাড়িয়ে চলা। বৃটিশ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ দু'রাষ্ট্রের ঘাড়ে চেপে থাকতে পারবে!

শ্রমিক রাষ্ট্র ছাড়া এ সমস্যার মীমাংসা নেই।

হঠাৎ নাম্বুর ৫৲ মনি অর্ডার! এতদিনে শালার[১] ধার শোধের জ্ঞান হল।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১২৬ ॥ 11.2.50

কাল মাঝরাত্রে (শুক্রবার রাত্রি) হঠাৎ শীতবোধ। শোবার সময় রীতিমত গরম ছিল। সকালে ঠাণ্ডা বাতাস, মেঘলা, শীত-প্রবাহ!

১৬° ডিগ্রি নেমেছে!

	Max	Mini
Friday	87°	73°
Saturday	69°	57°

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা চলছে। সামান্য উন্নতি। আতঙ্ক, গুজব কমে নি।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১২৭ ॥ 12.2.50

সালেম জেলে ১৯ জন বন্দী নিহত।

আজ আরও ঠাণ্ডা। ১৬ বছরের মধ্যে কলকাতায় এত শীত পড়ে নি।

Min—43°4 (Alipore) Dum Dum—43°

(Cal. Lowest 44°4 Alipore Jan 20.1899)

•

দুপুরে মোটরে সরিষা 'বাণীপীঠ' পাঠাগারের বার্ষিক উৎসবে। স্বর্ণকমলকে[১] নিয়ে বাড়ীতে মোটর এল। বাণীপীঠের অনুষ্ঠানে বেশী প্রগতিশীলতা আশা করিনি কিন্তু একমাত্র সুকান্তের কয়েকটি গান ছাড়া প্রগতির চিহ্নও পেলাম না। গানও গেয়েছে শিবপুর হাওড়া থেকে আমাদের সঙ্গে যে ছেলেমেয়েরা গিয়েছিল। মহিলা ছোট ছেলেমেয়ে আর অন্যান্য প্রায় সমান হবে!

সম্পাদকীয় রিপোর্টে দেখা গেল—পুরানো যুগেই আছে পাঠাগার চালানোর ধারণা। গ্রামের সংস্কার, শিক্ষা, বিবেকানন্দের উপদেশ—ধনী ব্যক্তিদের অকৃপণ কৃপাবর্ষণ ভিক্ষা পর্য্যন্ত!

কড়া সমালোচনা করে বক্তৃতা দিলাম। সকলে খুশী। যতই পিছনে থাক—মনে ঘা লাগছে। সত্য কথা ভাল লাগবেই।

স্বর্ণকমল গতানুগতিক। ছেলেবেলা টাইফয়েডের পর ২০ বছর Gastric Ulcer। খাদ্য সত্যাই বড় খারাপ। অসুখ সেরেছে কিন্তু দেহ ক্ষীণ।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১২৮ ॥ 13।2।50

লেখায় মন বসছে না। শরীরে সুত নেই। মাথাটা ভার। অসুখটার চিকিৎসায় ঢিল দেওয়া উচিত হয় নি।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১২৯ ॥ 14।2।50

সালেম জেলে মোট নিহত ২১ জন।

টুটুর ১০০° জ্বর। গোপাল দাসের[১] খবর নিলাম—১০৩°/৪° জ্বর—গা হাত ব্যথা—টিকা নেয় নি।

রাঙাদির জ্বর পিন্টুর অসুখ শুনে খবর নিতে গেলাম। অভ্যর্থনা সুবিধেজনক নয়। কনকদের ভাল—উৎপলদের নয়। উৎপলরা হয়তো ভাবছে, ভলির সময় এলে সাহায্য চাইব। এখন থেকে দূরত্ব ভাল। কনকদের সে দায়িত্ব নেই!

কমিনফর্ম[২]। আলোড়ন। সংশোধন—দিকপরিবর্তনের সূচনা।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৩০ ॥ 17.2.50

নাসিক জেলে একজন বন্দী নিহত।

গো. কু.[১] সকালে এল। ২টা পর্য্যন্ত পরিচয়ের প্রগতি সাহিত্য সম্পর্কে লেখাটি[২] নিয়ে আলোচনা। কয়েকটি দামী কথা বলল। ভাবা দরকার। গো. কু [-র] চেতনা আশ্চর্য্যরকম স্পষ্টতর বলিষ্ঠ হয়েছে। লাভ হল।

পূর্ব্ব-পশ্চিম বাংলার সাম্প্রদায়িক অবস্থা খারাপ হচ্ছে। পূর্ব্ব বাংলায় অত্যাচারের বীভৎস গুজব ছড়াচ্ছে—বসুমতীতে পলাতকের কাহিনী বার হচ্ছে। কলকাতায় থমথম ভাব।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৩১ ॥ 1.3.50

টুটুর টাইফয়েড চোদ্দ দিনে শেষ হল।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৩২ ॥ 18.3.50

আমার জোরে ৩ বার[১]—শীগ্‌গির এরকম আর হয় নি। জিভটা গেছে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৩৩ ॥ 26.3.50

৪-৫ দিন জিভের জন্য শুধু পাতলা খিচুরি খেয়েছি। এখনো জিভ সারে নি।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৩৪ ॥ 28.3.50

শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

বরানগরে কাল থেকে হাঙ্গামা। খুন জখম লুটপাট।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৩৫ ॥ 10.4.50

ভবানীপুর ব্যাঙ্ক। সিগনেট প্রেস[১]—এই প্রথম। জাহাজের ধরনে বাড়ী, —পিছন দিকে বড়লোকী বাড়ীতে দোকান। ২জন দারোয়ান। নাম পাঠিয়ে প্রবেশ—নীলিমা দেবী। মন্তব্য যে বিয়ের মাসে শুধু বই বিক্রী! এক কপি ভেজাল পেলাম—২য় সং ছাপানো সম্পর্কে[২] জানাবে। সাহিত্যের নেশা, সখ আর ব্যবসাবুদ্ধির মিশ্রণ!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৩৬ ॥ 14.4.50 ১লা বৈশাখ, ১৩৫৭

উপক্রম—২বার। ৩টা বড়ি খেলাম। সন্ধ্যায় কর্মকারদের বাড়ী হালখাতা ও দাসদের বাড়ী মেয়ের জামাই-ধরা ফাঁদ গানের আসরে কয়েক মিনিট। আমার ফ্যানটা ধার নিয়েছে অথচ ডলিকে বলে নি।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৩৭ ॥ 17.4.50

বেঙ্গল পাবলিশার্স-এর সঙ্গে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র[১] ৩য় সং[২] এবং 'দর্পণ'-এর ২য় সং[৩] চুক্তি। ৩৫০৲ পেলাম। মাসে মাসে ২০০৲ করে বাকীটা।

ছায়াবাণী হাতে পায়ে ধরে বাকী ৯০০৲ অর্দ্ধেক মাপ চেয়ে নিল[৪]। বলছে আমার একটা ছবি তুলবে, কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার চায়। এটা চাল হতে পারে। যাই হোক, সবটা আদায় হবে না। অর্দ্ধেক মাপ করাই ভাল। ২৫০৲ পেলাম। ১লা মে বাকী ২০০৲।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৩৮ ॥ 19.4.50

নারায়ণ গঙ্গোর[১] বাড়ী। প্রগতির Ex. [Executive ?]। বিভ্রান্তি ও হতাশা—সুবিধাবাদ। শুধু আলোচনাই হল, সিদ্ধান্ত কিছুই নয়। প্রত্যেকে নিজের কথা ভাবছে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৩৯ ॥ —4.50-র শেষ বা—5.50-র প্রথমে—

টালিগঞ্জ। প্রগতি-সাহিত্যের সমস্যা। সেই কৃত্রিম একপেশে আলোচনা।

[ডায়েরি ১৯৪৯। উপরের তারিখ থেকে এটাই বোঝায় যে, ১৯৫০ এপ্রিল-এর শেষ বা মে-র প্রথমদিকের কোনো এক দিনের প্রসঙ্গ—পরে স্মৃতি থেকে লিখেছেন, কিন্তু সঠিক তারিখ মনে নেই।]

১৪০ ॥ 4.6.50

46-এ ইকহল্‌ম্‌ আবেদন সভা। সেখানে দেখে গেলাম। B.P[১] দিয়ে চেষ্টা হয়—নরহরিবাবুরা এগিয়ে সভার [?] করার নেতৃত্ব দখল করেন। অমর মিত্রের পাশে বসলাম—সরে গেলেন! তিনি হলেন সভাপতি!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৪১ ॥ 5.6.50

নরহরির বাড়ীতে নূতন কমিটির সভা। কনভেনার ডাকে নি—কুন্দুস ডেকে নিয়ে গেল।

অমর মিত্র নতুন সাহিত্যে রবীন্দ্র গুপ্তের জবাব[১] লিখেছে। তারই সংক্ষিপ্তসার বক্তৃতায়। কি রাগ, কি ঝাঁঝ, কি গালাগালি! নতুন সাহিত্য বেরিয়েছে আমায় বাদ দিয়ে[২]—পরিচয়ে লেখার অপরাধে! স্পষ্ট হয়ে উঠছে সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবীরা কিভাবে নিজেদের জোট বাঁধছে। গোপালবাবু নেতা হতে উদ্যোগী। হীরেনবাবুর ওপর অমরবাবু চটা।

নতুন সাহিত্যের বদলে পরিচয়ে লেখা গেলে ভাল হত শুনেই অমরবাবুর কি গর্জন—"কান নেই, শুনতে পান না পরিচয়ে লেখা ছাপা বারণ ছিল? এসব আর চলবে না মানিকবাবু।"

ভাল! ভাল!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৪২ ॥ 10.6.50

সকালে নালু। ময়লা জামাকাপড়, শুকনো চেহারা। ছোট বাচ্চাটা মরে গেছে, রেণু হাসপাতাল থেকে ফিরেছে (কলেরা)। শ্রীরামপুরে বাড়ীর গ্যারেজে আছে—জল পড়ে। পাটনা নিয়ে যাবে। বাবা ৫০৲ টাকা দিল। পয়টা পটলভাজা খাওয়ালাম!

শুক্রবার থেকে মনসুন সুরু—ঝড়বাদল। দুপুরে একটু পরিষ্কার। শ্রীরামপুর গেলাম। বালীখালে বাসে কি ভিড়—বৃষ্টি-বাতাস। আধঘণ্টা পরে পরে বাস।

শ্রীরামপুরে টিপি টিপি বৃষ্টির মধ্যে খুঁজে খুঁজে ঠিকানা বার করলাম—

7, Netaji Avenue! বাড়ীটি ১০/১২ বছরের পুরনো! লোকে বলল, আশে-পাশে নতুন বাড়ী ওঠে নি!…

ফিরবার পথে ঝড়বাদল বাড়ল। বালী ব্রিজ পার হওয়ার সময় বাতাস জলের ঝাপ্‌টা ঠেলে এগনো যায় না! ফাঁকা, গঙ্গার উপর, মাঝে মাঝে যেন ঠেলে ফেলে দেবে!

চিরকাল মনে থাকবে অভিজ্ঞতা।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৪৩ ॥ 14. [6.50]

ফতোয়া[১] থেকে ধনঞ্জয়[২]। 46-এ General Body meeting—গেলাম। আধচেনা অচেনা মুখ 45 দখল করে আছে! সভা বাতিল। বুঝলাম—নরহরিবাবুরা যাতে দখল না করতে পারেন।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৪৪ ॥ 15.6.50

শ্যামবাজারে লাইটের টাকা দিলাম।

তিন সপ্তাহ আগে লেখা দেব গুপ্তের[১] চিঠি অনুসারে অগ্রণীতে—পরিস্থিতির[২] পাওনা। যেতেই দেবকুমার বিস্তারিত বিবরণ দিতে সুরু করল আগের দিন ভুল ঠিকানা নিয়ে আমার বাড়ী খুঁজতে কত হয়রানি! বুঝলাম!

ঠিক তাই! আজ নয়—৩০ তারিখে! চেক চাইতে প্রফুল্ল[৩] রেগে উঠল! না, তা চলবে না, মুখে লভ্যাংশ বলতে যে ২০% ঠিক হয়েছিল তা চলবে না—যেমন লেখা চুক্তি তাই ধর্তব্য। বললাম, যা খুশী করুন।

২৯. ৬. ৫০ তাং প্রফুল্ল নিজে বাড়ী এসে হিসাব ও পাওনা দিয়ে যাবে! দেখা যাক্। দেবকুমার ও প্রফুল্ল দুজনেই ধূর্ত!

বীণায় 'নিশানা'। কত সহজ সস্তা গল্প!

বেঙ্গল পাবলিশার্স-এ চেক[৪] পেলাম।

বাড়ী ফিরে শুনলাম হিমাংশু সেজবৌরা এসেছিল। সেজবৌয়ের গায়ে নাকি গয়না ধরে না। ভাল!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৪৫ ॥ 18.6.50

বঙ্গবাসী কলেজের গিরিশ মেমোরিয়াল হলে সাহিত্যসেবক সমিতির[১] ৩৮ম বার্ষিকী সভা—সভাপতি আমি।

পুরানো ধাঁচ রেখে নতুনকে বরণ করার চেষ্টা। এ চেষ্টা শ্রদ্ধেয়। পুরানোকে

আঁকড়ে থাকার গোয়ার্তুমি এতে নেই। শান্তির জন্য সাম্প্রদায়িক মিলনের জন্য সাহিত্যসেবক সমিতি ঘোষণাগত সমর্থন দিয়েছে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৪৬ ॥ 21.6.50

সারাদিন কাটল ভালই। আমার দিক থেকে নয়। চীনের উপর কবিতা[১] লিখেছি, কিন্তু ঘনীভূত পরিশ্রমে বড় শ্রান্তি। খড়মে হোঁচট খেয়ে একটু ব্যথা পেলাম।

বাঁশী বাজালাম। নিজে মুগ্ধ হয়ে নিজের বাঁশীর সুরে।

খেয়ে এসে শুতে যাব, ডলি বলে, গেলাম!

বিকালে পড়শীরা এসেছে—মালতী, ববনের মা-রা! নালুর বজ্জাতি চিঠি পড়ে সারাদিন গজগজ করেছে। রাত্রে খেয়েদেয়ে শুয়েছে। হঠাৎ কী রক্তভেদের সঙ্গে ব্যথা!

প্রতিবেশী সম্বল। তাদের ডেকে তুললাম। হরেন দাস মশায়ের রিক্সায় ডলিকে চাপালাম। দত্ত মশায়ের স্ত্রীকে ডেকেছিলাম আগে কিন্তু তিনি পঞ্চাশ বছর বয়সে—মেয়ের ছেলের দিদিমা হয়েও একটু লজ্জাশীলা—মালতীর মা-ই শেষপর্য্যন্ত সঙ্গে গেলেন।

এত রক্ত? রক্ত মনে পড়িয়ে দেয় রাজপথে মেয়েরা বুলেটের ছেঁদাপথে যে রক্ত ঝরিয়েছে।

মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এলাম। ছেলেমেয়েরা জেগে আছে, উত্তেজিত, উৎসুক। ঠাণ্ডা করে ঘুম পাড়ালাম।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৪৭ ॥ ২২.৬.৫০

টুটু তুলে দিল: বাবা, ভোরে যাবে না মাকে দেখতে, তুলে দিতে বলেছিলে?

গেলাম। রক্ত ঝরছে। বাচ্চা সাড়া দেয় না। মরে গেছে।

বড় হাসপাতালে নেওয়াই ভাল।

নিয়ে এলাম প্রাইভেট গাড়ী। লেডী ডাক্তার বললে, হ্যাঁ, নিয়েই যান। আমরা ভরসা দিতে পারছি না। তবে ইচ্ছা করলে কিছুক্ষণ দেখেশুনে নিয়ে যেতে পারেন। বাচ্চার সাড়া নেই। কষ্ট পেতে হবে।

গাড়ী ফিরিয়ে দিলাম। বারটায় এক ভাব।

রাঙাদিকে ডেকে পাঠালাম। মালতীর মার সঙ্গে হাসপাতালে গেল।

ফিরে এল বেলা চারটের। দেখা হল রাস্তায়। বললে, ভুজনেই, বাচ্চা মরে গেছে সময় লাগবে।

গেলাম হাসপাতাল।

বলল, এত ব্যস্ত হবেন না।

গেলাম বেঙ্গল পাবলিশার্সে। মনোজ[১] নেই, চেক সই হবে না। শচীন[২] বুদ্ধিমান—বলল যে একটু বসুন, দেখি কি করতে পারি। পবিত্র সুরু করল রবীন্দ্রের গল্প। শচীন বেরিয়ে গিয়ে ফিরে এসে দিল নগদ একশ টাকা।

শ্রেষ্ঠ গল্পের[৩] হিসাবে

পাওনা টাকাই দিয়েছে, প্রকাশকরা পাওনা টাকাও দিতে চায় না কিন্তু!

ফিরবার পথেই নামলাম ডাক্তার চক্রবর্তীর ডাক্তারখানায়। ব্যাপার বললাম। বললাম আপনাকে আপনার গাড়ীতে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিতে হবে। ডাক্তার ভয় পায়িয়ে দিল। অনেক আগেই এসব করা উচিত ছিল।

যাই হোক, নটা নাগাদ ডাক্তার নিজের মোটরে ডলিকে কারমাইকেল হোক বা অন্য হাসপাতালে হোক, ডাক্তার ভর্তি করে দেবে।

হাসপাতালে গিয়ে শুনি ডলি মরা বাচ্চা বিইয়ে ঘুমোচ্ছে।

২০ ঘণ্টার ঝঞ্ঝাট—২ ঘণ্টায় মীমাংসা হয়েছে।

ফিরে গিয়ে ডাক্তারকে বললাম। বাজারে গিয়ে ফল কিনলাম। দুধ ফল ছেঁড়া কাপড় দিয়ে কিরণকে হাসপাতালে পাঠালাম।

ছেলেমেয়েরা আমার রকমসকম দেখে নিজেদের চালাচ্ছে।

টুটু বললে, বাবা, মার ডেলিভারি হয়েছে।

টুটুর চোখ ছলছল—বাচ্চাটা মরেছে, মা ঘুমোচ্ছে।

টুবলু দেখে এসেছে হাসপাতালে অন্য সবার কাছে একটি করে বাচ্চা। কিরণকে টুবলু বলেছে: আমার কান্না পাচ্ছে। মা বাচ্চা আনবে না!

যাক্। যা হবার হল। কিন্তু বাচ্চাটা পেটে মারা গেল কেন?

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৪৮ ॥ 23.6.50

ডলিকে নিয়েই সারাদিন কাটল।

সকালে দুধ দিয়ে এলাম। বাজার করলাম। ১০টায় টুবলুকে নিয়ে হাসপাতালে।

ডাঃ প্রতিভা মজুমদার শিবাজোল টেবলেট লিখে দিয়ে জানালেন—তিনি জগদীশ ভট্টাচার্য্যের ক্লাসফ্রেণ্ড! আমাকে জগদীশ 'অষ্টাদশী'[১] উৎসর্গ করেছে খবর রাখেন।

বিকালে মালতী আর ছেলেমেয়েরা গেল। ডলি ছটফট করছে। পাঁচ মিনিট অন্তর পেচ্ছাবের তাগিদ। ডাক্তার আসবেন, দেখবেন, তবে—। "এখুনি

আসবেন।" মালতীর সঙ্গে ছেলেমেয়ে ফিরে গেল। নার্সদের একজনকে দিয়ে খবর দিলাম। পরীক্ষা করে ব্যবস্থা দিলেন ক্যাথিটার দিয়ে প্রস্রাব করানো এবং পেনিসিলিন আনতে।

পেনিসিলিন যোগাড় করতে বেরোলাম। ভাগ্যক্রমে বরানগরে ২ লাখ × ৫ পেনিসিলিন ১০৲ পেয়ে গেলাম।

ওষুধ দিতে গিয়ে শুনি ক্যাথিটারে বিস্তর প্রস্রাব হয়েছে—ডলি উঠে বসে অন্য রোগিণীর সাথে আলাপ করছে।

আগে দিলেই হত ক্যাথিটার ?

বাচ্চা মরে যাওয়ায় ডলি অখুসী নয়। অনেক হাঙ্গামা থেকে বেঁচেছে। বলল যে বাঁচা গেছে বাবা, আমি হিসেব করছি বাড়ী ফিরে মাসখানেক বিশ্রাম করে রাঁধুনি বিদায় দেব। অনেক খরচ বাঁচবে।

মানুষ সন্তানকে ভয় করছে ? দশমাস গর্ভ ধারণ করে মৃত সন্তান প্রসব করে মা ভাবছে, বাঁচা গেল ? অভিশপ্ত সমাজ এমনি অস্বাভাবিক করেছে জীবন। মানুষের বাঁচাই দায়—সন্তানের হাঙ্গামা কে চায়।

সন্তান হাঙ্গামা কেন ?

কোটি সন্তান সানন্দে পালন করার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে কয়েকটি মানুষ—পরদেশভোজী রাক্ষস সাম্রাজ্যবাদীরা।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৪৯ ॥ 21.6 [50]

নানা বিষয় চিন্তা করছি। জীবনটা সাহিত্যস্থষ্টির প্রতিকূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড় হয়ে উঠেছে বাবার সমস্যা। বাবা নিজের কথা ছাড়া কারো কথা ভাবেন না। মুস্কিল এটা।

ডলির দু'মাস সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার হবে—শারীরিক এবং মানসিক। দু'খানা ঘরে বাবা এখানে থাকলে বিছানায় শুইয়ে রাখলেও অসম্ভব।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৫০ ॥ 27.6.50

সকালে ডলি বাড়ী এলেন।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৫১ ॥ 30.6.50

দুপুরে একবার : রাত্রে একবার[১]।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৫২ ॥ 3.7.50.

আজও শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। মাথার ঝিমঝিমানি। অনেকদিন পরে এবার বেশ কাবু করেছে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৫৩ ॥ 10.7.50.

শরীরে আজও যুত পাচ্ছি না।

সকালে গুপু এল। বাবার জন্য রাঁচির টিকিট কাটা হয়েছে, কাল রাত্রে গুপু বাবাকে রাঁচি পৌছে দেবে—সঙ্গে যাবে গুণ্ডাই! গুপুর সঙ্গে একদিন পরেই সে অবশ্য ফিরে আসবে।

বাবা আমায় বুঝিয়ে দিলেন এ মাসের খরচটাই তিনি পুরো দিয়েছেন, সুতরাং আমার কোন পাওনা নেই! টাকা ফেরত দিতে চাইলাম—সেটা নেবেন না। সারাজীবন টাকার সম্পর্কটা বড় করে করে শেষজীবনে কোথায় এসে ঠেকেছেন।

বাবাকে কাল হাওড়া ষ্টেসনে পৌছে দিতে হবে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৫৪ ॥ 11.7.50.

স্থানীয় প্রাইভেট গাড়ীতে বাবাকে হাওড়া নিয়ে গেলাম, সঙ্গে টুবলু, শিপ্রা। গুপু ষ্টেসনে থাকবে, বাবাকে নিয়ে রাঁচি যাবে। আমরা এই গাড়ীতেই ফিরব। গুপু ৯টার আগে ষ্টেসনে যেতে বলেছিল—দেরী করে এল। গাড়ীতে টুবলু আর শিপ্রাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম—ড্রাইভারের জিম্মায়।

হিমাংশু সেজবৌ আর গুণ্ডাই এল গুপুর সঙ্গে। হিমাংশু চুপচাপ—সেজবৌয়ের লজ্জাবোধ কম, ডলির খবরাদি জিজ্ঞাসা করল।

২।১ মিনিট কথা বলেই বিদায় নিলাম।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৫৫ ॥ 12.7.50.

বাবার অভাবটা সবাই বোধ করছে। বুড়োমানুষের কত ঝন্ঝাট—তবু সবাই তাকে আপন করেছে। সাধে কি বাবা এখানে আমার কাছে থাকতে ব্যাকুল। যাওয়ার সময় ডলি প্রণাম করতে গেলে বলেছিলেন, "থাক থাক, ২ মাস পরেই তো ফিরে আসছি।"

কতভাবে যে বাবা এই কথাটাতে জোর দিয়েছেন! জিনিষপত্র কিছুই নেন নি—লণ্ড্রীতে কাপড় দিয়ে রসিদ রেখে গেছেন,—আমরা যেন আনিয়ে রাখি। আমাকে বারবার নানাভাবে বলেছেন রাঁচিতে বেশীদিন শরীর টেঁকে না।

[পরবর্তী অংশ একই তারিখ দিয়ে পরপৃষ্ঠায় লেখা]

12.7.50

কিরণ রাঁধুনি মেয়ে বিয়ের জন্য কিছু টাকা যোগাড় করে দেবার আবেদন জানিয়েছে। লোকটা পাকা। মেয়ের বিয়ের যোগাড়ে গিয়ে নতুন লোক দিয়ে গেছে—কিন্তু সম্পর্ক বজায় রাখছে যাতে নিজে আবার ঢুকতে পারে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৫৬ ॥ 13.7.50.

বিকালে রানী রাঁধুনি আসতে দেরী করল। ভাবলাম, সেরেছে! নিরীহ চুপচাপ মানুষ—কিছু না জানিয়েই বুঝি কাজ ছাড়ল। আমাকেই না রাঁধতে হয়। দেরী করে রানীকে আসতে দেখে স্বস্তি পেলাম।

লেখার তাগিদ জোরালো হচ্ছে।

বাবার কাছে দাদার খামে চিঠি—নালুর চিঠি মনে করে খুললাম। গতবার দাদা এসে বলেছিলেন আর রোজগারের চেষ্টা নয়—এবার Statistical Dept. Honorary কাজ করবেন। চিঠিতে লিখেছেন যে ৮০০৲-৫০০৲-১০০০৲ টাকা বেতনে [?] প্রফেসারী চাকরী নিয়েছেন, Honorary কাজ প্রায় বাদ!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৫৭ ॥ 14.7.50

চারিদিকে ঢিল পড়ে গেছে। গা-নাড়া দিয়ে না উঠলে আর চলছে না। কাজ সম্পর্কে এরূপ উদাসীনতা আমার শোভা পায় না।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৫৮ ॥ 16.7.50

শরীরটা মোটামুটি ভাল। বিকালে মঙ্গলা[১] এল। পরিচয়ের জন্য আমার সুদীর্ঘ কবিতাটি মনোনীত[২] হয়েছে।

রাঙাদি এল। তারপর ভেনিকে নিয়ে মন্মথবাবু। বেচারী আজও বাড়ী পায় নি। বড় ভায়ের সেই ছোট বাড়ীতে গাদাগাদি করে ছ'মাস কাটল। শোয়ার যায়গা নিয়ে টানাটানি।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৫৯ ॥ 23.7.50

আশুতোষ কলেজে জনরক্ষা সঙ্ঘের সভায় নিমন্ত্রণ ছিল। পেটটা ভাল নয়। গেলাম না। কাল কনকের মেয়ের মুখে ভাত। কনক এসে বলে গেছে। বিকালে শ্যামবাজার থেকে তিন টাকা দিয়ে একটি জামা কিনে আনলাম। কনকের মেয়েকে দিতে হবে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৬০ ॥ 7.8.50

হঠাৎ গীতার বিয়ে ঠিক হয়েছে—আজ। ২ দিন আগে মন্মথ এসে বলে গেছে। আজ আবার বাগবাজারে রবীন্দ্রতিরোভাব সভা।

কালীঘাটে বিয়েবাড়ীতে সবাইকে পৌছে দিয়ে বেরোলাম সভার জন্ত। ফিরতে হল—মন বসল না। শত শত সভা করেছি—পরেও করব, ভাগ্নীর বিয়ে হু'বার হবে না।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৬১ ॥ 13.8.50

ভিক্টোরিয়া স্কুলে স্থানীয় কয়েকটি ছোট ছোট সংঘ, সমিতি, ক্লাব রবীন্দ্র স্মৃতিসভা করল। প্রধান [?]

বারংবার বলে গেল ঠিক সময়ে আরম্ভ হবে। গিয়ে দেখি, টেবিল চেয়ারও সাজান হয় নি, রবীন্দ্রনাথের একটা ছবিও আসে নি—সব অগোছাল।

দেরীতে আরম্ভ হল। ভালমন্দ জড়ানো খিচুড়ি প্রগ্রাম হল। আপোষ যা হয়। সকলে মিলেমিশে করার মানে এরা বুঝেছে—আপোষ!

খুব ভাল ভাষণ দিলাম—সভাপতির ভাষণ! সভায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা ঠিকমত আবৃত্তি করলে কিভাবে প্রেরণা যাগায় [জাগায়]—যন্ত্রের মত আবৃত্তি করলে কিভাবে ঝিমিয়ে দিয়ে বিরক্ত করে, তাই ধরে কাব্যসাহিত্যের প্রাণ-স্পন্দনের কথা বললাম। রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখা আজকের দিনের অনেক সভায় ঠিকভাবে পড়লে, আবৃত্তি করলে বা গাইলে মনে হবে তিনি যেন এই সভার জন্তই লিখেছিলেন।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৬২ ॥ 15. 8. 50

স্বাধীনতা দিবস।

কানাই বলে—মাঠে একটা ফ্ল্যাগ উড়াই ?

আমি বলি—ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ উড়াও।

কানাইয়ের ভাই বলাই বলে—ঠিক। উদ্বাস্তরা কি স্বাধীনতা পেয়েছে ? সাত আট বছরের ছেলে!

ফ্ল্যাগ কিছু কিছু উড়েছে—কিন্তু চারিদিক ঝিমানো। প্রথম বছর—এমনকি দ্বিতীয় বছরের সঙ্গে তুলনায় স্বাধীনতার মৃত্যুদিবস। কোথাও কোন উৎসাহ উদ্দীপনার চিহ্ন নেই।

বিকালে সাউথ সিঁথির মহাজাতি মিলন সঙ্ঘের বিতর্ক সভা।

বিতর্কের বিষয়: ভারত বিভাগ মেনে কংগ্রেস রাজনৈতিক দূরদর্শিতার

পরিচয় দিয়েছিল। পক্ষে বক্তা—৫টি যুবক। বিপক্ষে বক্তা—৪টি যুবক ও একটি তরুণী।

শুধু মেয়েটি ইতিহাসের কথা বলল—ইংরেজ কেন ও কিভাবে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করেছিল, কেন ভারত বিভাগ দরকার হল। কাপটা তাকেই দিলাম। মেয়ে বলে যে নয়—সেটা ব্যাখ্যা করে বললাম। সভা ভারি খুসী।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

17 MAY TUESDAY

Bengali—3 Jaistha, 1356 *Hijri*—18 Rajab, 1368
Faslee—5 Jeth, 1356 *Samvat*—5 Jeth (Badi), 2006

15.8.50.

১৬৩ ॥ 16.8.50

46-এ 'গুণ্ডা'[১] গল্প এবং কয়েকটি কবিতা পাঠ করলাম।

'চীন' কবিতা সবাই দু'বার শুনল।

কর্তাব্যক্তিরা কেউ আসে নি।

যারা এসেছে তাদের খুব আগ্রহ—কিন্তু দ্বিধাগ্রস্তভাব। এটা আমারই ত্রুটি।

[ডায়েরি ১৯৪৯। উল্লিখিত লেখাটি ছিল মুদ্রিত তারিখ ১৮ মে-র পৃষ্ঠায়—এরপর ১৯ মে থেকে ২৬ মে পর্যন্ত পৃষ্ঠাগুলি নেই, লেখক নিজেই কোনো কারণে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন কি না, আজ তা জানারও উপায় নেই। বর্তমান ডায়েরি-বইয়ের পরবর্তী লেখা ২৭মে-র পৃষ্ঠার; এই পৃষ্ঠাটিও ছেঁড়া—ডায়েরি-বইয়ের মধ্যেই আলগা অবস্থায় পাওয়া গেছে।]

১৬৪ ॥ 17.8 50

প্লট

১। ভিড় : শিয়ালদ'—আত্মীয়ের বাড়ী—গাদাগাদি ভিড়, আত্মীয়দের কাছে বাড়ীর মালিকের ভাড়া আদায়—প্রথমে অস্বীকার—বাড়ীর লোকেরা দরজায় ভিড় করে পথ আটকান : কিছু সঞ্চয় আছে জেনে মালিকের আশ্রয় দান।

২। মৃত্যুঞ্জয় : চোখের সামনে ট্রামে ঝুলন্ত যাত্রী পা পিছলে ট্রামের তলে—আর্তনাদ—বীভৎস দৃশ্য—মৃত্যু :

বাড়ীতে মরণাপন্ন ছেলে : দেখেও ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া[১]!

৩। চোরাবাজারে প্রেমের দর :—মোটা মুনাফায় প্রিয়াকে ত্যাগ :—[২]

৪। নতুন ভালোবাসা : পুকুরে প্রিয়ার মৃতদেহ :

অসম্পূর্ণ

৫। অবসাদ : সংগ্রামে ও প্রেমে দীর্ঘ চেষ্টা ব্যর্থ : মধ্যবিত্তের অবসাদ : শ্রমিকের অবসাদ নেই!

৬। রিফুইজি মেয়ে—ব্যবসায়ীকে হত্যা—আবার হত্যার জন্য নূতন ব্যবসায়ীর প্রতীক্ষা করা[৩]

[ডায়েরি ১৯৪৫। একটি পৃষ্ঠায় পর-পর লেখা ছ'টি স্বতন্ত্র 'প্লট'। ২ নং প্লটের মার্জিনে নীল পেন্‌সিলে লেখা : 'ভীরু'—সত্যযুগ। ৬ নং অংশের মার্জিনে একইভাবে : 'উপায়'—পরিচয়।]

১৬৫ ॥ 2.9 [50]

'বন্ধু'[১] গল্পটি নিয়ে ইন্টারন্যাশন্যালে[২] নরহরিবাবুকে দিতে গেলাম—শনিবার, দুপুরেই দোকান বন্ধ, নরহরি আসে নি। নরহরির বাড়ী গিয়ে চিঠি লিখে এলাম।

সত্যযুগ আপিসে সত্যেনদার[৩] সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা। তেমনি আছে—দৈনিক মদটা জোটাবার জন্য যে কোনরকম সুবিধাবাদ!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৬৬ ॥ 3.9.[50]

নরহরির অধ্যাপকবন্ধু সঙ্কলনের জন্য ৫০৲ টাকা দিয়ে 'বন্ধু' গল্প নিয়ে গেল[১]

চন্দননগরে ছাত্রেরা শহীদ কানাইলাল দিবস (10.9) পালন করবে। নাছোড়বান্দা। যেতে রাজী হলাম। পূজোর লেখার তাগিদে জীবন যায় যায়!
10. 9 এঁড়েদ'তে শান্তি সম্মেলন। সেখানেও আমায় চায়।
[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৬৭ ॥ 8.9.[50]
কাত্যায়নীর গিরীন্দ্রের সঙ্গে অমৃতস্য পুত্রার[১] ২য় সং সম্পর্কে নতুন চুক্তি হল। ১৯৪৫-এ চুক্তি হয়—পাঁচ বছর বইটা ছাপে নি। অনায়াসে চুক্তি বাতিল করে অগ্রিম টাকা মেরে দিতে পারতাম। কাঁদাকাটা করল। কি আর করি।
[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৬৮ ॥ 10.9.[50]
বেলা ১টায় চন্দননগরের ছেলে হাজির—যেতে হবে। গেলাম। ৩টায় চন্দননগর পৌঁছে একটি ছেলের বাড়ীতে ৫॥০টা পর্য্যন্ত বসে রইলাম—৪॥০টের সভা সুরুর কথা। শ্রীরামপুরে ব্যক্তিস্বাধীনতা কমিটির সভা আছে। ট্রেনে আলোচনা শুনলাম—একদিনে ২ যায়গায় মিটিং করা ঠিক হয় নি। ব্যাপার খানিক বুঝলাম। আমায় একটা পাকে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। এইরকম একটা অনুমান করছিলাম।
[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৬৯ ॥ 4.10.50
মঙ্গলা পরিচয়ের গল্প দাবী করেছিল। আজ 'উপায়' গল্পটি[১] 46-এ বুধবারের বৈঠকে[২] পড়লাম। মঙ্গলা সভাপতি। বড়রা কেউ আসে না—ছেলেমানুষদের রাজত্ব! মধ্যবিত্ত 46 দখল করেছে—পিছনে থেকে সামনে রেখেছে নরহরিদের। বর্জনের ভয় দেখিয়ে আমায় অনুগত করার নরহরির পলিসি আজও স্পষ্ট—সে বা মঙ্গলা গোড়ায় আমায় এড়িয়ে চলেছে! নরহরি গল্প পড়ার সময় অন্য কাজে ব্যস্ত রইল! অল্পবুদ্ধি, অল্প অভিজ্ঞতা, ভাবে যে নেতৃত্ব দখল করলেই নেতা হওয়া যায়!
খুব খাটছে—আন্তরিক চেষ্টা—কিন্তু সঙ্কীর্ণতা ও যান্ত্রিকতা কাটিয়ে উঠতে পারে না। পিছনে অমরেন্দ্র ইত্যাদি আড়াল থেকে চালাচ্ছে বোঝা যায়।
[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৭০ ॥ ১৪. ১০. ৫০ তারিখে ডলিদের নিয়ে পূজোর কাপড়জামা কিনতে বেরিয়েছি। ডলিকে বললাম—তুমি একলা যাচ্ছ ধরে নাও, সকলকে সামলাবে, নিজে কেনাকাটা করবে—আমি চুপচাপ শুধু সঙ্গে থাকব। বাসের টিকিট পর্য্যন্ত তুমি কাটবে।

শ্যামবাজারে নেমে কলেজ ষ্ট্রীটে যাবার জন্য ২ নং বাসের অপেক্ষা করছি। আমি জানি ডলি ছেলেমেয়ে সামলাচ্ছে।

একটা বাস স্পিডের মাথায় ফুটপাথের ধার ঘেঁষে এসে থামল। বাসের ধাক্কায় টুবলু চিৎপাৎ—অল্পের জন্য বেঁচে গেল!

পুজোর বাজার মাথায় উঠল। শ্যামবাজারেই জামাকাপড় জুতো কিনে বাড়ী ফিরলাম। প্রায় ৬০৲ টাকা—আমার জন্য শুধু একটি গেঞ্জি!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৭১ ॥ ১৬.১০.৫০

বাগবাজার সাধারণ সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের ষষ্ঠীতে মণ্ডপের উদ্বোধন সভায় সভাপতি—বক্তৃতা শুনে সবাই মুগ্ধ। স্তব্ধ হয়ে শুনে গেল। দুর্দ্দিনেও আনন্দ করব—দুর্দ্দিন বলে পূজায় আনন্দে দ্বিধার কারণ আনন্দের ধরনটা সাধারণ মানুষের 'সার্ব্বজনীন' রূপ পায় নি—মানুষ কেন এসব সামাজিক উৎসব করে—জয়ের জন্য, বাঁচার জন্য ইত্যাদি।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৭২ ॥ ১৭.১০.৫০

ডলিদের নিয়ে আলমবাজার ও শিল্পপীঠের কাছাকাছি ঠাকুর দেখলাম—এবার পূজায় বিশেষত্ব—সকলে উৎসব আনন্দে মসগুল হতে, দুঃখদুর্দ্দশা ভুলতে ব্যাকুল—কিন্তু উৎসব আনন্দ কিছুতেই জমছে না!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৭৩ ॥ ১৮.১০ ৫০

শিপ্রার জর। খোকনের হাম হয়ে গেছে, শিপ্রারও হাম নিশ্চয়।

ডলির পূজা দেখা বন্ধ হল।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৭৪ ॥ ২০.১০.৫০—দশমী, বিসর্জ্জন।

পাড়ার ছেলেমেয়েরা অনেকে এল—কনক এল। কনক বুদ্ধিমান আমার সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা করতে ভয় পায়—তবু খাতির বজায় রেখে চলে!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৭৫ ॥ 23.10.50

ডলির মাকে খেতে বলেছি। এলেন। বিধবা বেশে অদ্ভুত দেখাল। মানুষটা তেমনি আছেন—জলে ফুলেছেন। উৎপল রাঙাদি বিকালে এল। শিপ্রার গায়ে হাম বেরিয়েছে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৭৬ ॥ 24 10.50→

সত্যযুগে গিয়ে টাকা পেলাম না। ডালমিয়ার কাগজ। নীরেন চক্রবর্তীকে চিনলাম—সুবিধাবাদী।

টাকার চিন্তা!

ফিরবার পথে কনকদের বাড়ী—৪টে নাগাদ। কনক সমাদর করল। অমরেন্দ্র ঘুমোচ্ছে! ঘুম থেকে উঠে আলিঙ্গন করে কোথায় যে ভাগল! মুখে একটা কুৎসিত শীর্ণতা। লোকটা গবদা।

নান্থু হাজির। কালাচাঁদ উৎপল আর আমাদের লক্ষ্মীপূজায় নেমন্তন্ন করেছে!

নান্থু এসে সকালে নিয়ে যাবে!

কালাচাঁদ বোন আর ভাগ্নেভাগ্নীদের দু'বেলা খাওয়াবে? কোনদিকে সূর্য্য উঠেছিল দেখি নি!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৭৭ ॥ 25.10.50

ন'টা বাজে নান্থু আসে না! ডলিরা হতাশ। রাঙাদিকে নিয়ে শেষপর্য্যন্ত নান্থু এল। আমি শিপ্রাকে পাহারা দেব—ওরা যাবে নেমন্তন্নে।

শিপ্রাকে পাহারা দিয়ে পথ্য দিয়ে স্পঞ্জ করে ভাবনাচিন্তায় দিনটা কাটল। এখন রাত ৭টা। ডলিরা ফিরবে আরও ঘণ্টা দুই পরে—ফিরল রাত এগারটায়।

কালাচাঁদ প্রথমবার বোন আর ভাগ্নেদের বাড়ীতে ডেকে পেটে খাইয়ে বিদায় দিয়েছে!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৭৮ ॥ Ocr. 1950→

লেখা হয় নি। তারিখ কিছু গোলমাল হতে পারে—

রাঁচি থেকে বাবা লিখেছেন পূজোর আগে বা পরেই আসবেন। আসতে লিখে দিলাম।

চার পাঁচ দিন পরে গুপুর লোক চিঠি নিয়ে হাজির—জরুরী দরকার। গুপুর নিজের আপিসে যেতে পারব কি? এটা অপমান—গুপুর আসা উচিত ছিল। যাই হোক, অত সস্তায় অপমানিত হই না। বিকালে ধর্মতলা অঞ্চলে কাজ ছিল—গেলাম। গুপু কণ্ট্রাক্টারী ব্যবসায়ে নেমেছে—চাকরী ছেড়ে। ডাঃ রায় নাকি কিছু কাজ দিয়েছে। ভালই।

বাবা আমার ঘাড়েই চেপে থাকবেন—এটা নাকি সত্যই উচিত নয়। তবে এখন তিন চার মাস ওরা নিরুপায়। নিজের একটা বাড়ী করছে—বাড়ীতে একটা অংশই নাকি বাবার জন্য বিশেষভাবে তৈরী হবে। তিন চার মাস পরে বাবাকে সে বাড়ীতে নিয়ে যাবে (বাড়ী তৈরী হলে) আপাততঃ বাবাকে আমার

বাড়ীতে রাখতেই রাজী হতে হবে। গুপু রাঁচি গিয়ে বাবাকে এনে আমার বাড়ী পৌঁছে দেবে।

অভয় দিলাম যে চিন্তা নেই—আমি বাবাকে আগেই আমার বাড়ীতে আসতে লিখে দিয়েছি। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। আমি পাছে বাবাকে রাখতে রাজী না হই, রাঁচি থেকে এসে বাবা ওদের ঘাড়ে চাপেন, এই ভয়ে আমাকে ৩।৪ মাস বাবাকে বাড়ীতে রাখতে রাজী করানো। একবার বাড়ীতে উঠলে আর তো তাড়িয়ে দিতে পারব না।...

বাবাকে গুপুর কথা লিখলাম—গুপু রাঁচি গিয়ে বাবাকে আনবে, অথবা হাওড়া থেকে নিজের মোটরে আমার বাড়ি পৌঁছে দেবে। বাবা লিখলেন, 'আমি ওদের ভরসা করি না।'

গুপুকে লিখলাম—ব্যাপার কি ?

গুপু লিখল—বাবাকে ২ খানা চিঠি দিয়েছে কিন্তু জবাব নেই। কে জানে কি ব্যাপার !

আজ ২৫.১০.৫০ তারিখ—লক্ষ্মীপূজা—বাবার চিঠি—আসার দিন ঠিক হয় নি, সঙ্গী খুঁজছেন।

[ডায়েরি ১৯৪৯। ৪. ১০. ৫০ এবং ১৪. ১০. ৫০ তারিখের মাঝখানে লেখা ছিল—যথাসম্ভব যথাস্থানে আনা হল।]

১৭৯ ॥ 27.10.50

সকালে বাবাকে হাওড়া থেকে আনলাম—গুপুর গাড়ীতে। বাবা রাঁচি থেকে ফিরলেন।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৮০ ॥ 1.11.50

কদিন আগে পরে টুবলুর ও টুটুর সর্দ্দিজ্বর। বোধ হয় হাম হবে। বিশ্রী আবহাওয়া—গুমোট আর বৃষ্টি। কার্ত্তিকের মাঝামাঝি বর্ষাকাল চলছে।

মাড়ির একটা দাঁত তোলালাম—ডাক্তার নন্দদুলাল দাসের ডিসপেনসারীতে। দাঁতটার জন্য অনেকদিন ভাল করে চিবিয়ে খেতে পারি নি।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৮১ ॥ 4.11.[50]

কাল টুটুর, আজ টুবলুর হাম। টুটুর জ্বর ১০৫° কাছে ! পরশু নন্দদুলাল দেখে গেছে—কাল আবার আসবে।

বর্ষা চলছে !

সামনের সপ্তাহ থেকে রেশনে চাল ১৪ ছটাক!—চারিদিক থেকে দুর্ভিক্ষের ভয়ঙ্কর সূচনা শোনা যাচ্ছে।

বিহারে সাংঘাতিক অবস্থা।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৮২ ॥ ২৩.১১.৫০

কালীপূজার দিন ৪টি ছেলেমেয়ে পথ্য পেল।

বেশ একটা অসময় চলছে।

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৯৫১

১৮৩ ॥ 7.5.51

অনেকদিন লেখা হয় নি। বড় অসময় চলছিল—এর মধ্যে এসেছিল চরম অবস্থা। অন্য মানুষ ডুবে যেত!

[ডায়েরি ১৯৪৯।]

১৮৪ ॥ 8 8.51

আজ ২২শে শ্রাবণ। রবীন্দ্রনাথের তিরোভাব। বিকালে শোভাবাজার ও বরানগরে ২ যায়গায় সভা।

অনেকদিন পরে আজ আবার লিখছি।

কি যে ঝন্ঝাট গিয়েছে তা কেবল আমিই জানি। শরীর খারাপ, টাকা নেই—খরচ কমে না। তবু কি অমানুষিক খেটে কতভাবে ব্যবস্থা করে যে সামলে উঠেছি তা কেবল আমিই জানি। 'সোনার চেয়ে দামী' ১ম খণ্ড[১] বেরিয়েছে। ২য় খণ্ড[২] লিখে দিয়েছি।

সোনার চেয়ে দামী (১ম) সম্পর্কে সিগনেট 'টুকরো খবরে'[৩] লিখছে: একটি ছিন্ন হার উপলক্ষ করে এত ভাল উপন্যাস একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখতে পারেন বাংলা দেশে।

নিউ এজ পাবলিশার্স 'কবির জবানবন্দী'[৪] ২।৩ ফর্মা ছাপিয়ে ছাপা বন্ধ করে রেখেছে। উপরের চাপ?

গুরুদাস 'স্বাধীনতার স্বাদ'[৫] ছাপিয়ে চটেছে। আগে বইটা পড়ে নি, পরে বোধহয় বাইরে থেকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ায় বইটার মতামত ভাল লাগে নি। জানিয়েছে আমার কোন বই-এর পুনর্মুদ্রণ ওদের দ্বারা হবে না। স্বাধীনতার স্বাদের ছাপা বাঁধা জঘন্য করেছে।

সহরতলী (২য়)[৬] গুরুদাসের কাছ থেকে ডি. এমকে দিলাম[৭]।

এই শরীর নিয়ে যত কাজ করলাম তা শুধু মনের জোরে, মনের জোর আছে। কিন্তু অন্য দিকে মনের জোরটা তেমন খাটছে না। খরচ কমিয়েছি—কিন্তু যেরকম কঠোরভাবে কমাব ভাবছি বারবার সেটা হচ্ছে না।

শরীরের জন্য। সবদিকের পীড়ন সইছে না। আবার বেশী খাটার দরকার হওয়ায় শরীরটাও সারছে না। চক্র! এ চক্র ভাঙতেই হবে।…

[ডায়েরি ১৯৪৯-এর শেষ দিনলিপি—মুদ্রিত তারিখ ১৭ জুন থেকে কয়েক পৃষ্ঠা লেখা। বাকি অংশ সাদা। প্রায় শেষাংশে, মুদ্রিত তারিখ ২৪ ডিসেম্বর থেকে ২৬ ডিসেম্বর-এর পৃষ্ঠায়, Epilepsy : My analysis—ইংরেজিতে লেখা তিন-পৃষ্ঠা 'নোট'।]

১৮৫ ॥ Aug '51

প্লট

অনেকদিনের পূজা—দেশের দুরবস্থা—পারিবারিক দুঃখদুর্দ্দশা—পূজার আনন্দ বেমানান—পূজা বন্ধের সঙ্কল্প—নূতনভাবে পূজার ব্যবস্থা, সময়ের সঙ্গে মানানসই করে[১]।

[ডায়েরি ১৯৪৫। বাঁদিকের মার্জিনে লাল পেন্সিলে লেখা : Aug '51 ; ঠিক তার নিচে কালি দিয়ে : 'শারদীয়া' বসুমতী '৫৮।]

১৮৬ ॥ Aug '51

প্লট

সমিতি—দুই বন্ধু—ঝগড়া শুধু সমিতির কাজ বাইরে শত্রুতা—

প্লট

নিজেদের বিয়ে পুরুত ডেকে—মেয়ে ঠিক বৌ সেজে শ্বশুরবাড়ী—সংঘাত—স্বীকৃতি

প্লট

ছেলে : গরীব স্ত্রীলোক—একটি নাদুসনুদুস ছেলে—ছেলেকে চাকরী—

প্লট

মাটির নীচে : একজনের বাড়ীতে স্ত্রীর সেজদি বেড়াতে এসে আছে : তার আসল সেজদির চিঠি হাতে পড়ায় পাশের বাড়ীর একজন বিস্মিত—হঠাৎ সেজদি উধাও—পুলিশ—কলকাতায় গেছে—আসল সেজদি অন্য মেয়ে।

প্লট সিনেমা

সিনেমার বিষাক্ত প্রভাবে সরল মন বিগড়ে গেল—স্ত্রীকে সন্দেহ

পাশ ফেল[১]

একটি মেয়ে—যে ছেলের সঙ্গে ভাব সে ফেল করল আর পড়তে পাবে না—তার ভাই পাশ করল কিন্তু বাপের পড়াবার সঙ্গতি নেই—পাশ করা ছেলেটি মনের দুঃখে আত্মহত্যা করল—

ফিরিওলা[২]

বর্ষা : পুলিশ :—

ফিরিওলা বাড়ী বাড়ী কত রকমের বৌ মেয়ে ছাখে—তার নিজের ঘরের বৌ : অন্য ফেরিওলার কাছে বৌ অন্য জিনিষ কেনে :

প্লট পাষণ্ড[৩]

পাষণ্ড জামাই দেখা করতে এল শ্বশুরবাড়ী—স্ত্রী দেখা করল না—কিছুদিন পরে চিঠি—সব অন্যায় ক্ষমা করিও—ষ্টেসনে পড়িয়া আছি...

[ডায়েরি ১৯৪৫। দু'-পৃষ্ঠা জুড়ে লেখা পর-পর কয়েকটি 'প্লট'—প্রায় সমস্তটা নীল পেন্‌সিলে লেখা, লাইন তিনেক লাল পেন্‌সিলে। 'পাশ ফেল'-শীর্ষক অংশের বাঁদিকের মার্জিনে : 'পাশ ফেল' গল্প সংকলন। 'ফিরিওলা' অংশের মার্জিনে : 'ফিরিওলা' যুগান্তর '৫১। 'পাষণ্ড' অংশের মার্জিনে : 'শারদশ্রী' ১৩৫৮।]

১৮৭ ॥ প্লট

মেয়ে—বুড়ো বর : বেকার ছেলে—বেশী বয়সের রোজগারী বৌ :

Plot

লাজুকলতা[১]

লাজুক বৌ—স্বামী ছাঁটাই—বাপের বাড়ীর বদলে আপিসের কর্তার বাড়ীতে—চাকরী না দিলে তাদের পুষতে হবে।

বাক্স বিছানা ছেলে নিয়ে যাবে···

তোমার স্বামীকে পাঠিয়ে দাও গিয়ে ?

আপনার লোক নেই ? লোক দিয়ে ডেকে পাঠান

[ডায়েরি ১৯৪৫। এক পৃষ্ঠায় লেখা দু'টি প্লট। 'লাজুকলতা'-শীর্ষক অংশের বাঁদিকের মার্জিনে পেন্‌সিলে লেখা : হিমাদ্রি—শারদীয়া '৫৯।]

১৮৮ ॥ বাস্তবিক[১]

মজুরদের নিয়ে উপন্যাস

[ডায়েরি ১৯৪৫।]

১৮৯ ॥ স্বাধীনতার স্বাদ[১]

৪র্থ ফর্মা—শেষ লাইন "সুশীল কিছুই আনে নি" (চাল নিতে)

৫ম ফর্মা শেষ লাইন—"এদিকে নোয়াখালি ওদিকে বিহার, কে বলতে পারে"···

৭ম ফর্মা শেষ লাইন—"পরের ফিরতি ট্রামেই গোকুল তাকে তুলে দেয়। তারপর এত জোরে"[২]

[ডায়েরি ১৯৪৫। বাঁদিকের মার্জিনে লেখা : 'বসুমতীতে—১৩৫৫-৬৬।' '৬৬'—নিঃসন্দেহে লেখার ভুল। উল্লিখিত উপন্যাসটি 'মাসিক বসুমতী'-পত্রিকায় সম্পূর্ণ হয় ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে।]

১৯০ ॥ বিভূতিভূষণ—বাংলা চেনে নি :

তিনি একমাত্র হৃদয়ের প্রতিনিধি, বাংলা সাহিত্যে মস্তিষ্কোশলের প্রতিবাদ—

এতদিন চুপ করে ছিলাম,—

[স্পষ্টতই, আরো কিছু লিখবেন ভেবেছিলেন। 'বিভূতিভূষণ' কথাটি বড় হরফে লেখা, বাকি লেখাও সাধারণ হস্তাক্ষরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বড়। লেখার ধরন দেখে মনে হয় দ্রুত লিখেছেন।
ডায়েরি ১৯৪৫।]

১৯১ ॥ ইতিকথার পরের কথা[১]—Notes

স্টেশন—বারতলা : কারখানা 'নব শিল্প মন্দির'
↑
জগদীশ—বারতলার জমিদার : মালিক
গজেন—বারতলায় পানবিড়ি চিড়ে মুড়ি দোকান : গুলিতে পা খোঁড়া
সনাতন—বারতলায় দেশী খাবার, তেলেভাজা ইত্যাদি—
সুরমা : ↑
লোচন—গজেনের পাড়ার চাষী : পা মচকে জীবন এর বাড়ীতে উঠেছিল
রসিক—বুড়ো চাষী : ঐ : সবার মান্যগণ্য
ছোট বৌ : লোচনের বাড়ী…
কৈলাস—চাষী—ঐ : নন্দডাক্তারকে ডাকতে গিয়েছিল—
বনমালী—চাষী ঐ : গরু গাড়ী আছে—
সাঁতরা—বাড়ী থেকে নববিবাহিত ছেলের ফর্সা বিছানা এনে জীবনের জন্য
নিতাই জেলে— ↑
ভূদেব (বিলাতফেরত ডাক্তার) : জগদীশের কাকা
" স্ত্রী
মায়া—ঐ মেয়ে
লতা—জগদীশের ছোট মেয়ে
ফণীন্দ্র—জগদীশের ভাগ্নে
প্রীতিলতা—ঐ বৌ

প্লট সম্পর্কে—

নন্দডাক্তার দেশীয় রক্ষণশীল প্রগতিশীল—নতুন পথে চলতে চায় গোঁড়ামি নিয়ে

জগদীশের ছেলে—বিলাতফেরত ইঞ্জিনিয়ার+বৈজ্ঞানিক+শিল্প [পতি ?] —প্রগতিবাদী—পাশ্চাত্যভাবে—আঁচাকা রাশিয়ান মত

ধনঞ্জয় ও এর সংঘাত—দুজনেরই দরকারী পরিবর্তনে শেষ মীমাংসা

লক্ষ্মী—গজেনের মেয়ে—আন্দোলনের সময় গরীব ভদ্রঘরে বিয়ে—অমিল—

গাঁয়ে আছে—নেতৃস্থানীয়া—লক্ষ্মীর সমস্যা দেখা দিল—চাষাভুষো পল্লীপরিবেশ ছেড়ে দিলে—উচ্চস্তরে উঠে গেলে—দেশের সেবা করেও প্রেম সার্থক হয় : তার জগতে প্রেমের সার্থকতা নিন্দনীয়, প্রথার বিরোধী—উচ্চসমাজে নয়। কোনটা ছাড়বে ?

Note : ভাদ্রসংখ্যায়[২] দু'জন উদ্বাস্তু দোকানী কারখানার কাছে : পরে আরও আসবে।

Note : গঙ্গা [র] স্বামী জেলে—ভাদ্রসংখ্যার শেষে এটা উল্লেখ করা হয় নি।—

জেলে কর্মীদের সঙ্গে মিশে তার সংশোধনের চেতনা : মৃত্যুশয্যায় শেষ দেখা দেখতে চাওয়ায় কৌশলে বাড়ীতে আসা—রাত্রে গঙ্গাকে বলবে, ভাল হব, তাই একবার দেখতে এলাম—খুব বেশী অসুস্থ নই—

[চার পৃষ্ঠা জুড়ে লেখা—শেষ দু'টি Note লাল পেন্সিলে। পরবর্তী অংশটি বহু পরের পৃষ্ঠায় পৃথকভাবে লেখা। বিষয়গত সাদৃশ্যের বিচারে একসঙ্গে গ্রথিত হল।]

ঘনরামের পিসী সুখতারা
ইতিকথা :
ভুলা বাগ্দীর ছেলে বলাই—ট্রেনে কাটা। ২৩
গদা—জগদীশের বিশ্বস্ত চাকর ২৩
মাঝের গাঁ—নন্দর বাড়ী
সাবিত্রী—শুভর মা
তালতলা—গজেনদের পাড়া
সাঁতরাদের নববিবাহিত ছেলে
হরিপদ—উগ্র—পেটে আমাসায় ২৪
শুভকে অগ্রাহ্য
ইচ্ছামতী—গাঁদার শাশুড়ী ৪৩—৪৪
ভুতো—গাঁদার ভাই ৪৫
প্রৌঢ় বয়সী শশাঙ্ক—খালি পা
খালি পায়ে খালি গায়ে আট হাতি ধুতি—শুভকে অগ্রাহ্য

Note : শুভর যেমন জগদীশের সঙ্গে কৈলাসের তেমনি কালীভক্ত ত্রিভুবনের সঙ্গে লক্ষ্মীকে নিয়ে

গোকুল—লক্ষ্মীর স্বামী—সাত বছর নেয় না—অন্য মেয়ে নিয়ে থাকে—
হেড মাষ্টার বীরেন চাটুয্যে—
নায়েব কালীচরণ

গোষ্ঠ, সুখন
সুখন—ধীর শান্ত মনে কাঁসারি হয় কিন্তু বদমেজাজী
অমৃত—গঙ্গার স্বামী
সৌমেন জমিদারের ছেলে ঐ বন্ধু
শিবনাথ—জগদীশের মন্দিরের পুরোহিত—
রায়দের বুনোবাবু—৪৫ বজ্জাত—গাঁদার দিকে নজর
মহিমের ঈর্ষা—
শম্ভু দাস—মহিমের ছদ্মনাম—উদ্বাস্তু
জনা লেভেল ক্রসিং
ইচ্ছামতী—লোচনের বৌ
পরি : ৪
ভোরে চাষীরা ধরণীর কাছে যাবে—শুভর লুকিয়া [লুকিয়ে] আলাপ শোনা
—ধরণীর বাড়ী…(মাটি থেকে[৩])
পরি : ৫
গাঁদার কাছে মহিমের চিঠি—মহিমের কলকাতার বিবরণ
৬
শুভর জন্মদিনে কলকাতার উৎসবে নন্দ—ফিরোজ রহমান
৭
নবশিল্প মন্দিরে নবজীবন—সুখনদের সঙ্গে সংঘাত
৮
বাসন কারখানা নিয়ে শুভ নন্দ "তর্ক—লক্ষ্মীকে কাজে বাহাল—মায়া কারখানায় আসা—
[ডায়েরি ১৯৪৫ ।]

১৯৫২

১৯২ ॥ সাহিত্য প্রচার। সাহিত্যেও বারবার বিশেষভাবে একই আদর্শ ছড়িয়ে চেতনা দখল করা।

সাহিত্য না পড়লে কারও চেতনা দখল করা যায়?

[ডায়েরি ১৯৫২। তারিখ নেই। ডায়েরি শুরু হবার আগে Memorandum পৃষ্ঠায় লেখা।]

১৯৩ ॥ [১ জানুয়ারি ১৯৫২ মঙ্গলবার]

প্রতি নতুন বছরে নতুন ডায়েরী হাতে পেয়ে ডায়েরী লেখার সাধ। দেখা যাক এবার হয় কিনা!

কাল অনিলবাবুর[১] বাড়ী থেকে শক্তি প্রেসে গেলাম। বীরেন সিমলাই শক্তি প্রেসের মালিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। জমিদার—এই পথে নেমেছেন। প্রায় ৭০ বছর বয়স কিন্তু চমৎকার স্বাস্থ্য—আলাপে ব্যবহারে অত্যন্ত বুদ্ধিমান, কালচার সম্পর্কে উৎসাহী। মেয়েদের কাগজ 'অনন্যা'র পিছনে ইনিই আছেন।

আজ ছুটির দিন।

জীবনটা গুছিয়ে নেবার জরুরী চিন্তাতেই দিনটা কাটল। চারিদিকে নির্ব্বাচনের তোড়।

[ডায়েরি ১৯৫২।]

১৯৪ ॥ [৪ জানুয়ারি ১৯৫২ শুক্রবার]

বসুমতীতে খোঁজ নিতে গেলাম 'চিহ্ন'[১] সম্পর্কে। বইখানা নাকি ৮।১০ কপি আছে—তবে বসুমতী আবার ছাপবে কিনা ক'দিন পরে জানাবে। তারাশঙ্কর আর আমার বই[২] নিয়ে পরীক্ষা নাকি ব্যর্থ হয়েছে—বসুমতীর পাঠকের বাজারে আমাদের চাহিদা নেই!

কথাটা আমি অনেকদিন থেকে জানতাম। বাংলার পাঠক সমাজ স্পষ্ট তিন-ভাগে ভাগ করা: উচ্চশিক্ষিত বিদেশী প্রভাবপুষ্ট এক ভাগ, যারা 'কালচার' 'কালচার' করে, সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ আর নীচের তলার অল্পশিক্ষিত রক্ষণশীল সমাজ। সাহিত্য করতে নেমে এই রুচিভেদ সম্পর্কে আজ সচেতন না হয়ে উপায় নেই!

ফিরবার পথে মনোজবাবু[৩] 'চিহ্ন' ২য় সং[৪] নিতে রাজী হলেন না—উনি একটু প্রগতি বিরোধের দিকে যাচ্ছেন।

[ডায়েরি ১৯৫২।]

১৯৫ ॥ [৫ জানুয়ারি ১৯৫২ শনিবার]

টাকার চিন্তা!

শরীরের চিন্তা!

[ডায়েরি ১৯৫২।]

১৯৬ ॥ [৯ জানুয়ারি ১৯৫২ বুধবার]

বসুমতীতে গিয়ে অবাক!

সীতানাথ রায় মশায় জানালেন—চিহ্ন ঢের বেশী ছাপানো হয়েছিল—যদিও চুক্তি হয় ২৫০০ কপির! হিসেব করে দাঁড়াল ৩৩৬৬ কপি![১] হিসাবের ফাঁকে কত কপি গেছে কে জানে!

জোর করে না ধরলে—ডি. এম. লাইব্রেরী চিহ্ন ২য় ছাপানো সম্পর্কে চিঠি না লিখলে,[২] টনক নড়ত না—ধরাও পড়ত না যে আমি আরও প্রায় ১০০০ কপি বইয়ের জন্য রয়ালটি পাব![৩] লেখকদের এমনিই অবস্থা এদেশে!

[ডায়েরি ১৯৫২।]

১৯৭ ॥ 30.1.52 (সরস্বতী পূজা)

প্রগতি

উপন্যাস প্লট: বাবার সময় থেকে আমাদের পরিবার ধরে—টেকনিক হবে ৫ বছর পরে পরে এক একটি পরিচ্ছেদে পরিবর্তন দেখানো—

[ডায়েরি ১৯৪৫।]

১৯৮ ॥ Notes on: 'সাহিত্যে যেদিন থেকে—'[১]

আরম্ভ: অচিন্ত্যকে ধন্যবাদ। সেকালে যেমন অচিন্ত্য এবং আরও অনেকে নতুনভাবে লিখতে সুরু করে আমার আরও দেরী করে সাহিত্য সুরু করার পরিকল্পনা ভেঙে সাহিত্যে নামিয়েছিল—কল্লোলযুগ লিখে অচিন্ত্য তেমনি আমার সে যুগের কথা লিখতে বাধ্য করেছে—যে কাজটা আরও বছর দশেক পরে করব ভেবেছিলাম।

[ডায়েরি ১৯৪৫।]

১৯৯ ॥ ছন্দপতন[১]:

১ম প্রুফ শেষ…আর কাউকে দিতে পারি?

নবনাথ রায়—কবি নিজে
মানসী
বৌদি
তৃপ্তি—ম্যাট্রিক পাশ
হারাণ বাবু
ঐ ছেলে অবনী
[ডায়েরি ১৯৪৫।]

২০০ ॥ প্লট—উপন্যাস : আরোগ্য[1]

ধনীর ড্রাইভার—রোজ সহরতলীর আধাগ্রাম্য ঘরে ফিরে যায়—বুড়োর বৌয়ের কবলে—বৌটি দরদী কোমল ধার্মিকা—তেজী একেলে একটি মেয়ে—
বুড়োর বৌয়ের মোহ কাটিয়ে আরোগ্য
যুদ্ধ
স্বাধীনতা
ভারত বিভাগ…
[একই রচনার পরবর্তী খসড়া বহু পরের পৃষ্ঠায় লেখা। একত্রে গ্রথিত হল।]

আরোগ্য

কেশব
অনিমেষ সরকার
ললনার মা—নির্মলা
বড় মেয়ে মলিনা
স্বামী কমল—পাগল
পৃঃ-৮ : জনতা সম্পর্কে কেশবের মনোভাব
পরে বদলাবে—সে জানবে জনতার
কত ধৈর্য্য কত সহ্য
গোবিন্দ অবলা মায়া
↓
ছেলে রঞ্জন গণেশ পার্বতী
সাধক ভুবনেশ্বর
মোহিনী
কানু মিস্ত্রী
প্রণব—কেশবের ভাই
সুরতি—বিধবা বোন

শম্ভু—রান্না করে
অর্জুন চাকর—
Note : অর্জুনের নাম আগে উল্লেখ
Note : কেশব সাইকেল কিনবে—
২য় পরি [-চ্ছেদ]
কেশবের মুখে কেউ হাসি ত্যাখে না।
সরকারদের কাজ ছেড়ে দিয়ে বৈজ্ঞানিক অধ্যাপকের কাছে কাজ—পরে রাজনীতিকের কাছে কাজ
নরেশ—কেমিষ্ট
বিপিন—অবস্থা বদল
বকুল—ঐ মেয়ে

মিনু—কুমারী বোন—তাড়ানো উদ্বাস্তদের সঙ্গে গিয়েছিল—ফিরেছিল শচীনের রিক্সায়

হরেন—কানু মিস্ত্রীর কারখানার মালিক বিষ্ণু—মায়ার জ্যাঠতুতো ভাই,

সুধীর—কর্মচারী ঐ এরোপ্লেন চালায়—শুধু উল্লেখ

Note : কানু মিস্ত্রীর বেলা ছোট নয়—শরতের দোকানের কর্মচারীর মেয়ে—

Note : আগে বেলাকে একবার আনতে হবে

Note : আগে অনিমেষের ভাগ্যবিধাতা—বড় কর্মচারী আসবে—লালনার প্রত্যাখ্যানে অনিমেষের পদোন্নতি—ঘুষ বন্ধ—অবস্থা খারাপ—

মন্দ্রা পড়া ছেড়ে দেবে—চাল বজায় রাখতে ঋণের দায়ে—

লেখকের কথা[২]

অপবাদ—বিকার, পিছিয়ে পড়া লিখি [?]। দেশ এগিয়েছে। কিন্তু কোথায় ছিল কোথায় এসেছে না জানলে কি প্রগতি ধরা যায় ?

[ডায়েরি ১৯৪৫। দু'-পৃষ্ঠা জুড়ে লেখা। একেবারে শেষে 'লেখকের কথা'-অংশের প্রথম বাক্যটি স্পষ্ট নয়—যথাযথ মুদ্রিত হল।]

২০১ ॥ প্লট—চাষীর মেয়ে কুলীর বৌ[১]

[ডায়েরি ১৯৪৫।]

২০২ ॥ সোনার চেয়ে দামী[১]

রেবা—অলকার বদলে রেবাই রইল

সঞ্জীব—আশা

রাজীব—বাসন্তী

দীননাথ—রাজীবের পার্টনার—

৪র্থ ফর্মার শেষ…তফাৎ থাকলেও যে রাঁধুনী…

[ডায়েরি ১৯৪৫।]

২০৩ ॥ সোনার চেয়ে দামী—২য় ভাগ[১]

আপোষ

শকুন্তলা—বয়স্কা কুমারী—বিয়ে হয় না কেন ?

লতিকা }
অমিয়া }

বামাচরণ—কবি

নীরেন দত্তের স্ত্রী বিভাবতী : ভাড়াটের সঙ্গে মেয়েদেরও ঝগড়া

মেয়ে দুটি নাচে গানে অদ্বিতীয়া
সুধীর মুখার্জির স্ত্রী মিশুক—ছেলের বৌ অঞ্জলি লাজুক—মেয়ে নমিতা
সেনদের রাঁধুনি আবার পালিয়েছে—বিনয় সেনের বৌ সুহাসিনী
ঘোষাল বাড়ী থেকে এসে রাঁধুনী তিনদিনে ফিরে গেল—
পরেশ—৮০৲ টাকা পায়—একখানা ঘর—তিনটি ছেলেমেয়ে :—বৌ অমলার আবার ছেলেপিলে হবে—
রাজেন মল্লিক—
শোভা : বড় বৌদি বরদা
প্রভা : রামনাথ
বাসন্তীর ভাড়াটে : চরণদাস—বৌ রাধা—মেয়ে প্রণতি—
চরণের ভাই গৌর

সুমথ :
১১ ফর্মা শেষ "···শুধার দোকানদার অল্প
[ডায়েরি ১৯৪৫।]

২০৪ ॥ বাস্তবিক[১]
বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব যেমন বিস্ময়কর—মানিকবাবুর সম্পাদিত মাসিকপত্রে তার চেয়ে কম বিস্ময়কর দৃঢ়তার ও স্পষ্টতার সঙ্গে
[ডায়েরি ১৯৪৫। আর কিছু নেই।]

২০৫ ॥ সার্বজনীন[১]
১

Notes :—রেশনের দোকানে—
পরমেশ্বর
নিখিল—মার্জিতরুচি ছেলে
বরুণ—রেশন ক্লার্ক
কেষ্ট—রেশন মাপে
সুরঞ্জন : পাশ করে চাকরী : বিয়ে করে নি : ভারিক্কি বলে পরিচিত হতে সাধ :
আদিনাথ :
শশধর : নেশাখোর
প্রৌঢ় রবীন্দ্র সরকার :

ধীরেন :
সদাশিব
নরেশ :
বিশু
প্রণব
নিশীথ
অচিন্ত্য : সুরঞ্জনের বাবা

দুই
বিধুভূষণের বাড়ীটা
ঈশ্বরের কেনার কথা—
পূর্ব্ববঙ্গের ভাইয়ের এজেণ্ট
হিসাবে—

পদ্ম : বিধুভূষণের সুন্দরী মেয়ে :
বিধুভূষণ :
পঙ্কজ—জ্ঞানের ছেলে
মহেশ্বরদের আনতে যাবে—ট্রেনে গণেশের মেয়ে [র] পরিচয় জানা
মহেশ্বর—স্ত্রী সুভাগিনী
বেলা—গণেশের কিশোরী বোন
প্রতিমা
সাধন—প্রতিমার দাদা
গণেশের বিধবা মা

[শিরোনামের পাশেই নীল পেন্‌সিলে লেখা : See July 25—অর্থাৎ ডায়েরি-বইয়ের মুদ্রিত তারিখ ২৫ জুলাই-এর পৃষ্ঠায় পরবর্তী অংশ লিখেছেন। বর্তমান লেখা শুরু হয়েছে মুদ্রিত তারিখ ২৬ এপ্রিল-এর পৃষ্ঠায়। পর-পর দু'-পৃষ্ঠা লেখা, তারপর অন্যান্য কিছু লেখা ও বেশ কিছু সাদা পাতা ছেড়ে, ২৫ জুলাই তারিখের শুরুতেই নীল পেন্‌সিলে লেখা : See April 26. উভয় অংশ একত্র গ্রথিত ক'রে পরবর্তী অংশ এর পরেই মুদ্রিত হল।]

সার্বজনীন
পরমেশ্বর
অলকা—সমীরের মা
পদ্মা—সমীরের বোন
বুনো—সবিতার সাত বছরের ভাই
সুরমা—মহেশ্বরের স্ত্রী
বিধুভূষণ=পরমেশ্বর একতলার ভাড়াটে ছিল—বাড়ী কিনল—ভাইরা সপরিবারে আসবে···
সমীর : বিধুভূষণের ছেলে
পদ্মা—ঐ মেয়ে
মানদা—গণেশ (সবিতা) মা
গোপেশ্বর? (ভূপেশ)—সবিতার বাবা—মৃত—স্বভাবকবি
নমিতা—সবিতার ছোট
সাধন—মহেশ্বরের ছেলে—চুপচাপ
অসীম—ঐ বন্ধু—সবিতাকে গান শেখাতে আসে—(পরিচয় ইত্যাদি?)

সুরমা—প্রতিমার দিদি

পরিচ্ছেদ চার

Note : পদ্মা কান্তিলালকে 'তুমি' বলবে গোড়া থেকে—

কালীপদ—উদ্বাস্তু
দোকানী—কাছেই দোকান
নিশীথ—পাশের বাড়ীর ১ঘরের ভাড়াটে
নলিনী—ঐ বৌ
তুলসী—মহেশ্বরদের ঝি
বস্তিতে অঘোরদের ঘরে সবিতারা ভাড়া নিল
মণ্টু—অঘোরের বাচ্চা ছেলে
সবিতার বাবা গোপেশ—কাপড়ের ছোট কারবারী স্বভাবকবি
নিশীথ—পাশের বাড়ীর ভাড়াটে
নলিনী—ঐ স্ত্রী

[ডায়েরি ১৯৪৫ ।]

২০৬ ॥[১]

দীননাথ—চানাচুরওলা
সুন্দর—ম্যাজিষ্ট্রেটপুত্র
মনোহর—সরকারী উকিল অনন্তবাবুর ছেলে
শঙ্কর—পুলিশ সায়েবের ছেলে
সলিল—আড়তদার ব্যাঙ্কারের ছেলে—
কৃষ্ণদাস—দীননাথের ছেলে
কামিনীবাবু—অঙ্কের মাষ্টার
হৃদয়বাবু—হেডমাষ্টার
নাজির—সহপাঠী
অশোক—সহপাঠী
হীরেন—ঐ
ঘোষাল—চোখের ডাক্তার
পাগলা ডাক্তার—উকিল—সবাই সঙ্গে যেতে বাড়ীতে পড়া ডাক্তার—[?]
হৃদয় নন্দী—মহাজন
পরাণ চৌধুরী—পাট ব্যবসায়ী
চিন্ময়—পাগলা ডাক্তারের ভলাণ্টিয়ার
শচীন—সহপাঠী

অমলা—শচীনের দিদি—মেয়ে স্কুলে পড়ান
দশ বছরের মেয়ে সাত বছরের ছেলে সুধা ও মণ্টু
শ্রী—সুন্দরের বোন
বুড়ো বংশী—চাষী দীনু ঘোষ
হানিফ শম্ভু—সহপাঠী
সুধীর ও নির্মল—ভলান্টিয়ার
[ডায়েরি ১৯৪৫ ।]

২০৭ ॥ ত্রৈমাসিক প্ল্যান

(মে, জুন, জুলাই ১৯৫২)

১। কঠোর চেষ্টার দ্বারা এই তিনমাসে বর্তমান অবস্থা অনেকটা বদলাইয়া না দিলে সর্ব্বনাশ ঠেকানো যাইবে না।

প্রধান কাজ তিনটি :

(ক) সমস্ত খরচ ও ঋণ মিটাইয়া ব্যাঙ্কে অন্ততঃ পাঁচশত টাকা সঞ্চয় করা।

(খ) বাবুর[১] স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং লেখা ছাড়া অন্যভাবে রোজগারের চেষ্টা করার সময় ও সুযোগ পাওয়া।

(গ) C ও D[২]-কে সম্পূর্ণ কন্ট্রোলে আনা এবং সিগারেট খরচ[৩] কমাইয়া দেওয়া।

২। বিবেচ্য বিষয় :

(ক) বাবুর উপর চাপ না কমাইলে বাবুর পক্ষে স্বাস্থ্যের উন্নতি, CD জয় করা বা সিগারেট কমানো সম্ভব হইবে না। কোনরকমে প্রাণপণে ঠেকা দিয়া চালাইতে হইলে, এ রকম দুশ্চিন্তা ও খাটুনি চলিলে মনের জোর খাটানো একেবারেই অসম্ভব।

(খ) পদ্মানদীর[৪] ৫ম সংস্করণের[৫] জন্য কিছু টাকা পাওয়ার ভাল সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। এ রকম সুযোগ হয়তো আর আসিবে না। অবিলম্বে তিনমাসের প্ল্যান সুরু করিতে হইবে।

(গ) আগে কি হইয়াছে, কি করা উচিত ছিল এসব লইয়া আপশোষ করিয়া কোন লাভ নাই। স্থির মাথায় বাস্তব অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে এবং কি করা সম্ভব তাহাই স্থির করিতে হইবে এবং কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে।

৩। মূলনীতি :

যাহা না হইলে কোনমতেই চলে না কেবল সেজন্য ছাড়া সমস্ত খরচ বন্ধ। প্রত্যেক বিষয়ে যতদূর সম্ভব খরচ কমানো।

(ক) লোকে কি ভাবিবে, লোকের কাছে মান থাকিবে কিনা এসব ভাবিলে চলিবে না। পরে অবস্থা বদল হইলে আবার সবই হইবে।

এরূপ চলিতে থাকিলে হয়তো ছয়মাস একবছর টানিয়া চলা সম্ভব—তারপর বাধ্য হইয়াই লোকের কাছে মানের কথা বাদ দিতে হইবে। তার চেয়ে তিনটা মাস চোখ কান বুজিয়া কাটাইয়া দিয়া ভবিষ্যতে সুখী হওয়া ভাল।

(খ) শুধু ডালভাত খাইয়া থাকিলে মানুষ মরে না। তিনমাসে স্বাস্থ্যের হয়তো সামান্য ক্ষতি হইতে পারে।

(গ) বাবুর CD এবং সিগারেট ডালভাতের মতই দরকারী ভাবিতে হইবে। বাবুর এটা অন্যায়, স্বার্থপরতা, বাবুর এরকম করা উচিত এসব নীতিকথায় কোন লাভ নাই। কারণ, দেখা গেল কাজে কোন ফল হয় না।

সকলে মিলিয়া চেষ্টা না করিলে বাবুর পক্ষে CD ও সিগারেট কমানো অসম্ভব। প্ল্যানটা করাও সেইজন্যই। এ বিষয়ে তর্ক করা নিষ্ফল। তর্কে বাবুকে হারাইয়া দিলেও কাজের ক্ষেত্রে কিছুই ফল হইবে না।

(ঘ) অন্য কোন উপায় যখন নাই, বাবুকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করাই ভাল!

প্ল্যান

১। CD ও সিগারেট সম্পর্কে :

ক্রমে ক্রমে কমানো—

ক্রমে ক্রমে কমানোর নিয়মটা কঠোরভাবেই পালন করিতে হইবে কিন্তু যান্ত্রিকভাবে নয়। অর্থাৎ ২।১ দিন বেশী খাইলেই যে সব নষ্ট হইয়া গেল এরূপ ভাবিলে চলিবে না। কারণ, খানিকটা এদিক ওদিক হইবেই—বিশেষতঃ প্রথম মাসে।

মনে রাখা দরকার, স্বাস্থ্য যত ভাল হইবে ততই মনের জোর বাড়িবে। D খাওয়ার জন্য ছটফটানি কমিবে।

১ম মাসের চেয়ে ২য় মাসে অনেক সহজ হইবে, ৩য় মাসে আরও সহজ হইবে।

২। নিয়ম :

(ক) হিসাব হইবে সাপ্তাহিক ও মাসিক। অর্থাৎ আগের সপ্তাহের তুলনায় পরের সপ্তাহে কমিল কিনা। সেইরূপ মাসের হিসাব।

(খ) প্রথম দিকে কমানোটাই সব চেয়ে শক্ত কাজ। যে মাসে একটু এলোমেলো হইবে—বিশেষতঃ প্রথম দিকে। বিশেষতঃ যে মাসের প্রথম দিকে লেখারও চাপ আছে। আরও কিছু টাকা চাই। এজন্য হতাশ হইলে চলিবে না। মূল নিয়ম ঠিক আছে কি না দেখিতে হইবে।

May

1st week—দৈনিক ½D বেশী না হয়। মোট ৩½D

2nd week—দৈনিক ৮ আউন্সের বেশী না হয়। মোট 3 D

3rd week = আরও কমানো। এই সপ্তাহে এক একদিন একেবারে বাদ দিবার চেষ্টা আরম্ভ। এজন্য ডাক্তারের নির্দেশমত ভাল ব্র্যাণ্ডীর সাহায্য।
↓
এইভাবে[৭]

[ডায়েরি ১৯৫২। সম্পূর্ণ অংশটি ১২ জানুয়ারির পৃষ্ঠায় শুরু হয়ে ২০ জানুয়ারি তারিখে শেষ হয়েছে, কিন্তু এই তারিখ অবশ্যই লেখার প্রকৃত তারিখ নয়, এবং সমগ্রতার বিবেচনায় এই 'ত্রৈমাসিক প্ল্যান' একটিমাত্র সংখ্যা-দ্বারা চিহ্নিত হয়ে একটি পৃথক অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হল।]

২০৮ ॥ সুস্পষ্ট চিন্তার মধ্যে থাকে শুধু নিশ্চিত আশ্বাস—
ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করা নিয়ে
আশা ও বিশ্বাস—
চিন্তাজাল বুনে যাও কেন,
অবিরাম আপনার মনে?
8. 7. 52.

[১৯৫১ সালের ডায়েরিতে লেখা কবিতার খসড়া। ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নি।]

২০৯ ॥ পশ্চিমবঙ্গে ধান সংগ্রহ ৭৷৷০ দরে
চালের দর ১২৲ বেশী পাওয়ার কথা নয়।
স্বাধীনতা[১] 6. 8. 52

[ডায়েরি ১৯৫২।]

২১০ ॥ 1.10.52

কনকদের বাড়ী বিজয়া উপলক্ষে অনেকদিন পরে—সকলে খুব খুসী। কানাই আর পাড়ার ছেলেরা হঠাৎ দল বেঁধে বিজয়ার প্রণাম করতে—আমার বই সিনেমা[১] হবে শুনে!

চিৎপুর জুট মিল মজুর এলাকার শিক্ষার্থী সঙ্ঘের প্রীতি সম্মেলন—গাড়ী পাওয়ায় সকলকে নিয়ে গেলাম। এরকম এলাকায় গণনাট্যকে কখনো দেখি নি—বেশ জমলো। কারণ, গান ও কবিতা উঁচুদরের না হয়ে সহজ ও প্রাণময়—৯টায় বাড়ী।

[ডায়েরি ১৯৪৮/ক। বর্তমান অংশ থেকে ১৯৪৮/ক-এর ডায়েরি-বই বস্তুত দৈনন্দিন সংসার-খরচার হিসাব-খাতা। ১.১০.৫২ থেকে ডিসেম্বর '৫৩, এক বছরেরও কিছু বেশি সময় জুড়ে পর-পর তারিখ দিয়ে লেখা সংসার-খরচার হিসাবের ভিড়ে, কখনো ধারাবাহিক কখনো-বা কয়েকদিন অন্তর টুকরো রোজনামচা—অনেক ক্ষেত্রেই সামান্য এক-আধ লাইন লেখা বা বিচ্ছিন্ন কিছু শব্দ, সম্পূর্ণ বা স্পষ্ট বাক্য পর্যন্ত নয়। রোজনামচা-জাতীয় শেষ লেখার তারিখ ১৫.১১.৫৩। এ-জাতীয় ছোটবড় সমস্ত অংশের উৎস যে ডায়েরি ১৯৪৮/ক, অংশগুলির শেষে তা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হল না। কালানুক্রম-অনুসারে মাঝে-মাঝে এসে গিয়েছে অন্যান্য উৎস থেকে গৃহীত পাঠ—যথাস্থানে তা নির্দেশিত হয়েছে।]

২১১ ॥ 2.10.[52]

সকালে কোরক সিঁথি কলোনী বিজয়া সম্মেলন উপলক্ষে—

সিগারেট ট্যাক্স বৃদ্ধি সুতরাং—

রঞ্জিতদের বাড়ী লক্ষ্মী প্রতিমা—

স্বাধীনতা সম্পাদকমণ্ডলীকে গল্প ফেরত না দেবার জন্য অনুযোগ দিয়ে চিঠি—

২১২ ॥ 3.10. [52]

মানিকতলা উদ্বাস্তু বিজয়া সম্মেলন, তারিখ ভুল করে বিকালে লোক এসে হাজির। আমায় বলেছিল ৫ই অক্টোবর।

ডলি শান্তা রাঙাদির বাড়ী—

২১৩ ॥ 4 10. [52]

জ্বরভাব—সিঁথি সভা বাতিল—ডলির অন্ধ স্বার্থপরতায় অন্য সব চিকিৎসা ব্যর্থ হওয়ায় নূতন ব্যবস্থার সূত্রপাত—

২১৪ ॥ 5.10.52

আজ রাত্রি থেকেই সব বিষয়ে ভিন্ন থাকা আরম্ভ করলাম। পাউরুটি আনিয়ে হরলিক্স দিয়ে খেলাম।

২১৫ ॥ 6.10.52

আমার ভিন্ন রান্না, নিজে রাঁধব—কলহ দুপুরে মিটল। কিন্তু লঘুক্রিয়া হবে না। ডলিকে আরেকটা সুযোগ দেওয়া উচিত। আমিও খুব চটাচটি করেছি।—

২১৬ ॥ 7.10. [52]

সচিত্র ভারত চেক ফেরৎ[১]

বিকালে বর্ষা সুরু

২১৭ ॥ 8.10. [52]

বর্ষা চলছে…

২১৮ ॥ 9.10. [52]

বর্ষা চলছে…

২১৯ ॥ 10.10.52

রাত্রে উপোষ :

২২০ ॥ 17.10. [52]
সন্ধ্যায় বাজী পোড়াতে আঙুল ঝলসানো-

২২১ ॥ 18.10. [52]
কালী

২২২ ॥ 19.10. [52]
কাঁচড়াপাড়া—ডলি বিকালে—দাদা—ফোঁটা—কাঁচড়াপাড়া—শুধু ফেরার ট্রেন টিকিট

২২৩ ॥ 20.10. [52]
শিপ্রা মঞ্জুদের থিয়েটার

২২৪ ॥ 26.10. [52]
অনেকদিন পরে রাত্রে বালীব্রিজে বেড়াতে—

২২৫ ॥ 27.10. [52]
উই সর্ব্বনাশ করেছে বইয়ের—সারাদিন বই রোদে দেওয়া নিয়ে

২২৬ ॥ 28.10.[52]
স্বাধীনতা নতুন আপিস, শান্তিসংসদ পাকভারত

২২৭ ॥ 2.11.52
P. W. A শারদীয়া সাহিত্য

২২৮ ॥ 3.11. [52]
'Vairab's Revenge'[১] গল্প সম্পর্কে চিঠি Pokorny[২]-কে

২২৯ ॥ 5.11. [52]
বীণা কামাই

২৩০ ॥ 6.11. [52]
Pokorny-কে Temper[১] গল্প
শিল্পীঠ ষ্টোভ উপহার—

২৩১ ॥ 7.11. [52]
চারু ঝি বিকাল থেকে

২৩২ ॥ 12.11. [52]

রাত ৮টায় ঘুমিয়ে সকাল ৪॥০টে পর্য্যন্ত ঘুম···

২৩৩ ॥ 12.11. [52]

পরিচয় আপিস সন্ধ্যায়—পথে উপক্রম···

সত্যযুগের সাহিত্য সম্পর্কে লেখা···

২৩৪ ॥ 13.11. [52]

সকালে উপক্রম—সন্ধ্যায় ভলির বৌদি—শিপ্রা টালায় বেড়াতে ··

২৩৫ ॥ 17.11. [52]

মানিক দাস—আত্মকাহিনী—[১]

রাত্রে শিপ্রা আনতে টালা

২৩৬ ॥ 18.11. [52]

শিপ্রা সন্ধ্যায় ফিরল সুমিত্রার সঙ্গে···

২৩৭ ॥ 26.11 [52]

আজ থেকে সকালে নগদ দামে আধপোয়া দুধ বন্ধ—

২৩৮ ॥ 29.11. [52]

I.A.H.লে [Hall-এ] ভিয়েনা বিশ্ব শান্তি—

২৩৯ ॥ 2.11.52

সাহিত্য জগৎ কালিদাস বন্দ্যো। সকালে হঠাৎ—কথা বলতে বলতে ৫০৲ দিয়ে 'নাগপাশ' চুক্তি[১]—বিদ্যুৎ বন্ধ—candle এনে তার বদলে হরলিক্‌সের মোটায় [মোটকায় ? *] ২ সলতে প্রদীপ জেলে লিখছি—কোন অসুবিধা নেই !

টুটু ইংরাজী পরীক্ষা—আজকালের মধ্যে—তবু ভাল দিয়েছে—

[* 'মোটকা'—কৌটোর ঢাকনা : পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিক শব্দ। কিছু আগে, 'candle এনে' সম্ভবত হবে : 'candle না এনে'। একেবারে শেষ বাক্যটির অর্থও খুব স্পষ্ট নয়, কিছু অংশ কাটা ছিল।]

২৪০ ॥ 3.12. [52]

ভলি নাপিত নখ কাটা—বুড়ো আঙুল পাকা—বাবু দাঁতভোলা—

২৪১ ॥ 4.12. [52]

ডলির বৌদি—

অই ১

রাত ২টায় ঘুম ভেঙ্গে ২ ঘণ্টা গভীর চিন্তা

২৪২ ॥ 5.12 [52]

দুলালী টুটুকে মুখ ভ্যাংচায়, ডলির মেজাজ গরম—যুঁথিকে ডেকে পাঠাল—এল না!

২৪৩ ॥ 6.12 [52]

সকালে ডলিকে আঙুলের জন্য ডাঃ দাসের কাছে—ডাক্তার নেই!

সারাদিন cross-word নিয়ে—

শরীরটা এমন যে আসল কাজে মন বসছে না—

কত কাজ যে জমেছে!

২৪৪ ॥ 7.12. [52]

ডলি সারারাত কোঁকালো—শেষ রাত্রে চা আর সেঁক দিলাম—বেলায় ছুঁচ ফুটিয়ে দিতে চিরিক করে পুঁজ বেরিয়ে ৫ মিনিটে আরাম—অল্পক্ষণের মধ্যে গাঢ় ঘুম…

২৪৫ ॥ 8.12. [52]

সকালে কালাচাঁদ হঠাৎ—বাড়ী তৈরীর জন্য ড্রামের দরকার—হঠাৎ দেখি আলোর বিলের সাতদিনের নোটিশের সময় পার—বেরোলাম, কিন্তু বাসে উঠে ফিরলাম—সময় নেই—কাল পাঠাতেই হবে—সন্ধ্যার পর রাঙাদি তপু গাগাদের নিয়ে—মুস্কিল!

২৪৬ ॥ 9.12. [52]

দুপুরের মধ্যে ৩ বার উপক্রম—হল না।

২৪৭ ॥ 10.12. [52]

নাভানায়—

২৪৮ ॥ 11.12. [52]

মঞ্জুকে (ব্রহ্মা) পরশমণি

গৌরীকে বিজ্ঞান বিচিত্রা ৩ খানা—

২৪৯ ॥ 15.12. [52]

আজ নতুন দুধওলা—একপোয়া—

২৫০ ॥ 19.12. [52]

আবার উই! কদিন আগে নতুন বই তাকে রেখেছি, তাতেও!

২৫১ ॥ 20.12. [52]

ইলিশ ১৲ সের—কী কারসাজি! সামনের বছর ইলিশের দুর্ভিক্ষ!

নতুন দুধওলা মোট পাওনা ১৶.—এর কাছে বন্ধ।

পুরানো গোয়ালা ৩৫৲ মন হিঃ দেবে—

২৫২ ॥ 21.12. [52]

খোকন না বলে ক্রিকেট খেলায়—টুবলু চটুর সঙ্গে দুপুরে—সন্ধ্যায় রাঙাদা রাঙাদি—বকর বকর!

২৫৩ ॥ 22.12. [52]

উল্টাডাঙ্গা ষ্টাডিসার্কেল সাংস্কৃতিক—৫-৩০এর সভা সুরু ৭টায়—শ্রোতা সম্পর্কে ভুল ধারণা জন্মে দিল—ভাবলাম আগে ২ দিন অনুষ্ঠান হয়েছে উদ্যোক্তারা জানে—সমাজ ও সাহিত্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে জমল না—শীতের রাত, সবাই নাটক দেখতে উৎসুক—

২৫৪ ॥ 23.12 [52]

D.M.সার্বজনীন[১] পাওনা দিচ্ছে না[২]—গল্পভারতী[৩]—উপেনদা[৪], তেতালায় মালিকের আপিসঘর-ঠাকুরঘর! রামকৃষ্ণের অনেক ছবি, খালি পায়ে ঢুকলাম—দশনসংস্কার চূর্ণম উপহার—

সকালে জরভাব হয়েছিল, বিকালে ঠিক—New Hungary Exhibition—ছেলেমেয়ে পরীক্ষাপাশ—

২৫৫ ॥ 24.12. [52]

ডলিরা টালায়

টুটু ২।৪ দিন থাকবে—

২৫৬ ॥ 26.12. [52]

সকালে বেরিয়ে D.M.চেক—N.B A থেকে Check-এর চিঠি—চিহ্ন অনুবাদ[১]—13.12 চিঠি এসেছে—এতদিনে জানলাম--

২৫৭ ॥ 29.12. [52]

কৃষ্ণারা

১৯৫৩

২৫৮ ॥ 1.1.53

সস্ত্রীক অনিল[১] আর ত্রিদিব[২]—

D. M. গোপালদাস নাকি বসুমতীর বিরুদ্ধে মামলা করবে অহিংসা[৩] গ্রন্থাবলীতে[৪] ছাপানোর জন্য—ধাপ্পাবাজি—

২৫৯ ॥ 2.1.53

রিভার্স কর্নার-এর সঙ্গে 'লাজুকলতা' চুক্তি…[১]

২৬০ ॥ 4.1.53

এতদিন পরে নিরঞ্জনের ভাই[১]—সিনেমার ব্যাপার[২]—

২৬১ ॥ 7.1. [53]

University 5th & 6th yr. Bengali Students সভা : 46-এ P. W. A.

২৬২ ॥ 10.1. [53]

বেঙ্গল পাব [পাবলিশার্স] : নতুন পত্রিকা[১] সম্পর্কে মুস্তাক আলী[২], লেখক-বৈঠক—তারাশঙ্করের মুখ খুব শুকনো—আলী প্রায় আমার দিকে চেয়ে কথা বলল, কথা শুনল শ্রদ্ধার সঙ্গে—সেখান থেকে ৫-১০ গাড়ীতে হালিসহর—সেকেলে যাগায় ভাল প্রগতির সভা—আমি যখন গেলাম হীরেন[৩] চলে আসছিলেন—বক্তৃতা জমল—বাসে ফিরলাম—

২৬৩ ॥ 11.1. [53]

ময়দান !

২৬৪ ॥ 14. [1.53]

দাঁত—

২৬৫ ॥ 17.1. [53]

Patriotic+Madan Mohan Library—V.I.—
'সুসাহিত্য কু-সাহিত্য'—[১]

২৬৬ ॥ 20.1. [53]

সরস্বতী পূজা…পূজার চেয়ে সারাদিন ঘুড়ি কাটা দেখার আনন্দ…
সন্ধ্যা ৭টায় ঘুম—রাত ১১॥০টায় উঠে খেয়ে আবার ঘুম

২৬৭ ॥ 22.1. [53]

ফাল্গুনীদের বাড়ী শিক বাঁকিয়ে চুরি—

২৬৮ ॥ 23.1. [53]

নেতাজী জন্ম : টুবলুদের 'লক্ষীর পরীক্ষা' :

২৬৯ ॥ 27.1. [53]

চেক চিহ্ন contract সই করে পাঠালাম[১]—

২৭০ ॥ 29. 1. [53]

শেষরাত্রে চন্দ্রগ্রহণ—
আলমবাজার মাঝারি ট্যাংরা ১৲ সের ! বরানগর চাঁদামাছ ৸০ সের !

২৭১ ॥ 30.1. [53]

ইলেকট্রিকের তারে পাশের বাড়ী তৈরীর শিক ঠেকিয়ে ঠিক বাড়ীর সামনে লোকারণ্য [?]—মিস্ত্রী মরল—E. কোম্পানীর সায়েব, দারোগা পুলিশ—রাত দশটায় লাশ মর্গে গেল।

২৭২ ॥ 3.2.1953

প্লট

গল্পেও ষ্ট্যালিনের সঙ্গে সামঞ্জস্য। নইলে গল্প হয় না।

[ডায়েরি ১৯৪৫। 'প্লট' কথাটি মস্ত বড় ক'রে লেখা—লেখার ধরন দেখে মনে হয়, যেনবা, খেয়ালের ঝোঁকে, কলম খুব জোরে চেপে ধ'রে, দ্রুত একটানে লিখেছেন।]

২৭৩ ॥ 6.2. [53]

ভজির ছোড়দার মৃত্যুসংবাদ—ভজি টুবলু টালা—P.W.A

২৭৪ ॥ 9.2. [53]

উপায় ?

স্মরণীয় দিন—সকালে অচল অবস্থা—দুপুরে ১টায় বেরিয়ে সব সচল করে রাত ৮টায় বাড়ী—

বেঙ্গল পুতুল ২য় চুক্তি[১]...

সারাদিন ঘুরেছি—দুপুর ১টা থেকে রাত ৮টা। ২ মাইল হাঁটা হয়েছে।

২৭৫ ॥ 10.2. [53]

আজও বেরিয়ে অনেক কাজ সেরে এলাম—প্রকাশকদের কাছে—ট্রাম বাস ছাড়া পায়েই চলতে এরকম ছোট ছোট হাঁটা ধরলে অনেক হেঁটেছি—ভুল করে কাছে ভেবে বসুমতী থেকে নাভানায়, সেখান থেকে ওয়েলিংটনে ট্রাম ধরেছি—প্রায় ১ মাইল হাঁটা।

অনভ্যাস। কী শ্রান্তিই বোধ করছি।

ডি. এম-এ পবিত্র গাঙ্গুলি ! কাল

[একেবারে শেষে, 'কাল' কথাটির পর আরেকটি শব্দ লিখে কেটে দেওয়া, তারপর আর কিছু নেই।]

২৭৬ ॥ 12. 2. [53]

ডলিদের শিবরাত্রি

দক্ষিণেশ্বর—২৲

২৭৭ ॥ 13.2. [53]

সন্ধ্যায় কানাই মা ! খুব হাসিগল্প !—?

২৭৮ ॥ 19.2. [53]

শরীর খুব খারাপ—বারবার জোরালো উপক্রম—কিন্তু সামলে যেতে পারলাম, একটু জ্বর পর্য্যন্ত হয়েছিল—

রাত্রে উপোস

গান !

২৭৯ ॥ 20.2. [53]

সকালে শরীর হাল্কা লাগছে, অস্বস্তি কেটে গেছে—

২৮০ ॥ 23 2. [53]

সকালে জ্বর—গা ব্যথা—বুকে সর্দ্দিকাশি—ডাক্তার এল—ওষুধ এল—বিকালে জ্বর কমে গেল—জ্বর নিয়ে ব্যাঙ্কে—ডাক্তারখানায়

২৮১ ॥ 24.2. [53]

আবার জ্বর এল—জ্বর নিয়ে ব্যাঙ্ক ডাক্তারখানা—বিকালে জ্বর ভাগল—গা-ব্যথা মাথাব্যথা কমল—

২৮২ ॥ 5.3. [53]

কমরেড স্তালিন অসুস্থ—

বিবরণ পড়েই বুঝলাম বাঁচবেন না—

২৮৩ ॥ 6.3. [53]

কমরেড স্তালিন কাল রাত্রি ৯-২০ মিঃ মারা গেছেন[১]—

সকালে স্বাধীনতায় খবর পাই নি—বেলা ৮টা নাগাদ রেডিওতে খবর শুনলাম—বিকালে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সভা—সবার মুখ ম্লান কিন্তু মৌন দৃঢ়তা—

২৮৪ ॥ 10.3. [53]

উপক্রম[১]—

২৮৫ ॥ 18.3. [53]

ছায়াবাণী[১] :

২৮৬ ॥ 23 3. [53]

বোম্বের পদ্মানদীর অফার নিলাম—চেক জমা দিলাম[১]

২৮৭ ॥ 26. [3.53]

সকালে নালু—১০৲

২৮৮ ॥ 27.3. [53]

সহরবাসের ইতিকথা[১] ২য় সং[২] নিয়ে ডি. এম-এর ছোটলোকামি—রেগে বইটা বেঙ্গলকে দিলাম—

পরিচয় আপিস

P. W. A সম্মেলন

২৮৯ ॥ 28.3 [53]

সকালে ক্ষিতীশ[১]

২৯০ ॥ 31.3. [53]

টালায় ভলির মা'র বার্ষিকী—গেলাম না।

২৯১ ॥ 2.4. [53]

কুকুর বাচ্চা[১]

২৯২ ॥ 3.4. [53]

শচীরঞ্জন[১]—নিরঞ্জনের চিঠি নি[য়ে]—বোম্বাই পদ্মানদী সম্পর্কে[২]—

· বিকালে অনিল দত্তের পুত্র হওয়ায় নেমন্তন্ন—

২৯৩ ॥ 4.4.53.

মহাবোধি হলে স্তালিনসভা—সভাপতি

সবাই গেলাম—আমি বাদে সকলের T.U.B. ch. [T.A.B.C.] injection—ফিরবার সময় হাতের ব্যথায় কাতর—

রমেশ সেন সুশীল জানা মণীন্দ্র রায় গোপাল হালদার সুভাষ[১] ইত্যাদি অনেকে এসেছে কিন্তু কাগজে যাদের নাম ছাপা ছিল তাদের একজনও নয়—ব্যাপারটা কি ?

২৯৪ ॥ 6.4. [53]

বিকালে নান্নু শেষপর্য্যন্ত আমার বাড়ীই এলেন—টালার বাড়ী তালা বন্ধ করে কালাচাঁদেরা গেছেন নেপাল বেড়াতে !

২৯৫ ॥ 8.4. [53]

নান্নুকে দুঃখ প্রকাশ করা চিঠি—

২৯৬ ॥ ১০-৪-৫৩

নান্নুকে আসতে বলেছিল—নান্নু আজ নিজেই এল !—

[শুরুতে লাইন কয়েক লিখে নিজেই কেটে দিয়েছেন ।]

২৯৭ ॥ 11.4. [53]

দুপুরে নান্নু খাবে—প্রগতি সাহিত্য সম্মেলন—আমি সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি—[১]

২৯৮ ॥ 11-4→13.4. [53]

রামমোহন লাইব্রেরীতে প্রগতি লেখক সম্মেলন ।

কদিন হিসাব লেখা হয় নি।

১৩ই নেতাজী সুভাষ ইনষ্টিটিউটে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—আশাতীত সাফল্য! ননী ভৌমিক বলল, এমন হবে কেউ বলে নি। আমি বললাম—আমি বলেছিলাম।

ননী—অন্য কেউ বলে নি। একটু হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম—

আজকেই শেষ করার কথা ছিল।

১৫ই প্রকাশ্য অধিবেশন হবে ঠিক হল।

২৯৯ ॥ 15.4. [53]

ওয়েলিংটনে প্রগতি প্রকাশ্য [সম্মেলন]—সবাইকে নিয়ে গেলাম—৭।৮ হাজার লোক!

ননীদের বেহিসাবী প্রোগ্রাম—খানিকটা এলোমেলো—

তবু সাফল্য। সাহায্যের আবেদনে পাঁচ মিনিটে অনেকগুলো টাকা— আমায় বলল ৮টা পর্য্যন্ত পুলিশ পারমিশন—

জানাল ৯টা পর্য্যন্ত বাড়ানো গেছে—

মিছে কথা।

আমার ঘাড়ে দায় দিয়ে গোপাল ননীরা সরে পড়ল—

৩০০ ॥ 16.4. [53]

নান্নুর হাতে কালাচাঁদের বৌকে চিঠি—রবিবার দুপুরে খেতে যাব। রাগ ভাঙাবার জন্য যেচে নেমন্তন্ন—

৩০১ ॥ 18.4.[53]

নান্নুর হাতে কালাচাঁদের বৌয়ের চিঠি—সুবিধা হবে না! আরেকদিন খাওয়াবে।

৩০২ ॥ 22.4.[53]

পুতুল গুজরাতী সং[১] চেক[২]—

৩০৩ ॥ 26.4.[53]

পার্ক সার্কাস লাইব্রেরী—গেলাম না, শরীর খারাপ।

৩০৪ ॥ 29.4.[53]

নান্নু খাবার কথা, এল না—

৩০৫ ॥ 1.5.53

নিভা প্রভা নিভার বর নালু-

৩০৬ ॥ 2.5. [53]

সন্ধ্যায় ঝড়বৃষ্টি—

৩০৭ ॥ 3. [5.53].

ঠাণ্ডা লেগে অল্প জ্বর গা ব্যথা—বিকালে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল—রাত্রে রাঙাদি রাঙাদা—

৩০৮ ॥ 5.5. [53]

অমল দত্ত, কাশীপুর রবীন্দ্র—ব্যারাকপুর

৩০৯ ॥ 9.5. [53]

ঝড়—

৩১০ ॥ 11.5. [53]

কালিদাস[১]

৩১১ ॥ 12.5. [53]

P.W.A. রবীন্দ্রজয়ন্তী—D.M.—পূর্ব্বাশা—ক্যালকাটা বুক ক্লাব—বেঙ্গল—রিডার্স কর্নার—

৩১২ ॥ 14.5. [53]

বাবা ভলিকে মনিঅর্ডারে ১৫৲—বাচ্চাদের আম—ডাঃ কিচলু[১] কলকাতায়—

৩১৩ ॥ 15.5. [53]

শান্তিসম্মেলন—ডাঃ কিচলু—

৩১৪ ॥ 16.5. [53]

কাশীপুর গণনাট্য সংঘ শান্তি+সংস্কৃতি+কিচলু সম্বর্দ্ধনা—আমি সভাপতি—ছাপা হ্যাণ্ডবিল—স্বাধীনতায় সকলের নাম—আমায় বাদ দিয়ে! ইচ্ছাকৃত? মানে কি?

৩১৫ ॥ 17.5. [53]

ময়দানে শান্তি প্রকাশ্য সভা—প্রধান বক্তা কিচলু—হাওড়ায় রবীন্দ্রজয়ন্তী করতে যেতে হবে—মানিক স্মৃতি সংঘের আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় বেলা ৩টায় উঁকি দিয়ে যাওয়ার কথা—দুপুরে হাওড়া থেকে যে কাকাবাবুর চিঠি নিয়ে এসেছিল সে এল, বললাম—যাব। বরানগরের জন চল্লিশেক লোক—প্রেমোৎপল আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় পরীক্ষক! উঁকি মেরে রওনা দিলাম—শরীর ভাল নয়। বাসে একজন চেনা ছেলে পেয়ে হাওড়ায় যেতে পারছি না কাকাবাবুকে খবর দিতে বলে শ্যামবাজারে নেমে বাড়ী ফিরলাম। ঝণ্টুর মুখেভাত। ছেলেমেয়েরা দুপুরে

৩১৬ ॥ 25.5. [53]

ডলিরা সকালে টালিগঞ্জে—নিজেরা একলাই যেত—জুঁথি আর তার নয়া সঙ্গী পেল—বিকালে একলাই ফিরবে—অনিলবাবুর বাড়ী মাছ রান্না করে দিলাম।

৩১৭ ॥ 27.5. [53]

ডলিরা যাদুঘর—লক্ষ্মীকে সঙ্গে নিয়ে—

৩১৮ ॥ 29.5. [53]

ডলিরা দক্ষিণেশ্বর—

৩১৯ ॥ 30.5. [53]

ডলিরা চিড়িয়াখানা—আমি যাই যাই করে শরীর খারাপ বলে যেতে পারলাম না।

৩২০ ॥ 3.6. [53]

ডলিরা তরুণ সিনেমায় 'বৈমানিক'—পেট খারাপ—বমি—

৩২১ ॥ 6.6. [53]

বেলঘরিয়া 'উন্নয়নী' নজরুল সুকান্ত দিবস—কুদ্দুস প্রঃ অঃ [প্রধান অতিথি]—

কুদ্দুস আজ সুন্দর বক্তৃতা দিল, কোনদিন এমন শুনি নি। কথা জড়িয়ে যেত, এলোমেলো উল্টোপাল্টা হয়ে যেত—এবার বেশ স্পষ্ট পরিষ্কার করে গুছিয়ে বলেছে—

লোকসমাগম সুবিধা নয়, উদ্যোক্তাদের অভিজ্ঞতা কম। রবীন্দ্র গৃহাংশ আনন্দবাজারের গ্যারেজ হওয়ায় প্রতিবাদ, রোজেনবুর্গ ফাঁসি রদ দাবী—প্রস্তাবাকারে উপস্থিত করা যায় না।

৩২২ ॥ 8. 6. [53]

সপরিবারে মানু—

৩২৩ ॥ 9.6. [53]

প্রশ্নোত্তর—

৩২৪ ॥ 10.6. [53]

আগামী—মানু রাঙাদি—

৩২৫ ॥ 12.6. [53]

বসুমতীতে শিবরাম—বাঁকা চোখের লেখা দিল[১] চারকোণা রঙীন কাগজে নীল সুতোর পাকা গেড়ো দেওয়া নিমন্ত্রণ পত্রের মত—বড়ই তোষামুদে—ট্রামের ভাড়া দিল !—

কাল মানুরা খাবে।

ডলির আজ কৃচ্ছ্রসাধনা। কিছু না পেয়েই সন্তুষ্ট—

অ্যান্টিসাকার দাম কমেছে—

৩২৬ ॥ 13.6. [53]

মানু মুক্তি রাঙাদি পিন্টদের দুপুরে খাওয়া—কাল থেকে টুটুর শরীর খারাপ—মানুদের সঙ্গে শিপ্রা টুবলু খোকন সার্কাস—

৩২৭ ॥ 15.6. [53]

১লা আষাঢ়—বেলা ১২টায় বর্ষার বৃষ্টি সুরু—সারাদিন কখনো জোরে কখনো টিপিটিপি—বৃষ্টি মাথায় করে ডলিরা টালায়, মানুরা যাদবপুর চলে যাবে, সকালে লেখার জন্য চতুষ্কোণের প্রত্যোত[১] : কাল মঙ্গলবার D বন্ধ—২টা আনতে গিয়ে দেখি লেখার কাগজের তলায় ১০৲ উধাও ! একটু ভেবেই খাটের তোষক তুলে পেলাম ! ডলির কাণ্ড—

ভাঙা সোনার চুড়ি বালিশের তলে রেখেছিল, অর্দ্ধেক টুকরো পায় নি—

তিন দিন পরে ভেবেচিন্তে আজ সকালে বালিশের ওয়াড়ের ভিতরে খুঁজে পেলাম !

রাত্রে ডলিরা মড়াকান্না শুনেছে—সকালে জানলাম অনিলবাবুর ভাই।

৩২৮ ॥ 16.6. [53]

৩০০৲র মত টাকা পাব—তবু কলকাতা গেলাম না। সব ঠিক ছিল—দুপুরে বিকালে গরম পড়তেই ক মাথাই ধরল !

৩২৯ ॥ 18.6. [53]

রাত্রে গেলাস কুঁজো ভাঙ্গা—এক ব্যাপার, ডলির উপর রাগ :

সকালে অস্পষ্ট মনে পড়ল ভাঙ্গবার কথা—আর সব ভুলে গেছি—ডলির কাছে সব শুনলাম—শ্যামবাজারের D বেশী খাওয়া হয়েছিল :

৩৩০ ॥ 20.6. [53]

টুবলুর পায়ের তলার পাকাটুকু নিয়ে হাঙ্গামা—দু'বার বরানগর—ডাক্তার পেনিসিলিন ফুঁড়লেন—

সুকুমারের বৌ—যার ছেলে হাসপাতালে মরমর হয়েছিল—

৩৩১ ॥ 23.6. [53]

কাল রাত ৩৷৷৹ শ্যামাপ্রসাদ[১] মৃত'

৩৩২ ॥ 26.6. [53]

রমেন গঙ্গো

৩৩৩ ॥ 27.6.[53]

A *Sec*-এর আরেকটি মেয়ের সঙ্গে শিপ্রা ফার্স্ট !

৩৩৪ ॥ 1.7.53

ট্রামে ২য় ভাড়া ১ পয়সা বৃদ্ধি—বিক্ষোভ[১]

৩৩৫ ॥ 3.7.[53]

ট্রামভাড়া—পুলিশ জুলুম—কাল হরতাল

৩৩৬ ॥ 4.7.[53]
ট্রামভাড়া বৃদ্ধি—অদ্ভুত হরতাল—সব বন্ধ—বেলা ৪টা পর্য্যন্ত

৩৩৭ ॥ 6.7.[53]
ক্ষিতীশ

৩৩৮ ॥ 8.7.[53]
টুটুর ব্যথা—ওর চিকিৎসা করতেই হবে

৩৩৯ ॥ 10.7.[53]
কাল বিকালে ট্রামের ব্যাপারে ডালহৌসিতে কিশোরদের লাঠিপেটা

৩৪০ ॥ 13.7.[53]
রথ—ক্ষিতীশ[১]

৩৪১ ॥ 14.7.[53]
কালিদাস[১]

৩৪২ ॥ 15.7.[53]
সাধারণ ধর্মঘট—

৩৪৩ ॥ 16.7.[53]
কাল বিরাট ব্যাপক গণ ধর্মঘট! আজ বিরাট ব্যাপক হাঙ্গামা—লাঠিগুলি খণ্ডযুদ্ধ— 'ছড়া' লিখে স্বাধীনতায় দিয়ে এলাম[১]—

৩৪৪ ॥ 17.7.[53]
হারবার্ট মার্শাল[১] পত্র যে পদ্মানদী তারা নেবেই...

৩৪৫ ॥ 19.7.[53]
ট্রামভাড়া বৃদ্ধি স্থগিত—ট্রাইবুনাল

৩৪৬ ॥ 22.7.[53]
ময়দানে সাংবাদিক দমন—

৩৪৭ ॥ 23.7.[53]
রঙমহল—গোপাল চট্টোপাধ্যায় 'প্রাগৈতিহাসিক' নাট্যরূপ—

৩৪৮ ॥ 25.7.[53]
ময়দানে কেন্দ্রীয় সভা—নীলরতনের 'Pegeon'-এ চুল ছাটা—

৩৪৯ ॥ 26.7.[53]
চন্দ্রগ্রহণ

৩৫০ ॥ 29.7.[53]
ময়দান

৩৫১ ॥ 31.7.[53]
আজ ট্রাম চালু—

৩৫২ ॥ 1 8.[53]
আষাঢ় বসুমতী—মজুরি[১] বাড়ী পৌঁছে দেবার কথা, এল না…

৩৫৩ ॥ 3.8.[53]
হঠাৎ চিন্তাদাদার ছেলে সুশীল—

৩৫৪ ॥ 6.8.[53]
টুবলু পা ব্যথা জ্বর—
বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি পরিষদের সভা—গেলাম না—টেলিফোন করে দিলাম —বিকালে টুবলুর জ্বর কম—

৩৫৫ ॥ 9.8.53—11.8.53
9.৪. হঠাৎ গা ব্যথা, বুক ব্যথা জ্বর—বিকালেই কমে গেল, বিষম ঘাম—বেশী D
11 8 আবার জ্বর—রাত্রে কমল—D কম—

৩৫৬ ॥ 12.8.[53]
কাল সংযম অভ্যাস করায় আজ শরীর খুব ভাল—কিন্তু সংযমে হয় না: খাটুনি না কমালে সংযমের সাধ্য হবে না!

৩৫৭ ॥ 14.8.53

পিয়ন ছাপা চিঠি দিয়ে গেল—ডাঃ রায়[১] লেখক শিল্পীদের ডেকেছেন—আগামীকাল রাইটার্স বিল্ডিং-এ[২]।

৩৫৮ ॥ 15.8.53

স্বাধীনতা দিবস—সবাই নিঝুম!

৩৫৯ ॥ 16.8.[53]

বেলগাছিয়া যুব উৎসব সকালে—বিকালে P.W.A-তে সুকান্ত স্মরণ—যেতে পারলাম না—শরীর রাজী নয়—

৩৬০ ॥ 28.8.53

ববনের মা এবং···

৩৬১ ॥ 30.8.[53]

ডলিরা রাঙাদির বাড়ী—

৩৬২ ॥ 31.8.[53]

ডলিরা টালায়

৩৬৩ ॥ 2.9.53

স্ব-নির্ব্বাচিত গল্প[১] চুক্তি[২]—চেক—

৩৬৪ ॥ 8.9.53

সারাদিন বর্ষা—কাল স্লিপে লিখেছিলাম ডিম দোকানের টাকা আজ দেব—বর্ষা বাদলে নিজে না গিয়ে স্লিপ দিয়ে খোকনকে পাঠালাম—টাকা ছাড়া মিলবে না! সঙ্গে সঙ্গে ছাতি মাথায় গিয়ে ১৮৶০ মিটিয়ে মল্লিক কলোনী থেকে ডিম নিয়ে এলাম—

৩৬৫ ॥ 15.9.53

মনস্থির : এবার শারদীয়ায় লিখব না। শুধু তেইশ বছর[১] ··

৩৬৬ ॥ 16.9.53

কী তাগিদ! সকলে শেষমুহূর্ত পর্য্যন্ত সময় দিতে রাজী···ক্ষিতীশকে বলে যদি তেইশ বছর পুজোর পরে স্থগিত করা যায়···

সন্ধ্যায় প্রাণতোষের[১] চিঠি…কেন লিখব না দু'পাতা লিখে দিলে-সেটাই সে ছাপবে !

৩৬৭ ॥ 17.9.53

ক্ষিতীশ সরলভাবে সব খুলে জানাল…পূজার আগে তেইশ বছর…না বার হলে মুস্কিলে পড়বে…মনস্থির, কিছু গল্পও লিখব ক্ষিতীশের বইও বার করব…

সকালে কালাচাঁদ

রাত্রে মাথা গরম—

৩৬৮ ॥ 19.9.53

.৫০৲ টাকায় বাঁধা রেখে গোষ্ঠর কাছে ১৭ মাসে স্থদ গুনলাম ২৬৸/০ ! ব্যাঙ্কের ম্যানেজার শুনে চটে গেছে—

[১৬. ৯.৫৩-র হিসাবের সঙ্গে লেখা ছিল : 'ডলির কান ছাড়ানো—১৩৵০ স্থদ !' ১৯.৯.৫৩ তারিখে : 'ডলি কান আরও স্থদ ১২৵০ (মোট ২৬৸/)' অর্থাৎ কানের দুল বন্ধক দেওয়া হয়েছিল।]

৩৬৯ ॥ 22.9.53

স্বাধীনতায় 'সশস্ত্র প্রহরী'[১] এবং মধ্যবিত্তে 'বিষ'[২] দিলাম—লাজুকলতার শেষ ফর্মা[৩]

৩৭০ ॥ 28.9.53

আজ খাদ্য অভিযান—

25.9.53 রাত্রে (!) রিডার্স কর্নারের লাজুকলতার সৌরেনকে কড়া চিঠি—লাজুকলতার শেষ ফর্মা কভার সই করলাম, টাকা কই ? আজ সৌ বিকালে হঠাৎ এসে হাজির। রাগ করে নি—খুব বুদ্ধিমান—(সেকেলে ?) পূজার আগে কিছু টাকা পাঠাবে—মানুষটা মানবতাপন্থী—

৩৭১ ॥ 29.9.53

বিরাট খাদ্য অভিযান—কিছু আদায়—।৶০ সের চাল !

টুটু শিপ্রা স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে exhibition—'শারদী'তে "ছোট একটি গল্প"[১]

প্রাণতোষকে চিঠি—কেন লিখলাম না লিখে রেখেছি, 'সাহিত্যের কানমলা'[২]। অনুরোধ করেছিল—লোক পাঠাচ্ছে না কেন ?

গল্পভারতীর অগ্নিশুদ্ধির[৩] প্রুফ দেখে দিলাম—মজুরি পাঠায় নি[৪]

৩৭২ ॥ 30.9.53

আজ পূজা বোনাস খাদ্য ইত্যাদি দাবীতে সাধারণ হরতাল—কেবল ট্রামবাস বন্ধ—বরানগরে দোকান বাজার খোলা—

৩৭৩ ॥ 1.10.53

মুখপত্রে 'রত্নাকর'[১] গল্পের প্রুফ নিতে অনিল কাঞ্জিলাল—সন্ধ্যার পর বসুমতীর লোক 'সাহিত্যের কানমলা'র[২] প্রুফ নিয়ে উপস্থিত—বর্জাইসে ছাপা বলে প্রুফ দেখলাম না—বকে দিলাম—দেখি কি হয়!

৩৭৪ ॥ 2.10.53.

'নরনারায়ণ' নাটক বেঙ্গল টেক্‌সটাইলের বাবুদের অভিনয়—ঠিক যেন যাত্রা!

৩৭৫ ॥ 3.10.53

থিয়েটার 'সাজাহান'—দেখাই হল না—'তেইশ বছর আগে পরে' প্রুফ প্রায় শেষ[১]...

৩৭৬ ॥ 4.10.53

তেইশ বছর সম্পূর্ণ[১]...ক্ষিতীশ বাকী চেক[২]...গল্পভারতী টাকা[৩]—

৩৭৭ ॥ 7.10.53.

অমর মুখো—ছেলের মুখেভাতের নিমন্ত্রণ জানাতে—

৩৭৮ ॥ 8.[10.53]

চেকো [চেকোস্লোভাকিয়া] থেকে 'চিহ্ন' চুক্তিপত্র ফেরত—রেডিওতে ভোরে সায়েলাপ্পা চণ্ডীপাঠ—

[একই তারিখের লেখা পরবর্তী অংশের উৎস ডায়েরি ১৯৫২।]

8.10.53

এক বছরের উপর পার হইয়া গিয়াছে, উপরের প্ল্যান তুমি কার্য্যে পরিণত করিতে সাহায্য করিলে না। আমি নূতন প্ল্যান নিলাম। তোমার সহায়তা ছাড়াই আমি সব ব্যবস্থা করিব।

ভয় নাই। আমাকে আর কখনো মাথা গরম করিতে দেখিবে না।

কয়েকটা নিয়ম পালন করিতে হইবে। পর পর সেটা জানাইব।

প্রথম নিয়ম : এই খাতায় আগে লেখা না হইলে টাকাপয়সা বা স্লিপ পাওয়া যাইবে না!

অন্যান্য খরচ

১। দুধ—আধ সের

২। ঝি বাদ

৩। দৈনিক বাজার ১।০ রবিবার ২৲

৪। কয়লা—বারটা একটা পর্য্যন্ত উনান জ্বলিবে না।

[ডায়েরি ১৯৫২। 'উপরের প্ল্যান' বলতে ২০৭-সংখ্যক অংশের 'ত্রৈমাসিক প্ল্যান' বোঝানো হয়েছে। মূল ডায়েরিতে উল্লিখিত 'প্ল্যান'-এর পরপৃষ্ঠাতেই ছিল বর্তমান লেখা—মুদ্রিতপাঠে উভয় অংশের মাঝখানে কালানুক্রম অনুসারে অন্যান্য লেখা এসে গিয়েছে।]

৩৭৯ ॥ 10.10.53

শিপ্রা টুটুদের নতুন স্কুলে দিতে হবে—

জরুরী।—

এটা করতেই হবে।—

[ডায়েরি ১৯৫১।]

৩৮০ ॥ ২৪ পরগণায় এক বিঘায় ৭—১৩ মন ধান

চীনে তিনগুণ

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৩৮১ ॥ 20.10.53

সবাই টালিগঞ্জে—দোতলা—বড়লোকের সাজানো বাড়ী—বাবার শরীর ভাল—গুপু প্রথমে একটু নার্ভাস—সেজবৌ হাসিখুসী ভারিক্কি উদার—ফেরার পথে রাস্তায় হিমাংশুর সঙ্গে দেখা—লক্ষ্মীপূজার দিন যেতে বলেছে—

বাচ্চার খাবারের জন্য বাবা ডলিকে ১০৲—

[কোনো ডায়েরি-বইয়ের লেখা নয়—১৯৫৩-৫৪'র একটি হিসাব-খাতায় দৈনিক সংসার-খরচার হিসাবের ফাঁকে-ফাঁকে টুকরো দিনলিপি-জাতীয় রচনার প্রথম লেখা। এ-জাতীয় অংশগুলির উৎস 'হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪' ব'লে নির্দেশিত হল।]

৩৮২ ॥ 21. [10. 53]

রাত্রে ভীষণ মাথা গরম

সকালে ডলির কান্না—আর না কান্না[১]!

দুপুরে ডলিরা টালায়, আমি বাদ—

[হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪।]

৩৮৩ ॥ 22. [10. 53]

ডলিরা সকালে টালায়

লক্ষ্মীপূজা—সন্ধ্যার পর আমি গিয়ে সকলকে নিয়ে এলাম : সবাই খুশী

[হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪ ।]

৩৮৪ ॥ 23. [10. 53]

সকালে দেখা গেল ডলির চশমার ফ্রেম রহস্যজনকভাবে ভাঙা

[হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪ ।]

৩৮৫ ॥ 24. [10.53]

খড়্গাপুর যাওয়ার কথা ঠিক—সকালে ডলির চশমা সারাতে গিয়ে ধোয়া ধুতি গেঞ্জি নিয়ে এলাম—দুপুরে টের পেলাম শরীর খুব খারাপ—যাওয়া বাতিল ;

[হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪ ।]

৩৮৬ ॥ Oct, '53

হিসাব

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

চোদ্দ বছর হিসাব লিখে এলাম বাড়ীভাড়ার একশ টাকা থেকে, রেশনের পচা চালগম থেকে, দু'পয়সার কাঁচালঙ্কা পর্যন্ত।

হিসাবে ফাঁকি নেই।

আজ এ হিসাব দেখতে গিয়ে চক্ষুস্থির হয়ে যাচ্ছে আমার !

এত সময় দিয়ে এত কষ্ট করে সস্তা এই ঘরোয়া খরচের হিসাব লিখেছি !

[হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪ ।]

৩৮৭ ॥ 5.11.53

কালীপূজা

৩৮৮ ॥ 7.11.53

কালাচাঁদ—ভাইফোঁটা—

৩৮৯ ॥ 8.11.53

টুটুদের ভাইফোঁটা

৩৯০ ॥ 9.11.[53]

জোয়ার দেখতে ডলিরা দক্ষিণেশ্বর—

৩৯১ ॥ 11.11.53

ডলিরা টালায়—রত্নাকে নিয়ে ফিরল—

লাজুকলতা বই দিয়ে গেল :

৩৯২ ॥ 15.11.[53]

সকালে নীলরতন—কালিদাস—বিকালে রাঙাদি

[ডায়েরি ১৯৪৮/ক-এর লেখা এখানেই শেষ হল।]

৩৯৩ ॥ 17.11.53

শরীর খারাপ—দুপুরে খাওয়ার পর ভয়ানক কষ্ট : সকালে না খেয়ে দুপুরে প্রায় একসঙ্গে ২টি বড়ি আর ঘি তেলালু মাছ খাওয়ার জন্যেই সম্ভবত : ব্রোমাইড

রাত্রে ডাক্তারের কাছে—ধীরে ধীরে কষ্ট কম

[হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪।]

৩৯৪ ॥ 18.11.53

সকালে বেশ সুস্থ—বাসি ডিম পরোটা ফুলকপি খেয়েই পেটে অস্বস্তি ! খাওয়া সম্পর্কে সাবধান ! রাত্রে ডলির বৌদি মেজদি কালাচাঁদেরা : বাগচী ডাক্তার আমার জন্য

[হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪।]

৩৯৫ ॥ 19.11.53

টুবলুকে নিয়ে বরানগর—ডাক্তারের কাছে—

[হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪।]

৩৯৬ ॥ 20.11.53

ডলিরা লক্ষ্মীবেলার সাথে পরেশনাথের প্রসেসন দেখতে—অনিচ্ছায় ?

ডাঃ নন্দদুলাল

[হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪।]

৩৯৭ ॥ 21.11.53

তলপেটে ব্যথা—ভারবোধ—ডাক্তারের কাছে

[হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪।]

৩৯৮ ॥ 23.11.53

কালিদাস—ডাঃ নন্দদুলাল—দুজনকেই চা. সিগারা দিলাম—হরফ[১] পরশু দেব—...

[হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪।]

৩৯৯ ॥ 29.11.53

কালিদাস—হরফ কপি দিলাম—বিকালে নিশ্চিন্দিপুর কলোনী—অগ্রণী সঙ্ঘ—

কাল রাত্রে মাথা গরম—

[হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪।]

৪০০ ॥ Dec, 53তে কত বাঁচানো যায় ?

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৪০১ ॥ 4.12.53

ভারত চীন মৈত্রী সম্মেলন—যাব ঠিক করেও গেলাম না—সোমবার প্রকাশ্য অধিবেশনে যাব—মণ্টুকে দিয়ে ত্রিপুরারির[১] কাছে চিঠি—

[পুনরায় একই তারিখ দিয়ে পরবর্তী অংশ।]

4.12.53

দর→বনহুগলী+আলমবাজার

ছোট সুস্বাদু ইলিশ ১॥০ সের	নতুন সরু চাল ৸০—॥৵০
মাংস ২॥০ সের	ডাল—৸৶০ গড়
টাটকা পালং— ৶০ সের	কুমড়ো আগের মত
ভাল বেগুন— ৶০ সের	এক ফালি ৵০
মস্ত তিনটে মুলো—৵০	
ছোট নতুন আলু— ॥/০	কেন ?
পেঁয়াজ কলি— ৸০	কুমড়োর দাম স্থির কেন ?
কাঁচা পেঁপে— ।০	
পেঁয়াজ—॥০	
চিনি ৸৵০	
নলেন পাটালি ২৲	

Note : কুমড়োর মরশুমের সময় ফালি বড় ছিল—অন্য তরকারির দাম বেশী ছিল—৵০ বেশী কুমড়ো পাওয়ায় লোকে খুব কুমড়ো কিনত। শীতকালে অনেক রকম তরকারী সস্তা হয়েছে—কুমড়োর ষ্টক প্রায় শেষ—মাল কম, তাই ফালি ছোট করেও আগের দামে বেচছে। খুসী হলে কুমড়ো খাও—নইলে খেও না। —আলমবাজারের ফর্সা দোকানীর প্রায় পাহাড়সমান কুমড়ো ছিল তিন মাস আগে—আজ মোটে ৫০/৬০টা। ৸০ সের কলি আর ॥০ সের সিম বেচতে উৎসুক—

[হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪।]

৪০২ ॥ 5. [12.53]

হরফের প্রথম প্রুফ—

[হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪ ।]

৪০৩ ॥ 11. [12.53]

প্রায় কুড়িদিন পরে আজ কলকাতা—

[হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪ ।]

৪০৪ ॥ 12. [12.53]

Gastritis-এর [?] কাবু হয়ে আছি জানিয়ে কালিদাসকে 'হরফ'-এর হিসাবে আরও ১০০৲ চেয়ে প্রেসের লোকের [সঙ্গে] পরশু চিঠি পাঠিয়েছিলাম—কাল আসে নি—দেখা যাক্ !

[হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪ ।]

৪০৫ ॥ 13.[12.53]

কালিদাস কাল বিকালে এসে ফিরে গিয়ে আজ ১১টায় এসে ৩০৲ দিয়ে গেল—১।০ পর্য্যন্ত বকল !

সন্ধ্যায় সতীশবাবুর বাড়ী বঙ্গসাহিত্য সমাবেশ—

[হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪ ।]

৪০৬ ॥ 20. [12.53]

সকালে জয়শ্রীতে নেতাজী কলোনী নওজোয়ান সংঘের অনুষ্ঠান 'মাইকেল মধুসূদন' ছবি

সকলে গেলাম—টুবলু আমি ছবি না দেখে ফিরলাম—

[হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪ ।]

৪০৭ ॥ 24.[12.53]

প্রাচীতে চীনা সংস্কৃতি প্রতিনিধি—

বিকালে পুতুলনাচ, পদ্মা, আরোগ্য, শ্রেষ্ঠগল্প উপহার যাবে—

[হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪ ।]

৪০৮ ॥ 29 Dec. '53

D.V.C পরিদর্শনের নিমন্ত্রণপত্র[১] । ১লা রাত্রি থেকে ৪ঠা রাত্রি পর্য্যন্ত

[হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪ ।]

৪০৯ ॥ 30.12.53

ভোর ৪টের উঠলাম। কাল রাত্রে দামোদর ভ্যালি পরিদর্শনের সরকারী নিমন্ত্রণ পেয়েছি। যাব? দেখি চেষ্টা করে। কাপড় নেই, গরম জামা নেই; রাগ [Rug] নেই, জুতা নেই…

মাইজাকে [?] দিয়ে বেঙ্গলে শচীনের কাছে ১০০৲ টাকা চেয়ে পত্র দিলাম—

দুপুরে বেরোলাম—বেঙ্গল—ক্যালকাটা বুক ডিপো [ক্লাব?]—বসুমতী—এম. সি. সরকার (মৌচাকের জন্ম "কাণ্ডকারখানা"[1])—বেঙ্গল—গুপ্তপ্রেস ("ছোটবড়"[2]) · বেঙ্গল জেলা শিক্ষা সংস্কৃতি কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা—

বড় ফুলকপিটা বেঙ্গলে ফেলে এসেছি!

[হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪।]

৪১০ ॥ 31.[12.53]

ডলিয়া টালায়—কুকুর কামড়ানো বৌদিকে দেখতে—

[হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪।]

১৯৫৪

৪১১ ॥ [১ জানুয়ারি ১৯৫৪ শুক্রবার]

দামোদর পরিকল্পনা দেখার সরকারী নিমন্ত্রণ—রাত্রি ১০॥০টায় হাওড়া থেকে স্পেশাল ট্রেন। গোছগাছ করতে ভালরকম্ টের [পেলাম] মদের সঙ্গে আরও কতরকম ওষুধের কবলে পড়েছি—তিনদিনের জন্য বাইরে যেতে আমার কত কিছু দরকার হয়। হাওড়া ষ্টেশনে গেলাম—গাড়ী আসে নি, অন্যেরা অপেক্ষা করছে। একটা নাকি দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রোগ্রাম অনুসারে হিসাব করে বার হয়েছি—সরকারী একজন লোক খুঁজে পেলাম না যে জানতে পারি কিরকম বদল হবে। এরকম অনিশ্চিত অবস্থায় আমার যাওয়া চলে না। স্যুটকেশ বিছানা ঘাড়ে বাড়ী ফিরলাম[১]। মা[২] বোধহয় ভালই করলেন।

[ডায়েরি ১৯৫৪। একই তারিখ দিয়ে লেখা একই বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ততর রূপ পাওয়া যায় ১৯৫৩-৫৪'র হিসাব-খাতায়—নিম্নে উদ্ধৃত হল।]

1.[1.54]

দামোদর পরিকল্পনা—রাত দশটায় হাওড়া—গাড়ীর গোলমাল—বাড়ী ফেরা—

৪১২ ॥ [২ জানুয়ারি ১৯৫৪ শনিবার]

আগামীর[১] অনুষ্ঠান—নীলরতন দোকানে টেলিফোনে বলল। যাব ঠিক করলাম—কিন্তু বিকালে শরীর খারাপ, যাওয়া হল না।

পেটের গোলমালটাই আসল।

[ডায়েরি ১৯৫৪।]

৪১৩ ॥ [৬ জানুয়ারি ১৯৫৪ বুধবার]

'নাভানা'র 'পরাধীন প্রেম'[১] সম্পর্কে। কী স্পর্দ্ধা, বলে কিনা অন্যভাবে লেখা ভাল বই চাই, কপি নিয়ে আবার বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ! দয়া করে, প্রেমেন[২] আর বিরামের[৩] খাতিরে বইটা দিয়েছি—আমিই যেন অনুগ্রহ চাই! সোজা mss. ফেরত নিয়ে চলে এলাম। এদের সঙ্গে ভদ্রলোকে কারবার করে!

[ডায়েরি ১৯৫৪।]

৪১৪ ॥ [৭ জানুয়ারি ১৯৫৪ বৃহস্পতিবার]

টুটুকে টালায় কালাচাঁদের বাড়ী পৌঁছে দিলাম। বেণুর মা এখনও কুকুরের কামড়ের ফল ভোগ করছে, শরীর বড় খারাপ। কাছেই হাসপাতাল, টুটুর চোখটা পরীক্ষা করানোর কতই বা হাঙ্গামা—তবু সংকোচ বোধ করছি। কারো ঘাড়ে সামান্য দায় চাপাতেও চিরদিন অস্বস্তি বোধ করি।

[ডায়েরি ১৯৫৪। একই তারিখে লেখা পরবর্তী অংশের উৎস হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪।]

7.[1.54]

টুটু চোখ দেখাতে টালা মামাবাড়ী—

৪১৫ ॥ 8. [1.54]

রাত্রে টুটুকে টালা থেকে আনলাম—

আবার বৃহস্পতিবার যেতে হবে—

রাত্রে মাথা গরম—

[পুনরায় একই তারিখের হিসাবের ভিড়ে পরবর্তী লেখা]

8.1.54—

আজ থেকে সমস্ত নগদ চলছে—

[হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪।]

৪১৬ ॥ [১২ জানুয়ারি ১৯৫৪ মঙ্গলবার]

রিডার্স কর্নারের (সৌরেন মিত্র) সঙ্গে 'পরাধীন প্রেম'-এর চুক্তি[১]—কপি দিয়ে এলাম। ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি ছাপা সুরু করবে বলছে।

টুটু ডলির সঙ্গে টালায় গেল—চোখ দেখাতে—

[ডায়েরি ১৯৫৪।]

৪১৭ ॥ [১৫. ১. ৫৪]

আগামীকাল ১৬.১.৫৪ তারিখ হইতে কঠোর ব্যবস্থা—

আমার—ক্রমিক

প্রথম সপ্তাহ (রবিবার—শনিবার)

১। D ১/৪ কম অর্থাৎ ১৫ আউন্স

২। ২ প্যাকেট কম অর্থাৎ ৩ প্যাকেট

দ্বিতীয় সপ্তাহ :

১। D ৮ আউন্স কম অর্থাৎ ১২ আউন্স

২। সিগ ১/২ প্যাকেট কম অর্থাৎ ২॥০ প্যাকেট

তোমাদের—

১। তরকারী সস্তা—মাছ ডিম বন্ধ

দুধ ঠিক থাকবে।

২। যা না হলে বাঁচা যায় না সেসব ছাড়া সব কিছু বন্ধ (তিন মাসের জন্য)

তৃতীয় সপ্তাহ :

১। D ১০ আউন্স কম অর্থাৎ ১০ আউন্স
(ছোট পাঁইট বোতল)

২। সিগ ½ প্যাকেট কম অর্থাৎ ২ প্যাকেট

তারপর অবস্থা বুঝে→

স্থায়ী—
নিয়মিত হরলিকস ইত্যাদি সবরকম
দামী জিনিষ বন্ধ—
লেপ তোষক জামাকাপড় জুতা বন্ধ —
যা আছে তাতেই চালাব
(৩ মাস)

[হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪।]

৪১৮ ॥ [১৭ জানুয়ারি ১৯৫৪ রবিবার]

দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র জন্মদিবস[১]—আমি প্রধান অতিথি, মনোজ সভাপতি—যাব ঠিক, গাড়ী আসার কথা ১২॥০—এল ৩টায়। কখন ফিরব ঠিক নেই। গেলাম না।

[ডায়েরি ১৯৫৪। একই তারিখে, একই বিষয়ে লেখা পরবর্তী অংশের উৎস হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪।]

17.1.54

দেবানন্দপুরে শরৎ স্মৃতি সভা—১২॥০টার বদলে ৩টার পর গাড়ী এল—গেলাম না, শরীর খারাপ—

৪১৯ ॥ [১৮ জানুয়ারি ১৯৫৪ সোমবার]

রাত্রে কম খেয়েও আশ্চর্য্য ঘুম—সকাল সকাল শুয়ে সকাল ৫টা পর্য্যন্ত—

[ডায়েরি ১৯৫৪।]

৪২০ ॥ [১৯ জানুয়ারি ১৯৫৪ মঙ্গলবার]

টুটু হঠাৎ জ্বর—ডাক্তার—ভলি দাঁত-ব্যথা চলছে—D খুব কমিয়েছিলাম হঠাৎ বাড়ল—মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙা—D—

D তে কোন ওষুধ মেশানো হচ্ছে কল্যাণীতে কংগ্রেসের[১] খাতিরে?

[ডায়েরি ১৯৫৪।]

৪২১ ॥ 9. [2.54]

টুবলুর জ্বর—রাত্রে ডাক্তার ২৲

ভলিরা রাঙাদির বাড়ী থিয়েটার—

[বর্তমান অংশ থেকে ২৪.৬.৫৪. পর্যন্ত প্রতিটি অংশের উৎস হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪ ।]

৪২২ ॥ 13.[2.54]

নূতন খাওয়ার ব্যবস্থা

শিক্ষক দেখতে[১], স্বাধীনতা ৩য় বার্ষিকী

৪২৩ ॥ 27.[2.54]

উত্তরপাড়া 'স্বাধীনতা' বার্ষিকী উৎসব

৪২৪ ॥ 28.[2.54]

প্রেমোৎপল

রবিবাসর

৪২৫ ॥ 14. 3. [54]

দুপুরে খেতে বসে—

৪২৬ ॥ 17.3. [54]

মার্শালের পত্র[১]

৪২৭ ॥ 23. 4. [54]

মাড়ির দাঁত তুললাম

৪২৮ ॥ 28. 4. 54

দুপুরে স্নানাহারের পর লেখা

রাত ২-২৷৹টার সময় ঘুম ভেঙ্গে : মা-র কাছে সরলভাবে ক্ষমা ও দয়া চাইলে পাওয়া যায়—মাকে খুসী করার দুর্ভাবনা মনেরই দুর্বলতা। মা কি ভয় ভক্তির ঘুষ চান? সবই নিয়মে চলে—মা-র জগতে অনিয়ম নেই। আগুনে যেমন হাত পোড়ায় তেমনি আগুনে হাত না দেবার বুদ্ধিও দিয়েছেন মাথায়। মানসিক বিকারগুলি জয় করা দরকার, সরলভাবে চাইলে মা-ই মনের জোর দেবেন। মা-র সাধারণ নিয়মেই হয়তো হবে—কিম্বা হয়তো অন্যভাবে দয়া করবেন—জানি না। জানতে চেয়ে চিন্তা করতে দোষ নেই—কিন্তু চিন্তা যেন দুর্ভাবনা না দাঁড়ায়, বাতিক বা বিকার না দাঁড়ায়।

কোন প্রতীক অবলম্বন না করলে প্রণামের সময় মন বিক্ষিপ্ত হয় কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে প্রতীক প্রতীক—মা কে বা কেমন জানি না।

মাকে নিয়ে বা মা-র দয়া নিয়ে ন্যাকামি করলে নিজের সঙ্গেই ন্যাকামি করা হবে।—

সকালে—রোগদারিদ্র্যের কারণগুলির সঙ্গে লড়তে হবে। স্বভাব বদলে দিতে হবে। রোগের কারণগুলি আঁকড়ে থাকলে রোগ সারে? নিয়ম অনিয়ম বুঝবার চেষ্টা করতে হবে—বিকার বজায় রেখে এ চেষ্টা নিষ্ফল।

দুর্ভাবনার বদলে শান্ত নিশ্চিন্তভাবে স্বভাব বদলাবার যুদ্ধ চালাতে হবে। হচ্ছে না কেন, পারছি না কেন, হবে কিনা এসব চিন্তায় বিব্রত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকলে সেটা দাঁড়াবে আরেকটা বিকার—অসুখের আরেকটা কারণ—

প্রণামের ঘটা না বাড়িয়ে মা-র কাছে যা প্রতিজ্ঞা সেটা রক্ষা করা—

স্নানের সময়—ছুঁচিবাই-এর বদলে শরীরটা ভালভাবে সাফ করা দরকার।

খেতে বসার সময়—আধখানা অ্যান্টিস্যাকার, আধখানা পরে খাব। অল্প ভোজে ওষুধ খেলে অস্বস্তি হবে না।

খাওয়ার পর—তিল তিল করে কমিয়ে সব ওষুধ তো ছাড়া যায়—সময় নয় বেশী লাগবে।

মে মাসে মোট D অর্দ্ধেক—আজ থেকেই চেষ্টা সুরু করতে হবে—টাল-বাহানা করলে, আজকের দিনটা যাক কাল করব করলে কোনদিন হবে না।

28.4.54 দুপুরে স্নানাহারের পর থেকে—

বিকালে একটা দাঁত তোলা—

[অনেক পাতা পরে, ১৯৫৩-৫৪'র হিসাব-খাতায় দৈনিক হিসাব লেখা শেষ হবার পর, উল্লিখিত তারিখের পরবর্তী অংশ।]

28.4.54 দুপুরে স্নানাহারের পর থেকে—

চা-১ সিগ-৩০ ? D—

৪২৯ ॥ 1. 5. 54

বিকালে হঠাৎ ময়দান—মে দিবস

৪৩০ ॥ 3. 5.[54]

রাত্রে বিছার কামড়

৪৩১ ॥ 4. 5. [54]

শান্তি—প্রগতি রবীন্দ্র জয়ন্তী—

শচীনবাবুর[১] উকিলের নোটিশ[২]

৪৩২ ॥ 8. 5. 54
প্রগতি রবীন্দ্রজয়ন্তী—হিরণ সান্ন্যালের কর্তালিতে ব্রাহ্ম অ্যারিস্ট্রোক্যাট অনুষ্ঠান—

৪৩৩ ॥ 9. 5. [54]
বেলুড় গণনাট্য

৪৩৪ ॥ 12. 5. [54]
D. M. শুভাশুভ[১]

৪৩৫ ॥ 15. 5. [54]
সম্মিলিত রবীন্দ্র

৪৩৬ ॥ 16. [5. 54]
যাদবপুর সংস্কৃতি চক্র—46-এ বসুমতী নিন্দা সম্পর্কে ডাকা সভা হয় নি—

৪৩৭ ॥ 22. 5. [54]
বিজয়নগর কলোনী রবীন্দ্র জয়ন্তী—

৪৩৮ ॥ 23. [5. 54]
সকালে অনিল
কালিদাস (২॥০ পর্য্যন্ত)

৪৩৯ ॥ 24. [5. 54]
"সাহিত্য জগতে"

বেজলে—
টুটু চশমা অর্ডার

৪৪০ ॥ 25. 5. [54]
সারাদিন বাড়ী চুণকাম—খেয়াল ছিল না মঙ্গলবার, ½D আনলাম—মে মাসে ১০-এর বেশী যতটা খেয়েছি জুনে ১০-এরও কম খেয়ে শোধ করতে হবে ২।১ দিন বাদ দেব—
সকালে চিত্ত[১]—A. I. T. U. C-তে নিমন্ত্রণপত্র—

৪৪১ ॥ 2. 6. [54]

শান্তি—বুড়ো আঙুল মচকানো—
ডলিয়া চিড়িয়াখানা

৪৪২ ॥ 16. 6. [54]

ডলি কোন্নগর

৪৪৩ ॥ 18. 6. [54]

Folk I Bid[১]
Sweeden থেকে £ 61-19-1[২]

৪৪৪ ॥ 24. 6. [54]

সকালে অল্প জর—ঠাণ্ডা লেগে—বেলায় কমে গেল—সারাদিন শরীর খারাপ—বারবার উপক্রম—

[৯. ২. ৫৪. থেকে বর্তমান অংশ পর্যন্ত প্রতিটি অংশের উৎস হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪।]

৪৪৫ ॥ [২৫ জুন ১৯৫৪]

সর্দিকাশি জর ভাব। আকাশ ভোর থেকে মেঘে ঢাকা। সোমবারে বেঙ্গলে 'প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান'[১] পৌঁছে, বই ছাপানোর নতুন সর্ত চূড়ান্তভাবে স্থির করা, রিভার্স কর্নারকে 'পরাধীন প্রেমের'[২] প্রুফ দেওয়া, হরফের[৩] বাকী পাওনা ১০০৲ আনা।

ইউনাইটেড ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া মারফৎ £ 61 draft পেয়ে গত শুক্রবার ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছি। পদ্মানদীর জন্য সুইডেনের Fib-এর বাকী রয়্যালটি[৪]। Draft-এ ব্যাঙ্ক purpose জানতে চেয়েছে, কোন নিয়মে কোন সাহসে কে জানে। সহজভাবেই সব লিখে দিয়েছি, লুকোচুরি তো কিছু নেই। আরেক চিঠি পেয়েছি—পদ্মানদীর জন্যই চেক ভাষায় অনুবাদের জন্য[৫] প্রায় ২৫০০৲ টাকা আমায় পাঠাতে তাদের ব্যাঙ্ককে বলে দিয়েছে। N.B.A[৬]-র চিঠি পেলাম—ফরাসী ভাষাতেও নাকি বইটার অনুবাদ করতে চায়[৭]—চিঠিপত্র লিখতে হবে।

মা-র ক্ষমা আর দয়া বৈকি ?

মদ সিগারেট খাটুনি ওষুধ কমিয়ে বোধহয় সামলে নিতে পারব।

একটু বিশ্রাম।

বিশ্রাম পাচ্ছি না সে আমার নিজের দোষ। কিন্তু এমনভাবে জড়িয়ে গেছি নিজের বোকামি আর বেহিসাবীর vicious circle-এ যে একটু আত্মস্থ হতে না পারলে সামলাব কি করে ?

ঠিক এমন অসময়ে মার ক্ষমা আর দয়া ছাড়া কিছুতেই সামলাতে পারতাম [না]। টাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে নয়। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে মায়ের এই নিয়মের সঙ্গে আগুনে হাত না দেবার চেতনাও যে মা দিয়েছেন এই সহজ সত্যটা নানাভাবে বুঝিয়ে দিয়ে।

সকালে খাটের কোণে যথাস্থানে বসে ভাবছি—কি উপায় হবে। Draft-এর টাকা প্রায় এক সপ্তাহে জমা হয় নি। শরীরের বিষম অবস্থা, বারবার ফিট হয়ে পড়ার উপক্রম ঘটেছে।

মাকে জানালাম, বিকারের সচেষ্ট সমর্থন আর করব না। পারব কিনা কে জানে। নিজে চেষ্টা করব না—এটুকু করবই। পিচ্ছিল [?] এগিয়ে এসে যদি মনকে পিছলে দেয় সে দায়িত্ব আমার নয়—সে দায়িত্ব নেবার সাহস আমার নেই।

আকাশ অন্ধকার। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ছে। কিন্তু সদর দরজা খুলে বসতেই যেন মনে হল

[শেষ বাক্যটি অসম্পূর্ণ। এরপর খানিকটা সাদা পাতা ছেড়ে, পরপৃষ্ঠায় লেখা পরবর্তী অংশ—সম্ভবত একই দিনে লেখা।]

জীবনের একটি স্মরণীয় দিন।

মার দয়া চেয়ে আসছি—মা দয়া করে আসছে—আজ একদিনে কত কথাই যে স্পষ্ট হয়ে গেল। হাজার বার চান করে দেহ ধুয়ে মাকে প্রণাম করলেই হয় না—মনটা সাফ করা দরকার। দেহ সাফ রাখা ভাল রাখা বাদ নয়—নোংরা রুগ্ন দেহে সাফ মন থাকে না। শরীর মন দুটোই একসঙ্গে ঠিক রাখা চাই।

অনেক ঘটা করে মাকে প্রণাম ঠুকে ঠুকে (ঘুষ দিয়ে) চলার মানে হয় না। অণু পরমাণু পোকামাকড় মাছি থেকে পৃথিবীর জীবজন্তু পৃথিবীর বাৎসরিক ঘুরপাক খাওয়া থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু নিয়মে চলার মূলাধার নিয়মতান্ত্রিক মা। মার জগতে অনিয়ম নেই। মা নিয়মে ক্ষমা করে। নিয়মে দয়া করে।

সমগ্র নিয়ম আমরা যারা বুঝতে পারি না তারা এটাও বুঝতে পারি না যে ক্ষমা এবং দয়াও মায়েরই নিয়ম। বস্তু এবং চেতনার গতি প্রকৃতির মধ্যে এটা খুঁজে পাওয়া যায়।

সচেতনভাবে যে মাকে এই বস্তু আর চেতনার মূলাধার বলে জেনে মার কাছে ক্ষমা আর দয়া চাইবে—মার নিয়মে তার বাস্তব বুদ্ধি আর চেতনার পরিবর্তনের মধ্যেই পাবে মার ক্ষমা আর দয়া।

[ডায়েরি ১৯৫৪।]

৪৪৬ ॥ 2. 7. 54

দক্ষিণেশ্বর—

[বর্তমান অংশ থেকে ১১. ১০. ৫৪ পর্যন্ত প্রতিটি অংশের উৎস হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪।]

৪৪৭ ॥ 3. 7. [54]

বাবার চিঠি…পূজা তক এসে থাকতে চান—

৪৪৮ ॥ 4. 7. 54

রান্নাঘরের কল সারাই বাবদ ২৲ সামনের মাসে কাটব। এবার ৬৫৲ টাকা দিয়ে মুখে বলে পাঠালাম—শচীন দিব্যি সব টাকা রেখে দিল!

৪৪৯ ॥ 6. 7. [54]

সন্ধ্যার পর দক্ষিণেশ্বরে
গঙ্গার ঘাটে—জোয়ারের জীবন্তা নদী

৪৫০ ॥ 11. 7. [54]

বিকালে বাবা এলেন—

৪৫১ ॥ 17. 7. [54]

বাবা পেনসন
আনতে যাবার পর…বাথরুম থেকে বেরিয়েই হঠাৎ শরীর খারাপ—একবার ফিট—আধঘণ্টা পরে আবার খেলা—খাবার পরেই আরেকবার—

৪৫২ ॥ 21. 7. [54]

রাজভবনে চা-পানের নিমন্ত্রণপত্র—২. ৮. ৫৪[১]

৪৫৩ ॥ 30. 7. [54]

নিখিল ভারত শান্তি সম্মেলন ইউ. ইনষ্টিটিউট

৪৫৪ ॥ 2. 8. [54]

রাজ্যপালের বাড়ীতে চা-পান—[১]

৪৫৫ ॥ 3. 8. [54]

এক বুড়িকে সঙ্গে নিয়ে রাঙাদি—ঝাণ্টুর দিদিমার দেড়েক কথা—আমার কাছে এতদিন পরে লজ্জা ত্যাগ—

৪৫৬ ॥ 4. 8. [54]

ছেলেমেয়েরা রাঙাদির বাড়ী
পিণ্টুর জন্মদিনে ভরপেট খাওয়া

৪৫৭ ॥ 16. 8. [54]

যুগান্তর—পরিমল[১]—বেঙ্গল—রিভার্স—সাহিত্য—ডি. এম.

৪৫৮ ॥ 22. 8. [54]

কালরাত্রে ঠাণ্ডা লেগে অল্প জ্বর—উপক্রম···

৪৫৯ ॥ 28. 8. 54

বাবা জ্বর

৪৬০ ॥ 5. 9. [54]

বাবার ঘাড়ে ব্যথা—

৪৬১ ॥ 9. 9. [54]

পিণ্টু

স্বাধীনতা "প্রাক্ শারদীয় কাহিনী"[১]

বসুমতী "চিন্তা-জ্বর"[২]

৪৬২ ॥ 16. 9. [54]

নতুন-সাহিত্য : "দুর্ঘটনা"[১]

গল্পভারতী : "মতিগতি"[২]

৪৬৩ ॥ 17. 9. [54]

কাল দত্তবাড়ী অরন্ধন, হঠাৎ প্রথমে শিপ্রাকে, তারপর খোকন-টুবলুকে পান্তা খেতে বলা—

৪৬৪ ॥ 19. 9. [54]

বরানগর শরৎ জয়ন্তী

৪৬৫ ॥ 3. 10. [54]

অনিল—পরে অনিলের স্ত্রী

টুটু শিপ্রা গান শোনানো—১৲[১]

৪৬৬ ॥ 4. 10. [54]

গুপু সেজবৌ বোচনেরা—টুবলু সঙ্গে গেল—বয়েকদিন থাকবে··

৪৬৭ ॥ 6. 10. [54]

নবমী—

ডলিয়া দিদিমণির সাথে খরদ' কানাইদের বাড়ী

৪৬৮ ॥ 10. 10. [54]

অমর ঘোষ + সচ্চিদানন্দ

৪৬৯ ॥ 11. 10. [54]

ডলিয়া টালায় কালাচাঁদের বাড়ী লক্ষ্মীপূজা—

[২. ৭. ৫৪ থেকে বর্তমান অংশ পর্যন্ত প্রতিটি অংশের উৎস হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪।]

৪৭০ ॥ [? ১৯৫৪]

মূল নিয়ম কি ?

আমরা নিয়মের সূত্রে বাঁধা। মূল নিয়ম জানার জন্য—শুধু বুদ্ধি দিয়ে জান নয়, জীবন দিয়ে জানা—আমরা ক্রমাগত নিয়মের শাখা প্রশাখাই জেনে এসেছি, এবং চিরকাল তাই আমাদের করে যেতে হবে। এরই নাম প্রগতি।

সমস্ত ধর্ম আর মতবাদের ভিত্তিও এই। সৃষ্টিরহস্য, বিশ্বের মূলনীতি কোন-দিনই জানা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে—সে জ্ঞান অনন্ত, সীমাহীন। কিন্তু সেটাই আশীর্বাদের মত। কারণ, জেনে জেনে এগিয়ে যাওয়া কোনদিনই আমাদের শেষ হবে না।

নিয়মের পর নিয়ম আবিষ্কার করব—চেতনা নব নব রূপ নেবে—কিন্তু এ ভয় নেই যে কোনদিন এ প্রক্রিয়া থেমে যাবে—শেষ সীমায় পৌঁছে কোন মানুষ বলতে পারবে—এইখানেই ইতি। গতি শেষ। আর রূপান্তর নেই।

নিয়ম জেনে চলব, মূল নিয়ম কোনদিন জানতে পারব না—এটাই মানুষের জীবনের মূল নিয়ম।

চেতনাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা কারো নেই।

চেতনা দিয়ে চেতনাকে অতিক্রম করার চেষ্টা ?

মানুষের জগৎ আর জলবায়ু বাতাস ইত্যাদি অবলম্বন করে জীবিত মানুষের জগৎ পৃথক করাই রোমান্টিসিজম।

আরও অনেক জগৎ আছে। চেতনায় তার সাড়া পেয়েছি।

চেতনা দিয়ে চেতনার সীমাই শুধু জানা যায়—আরও কিছু আছে বিরাট ব্যাপার সেটা চেতনায় উপলব্ধি করা যায়—তার বেশী আর কিছু সম্ভব নয়।

এটা না মানা রোমান্টিকতা—এটা মানা বাস্তবতা।

বিজ্ঞানও এই দ্বন্দ্বের চরম বিকাশ।

বিজ্ঞান আজও বলে, এই এই নিয়মে এই এই ব্যাপার, এটাই হল চরম কথা—শেষ কথা নয়।

আবার নতুন কথা আসবে।

Shakti—

1. The long-drawn controversy—what was first—matter or energy ?

Not meaningless, but also a manifestation of truth, the real truth, that human consciousness is progressive. Religion to controversial philosophy of Idealism and materialism—

এই সংঘাতে বিজ্ঞানের জন্ম। বিজ্ঞানের উন্নতিও কি যে-প্রগতি থেকে বিজ্ঞানের জন্ম তারই সঙ্গে অবিরাম সংঘাতের ফল নয় ?

দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদ বিপরীত কিন্তু একই জ্ঞানের উভয় দিক।

শক্তিই আসল।

শক্তির কোটি কোটি···বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী প্রকৃত রূপ ছোট্ট পৃথিবীর মানুষ কোনদিন জানতে পারবে না কিন্তু জানার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে অবিরাম।

মার দয়ার মানে কি ?

যেটুকু জেনেছি তা এই—যেমন চাওয়া তেমন পাওয়া।

চাওয়াই জীবনের ধর্ম। জ্ঞান চাই বা অর্থ চাই বা সুখ চাই বা অন্যায়ের প্রতিকার চাই।

বাঁচা মানেই বাঁচার—এভাবে পছন্দ নয় বলে ওভাবে বাঁচার দাবী।

প্রত্যেক জীবের চলাফেরায় পরিপূর্ণ স্বাধীনতা—চিরকাল ছিল এখনো আছে—সীমার মধ্যেই।

মানুষ অতীত যতটা জেনেছে, বর্তমান যতটা জানছে—তারই অনুপাতে ভবিষ্যৎ জানা সম্ভব।

মার্কস, এঙ্গেলস্, লেনিন, ষ্ট্যালিন এই সত্য বুঝেছিলেন, তাই সমস্ত জগৎ যখন সাম্যবাদী হবে তখনকার জগৎ কেমন হবে সুনির্দিষ্ট বর্ণনা দিতে অস্বীকার করেছেন।

[১৯৫৩ সালের ডায়েরিতে লেখা। লেখার তারিখ নেই। কিন্তু ঠিক এর পরপৃষ্ঠায় লেখা পরবর্তী অংশের তারিখ ২২. ১০. ৫৪। অনুমান হয়, উপরোক্ত লেখাটিও ১৯৫৪ সালের কাছাকাছি সময়ের লেখা।]

৪৭১ ॥ ২২. ১০. ৫৪

আরম্ভ আছে মানেই কি শেষও আছে ? যার শেষ নেই তার আরম্ভের মানে কি ?

শেষ নেই আরম্ভ আছে এটা কি অসম্ভব ব্যাপার নয় ?

অনন্ত মানে কি? যার আদিও নেই অন্তও নেই? এটা আমরা ধারণা করতে পারি না।

আদিঅন্তহীনতার

[এর পর আর কিছু নেই। ১৯৫৩ সালের ডায়েরিতে লেখা।]

৪৭২ ॥ 23. 10. 54

দশটায় বেরিয়ে লয়েডস ব্যাঙ্ক থেকে বেলা প্রায় ২টায় বাড়ী ফেরার পর—গোপালদাসের[১] গুরুত্বপূর্ণ কথা, সাহিত্যিকেরাই নানা কথা বলছে—এটা অবশ্য হিসাবেই ছিল—কিন্তু এবার সাবধান হবার সময় এসেছে—

[হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪।]

৪৭৩ ॥ 25. 10. 54

শ্রীশ্রী৺শ্যামাপূজা

[হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪।]

৪৭৪ ॥ 30.10.54

কাজে চলবে পুরানো অভ্যাসের জের, মার কাছে শুধু দয়া চাওয়ার মানে বোধহয় শুধু এইটুকু যে মায়ের দয়া কাজেকর্মে নেবার ইচ্ছা জোরালো হয়। মার কাছে মনের জোরও চাই।

সিগারেট ২ প্যাকেট আনছি, Anti ১-১½ বড়ি খাচ্ছি কিন্তু D কমে নি। মাঝরাত্রে বা শেষ রাত্রে D খেলে সকালে শরীর খারাপ ছাড়াও অনেক অসুবিধা, Anti দেরীতে আরম্ভ করতে হয়, অল্প সময়ে বেশী Anti খাওয়া হয়, মোটে ১৷৹-২ ঘণ্টা পরে কাজের জন্য D সুরু করা মানেই Anti-র জোরালো sedative প্রভাবের মধ্যেই D-র Stimulating action সুরু হয়। অনেক আগেই এটা বোঝা উচিত ছিল। কাসির জন্য ডাক্তার মিকশ্চার দিয়েছে, ভিটামিন B (T. C. F.) টনিকটাও নাকি খাওয়া দরকার।

এটাও অনেক আগে বোঝা উচিত ছিল।

মার কাছে দয়া চাইতে সুরু করার পর থেকে কত সহজ কথাই যে ধরা পড়ছে,—যে বিষয়ে অন্ধ ছিলাম।

এই পরিমাণে D চালালে যে অন্য ওষুধ বেশী খাওয়া খারাপ, এই সেদিন পর্য্যন্ত এটা খেয়াল হয় নি, ডাক্তার দাস বারবার বলার পরেও Vitamin B compl., Livergen, Anti খেয়ে এসেছি।

ওগুলি বন্ধ করেও Anti আর D খাওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করি নি।

কদিন ধরে ভাবছিলাম D খাওয়া সন্ধ্যার দিকে সুরু করব—রাত একটা ছুটোয় যেন ঘুম না ভাঙে—রাত্রে খাওয়া বন্ধ।

হলুদ নদী[১]—প্রাণেশ্বরের[২] কাজের চাপে ঢিল পড়ল।

কাল মা যেন চোখে আঙুল দিয়ে ভুল দেখিয়ে দিলেন।

আমি অন্যরকম ভাবলেও মাঝ বা শেষ রাত্রে D না খাওয়ার ব্যবস্থা চালু হয়ে গেল। ভোর রাত্রে ৩-৪টার সময় অল্প D খেলাম। মোড়ের ডাক্তার Vit. খাওয়ার কথা বলেছিল, চা দুধ খাবার পর ১ চামচ খেলাম। মাথা ধরে গেল।

দেড়দাগ কাসির মিকশ্চার ছিল, ৯।৯॥০ নাগাদ অর্দ্ধেক খেলাম। পেটে অস্বস্তি, শরীর কেমন কেমন, মাথা ধরা—অল্প ভাত খেয়ে ১০॥০ নাগাদ অর্দ্ধেক Anti খেলাম, বাকীটা নেয়ে খেয়ে উঠে ১২॥০টা থেকে ১টার মধ্যে।

অল্প মাংস দিয়ে রোজকার মত দুপুরের খাওয়া—কিন্তু খেয়ে উঠেই কয়েক মিনিটের জন্য প্যানিক—সেদিন সকালে ঘি ভাত খাবার পর যেমন হয়েছিল। মায়ের দয়ায় সেটা কেটে গেল।

২॥০টায় বাকি কাসির ওষুধটা খেয়ে দোকানে একটা সন্দেশ খেয়ে আলমবাজার থেকে D আনলাম।

ভেবে চিন্তে স্থির করলাম কাজ যখন করতেই হবে, ৪টা নাগাদ D খেয়ে সুরু করি—খুব আস্তে খাব, বেশী রাত্রে ঘুমোব, ভোরের দিকে জাগব।

D, ওষুধ ইত্যাদি খাওয়া আর কাজ করার সিষ্টেম না বদলালে যে কাজও ভাল হবে না, শরীরও ঠিক থাকবে [না] এটা ভেবেও বিভ্রান্ত হলাম।

D খেতে সুরু করেও মাথার গুমোট কিছুতে কাটে না, কাজ হয় না। অগত্যা কাজের হিসাব ও সমস্তাগুলি নিয়ে ভাবতে বসলাম, কিভাবে কি করা যাবে। ভাবলাম, একদিন কাজ বাদ যাক, নিয়মনীতি কাজ ভেবে চিন্তে স্থির করি।

সন্ধ্যাবেলাই ঘুম।

রাত ৯টায় ঘুম ভাঙ্গল। ½ টোষ্ট ১ ডিমের ঝোল দিয়ে খেলাম, D খেতে খেতে আবার ঘুমোলাম। ঘুম ভাঙ্গল ঠিক ৪টায়।

মাথায় বা শরীরে গ্লানিবোধ নেই, মন শান্ত।…

সকালে দুধ খাওয়ার পর ¼ Anti খেলাম, ½ দুপুরে খাওয়ার পর। ১০টায় ১ দাগ কাসির ওষুধ খেলাম। সকাল থেকে শরীরেও কষ্ট নেই, মাথা সাফ—এখন বেলা প্রায় ১১॥০টা। মায়ের দয়া।

শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা

১। ভয় ভাবনা হতাশায় ব্যাকুল হয়ে নয়, নির্ভয়ে আনন্দের সঙ্গে মায়ের দয়া নিতে হবে। শুধু কতগুলি ধরাবাঁধা নিয়মের বাঁধন দিয়েই হবে না।

সংযম চাই, প্রাণহীন জেলখানার সংযম নয়, প্রাণ থেকে করা চাই।

২। ২০ D চালালে, হরেকরকম ওষুধ চলে না, যত ভাল আর দামী ওষুধ হোক।

৩। Antisacer sedative, D stimulant. দুটো খাওয়ার মধ্যে অনেক সময়ের ব্যবধান থাকা দরকার—

৪। Antisacer বা D কতটুকু সময়ের মধ্যে কতটা খাওয়া হল তার উপর action নির্ভর করে। তাই আস্ত বড়ি একসঙ্গে খাওয়ার ফলে প্রায়ই মাথা ঝিমঝিম করত, অস্থিরতা জাগত।

৫। D এবং Antisacer-এর effect শরীরের অবস্থার উপরেও অনেকটা নির্ভর করে।

৬। Antisacer sex impulse ও power বাড়ায়। এ বিষয়ে আরও ভাবতে এবং বুঝতে হবে। Antisacer sedative বলে হজমশক্তি ইত্যাদিও ঝিমিয়ে দেয় কিনা ভাবতে হবে। খাওয়ার পরে খেলে অম্বল যে ঠেকায় তাতে সন্দেহ নেই।

৭। আমার পাকস্থলী শুধু দুর্বল নয়, lining ও জখম হয়েছে। এটা খেয়াল হচ্ছিল লেবু খেলে সঙ্গে সঙ্গে পেটে অস্বস্তি আর কষ্ট হওয়ায়। কিন্তু টুকরো টুকরো করে antisacer বারে বারে খেতে সুরু করার পর লেবুর রসের সঙ্গে ওষুধটার reaction হতে পারে ভেবেই আমি প্রধানতঃ লেবু খাওয়া বন্ধ করেছি।

কাল মাংস খেয়ে ছোট এক টুকরো লেবুর রস খেয়ে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে পেটের ভিতরটা এমন হয়েছে যে টক রসে যন্ত্রণা হয়। কাল খেয়ে উঠেই পেটে যে বিশেষরকম অস্বস্তি আর কষ্ট হচ্ছিল লেবুর রসটা তার কারণ। টক রসে সঙ্গে সঙ্গে irritation সুরু হয়েছিল। সেদিন সকালে ঘি-ভাত খেয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওরকম কষ্ট হওয়ার কারণটাও বুঝতে পারছি।

ঘি পেটে গেলে জমে গিয়ে পেটের দেয়ালে মাখামাখি হয়ে যায়। সামান্য ঘি খেলে তাই খাওয়ার পর আরাম লাগে—পরে হজম না হওয়ার দরুণ কষ্ট হয়। সেদিন বেশী ঘি খেয়েছিলাম, পেটে গিয়ে জমে লেপ্টে যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে কষ্ট সুরু হয়েছিল। ঝাল টাইকোটিস খেলেও প্রথমে কষ্ট হয়। Diet ঠিক করার সময় এটা খেয়াল রাখতে হবে।

খালি পেটে বিনা জলে D খাওয়াও বন্ধ।

৮। কম কম করে খেলেও আমার stomach বোধহয় tired হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে ভাল করে বুঝতে হবে।

[অনেক পাতা বাদ দিয়ে আবার একই তারিখের পরবর্তী লেখা।]

30.10.54

'হলুদ নদী…' এবং 'প্রাণেশ্বরের…' দায় না নামা পর্য্যন্ত কোন কোন নিয়মে কিছু কিছু শিথিলতা আসবে, এদিক ওদিক হবে—শরীরের অবস্থা ও কাজ অনুসারে।

কয়েকটা নিয়ম কঠোরভাবে মানতে হবে।—

১। Antisacer ১$\frac{১}{৪}$ বড়ি সকালের খাওয়া এবং ৯টার খাওয়ার পর দু'ভাগে খেতে হবে। সকালে $\frac{৩}{৪}$ ও ৯টায় $\frac{১}{২}$ হলেই বোধহয় ভাল হয়।

এজন্য শেষরাত্রের দিকে D চলবে না।

14 May **1954** **Friday**

Bengali—31 Baisakh, 1361 *Hijri*—10 Ramzan, 1373
Sam.—12 Baisakh (Sudi), 2011 *Fas.*—26 Baisakh, 1361

30. 10. 54

[illegible]

কয়েকটা নিয়ম কঠোরভাবে মানতে হবে।—

১। Antisacer ১$\frac{১}{৪}$ বড়ি সকালের খাওয়া এবং ৯টার খাওয়ার পর দুভাগে খেতে হবে সকালে $\frac{৩}{৪}$ ও ৯টায় $\frac{১}{২}$ হলেই বোধহয় ভাল হয়।

এজন্য শেষ রাত্রের দিকে D চলবে না।

২। যতটুকু D খেয়ে যতক্ষণ কাজ হয় ততটুকু এবং ততক্ষণই শুধু D খাওয়া।

বই সম্পর্কে চিন্তা করাটাও কাজ

২। যতটুকু D খেয়ে যতক্ষণ কাজ হয় ততটুকু এবং ততক্ষণই শুধু D খাওয়া।
বই সম্পর্কে চিন্তা করাটাও কাজ

৩। কাসির মিকশ্চার ৮৷০টায় $\frac{১}{২}$ দাগ, ১১টায় ১ দাগ—অন্ত ওষুধ বন্ধ, জরুরী অবস্থা ছাড়া।

৪। খালি পেটে D চলবে না।

[ডায়েরি ১৯৫৪।]

৪৭৫ ॥ 22.11.[54]

বিকালে শ্যামবাজার

বরফ কিন্তু টাটকা বোয়াল ৮০ সের

[হিসাব-খাতা ১৯৫৩-৫৪। উল্লিখিত উৎস থেকে গৃহীত পাঠ এখানেই শেষ হল।]

১৯৫৫

৪৭৬ ॥ হাসপাতালে !

24.2.55

সকালে অল্প D খেয়ে কাজ করছি চিনু[১] আর কুদ্দুস ট্যাক্সি নিয়ে এসে হাজির !

সোজা হুকুম—উঠুন, চটপট তৈরী হয়ে নিয়ে চলুন।

কিছুদিন আগে অতুল গুপ্তের[২] পরামর্শে দেবীপ্রসাদ[৩] সুভাষদের চেষ্টায় একটা ফাণ্ড তুলে তুলে ছয়শত টাকা দিয়েছিল—শেষ দফায় ২০০৲

মাঝে বিদ্যোদয় প্রেস থেকে এবং পবিত্রদা[৪] এসে বিদ্যোদয় প্রেসের পক্ষ থেকে আমাকে ফাণ্ডের নামেই একশ দিয়ে গেল।

আরও ফাণ্ড তুলে আমার সংসারের দায় এবং চিকিৎসার দায় ওঁরা [বইবেন] কিন্তু আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে।

হাসপাতালে যেতে আমার আপত্তি—রোগী বনবার দর [কার] নেই, বেশী খাটা ও দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেলে বাড়ীতে সাধারণ চিকিৎসায় সেরে যাব।

এই নিয়ে কত তর্ক—ডলির সঙ্গে আমার কত ঝগড়া !

শেষ দফা টাকা দিতে সুভাষ দেবীরা একেবারে ট্যাক্সি নিয়ে হাজির।

সে এক প্রচণ্ড লড়াই। কিন্তু [নানা ?] কথা ভেবে হাসপাতালে না যাবার সিদ্ধান্তই নিয়েছিলাম।

দেবীরা রেগে গেল। পরদিন দেবীর চিঠি হাসপাতালে না গেলে অতুলবাবু কিছু করবেন না—দেবীরাও নয়। বুঝলাম একটা বোকামি করছি—কিন্তু হাসপাতাল !

নানা চিন্তা নানা ভাবনা, পয়সা নেই, শরীর যায় যায়, কাজ এগোচ্ছে না—অবস্থা কাহিল !

কয়েকদিন আগে কাকাবাবু মুজফফর আহমেদ ও জ্যোতি বসু। রাজী হলাম।

কিন্তু সকালবেলা এমন হঠাৎ ট্যাক্সি নিয়ে ! একটা স্যুটকেশ তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিয়ে রওনা দিলাম।

ইসলামিয়া হসপিটাল।

আগেই ঠিকঠাক করা ছিল—টাকা জমা দিয়ে চারতলায় ২ নম্বর কেবিনে।

কেবিনটি ভাল বড় এবং সামনে খোলামেলা। বারান্দার কোণে গিয়ে দাঁড়ালে বহুদূর অবধি দেখা নেই [?]।

আমায় বলা হয়েছিল কেবিন নেব, দরকার হলে বার হতে পারব। এখন শুনলাম ডাক্তারের অনুমতি চাই।

মনে কত যে আতঙ্ক! আটক হয়ে যাব?

১ ঘণ্টার জন্য বাইরে যাবার অনুমতি অনেক কষ্টে যোগাড় করলাম। কিন্তু আতঙ্ক নয়—এবার সত্যই D ছেড়ে দেব।

ডাঃ চক্রবর্তীর ধারণা ছিল আমি বোধহয় ভীষণ খাই মাতলামি করি। তাই ওার বাইরে যেতে দিতে ভয়।

কম খেয়ে ঘুমোলাম।

মায়ের দয়া

[কিছুটা কলম ও কিছু অংশ নীল পেন্‌সিলে লেখা। মূল ডায়েরিতে এর পরেই ছিল ২৫.২.৫৫ তারিখের লেখা, তারপর আবার ২৪.২.৫৫ তারিখের পরবর্তী অংশ।]

24.2.55 (cont.)

চিকিৎসা সুরু হল কেবিনে ঢুকবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। প্রথমে ডাঃ চক্রবর্তী (কম বয়সী) (জগবন্ধু) সমস্ত ইতিহাস ও বিবরণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখে নিলেন, তার[পর] এলেন প্রৌঢ়বয়সী ডাঃ মুখার্জ্জি। আমায় পরীক্ষা করে বলে গেলেন, ডাঃ চক্রবর্তী লিখে নিলেন।

দফা নিকেশ করে দিয়েছি শরীরটার। অ্যালকোহল ছাড়তে, ফুড বাড়াতে হবে।

এসব আমারও জানা কথা।

পরীক্ষা করে সাধারণ লক্ষণগুলি নোট করার সঙ্গে সঙ্গে বিধান হয়ে যাচ্ছিল সাধারণ পথ্য, ভিটামিন ইত্যাদি সাধারণ ওষুধের ব্যবস্থা।

ওরা বিদায় নেবার পরেই একজন নার্স এসে ৪টে বড়ি এবং ওষুধের গ্লাসে খানিকটা ওষুধ খাইয়ে গেল। চান করে খানা খেতে বসলাম। ভাত, মাংস, সেদ্ধ তরকারী, এক ভাঁড় দই, একটা সন্দেশ, একটা কমলালেবু।

ভাত আমার পক্ষে শক্ত। মাংসগুলিও শক্ত—অধিকাংশ চিবড়ে ফেলে দিলাম। খানিক পরে গ্লুকোজ ইনজেকসন দিতে এসে ডাঃ চক্রবর্তী বললেন, তা হবে না, মাংস পেটে যাওয়া চাই!

[ডায়েরি ১৯৫১। একই তারিখের পরবর্তী অংশ ১৯৫৩ সালের ডায়েরি থেকে নেওয়া।]

24. 2. 55

হঠাৎ হাসপাতালে!

বিকালে একঘণ্টার ছুটি
চিনু ১২।৴০
বেঙ্গল 75/-
ক্যালকাটা পাবলিশার্স 20/-
D—40
Haywards ৮।০
গেঞ্জি ১৸৶
বাস ।৫

৪৭৭ ॥ 25. 2. 55

টের পেয়েছি, বিশেষ নজর রাখতে বলা হয়েছে—রাত্রে আলো জাললেই খবর নিতে হবে ড্রিঙ্ক করছি কিনা।

মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। বারবার মা'র কাছে ক্ষমা আর দয়া চেয়ে বুকে বল করার চেষ্টা করে চলেছি।

[কলম ও নীল পেন্‌সিলে মেশানো লেখা। পুনরায় একই তারিখ দিয়ে পরবর্তী অংশ।]

25. 2. 55

সকালে নার্স টেম্পারেচার নিল। খানিক পরে আরেকজন নার্স নিয়ে এল চারটে ট্যাবলেট এবং ওষুধের গ্লাসে অন্য একটা ওষুধ।

৭টায় সকালের খাবার—যার জন্য ডাক্তার যেমন লিখে দেন। দেড়পোয়ার মত দুধ, ২ স্লাইস রুটি একটা কমলা। বাড়ীতে সারাদিনে দেড়পো দুধ সবদিন খেতে পারতাম না—একবারে দুধটা খেয়ে ফেললাম। ডাক্তার বলেছেন অ্যাল-কোহলের বদলে ফুট [ফুড ?], পেট ভরে খেতে হবে।

বাড়ীতে কতটুকু খাই জানিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—হঠাৎ বেশী খেয়ে যদি কষ্ট পাই ?

ডাক্তার জবাব দিয়েছিল, এটা বাড়ী নয়, হাসপাতাল—এখানে আমরা সর্ব্বদা হাজির আছি। ওসব দায় আমাদের।

১০॥০টা নাগাদ নার্স এসে আবার কয়েকটা বড়ি আর ওষুধ খাইয়ে গেল।

১১টা নাগাদ খানা আসতে আমার তো চক্ষুস্থির—১ প্লেট ঝোলে ৪।৫ টুকরা মুরগীর মাংস, ঝোলে ঘি ভাসছে! সিদ্ধ তরকারী, এক ভাঁড় দই, একটি সন্দেশ ও কমলালেবু নিত্যকার বিধান।

এই ঝোল খাব? সাহস করে খানিকটা ঝোল দিয়ে কিছুটা ভাত মেখে নরম মাংসগুলি খেলাম—ছিবড়ে মত অংশগুলি চিবিয়ে ফেলে দিলাম। বাড়ীর চেয়ে কমপক্ষে চার পাঁচগুণ ভাত।

কিছুক্ষণ পরে গ্লুকোজ।

দুপুরে দই সন্দেশটা সত্যই খেয়ে ফেললাম। তারপর বারবার ঘড়ি দেখা কখন ৪টে বাজে, কখন বন্ধুরা এবং ডলিরা আসে। কেউ এল না।

(পরে লেখা আছে)

[পরবর্তী কয়েকদিনের লেখার পর আবার ২৫.২.৫৫ তারিখের পরবর্তী অংশ।]

25. 2. 55

সন্ধ্যা হল—কেউ এল না। ব্যাপার কি? একজনকে হাসপাতালে পাঠিয়ে খবর না নেওয়া! না বাড়ী থেকে, না—

৭টা নাগাদ হঠাৎ সুভাষ ও গীতা[১] হাজির। একচোট নিলাম। দোষ স্বীকার করব [করল]।

চিনু কাউকে খবর দেয় নি। আজকেই ওরা খবর পেয়েছে। রাত্রেই সুভাষ বনহুগলী, ডলিকে খবর দিয়ে কয়েকটা বই নিয়ে পরদিন সকালে এসে হাজির। দেবী টাকার ব্যবস্থা করেছে—অতুলবাবুর কাছ থেকে।

টুবলুর হঠাৎ জ্বর—ডলি আসতে পারে নি। দুপুরবেলা আসবে।

এদিকে পরীক্ষা, ভিটামিন জোলাপ, গ্লুকোজ চলছে।

D কমিয়েছি—প্রায় ½-এ নামিয়েছি। ডাক্তার সন্তুষ্ট নন। অ্যালকোহল আমার পক্ষে বিষ। তাছাড়া, মুখে অ্যালকোহলের গন্ধ পেলে নার্সরা ভয় [পায়]।

২।৪ দিনের মধ্যে একেবারে বন্ধ করে দেব কথা দিয়েছি।

খাওয়া ৪।৫ গুণ বেড়েছে। দুধ, মাংস, সন্দেশ, পুডিং, ফল—বাড়ীতে থাকতে কল্পনাও করতে পারি নি এত খাদ্য পেটে চালান দিতে পারব—এসেই!

সন্ধ্যায় সুভাষ ও গীতা

[ডায়েরি ১৯৫১।]

৪৭৮ ॥ 26. 2. [55]

...ষ্টুল, পেচ্ছাব ও রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা হল।

বেলা ১২টা নাগাদ ডাঃ মণি দে এলেন। এত বড় ডাক্তার কিন্তু ভারি রসিক মানুষ।

সকালে X-ray হয়েছিল। নিজের চোখে নিজের পাঁজর দেখলাম।

[কিছু অংশ কলম ও কিছুটা নীল পেন্‌সিলে লেখা। মূল ডায়েরিতে এরপর অন্য কিছু তারিখের লেখা, তারপর আবার ২৬.২.৫৫ তারিখের পরবর্তী অংশ।]

26. 2. 55

সকালে সুভাষ

দুপুরে ডলি, শিপ্রা, গীতা

বিকালের দিকে অতীশ মুখোপাধ্যায় (বিশ্ববিদ্যালয়)

অসীম রায়—অমৃতবাজার
নরেন মল্লিক+দেবীপ্রসাদ—
[ডায়েরি ১৯৫১।]

৪৭৯ ॥ 27. 2. [55]

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাংলা অ্যানথলজীর[১] জন্ত 'প্রাগৈতিহাসিক'[২] গল্পের জন্ম চেক 100/—

হুমায়ুন কবীর যে অনুবাদের জন্য লিখেছিল সেটা U. S. A-র জন্ত[৩], সুতরাং এ টাকাটাও পাওয়া যাবে।'

পুতুলনাচ তেলেগু অনুবাদ[৪] চেক 150/—

[একই তারিখের পরবর্তী অংশ বেশ কিছু তারিখের ব্যবধানে লেখা।]

27. 2. 55

বিকালে—রাধারমণ মিত্র, সুভাষ, ননী[৫] এবং দু'জন যুবক।

(আজ সব কাগজে খবর বেরিয়েছে)

[এরপর একপৃষ্ঠা ছেড়ে দিয়ে একই তারিখের পরবর্তী অংশ।]

27. 2. 55

সকালে···বেশ তাজা লাগছে। Al সামান্ত—খাওয়া এ [ত] বাড়িয়েছি যে নিজেরই বিশ্বাস হতে চায় না।

এগারটায় এক প্লেট শিং মাছের ঝোল দিয়ে আধ প্লেট ভাত খেয়ে ফেললাম। দুপুরে দই আর সন্দেশটা।

৩টায় দু'বাটি দুধ ২ স্লাইস রুটি আর পুডিং। এক পিস রুটি আর একবাটি দুধ খেলাম। বাকীটা রাত ৯টায়।

আজ D খাব না ঠিক করেছি।···

খাওয়াটা আরেকটু ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে।

[ডায়েরি ১৯৫১।]

৪৮০ ॥ ইসলামিয়া হসপিটাল

Cabin—2

28.2.55

সকাল থেকে অনেকটা তাজা বোধ করছি। মায়ের দয়ায় সত্যই অঘটন ঘটে গেছে—এই কটা দিনে আমি যেন বদলে গেছি। সঙ্গে থাকতেও নামমাত্র অ্যালকো খেয়ে এত বেশী মাছ দুধ দই মিষ্টি ফল খেতে পারব—মায়ের দয়া

ছাড়া সম্ভব হত না। মায়ের কাছে দয়া চেয়েছি, মায়ের দয়া যেন নিতে পারি। মনে যেন জোর পাই।

আজ বেলা ১২টা নাগাদ গ্লুকোজ ইনজেকসনের পর "বিশেষ" পরীক্ষার জন্য আবার রক্ত নেওয়া হল। ষ্টুল, পেচ্ছাব, থুতু পরীক্ষা আগেও হয়েছে, আরও পাঁচদিন ধরে নাকি চলবে।

১১টা নাগাদ ডাঃ চক্র ও ডাঃ মুখো-র সঙ্গে দেবী এল। রক্ত পরীক্ষার টাকা জমা দিয়েছে। অ্যালকোহল সম্পর্কে ডাঃ বললেন, হাসপাতাল ঠিক অ্যালকোহল ছাড়াবার যায়গা নয়। রোগী নিজের অবস্থা বুঝে অ্যালকোহল ছেড়ে দেবেন। অ্যাল-এর কুফল সম্পর্কে বললেন, বিশেষতঃ আমার লিভার [-এ] বিষের মত।

আমি জানালাম, এসেই আমি অ্যাল ⅓, ¼ করে দিয়েছি—এখন সামান্য পরিমাণে খাই। কয়েকদিনের মধ্যে ছেড়ে দেব।

হঠাৎ না ছেড়ে কয়েকদিন ধরে কমিয়ে কমিয়ে অ্যাল ছাড়ার কথাটা ডাক্তার দু'জন কানেও তুলতেন না—শুধু জোর দিতেন, ওটা ছাড়তেই হবে। আজ অনেক নরম স্বরে বললেন, একেবারে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

বুঝলাম এই কদিনে আমার সহযোগিতা, খাওয়ার পরিমাণ আশ্চর্য্যরকম বেড়ে যাওয়া, আমার খানিকটা তাজা ভাব—এসব অন্য সকলের মত ডাক্তার দু'জনের উপরেও প্রভাব বিস্তার করেছে।

এরা জানেন না শুধু অ্যালকোহল নয়—এই শরীরে কি খাটুনি দুশ্চিন্তার কবল থেকে মার দয়ায় রেহাই পেয়েছি।

অনেক রোগীর দায়, যান্ত্রিক চিন্তা না করে এঁদের উপায় নেই।

ডাক্তার দু'জন চলে যাবার পর এই অল্প খেয়ে অ্যাল ছাড়া নিয়ে দেবীর সঙ্গে একটু খিটিমিটি হয়ে গেল।

দেবী চলে যাবার পর বেচারা আহত হয়েছে জেনে মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে একখানা কার্ড লিখে দিলাম।

দুপুরে ডলি, টুটু খোকন টুবলু। সব চেয়ে মজার খবর—কাগজে খবর পড়ে গুপ্ ছুটে গিয়ে হাজির, লজ্জায় নাকি তাদের মাথা কাটা গেছে।

বাবাকে অনুযোগ দিল, একটা খবর দিতে পারলেন না?

ডলি—সত্যি লজ্জা পেয়েছে। বারবার বলতে লাগল, এতগুলি ভাই[১] থাকতে মানিককে চাঁদা তুলে হাসপাতালে পাঠাতে হল, লোকে বলবে কি। আমি খুব শুনিয়ে [দিলাম]। মনে নেই যেবার বিপদে পড়ে সেবার তিনশ টাকা কয়েক মাসের জন্য ধার চাইতে গিয়ে পায় নি। সেদিন রবিবার, আমার কাছে অনেক লোক আসবে, তাই গুপ্ নাকি সেদিন আসবে না—সোমবার (আজ) আসবে।

ডলিরা থাকতে থাকতেই সুলেখা[২] এল।

২টোর সময় দুই সন্দেশ আর ৩টায় ২ টুকরা মাছের সঙ্গে চা খেতে দেখে ওরা আশ্চর্য্য ও সন্তুষ্ট।

: তবে না তুমি খেতে পার না [?]।

বাড়ীতে কেন খেতে পারতাম না সে ধারণা ডলিরও নেই।

বিকালে অনিল সিংহ, ননী এবং দ্বিজেন নন্দী। নন্দী দিল্লীতে থাকে, কয়েকদিনের জন্য এসেছে। বেশ মোটাসোটা হয়েছে।

দরজার বাইরে একগাদা জুতো জমেছে—ডাক্তার মিত্র লোক দিয়ে জুতোগুলি কেবিনে ঢুকিয়ে দিতে দিতে হেসে বললেন, আপনারা নেমন্তন্ন বাড়ীর ব্যাপার জানেন না ?

সবাই চলে যাবার পর ডলির বড়দি, ও সুন্দরদি। মাঝখানে চতুরঙ্গ[৩] থেকে লোক এসে প্রাগৈতিহাসিকের (বাংলা সংস্করণ) চেক দিয়ে গেল (100/-)।

সন্ধ্যার পর নামু।

রাত্রে Al. খাব না ঠিক করলাম। মার কাছে মনের জোর চাইলাম। তারপর ভেবেচিন্তে দেখলাম, ঝপ করে বন্ধ করার দরকার ? আরও কম করে, শুধু প্রতিক্রিয়া ঠেকানোর মত সামান্য পরিমাণে খেলে দোষ কি ? আর যদি না খাই, না বাড়িয়ে যাই ? সেটাই আসল কথা।

মার দয়ায় মনের জোর পেলাম। ঘুমানোর আগে সামান্য পরিমাণে খেলাম —আর ছুঁলাম না।

[পুনরায় একই তারিখ দিয়ে লেখা পরবর্তী অংশ।]

28.2.55

বড়ি ওষুধ যথারীতি

গ্লুকোজ

সন্ধ্যার সময় ১ লক্ষ পেনিসিলিন

বিশেষ পরীক্ষার জন্য রক্ত নেওয়া হবে সেইজন্যই বোধহয় পেনিসিলিন বন্ধ ছিল। আজ দুপুরে রক্ত নিয়েছে।

[একই তারিখের পরবর্তী অংশ ডায়েরির অনেক আগের পাতায় লেখা এবং মনে হয় পরে কোনো এক সময়ে লেখা হয়।]

প্লট : আজীবন :—(শুধু নাম)

Islamia Hospital—চিঠিপত্র

28.2.55 দাদাকে ও পুকে শুধু খবর জানিয়ে কার্ড

মার্চের ৬।৭ তারিখে—

A. B. Chatterjee-কে

মেজদাকে—২০০৲ সাহায্য চেয়ে

সুরজিতকে[৪]—

সুধাংশু রায়কে (ভুলক্রমে কিরণ রায়ের[৫] বন্ধু মোটা সুধাংশুর বদলে অন্যজনকে)

[ডায়েরি ১৯৫২। একই তারিখের পরবর্তী অংশ ১৯৫১ সালের ডায়েরিতে লেখা।]

28.2.55

সকালে দেবী দুপুরে ডলি, টুটু টুবলু খোকন, সুলেখা সান্যাল

বিকালে অনিল সিংহ, ননী একজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে? ডলির বড়দি, সুন্দরদি, চতুরঙ্গের লোক

সন্ধ্যার পর নামু

৪৮১ ॥ 1.3.55

সবে খেয়ে উঠেছি। কতকাল পরে যে আজ ৫ টুকরো মাছের এক প্লেট ঝোল দিয়ে এক প্লেটের অর্দ্ধেকের বেশী খাই নি [খেলাম]। সবে খেয়ে উঠেছি হঠাৎ ডাঃ মণি দে, সঙ্গে ডাঃ চক্র, মুখো ও তরুণ ডাক্তারটি। বোঝা গেল আমার চেহারার পরিবর্তন দেখেই ডাঃ দে খুব খুসী হয়েছেন।

অসুখের কথা কিছুই হল না, খাটে আসামী মুগা চাদরটি পড়েছিল, সেটাকে উপলক্ষ করে তাঁতশিল্প, চরকা ইত্যাদি বিষয়ে খানিকক্ষণ কথা হল।

যাবার আগে মাছের প্লেট শূন্য এবং ভাতের প্লেটে সামান্য ভাত পড়ে আছে দেখে ভারী খুসী।

: কিন্তু দেশী কাঁচকলা সেদ্ধগুলো?

আমি বললাম—আর দু'একদিন পরে।

সায় দিয়ে ডাঃ দে বিদায় নিলেন। যথারীতি গ্লুকোজ।

[এরপর একপৃষ্ঠা ছেড়ে দিয়ে একই তারিখের পরবর্তী লেখা—শুরুর অংশ নীল পেন্‌সিলে, শেষ লাইন কলমে।]

1.[3.] 55

টাঙ্গাইলের করুণা বিশ্বাস, নরেশ ধর—

কুন্দুসের টেলিফোন—

[একই তারিখের পরবর্তী অংশ ১১.৩.৫৫ তারিখের লেখার মাঝখানে তিন পৃষ্ঠা জুড়ে লেখা ছিল।]

ইসলামিয়া হাসপাতালে—

বেলা ৩৷৽—যথারীতি চা বিস্কুট এল। আজ ১লা মার্চ—২৪.২.৫৫ তারিখ আমার আশ্চর্য্য ও দ্রুত উন্নতি ডাক্তারদেরও কল্পনাতীত ছিল। আজ ডাক্তার মণি দে আমার ভারপ্রাপ্ত সিনিয়র ও জুনিয়র ডাক্তার দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে এসে

মনে মনে বেশ খানিকটা আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন টের পেলাম। খুসী যে হয়েছেন তাতে সন্দেহ কি।

ডাক্তারদের এই একটা মস্ত দোষ, তাঁরা রোগ ও রোগীর দেহ ছাড়া কিছুই প্রায় ভাখেন না। রোগী যে একটা বিশেষ পরিবেশ থেকে এসেছে, তার যে একটা বিশেষ মানসিক গঠন অথবা বিশেষ অবস্থায় উপনীত স্নায়ুমণ্ডলী আছে, এটা তাঁরা গণনায় আনেন না।

এসেই মদ কমিয়ে দিয়েছিলাম, বিপর্য্যস্ত মানসিক অবস্থা সত্বেও। কমিয়ে এনে কাল রাত্রে খারাপ প্রতিক্রিয়া ঠেকাবার জন্য রাত্রে খেয়ে-দেয়ে সামান্য পরিমাণে খেয়েছি। ১ বোতল দৈনিক ছিল—এটুকু তার তুলনায় ওষুধের ডোজ। মোটে পাঁচ রাত্রি এখানে কাটল। প্রথম দিন আজকের চেয়ে কমিয়ে পাঁচ রাত্রিতে এতখানি উন্নতি, কে বলে অ্যালকোহল আমার প্রধান ব্যাধি ছিল? খাটুনির চাপ আর দুর্ভাবনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পেলে বাড়ীতেও আমি এটা পারতাম।

তবে বাড়ীতে এলোমেলোভাবে হত। এখানে সেটাই ডাক্তারের তত্বাবধানে তাড়াতাড়ি হল।

বলা বাহুল্য, ডাক্তার আমার লিভার, পেটবুক, অ্যানিমিয়া, ইত্যাদি অসুখের চিকিৎসা করছেন—অ্যালকোহলিজ্‌মের চিকিৎসা নয়। ডাক্তার নিজেই স্বীকার করলেন, হাসপাতালে ওই চিকিৎসা হয় না।

[ডায়েরি ১৯৫২। 'আজ ১লা মার্চ—২৪.২.৫৫ তারিখ'—অর্থাৎ শেষোক্ত তারিখে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন।]

৪৮২ Islamia Hospital

2।3।55

কাল আত্মীয়বন্ধুরা কেউ এল না কেন, ভাবছি। গুপ্‌ তো সোমবার আসবে বলেছিল। দাদা বৌদি খবর পায় নি? সাহিত্যিক বন্ধুরা?

যাক গে। বেশ আছি।

কী সুমিষ্ট মধুর এই চিন্তাহীন স্বাধীন পরিপূর্ণ বিশ্রাম!

খুসীমত এবং সময় কাটাবার জন্যও বটে, লেখা কপি, প্রুফ, বই এনেছিলাম—দু'এক ঘণ্টা কাজ করব।

কিছু না করার ও কিছু না ভাবার বিশ্রামটাই ভাল লাগছে।

একলা একলা বসেও খারাপ লাগে না। আমি তো চিরদিন একা।

বেলা দশটা নাগাদ কুদ্দুস আর আমাদের পাগলা কবি এল। খানিক পরে এক বৃদ্ধ মুসলমান ভদ্রলোক। কুদ্দুস পরিচয় করিয়ে দিল—সকলে মোল্লা জান সাহেব বলে, সারাজীবন জনহিতকর কাজ করে কাটিয়েছেন, সবাই চেনে ও

ভালবাসে! যাবার সময় বলে গেলেন, কোন অসুবিধা হলে যেন কোন attendant-কে খবর দিতে বলি।

তারপরেই দুই ডাক্তার। চক্রবর্তী ভাল করে বুক ও পেট পরীক্ষা করলেন।

আজ কয়েকটুকরো পেঁপে, তিন টুকরো মাছ, ভাত, আধ ভাঁড় দই আর সন্দেশ খেলাম। একটা মাছ আর ভাত রইল, পরে খাব।

দুপুরে চা-র সঙ্গে বিস্কুট দিয়ে মাছ আর আলুটা খেলাম। সকালের আধ-খানা ধরলে কমলা খাওয়া হয়েছে ২॥০টা, কয়েকটা আঙুর।

বিকালে তারাশঙ্কর[১], সঙ্গে মুখচেনা নাম ভোলা একজন। তারাশঙ্কর নাকি ডাঃ রায়ের[২] কাছে গিয়েছিল টাকার কথা বলতে, ডাঃ রায় বলেছেন দেবেন। একদিন দেখতে আসার কথাও বলেছেন কিন্তু চারতলায় সিঁড়ি ভাঙতে পারবেন না। তারাশঙ্কর সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠে হাঁপাচ্ছিল। এখানে লিফ্‌ট আছে শুনে আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

তার [পর] বেঙ্গলের শচীন মুখোপাধ্যায়। একটু পরে পাড়ার অনিলবাবু এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছোটবোনকে নিয়ে বৌদি (কালাচাঁদের স্ত্রী)।

তারাশঙ্কর বলল পরদিন অতুল গুপ্তের কাছে যাবে। যাবার [সময়] শচীন-বাবুকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে গেল, বলে গেল, আমার সম্পর্কেই নাকি শচীনবাবুর সঙ্গে তার কথা আছে।

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৪৮৩ ॥ 3 । 3 । 55

কাল পরশুর মত আজকে রাত্রে শুতে যাবার আগে Night cap[১] (মিকশ্চারের ২।৩ ডোজ) খেয়ে ঘুমোলাম। রাত্রে জাগলাম—কিন্তু না, D নয়!

মার দয়ায় মদের তৃষ্ণা জয় করেছি। মার কাছে মনের জোর চেয়েছিলাম, মা মনের জোর দিয়েছেন।

[এরপর একপৃষ্ঠা ছেড়ে দিয়ে আবার একই তারিখের লেখা। মনে হয় উপরোক্ত অংশটি পরবর্তী অংশের পরে লেখা।]

3. 3. 55

সকাল দশটা। প্রাগৈতিহাসিকের চেকটা রেজিষ্ট্রী ডাকে ব্যাঙ্কে পাঠালাম। খাম পোষ্টকার্ড আনতে দিলাম।

দেবী সুভাষেরা খুব কম আসছে।

এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে আমি যাতে টাকা না পাই, এ বিষয়ে বিশেষভাবে চেষ্টা চলেছে। চেকটা ডলি বোধহয় বাবাকে দিয়ে ব্যাঙ্কে জমা দেয় নি—আমার টাকা তুলে আনার সুযোগ থাকবে। দেবীদের সঙ্গে অন্য ব্যবস্থা হয়েছে। সই করা চেক যার একাউণ্টে ইচ্ছা জমা দেওয়া যাবে।

যেমন ছেলেমানুষ দেবী সুভাষেরা তেমনি ছেলেমানুষ ভঙ্গি। এমনিভাবে আমায় হাসপাতালে আটক রেখে টাকা বন্ধ করে মদ ছাড়াবে! ওরা যদি জানত যে আমার কাছে মদও আছে, মদ কেনার টাকাও আছে, আমি নিজে স্বেচ্ছায় মদ ছেড়েছি!

এসব সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি অভিজ্ঞতার অভাবের প্রমাণ। এতে যে উল্টো ফল হয়, রাগে বিরক্তিতে মানুষের মন বিগড়ে যায়, ওদের সেটা জানা [নেই ?]। দরকার হলে হাসপাতালে কেবিনে বসে কটা টাকা যোগাড় করা যেন আমার পক্ষে কঠিন—রোজ আমাকে এত বন্ধুবান্ধব দেখতে আসছে।

তাছাড়া, ঘণ্টাখানেকের জন্য বেরিয়ে টাকা অনায়াসেই যোগাড় করতে পারি।

ভর্তি হবার সময় আমাকে গোটা এগার টাকা দেওয়া হয়েছিল। ওরা জানে যে তা থেকে আমি গেঞ্জি পেষ্ট ইত্যাদি কয়েকটা জিনিষ কিনেছি। ওদের কি একবার খেয়ালও হয় না যে টুকটাক দরকারী জিনিষ কিনতে, যেমন চিনি, ব্লেড, সাবান, তেল এসব কিনতে পয়সা লাগে? আমি সিগারেট খাই তাও কি ভুলে গেছে?

ডাক্তারদের বরং বাস্তববোধ আছে! মদ খেতে বারণ করেছে, আমার পক্ষে এখন যে বিষতুল্য সেটা বুঝিয়ে বলেছে—কিন্তু জোর জবরদস্তি করে নি।

প্রথমে জোর দিয়েছিল, একেবারে ছাড়তে হবে—কিন্তু দেবীদের মত ছেলে-মানুষ তো নয় তাই শেষ পর্য্যন্ত কমিয়ে কমিয়ে ছাড়বার জন্য কয়েকদিন সময় দিয়েছে।

কিন্তু বিশ্বাস করে নি যে আমি পারব।

গোড়ায় তাই ডাক্তারদের বিরক্ত কঠোর ভাব—কে জানে মদের লড়াই কোথায় দাঁড়াবে। কেবল অ্যালকোহলের কুফলের কথা, অ্যালকোহল ছেড়ে দেবার কথা—আর জিজ্ঞাসা : ড্রিঙ্ক করেছিলেন? কিন্তু দু'চারদিন যেতে যেতেই ডাক্তারদের বিরক্ত কঠোর ভাব নরম হয়ে এল। তারা টের পেলেন আমি সত্যই মদ বশে আনবার চেষ্টা করছি।

কিন্তু বিশ্বাস নেই। চেষ্টা তো অনেকেই করে—পারে ক'জন?

আমি বাইরে গিয়ে মদ এনে কেবিনে কম করে হলেও খাই শুনে ডাঃ দে-ও নাকি বিরক্ত ও ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু পরের বার হাসপাতালে এসে (হপ্তায় ২ বার আসেন) অর্থাৎ আমার ভর্তি হবার পাঁচ ছ'দিন পরে—ডাক্তারদের কাছে বিবরণ শুনে এবং আমার চেহারা দেখে বিদায় নিলেন।

ডাঃ দে'র নির্দেশ ছিল, অ্যালকোহল বন্ধ করা চাই।

ডাঃ মুখার্জি তাই এঃকবারে বন্ধ করার জন্য এত বেশী চাপ দিচ্ছিলেন। তার প্রথম প্রশ্নই ছিল, ড্রিঙ্ক করেছেন তো?

ডাঃ দে বোধহয় আমার অ্যালকোহলের ব্যবস্থা আমার হাতে ছেড়ে দিতে বলেছেন—আমি যে বশে আনতে পেরেছি এবং একেবারে ছাড়তে পারব এ বিশ্বাস তার জন্মেছে, নইলে ক'দিনে এতখানি উন্নতি সম্ভব—অ্যালকোহল সম্পর্কে ডাঃ মুখার্জি প্রশ্নও করেন না!

ডাক্তারেরা বন্ধুর মত ব্যবহার করছেন। এত অল্প সময়ের মত [মধ্যে ?] এত বেশী মদ গেলার অভ্যাস নিজের চেষ্টায় জয় করলাম—এতে ওদের মনে শ্রদ্ধাও জেগেছে।

স্নান করে খেতে বসেছি, ডাক্তার চক্রবর্তী এলেন, সঙ্গে সেই তরুণ ডাক্তারটি।

: উঠবেন না, উঠবেন না, খেয়ে যান। সব মাছ কটা খাবেন তো?

: খুব সম্ভব!

তরুণ ডাক্তার : পেশেন্টদের অ্যাপেটাইট নিয়ে খেতে দেখলে খুব আনন্দ হয়।

ঈজিচেয়ারের হাতলে বসে ডাঃ চক্রবর্তী এক মাতাল বুকির গল্প শোনালেন। আমি আমার মদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলাম।

: তাই এখানে এসে বিশ্রাম পেয়ে কদিনে অ্যালকোহল কণ্ট্রোল করতে পেরেছি। প্র্যাকটিক্যালি ছেড়ে দিয়েছি বলা যায়।

ডাঃ চক্রঃ সে আপনার হাতে।

এই ডাঃ চক্রবর্তী কি কঠোরভাবেই না মদ ছেড়ে দেবার কথা বলেছিলেন। তবে, উনি একথাও বলেছিলেন, রোগী সহযোগিতা না করলে হাসপাতালে অ্যালকোহলিজ্‌মের চিকিৎসা নেই।

দশটা নাগাদ ধূলোর ঝড় এবং বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। মেঘলা আকাশ। বেলা ২টা নাগাদ বারান্দার কোণায় দাঁড়িয়ে চারিদিকের বাড়ীর সমুদ্র দেখছি, ডাঃ মুখার্জি গ্লুকোজ দিতে এলেন।

: কাল ড্রিঙ্ক করেছিলেন?

: ঘুমোবার আগে একটা নাইট-ক্যাপ।

: তাও চলবে না। একদম বন্ধ করে দিন।

তারপর সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন একটু খেয়েছেন, না?

আজ শরীরটা ভাল, তারাশঙ্করও ব্যবস্থায় নেমেছে জেনে মনটাও ভাল ছিল। বুঝলাম, আমার তাজা ভাব দেখে ডাক্তারের সন্দেহ হয়েছে।

বাড়ীঘর ছেড়ে হাসপাতালে পড়ে আছে, অ্যালকোহল ছাড়াই তার তাজা ভাব! ডাঃ মুখার্জি কাজের মানুষ কিন্তু ভোঁতা। পেটে যা বিদ্যা আছে সেটুকু খাটাতেই জানেন, যাকে বলে dogmatic, সোজা প্রয়োগ। জটিল রোগের চিকিৎসার দায় ঘাড়ে চাপলে তার মাথা গুলিয়ে যাবে না, বিপদ হবে রোগীর।

সব কিছু জেনে বুঝে বিচার বিবেচনা করে জটিলতাটা আগে ভাল করে না ধরেই তিনি যতটা দেখবেন, যতটা বুঝবেন সেই অনুসারে বিদ্যা ফলাবেন।

আজ থেকে (৩।৩।৫৫—বিকাল ৪॥০) ধারাবাহিকভাবেই লিখে যাব ভাবছি, ঘটনা এবং চিন্তা দুই-ই। ঘটনা তারিখ দিয়ে কেটে কেটে লিখলেও পরে জোড়া লাগানো হয়তো কঠিন হবে।

ডলি ও ছেলেমেয়েদের কথা মাঝে মাঝে ভেবেছি কিন্তু ওদের জন্য কোন কষ্ট নেই, ওদের দেখার জন্য তেমন ইচ্ছাও যেন নেই। দিনের পর দিন সাহিত্যিকের দায় টানার সঙ্গে ওদের বোঝা বইতে হয়েছে বলে? বোঝা নামিয়ে রাখার সুযোগ পেয়ে মনটা তাই সাময়িকভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে?

অথবা আমারই হৃদয় নেই?

ওরা বোঝা কিন্তু ওদের আমি স্বার্থপর বলি না, যদিও স্বার্থপরের মতই ওরা সুখ চায় আরাম চায় বিলাস ব্যাসন চায়—স্বামী বা বাপের অবস্থা খারাপ হলেও চায়।

দু'বছর ধরে চেষ্টা করে আমি ডলিকে তিনমাসের জন্য কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনায় রাজী করাতে পারি নি, আমি D ছেড়ে দেব একথা বলেও নয়।

ডলির এক কথা—আগে D ছাড়ো, তারপর। তুমি মদ খাবে আর আমরা কষ্ট করে মরব—তা হবে না।

D ছাড়া এই শরীরে কাজ করা আমার পক্ষে যে অসম্ভব, ডাক্তার একথা বলে যাবার পরেও ডলির ওই এক কথা।

D না খেলে যে আমি অচল হয়ে যাব, সাতদিন কাজ বন্ধ থাকলে যে সংসার অচল হয়ে যাবে—এসব কিছুই বিবেচনা করতে ডলি রাজী নয়।

তারা তিনমাসের জন্য অত কষ্ট করে থাকতে পারবে না।

বিকালে ৬টা নাগাদ পাড়ার অনিলবাবু আপিস ফেরত এলেন। ডলি ও বাবা চিঠি দিয়েছেন। চেকটা ব্যাঙ্কে জমা পড়েছে, টাকা তোলা নিয়ে গোলমাল।

ম্যানেজারকে চিঠি লিখলাম। কাল অগুন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে এখানে আসবে।

সন্ধ্যার পর গীতা, সুভাষ ও নাম-ভোলা (আঙুর দেওয়া) বন্ধু।

অন্ধ্রে আমাদের শোচনীয় পরাজয়।

৭৮ সিটের মধ্যে মোটে ৪

কংগ্রেস ৫৭

নাগি রেড্ডি (Leader of the opposition) ১০,০০০ ভোটে পরাজিত।

কেলেঙ্কারি একেই বলে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে গুরুতর ত্রুটি আছে সন্দেহ কি!

এখন সন্ধ্যা ৭টা।

সুভাষরা আসবার মিনিট দশেক আগে সন্ধ্যার আহার সেরে উঠেছি।

এখানে ৬টার সময় রাত্রের মানে শেষ আহার। আমায় দেয় আধসের দুধ, চার পিস রুটি আর একটা পুডিং। আমি ২ খানা রুটি ফেরত দিই।

সারাদিনে পেটে কত বোঝা-ই নিয়েছি ভেবে অবাক হয়ে যাই।

আজ মোটে অষ্টম দিন!

ভোরে উঠে রাত্রে রেখে দেওয়া খানিকটা পুডিং। সাতটায় এক পো দুধ, একখানা টোষ্ট—মাঝখানে দুটো কমলা, আঙুর, এক টুকরো কেক, তারপর ১১টার সময় কিছু পেঁপে সিদ্ধ আর চার টুকরো মাছের ঝোল দিয়ে প্রায় ½ প্লেট ভাত (তিন হাতার কম নয়।) খানিকটা দই।

(খাওয়ার সময় ডাঃ চক্রবর্তী হাজির—দেখে খুব খুসী। ঈজিচেয়ারের হাতলে বসে তার রোগী একজন মাতাল বুকির গল্প শোনালেন—কিভাবে ভাইস্-রয় কাপ এগিয়ে এলে তিন চার [দিন] আগে মিসেস বুকি ডাঃ চক্রকে ডেকে পাঠাত—বুকিকে sober রাখতেই হবে, নইলে অনেক টাকা লোকসান।

বুকি বলত, আমায় sober রাখার জন্য ওয়াইফ তোমায় ডেকেছে তো?

খুব অমায়িক ভাব।)

২টা নাগাদ বাকী দইটা।

৩॥০ চা আর একটা বিস্কুট।

৪॥০ বাকী চা-টুকু।

৬টায় এক পো দুধ, আধ পিস রুটি, খানিকটা পুডিং।

বাড়ীতে ৯টায় খেয়ে শোয়া অভ্যাস। দেখি ৮॥০টা—৯টা নাগাদ বাকী দুধটা খেতে পারি কিনা।

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৪৮৪ ॥ I. H. 4. 3. 55

কাল রাত্রে একটু বিচলিত ভাব এসেছিল, মায়ের দয়ায় কেটে গেল। কয়েকটা জিনিষ বরং স্পষ্ট হয়ে উঠল মায়ের কাছে দয়া চাওয়ার পর মনটা যখন শান্ত হল,—শুধু রোগা আর দুর্ব্বল হয়ে পড়ি নি, বড়ই ভীরু, নিরীহ, ভালমানুষ হয়ে পড়েছি।

একটু শক্ত, ধীর, গম্ভীর হতে হবে। বেশী কথা বলা, সব কথায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কৈফিয়ৎ খাড়া করার চেষ্টা, এসব দোষ কাটাতে হবে। বেশী মদ খেয়ে এসব এসেছে।

সাড়ে পাঁচটায় রাত্রে রেখে-দেওয়া পুডিং, পৌনে সাতটায় পুরো এক পিস টোষ্ট দিয়ে এক পো দুধ ও চা, ৯টায় বাইরে থেকে আনিয়ে এক কাপ চা,

১১।০টায় পেঁপে সিদ্ধ, চার টুকরো কাটা মাছ দিয়ে ২-২।০ হাতা ভাত, ১টায় একটা আস্ত কমলা লেবু…

সকালে মোল্লাজান সায়েব এলেন—বললেন না, হাসপাতাল পরিদর্শন করবেন।

খেয়ে উঠে বসেছি, হেড নার্সের সঙ্গে ডাঃ অমিয়কুমার বসু পাশের দুটো কেবিন ঘুরে আমার কেবিনে এলেন। কোন অসুবিধা আছে নাকি জিজ্ঞাসা করলেন, আমার ওষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থাপত্র এনে পড়লেন।

খাওয়ার প্লেট তখনো টেবিল থেকে সরায় নি—নরম ভাত আজ দলা পাকিয়ে গিয়েছিল। সেদিকে নজর পড়তে ডাঃ বসু বললেন, সিসটার, নরম ভাত এরকম লাপ্সি হলে তো চলবে না।

বাবুর্চির ডাক পড়ল। কি কৈফিয়ৎ দিল বুঝলাম না। ডাঃ বসু জোর দিয়ে বললেন, না না, ভাত লাপ্সি হলে চলবে না।

সাড়ে দশটা নাগাদ অঞ্জন Withdrawal form নিয়ে এসেছিল। ডলির জন্য ওর হাতেই ১০০৲ টাকার bearer form সই করে দিলাম।

আজ সকাল থেকে বেশ তাজা বোধ করছি। আজ মোটে নবম দিন।

মায়ের দয়ায় মৃতও জীবন পায়।

সত্যই মায়ের দয়া আশ্চর্য্য—যাকে দয়া করেন, সহজ নিয়মে কিন্তু অঘটনীয় (আমার কাচে, মায়ের কাছে নয়) যোগাযোগে সমস্ত সমস্যার মীমাংসা হয়ে যায়, মা তাকে সব সময় বাঁচিয়ে চলেন। সব চেয়ে বড় কথা মা তাকে সুমতি দেন, চেতনা দেন।

সবে লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে হাত পা ধুয়ে খাটে বসে মুখ [?] ডাঃ পূর্ণেন্দু ঝা এসে উপস্থিত।

আগে এই হাসপাতালে ছিলেন। কাকাবাবু ওকে চিঠি লিখেছেন।

বললেন, কাকাবাবু বলেছেন, আপনি যেন সেরে গেছি বলে তাড়াতাড়ি চলে যাবেন না। কিছু দরকার হলেই প্রভাতদাকে (ডাঃ মিত্র) বলবেন।

তারপর বললেন, কোন বন্ধু এসে ডাকলে যেন হাসপাতাল থেকে বাইরে চলে যাবেন না। আমি বলে গিয়েছি, এরা হয়তো আপনাকে আটকাবে। কিছুদিন semi-jail-এর ব্যবস্থা আর কি।

: আমি সারতে এসেছি, এখানে বা বাইরে গিয়ে ফুর্তি করতে আসি নি।

দু'জন নার্স যাচ্ছিল, ডাক্তার ঝা তাদের ডেকে আমার সুখসুবিধার দিকে নজর রাখতে, আমার সঙ্গে গল্প করতে বলে দিল।

কম. ঝা উঠতে যাবে, আমি অঙ্কের প্রসঙ্গ তুললাম। ঝা মশগুল হয়ে গেল। আধঘণ্টা ধরে ও-বিষয়ে কথা চলল। বেশী কথা ঝা-ই বলল, আঙুল গুণে পয়েন্ট তুলে জোরের সঙ্গে বিচার বিশ্লেষণ করে।

ঝা আত্মপ্রত্যয়ী টাইপের।

চা খেতে বসেছি শুভা এল, একাই। (ছোটকাকার মেয়ে)

৫॥০-৬টার সময় এই চারতলাতেই ওপাশে সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে খাবার বিলানো দেখলাম।

আমার কেবিনের কাছেই বারান্দার কোণে খাবারের চাকাওলা দোতলা গাড়ীতে দুবেলা রান্না খাবার বোঝাই হয়—বড় বড় ডেকচি, কেটলি স্টসপেন। টেবিলে একস্তূপ কলাইকরা প্লেট। ভাত, রুটি, পাঁউরুটি—মাছ, মাংস, পেঁয়াজের তরকারী—আরও দু'এক রকমের আছে।

গাড়ীটা ঠেলে নিয়ে গিয়ে সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের এদিকের দরজার সামনে দাঁড় করালো, কোন প্লেটে মাছ, কে প্লেটে মাংস দেওয়া হতে লাগল, সেটা চলে যেতে লাগল রোগীর বেডের মাথার কাছের ছোট টেবিলে। কেউ মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে বসে আছে, সে হাত বাড়িয়ে নিজেই প্লেটটা নিয়ে নিল। একটি করে মগ দেওয়া আছে—খাওয়া ওই একটি প্লেটে।

এদের তুলনায় কেবিনে আমি কত রাজার হালে আছি!

অবশ্য পয়সা দিয়ে। দৈনিক ৮৲

[একই তারিখের পরবর্তী অংশ ৫.৩.৫৫ তারিখের লেখার পর লেখা ছিল এবং নীল পেন্সিলে কেটে দেবার আড়াআড়ি দাগে চিহ্নিত।]

দয়া ৪।৩।৫৫

১। প্রথমবার সুভাষেরা ট্যাক্সি নিয়ে গেলে হাসপাতালে যেতে রাজী হলে কি বড়দের টনক নড়ত? তারা ব্যস্ত মানুষ—ওদের হাতেই সব ছেড়ে দিতেন—দায় ঘাড়ে চাপত না। কারণ দেবী সুভাষেরাই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, শুধু ওদের কথার উপর নির্ভর।

এ তো ছেলেমানুষী ব্যাপার নয়। ওদিকে সংসার—এদিকে হাসপাতাল। সেদিন রাজী হলে কাকাবাবু জ্যোতিবাবুরা কি এসে দায় স্বীকার করতেন?

এটা করেছিলাম ঝোঁকের মাথায়। দয়া বুঝতে পারি নি।

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৪৮৫ ॥ 5.3.55

সেন্ট-জেল কণ্ডিসনে কিছুদিন থাকতে হবে—কাকাবাবুর বিশেষ অনুরোধ। তাড়াতাড়ি যেন হাসপাতাল থেকে বিদায় না নিই।

সে তো বুঝলাম। কিন্তু ব্যাপার কি? ব্যবস্থা কি হল সে বিষয়ে কিছুই জানতে পারলাম না—ন'দিন কেটে গেছে। দায়িত্বশীল কোন কমরেড উঁকিও মারলেন না—কেবল সুভাষ গীতারা কয়েকজন। ভর্তি করে দিয়ে সেই যে চিহ্ন গেল, আর তার সাড়াশব্দ নেই। দেবীও আসে না।

কাদের নিয়ে কমিটি হল, কিভাবে ফাণ্ড তোলা হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না।

এক তারাশঙ্কর ছাড়া সাহিত্যিকেরা কেউ দেখা করতে আসে না কেন? এমন কি পার্টির কবিলেখকেরা পর্য্যন্ত? ব্যাপারটা ধাঁধার মত লাগছে।

দুপুরে মুর্গীর ঝোল দিয়ে প্রায় ¾ প্লে[ট] ভাত খেয়ে ফেললাম+এক ভাঁড় দই!

খেয়ে উঠেছি আগামীর সেই ছেলেটি (Pegeon) [Peon?] কাম্বেলের skin specialist Dr. Taradas Mazumder-কে সঙ্গে নিয়ে এল—সপ্তাহে দুদিন এ-হাসপাতালে আসেন। পরিচয় হবার পর ফাটা চামড়া দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এরকম হয় কেন? সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল: Vitamin A deficiency.

অর্থাৎ fat বা তৈলজাতীয় পদার্থে যে ভিটামিন থাকে। হায় রে, লিভার খারাপ হলে fat খেয়েও নাকি লাভ নেই—বরং ক্ষতি। নিজে শুধু বেরিয়ে যায় না, calcium নিয়ে বেরিয়ে যায়।

দুপুরে ডাঃ ঝা 'স্বাধীনতা' দিয়ে গেল। তিনটে নাগাদ ডলি, টুবলু শিপ্রা, ঘণ্টাখানেক পরে সুলেখা।

অনিল সিংহ, প্রদ্যোৎ গুহ, মৃগাঙ্ক[১] ও আরেকজন এলে ডলিদের নিয়ে সুলেখা তার বাড়ী নিয়ে গেল—অনেকদিন ধরে যাওয়ার কথা ছিল।

অনিলদের সঙ্গে অন্ধ্রে পরাজয় নিয়ে আলোচনা চলছে—পার্ক সার্কাস শিল্পী সংঘের চারজন সভ্য এলেন। প্রথমে খেয়াল করি নি ওরা চলে যাবার পর দেখলাম মস্ত এক ঠোঙ্গা আপেল কমলা আঙ্গুর টেবিলে রেখে গেছে।

অন্ধ্রের ব্যাপারটা সত্যই অদ্ভুত। সরকার গঠন করতে পারব এই সগর্ব্ব ঘোষণার পর এমন পরাজয়—আজকের খবরে ১২৯ সিটের মধ্যে মোটে সাত!

এই বিরাট বিভ্রান্তি ও বিপর্য্যয়ের কারণ কি? দায়ী কে বা কারা?

বিনয় শিখতে হবে, ঐতিহ্যকে বা বর্তমান সমাজকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার দম্ভ ত্যাগ করতে হবে, মানুষকে ভালবাসতে হবে। আমি মার্কসবাদী, আমি বৈজ্ঞানিক, আমি সব জানি, সংস্কার বা ভাবপ্রবণতার ধার আমি ধারি না, আমি লড়ায়ে শ্রমিক শ্রেণীর যোদ্ধা কম্যুনিষ্ট—আমার দ্দ্বার পাথর।

একজন পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কাছে গেলেন—চাঁদা বা ভোটের

জন্য। পঞ্চাশ বছর ধরে সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে তার হৃদয় মন বিশেষ গড়ন পেয়েছে। বকতে ভালবাসেন, কথায় সায় পেলে খুসী হন।'

পার্টির সোভিয়েট পদলেহন নীতির সমালোচনা সুরু করলেন।

কি দরকার তর্ক করে? আধঘণ্টা একঘণ্টার মধ্যে তার পঞ্চাশ বছরের সংস্কার ধারণা চিন্তাধারা ও বিশ্বাসকে শুধরে দেবার শিশুসুলভ চেষ্টা করে? মার্কস্‌বাদের হিসাবে, বিজ্ঞানের হিসাবে বরং সিদ্ধান্ত আসবে—না, সেটা যখন উদ্দেশ্য নয়, তখন যে উদ্দেশ্যে তার কাছে যাওয়া সেটা সফল করার চেষ্টাই একমাত্র কর্তব্য।

মানুষটাকে শুধরে দেওয়াই যদি কর্তব্য মনে হয়—মার্কস্‌বাদী পদ্ধতিতে পরম ধৈর্য্যের সঙ্গে সে কাজ সুরু করুন। পঞ্চাশ বছরের একটা মানুষের মন তো দু'চারদিন দু'চারটে যুক্তিতর্ক শুনিয়েই বদলানো যায় না—যতই অকাট্য হোক সেই যুক্তি!

সামনে দেয়াল, মার্কস্‌বাদী সোজা চলতে গিয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকে ধপাস করে পড়ে না—ওটা যে বীরত্ব নয়, দেয়ালের পাশ কাটিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, এটুকু তাকে বুঝতে হয়।

তাই বলে কি ভদ্রলোকের সঙ্গে সোভিয়েটের নিন্দায় মাততে হবে? মোটেই না। একটু অর্থহীন অমায়িক হাসি, একটু মাথা নাড়া, দু'একটা বিচ্ছিন্ন কথা—তাই নাকি, অ্যাঁ, বটে। ও—ইত্যাদি দিয়ে সমর্থন না জানিয়েও প্রলাপ শোনা যায়। দরকার হলে প্রলাপ শোনার ধৈর্য্যও মার্কস্‌বাদীর চাই।

একসময় থামবেন। কাজের কথা বলার সুযোগ মিলবে।

কৌশল কি শুধু একটা—বাঁধা ধরা? সর্ব্বত্র সেটাই প্রয়োগ করতে হবে? যেখানে যেমন দরকার।

কিন্তু অবজ্ঞা অনুকম্পা বিরাগ বিতৃষ্ণা বিদ্বেষ দূর করে দেশের পিছিয়ে থাকা মানুষগুলোকে ভালবাসতে হবে, এ দরদ না জাগলে বিচারবুদ্ধি, ধৈর্য্য কৌশল কিছুই আয়ত্ত করা যাবে না।

পঞ্চাশ বছর বয়স হয়েছে? না, ও আমার পাঁচ বছরের ছেলে। আহা, বেচারা! কথা কইতে ভালবাসে, হয়তো কেউ শোনে না। আমিই শুনি বাপের মত, বুঝবার চেষ্টা করি ওর মনের শৈশবের চেহারাটা কিরকম।

সোজা কথায় বলা যায়—The C. P. I. does not understand the mind of India

কিন্তু ত্রুটি কি শুধু নেতৃত্বের? সভ্যেরা নাকি ভয়ানক গরম। কিন্তু একটা পার্টির নেতৃত্ব ভুল করলে সে ভুলের দায় কি সভ্যদের উপরেও পড়ে না? দিনের পর [দিন] নিয়ে [?] ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পার্টিকে নেতৃত্ব ভুল পথে চালিয়ে নিয়ে এলেন—কোন পার্টিসভ্য টুঁ শব্দটি করল না। আজ সর্ব্বভারতীয় মারাত্মক

ভুলের রূপ নিয়ে ধরা পড়েছে বলেই কি নেতৃত্বের সব দোষ ? অন্ধ্র তো একদিন বা দু'একমাসের বিভ্রান্তির পরিণাম নয় !

নেতৃত্ব দোষী—গুরুতর রূপে দোষী। কিন্তু সভ্যেরাও দোষী।

দোষটা পার্টিগত—ভুলটাও পার্টিগত। অন্ধ্রের স্থানীয় ওয়াকিবহাল সভ্য কি একজনও ছিলেন না যিনি সাবধান করে দিতে পারতেন ?

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৪৮৬ ॥ 6|3|55

(রবিবার—ত্রয়োদশী—রাত্রি ঘণ্টা ১০।৪।১৪ সেঃ পর্যন্ত)

সেবক তিনজন—ইস্রায়েল, বিহারী ও সফি—পালা করে ডিউটি দেয়। বিহারী ও ইস্রায়েল মাঝবয়সী, সফি নওযোয়ান। আরেকজন আছে,—আমীর, দরকার পড়লে সেও ফাইফরমাস খাটে কিন্তু তার কাজ ডাক্তার ও নার্সদের কিছু দরকার হলে এনে দেওয়া, নতুন রোগী এলে খালি কেবিন ঠিকঠাক করিয়ে দেওয়া ইত্যাদি।

মেথরের নাম গুল্লু। এখানেই থাকে, কেবিনের সামনে ও পাশের ছোট ছাতের একধারে ২।৩টা কুঠরি আছে, তারই একটাতে। সঙ্গে থাকে বৌ আর আড়াই-তিন বছরের বাচ্চা।

গুল্লু বিষম পানখোর। দ্বিতীয় দিন ঘর বাথরুম ঝাঁট দিয়ে বলে কিনা, বাবু পান খায়েগা।

আমি ভাবলাম, বখশিস চাইছে। দু'বেলা কাজ করেই বখশিস ! দু'আনা পয়সা দিলাম।

পরে দেখলাম, গুল্লু সত্যই পান খেতে ভালবাসে—নিজে শুধু [নয়] ইস্রায়েলদের খাওয়াতেও ভালবাসে।

এরা শুধু চা-পান খাবার নামে বখশিস নেয় না—কিছু আনতে দিলে চার ছ'পয়সা বাড়তি হলে সেটা 'আপোষ' করে নেয়—ফেরত দেয় না।

ভর্তি হবার দিনটা ধরলে আজ একাদশ দিন : সকাল থেকে খেয়েছি—

5-30 A. M. পুডিং+১ কমলা

7 A. M. ১ পোয়া দুধ, ১ টোষ্ট, ২ কাপ চা

8 A. M. আঙুর, ১ কমলা

9-30 A. M. চা+১রসগোল্লা (৵.)

12-Noon—আলু বেগুনের একটু ছেঁচকি পেঁয়াজ কুঁচি দিয়ে, প্রায় আধ পো মাছের ঝোল দিয়ে ভাত, আধ ভাঁড় দই !

2 P. M. কিছু আঙুর+১ রসগোল্লা (৵.)

3॥•-4P. M. ২ কাপ চা+১ সন্দেশ (৵.)

6.15 P. M.—একটু কাঁচা পেঁপের তরকারী, ১ টুকরো মাছ, ১ পোয়া দুধ, এক পিস রুটি···

সারাদিন কোন ডাক্তার আসে নি। ডাঃ মুখার্জি রাত ন'টা নাগাদ ধুতি পাঞ্জাবী পরে হঠাৎ হাজির।

[ডায়েরি ১৯৫২ ।]

৪৮৭ ॥ 7|3|55 (সোমবার) (চতুর্দ্দশী—রাত্রি ঘণ্টা ৯।১৮।৫২ পর্য্যন্ত)

সকাল থেকে একই প্রকার।

হাসপাতালে দশ দিনের টাকা জমা হয়েছিল। আজ বারো দিন। ব্যবস্থাদি কি হয়েছে জানি না। অন্ধ্রের বিপর্য্যয়ে পার্টির অবস্থাও কাহিল। ওদিকে সংসার, এদিকে হাসপাতালের খরচ···একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম।

১১½টায় স্নান করে মার দয়া চেয়ে বেরোতেই দেখি দেবীবাবু! হাসপাতালের টাকা জমা দিয়ে গেলেন! কী যোগাযোগ! শুনলাম, ফাণ্ডে টাকা উঠছে, তবে আশানুরূপ নয়। অতুলবাবু চালিয়ে যাবেন। তারাশঙ্কর অতুলবাবুর সঙ্গে দেখা করেছে।

দেবীবাবু থাকতেই ডাঃ মুখার্জি ও ডাঃ চক্রবর্তী এলেন।

ডাঃ চক্রবর্তী পরীক্ষা করে বললেন. লিভার অনেকটা ছোট হয়ে গেছে।

: তাড়াতাড়ি সেরে যাবেন।

দুপুরে ডাঃ ঝা 'স্বাধীনতা' দিয়ে গেলেন। বিকালে সাহিত্য-জগতের কালিদাস খানিক পরে বরানগর প্রগতি সংঘের পক্ষ থেকে একটি ছাত্র (চেনা—নাম মনে নেই, ইউনিভার্সিটিতে জার্নালিজম পড়ে) এল।

কালিদাসের কাছে শুনলাম, তারাশঙ্কর নাকি খুব উৎসাহের সঙ্গে লেগেছেন। কে জানত তারাশঙ্কর আমার জন্য এত করবে? মানুষটা ভাল—তবে খেয়ালী।

[ডায়েরি ১৯৫২ ।]

৪৮৮ ॥ 8. 3. 55 মঙ্গলবার, দোলপূর্ণিমা—দোলযাত্রা

এক সারিতে তিনটি কেবিন—শেষের অর্থাৎ কোণের ঘরটি নাকি তিন বেডের ওয়ার্ড। ওই ঘরে এক বুড়ী ছিল, সঙ্গে থাকে মাঝবয়সী নাতনী। লুঙ্গি এবং সার্ট বা পাঞ্জাবী পরা কয়েকজন আসে যায়, নানা বয়সের অনেক মেয়ে বৌ এবং বাচ্চারা বুড়ীকে দেখতে আসে। বুড়ীর চোখে কালো কাঁচের চশমা—চোখের ব্যারাম। মেয়ে দু'তিন দিন ধরে ধরে নিয়ে গেল—চোখ পরীক্ষা করাতে নিশ্চয়।

পরশু পাশের ঘরের মুসলিম ভদ্রলোকটির সঙ্গে কথা হচ্ছিল—একটি ছেলের টনসিল অপারেশন হয়েছে। ওপাশের কেবিনে আরও একটি ছেলে এবং একটি মেয়ের টনসিল কাটা হয়েছে। সবাই মুসলিম।

কথায় কথায় বুড়ীর কথা উঠল—চোখে কি হয়েছে।

বয়সের ব্যারাম। বুড়ীর বয়স নাকি ১০৬ বছর! বিশ্বাস হতে চায় নি—বাড়িয়ে বলছে নিশ্চয়!

কাল বুড়ী চলে গেছে। আজ মোল্লাজান সায়েব খবর নিতে এলে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বুড়ীর নাকি সত্যই একশ' ছ'বছর! এমন একটা দর্শনীয়া মানবীকে ভাল করে দেখি নি বলে আপশোষ হচ্ছে!

আজ দুপুরের খাওয়ার সময় (১১½) এক বাটি ডাল খেলাম!

কতকাল ডাল খাই নি! বাড়ীতে কয়েক চামচ ডালের জল খেতাম! পেঁপের ছেঁচকি, ¾ প্লেট ভাত, এক প্লেট মাছের ঝোল, একবাটি ডাল, খানিকটা দই।

মা সত্যই অঘটন ঘটিয়েছেন। কদিনে কেমন তাজা বোধ করছি, বিকার কেটে গেছে।

৬টা বেজে গেছে আজ আর কেউ এল না।

এরা বোধহয় অন্ধ্র এবং অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত। কি[ন্তু] আমার আত্মীয়-স্বজন? ব্যাপার কি? বুঝতে হবে।

এখন সন্ধ্যা ৭।০—এ পর্য্যন্ত খেয়েছি—

5-15 A. M. পুডিং

6 45 A. M. ১ পো দুধ, ১ টোষ্ট

7 A. M. ১ কমলা

9 A. M. চা+১ বিস্কুট

11-30 A. M. ¾ প্লেট ভাত, ১ প্লেট মাছ, আলুর পেঁপের ছেঁচকি, আড়াই হাতা ডাল, আধ ভাঁড় দই

1. P. M. ১ কমলা, ½ আপেল

2-30 P. M. ½ ভাঁড় দই, ১ সন্দেশ

3-4 P. M. চা+১ মাছ+২ বিস্কুট

6-30 P. M. ১ পিস রুটি, ২ মাছ, ½ পোয়া দুধ—

পেটকে বিশ্রাম দিতে রাত্রে কিছু খেলাম না।

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৪৮৯ ॥ 9.3.55 (হোলি—পশ্চিমাদের)

কাল চারিদিকে সকাল থেকে নিশ্চয় রং আবির নিয়ে হৈচৈ চলছে সকাল থেকে, এখানে টেরও পাই নি। হাসপাতাল বলে নয়—বারান্দায় দাঁড়ালে ঠিক নীচে হাসপাতালের গা ঘেঁষে মুসলিম বস্তি আর গলির সামান্য একটু অংশ দেখা যায়, তারপর যতদূর চোখ যায় শুধু ইটের বাড়ী। রং খেলা হয় পথে, সেগুলি সব

আড়ালে পড়েছে। বস্তির পাশের সরু গলিটুকু দিয়ে যারা যাতায়াত করেছে, তাদের কারো কারো গায়ে রঙের ছাপ—এইটুকু।

আজ কুমড়ো ছেঁচকি, মসুর ডাল মাছের ঝোল দিয়ে প্লেটের ভাত প্রায় শেষ করেছি।

সবে খেয়ে উঠেছি—ডাঃ মুখার্জি ও চক্রবর্তী এলেন। খালি প্লেট দেখে সবাই খুসী।

আজ একটা Liver extract injection দিল। বেলা ২টায় আবার গ্লুকোজ।

আজ এক পরীক্ষা করলাম। ২টা নাগাদ একটু G[১] খেলাম—ভরপেট খাওয়ার পর কি ফল হয়। ডাঃ মুখার্জি গ্লুকোজ দিতে আসার খানিক আগে!

কেবল G বলে রক্ষা নয়—ডাক্তারের হাতে ছিল ভেজা তুলো।

ভোঁতা করে দেয়—কোন লাভ নেই। খালি পেটে হলে কিছুক্ষণের জন্য উগ্রভাবে সতেজ করে ঝিমিয়ে দেয়—পেট ভরা থাকলে শরীরটা একটু তাজা বোধ করলেও মাথা ভোঁতা করে দেয়। একটু D যোগ দিলাম—একই ব্যাপার!

আজ বাড়ীর কথা মনে পড়ছে—শেষের দিকে কিভাবে D খেয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে ঝিমিয়ে যেতাম।

আপনজনেরা কেউ চিঠিও লেখে না, দেখতেও আসে না। প্রেমেন ইত্যাদির হল কি?

সুভাষেরা আসে না। গতবার D আনতে যাবার সময় পরিচয়ের[২] (নাম—?) ট্রামে দেখে ফেলে একটু হেসেছিল—তার ফলে কি?

আজ A. B. Chatterjee আর মেজদাকে খামে চিঠি দিলাম।

বিকাল পাঁচটা। হঠাৎ খেয়াল হল—বিছানার পাশে চারপায়ায় ভাল লাল নীল পেন্সিলটা নেই! অনেক খুঁজেও পেলাম না।

খানিক আগেও ছিল, কেটে চোখা করব ভাবছিলাম। এর মধ্যে এক চোখ কানা কালো নার্সটি ছাড়া তো কেউ আসে নি!

চারপায়াতেই ওষুধে ডোবানো থার্মোমিটার ক'টার হোল্ডারটা নামিয়েছিল, আমি ওদিকে টেবিলে ড্রয়ার থেকে কালি বার করে কলমে ভরছিলাম। সেই অবসরে? কি সাংঘাতিক!

ছটা বেজে গেল, খানা দিয়ে গেল, আজও কেউ এল না। চিন্তা হচ্ছিল। মা নিশ্চিন্ত করে দিলেন। নিয়মমত একটু মাছ আর দুধটা খেয়ে বাকী সব ৯টায় খেয়ে শোব বলে তুলে রেখে খাটে বসেছি, চিনুবাবু এলেন।

বেচারার স্ত্রী একুশ দিন চিকেন পক্স-এ আটক ছিলেন। নানা কথা হল।

অন্ধ্র সম্পর্কে কথা হল। বিশেষ খবরাদি না পেয়েও আমি এখানে বসে যে সিদ্ধান্ত [নিয়েছি] চিনুবাবুর কাছ থেকে মোটামুটি তারই সমর্থকসূচক কথা শুনলাম। পার্টির যে রিপোর্টার অন্ধ্রে গিয়েছিলেন, তিনি বলেছেন, মেজরিটি পার্টিকে জোরালো বিরোধী দল হিসাবে চায়—গবর্নমেণ্ট গঠনকারী দল হিসাবে চায় না।

ঠিক কথা। এটা সমস্ত ভারত সম্পর্কে সত্য। জনসাধারণ পার্টিকে ত্যাগী এবং লড়ায়ে বলে জানে কিন্তু গবর্নমেণ্ট চালাবার মত ধীরতা, স্থিরতা, বুদ্ধি কৌশল অভিজ্ঞতা আছে বলে বিশ্বাস করে না। কে জানে গবর্নমেণ্ট গঠন করে কি ওলোটপালোট তছনছ কাণ্ড আরম্ভ করে দেবে—তার চেয়ে কাজে কংগ্রেসকে গবর্নমেণ্ট গঠন করতে দেওয়াই ভাল। পার্টি জোরালো বিরোধী দল হিসাবে কংগ্রেসী সরকারের বাড়াবাড়ি সামলে চলবে।

রাত্রে ঠিক করলাম—শক্তির অপব্যবহার উচিত নয়—মায়ের নিমের [নিয়মের] বিরোধী।

D কাজে লাগে দোষ নেই—অকাজে লাগাবে না। বশে রাখতে হবে, নিজে বশে গেলে চলবে না। রোজ অন্ততঃ একটু চাই—নিয়মরক্ষার জন্ম নয়, অভ্যাসের জের টানার জন্ম! অভ্যাস অবশ্য নিয়মের মত হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু আসলে ওটা অনিয়ম—অন্যান্য নিয়মের সঙ্গে বিরোধ ঘটে।

নিয়মের অনিয়মের ব্যাপারটা জটিল ও গভীর—ভাল বুঝি না।

খুচ খুচ খেয়ে লাভ নেই। ভয় ভাবনা লুকোচুরি—নানারকম তুচ্ছ খুঁটিনাটি ব্যাপার বড় হয়ে ওঠে। নিজেকে অপরাধী মনে হয়। D বন্ধ—নেহাৎ দরকার ছাড়া। সিগারেট কম।

একলা থাকি—সিগারেট কম করাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কমাতে হবে। মন শক্ত করা চাই।

[ডায়েরি ১৯৫২। *চিহ্নদ্বয়ের মধ্যবর্তী অংশের বাঁ দিকের মার্জিনে লম্বা দাগ টানা, পাশে লেখা আছে, 'ভাবতে হবে'।]

৪৯০ ॥ 10।3।55

ঘুম ভাল হয়েছে। শরীর বেশ তাজা লাগছে।

সকালে ভাবছি, আমার খবরটা একটু স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে কাগজে দেওয়া দরকার। মানিকবাবু কোন হাসপাতালে, কোন তালায়, কত নম্বর কেবিনে আছেন—এখন তার অবস্থা কি এসব কিছুই ছাপাবার ব্যবস্থা হয় নি। ওদের সব কাজ এই রকম, উল্টোপাল্টা।

৯টায় Liver extract ইনজেকসন।

১১

হোলির দিন বেহারী দেশে চলে গেছে। এদিকে ঠিক এই সময় সবগুলি কেবিন ভর্তি। পরশু পাশের কেবিনে যোয়ান বয়সী একজন মুসলমান রোগী এল—সঙ্গে একজন বৃদ্ধ—কেবিনে রইল। কাল হাইড্রোসিল অপারেশন হল। কোণার কেবিনটা কাল সন্ধ্যায় বারান্দায় পায়চারি করার সময়ও খালি ছিল—ভোরে দেখি বিছানা পাতা, মাঝবয়সী মোটাসোটা একজন মহিলা ভিতরে দাঁড়িয়ে আছেন—ড্রেস দেওয়া আধুনিক বেশ। জানালা দরজায় পর্দা পড়ে নি। খানিক পরে আলোয়ানটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বোধহয় হঠাৎ এসেছেন—স্যুটকেশ ইত্যাদি কিছু নেই। ওসবের ও অন্যান্য দরকারী ব্যবস্থার জন্যই সম্ভবতঃ বেরিয়েছেন।

কিন্তু একা কেন? নিজে রোগী না অন্য কারো জন্য কেবিনটা ঠিক করে রাতটা কাটিয়ে গেলেন?

জানা যাবে। পাশাপাশি কাছাকাছি কেবিনের কিছু অজানা থাকে না।

৬টায় পুডিং খেলাম। ৭টায় বড় এক গ্লাস ভর্তি দুধ—লোক কম বলে বাটি ধোয়া হয় নি—১ পিস টোষ্ট—চা। দুধ দেড় পোর বেশী।

সেদিন ডাঃ এ. কে. বসু কেবিনে এসে দলা ভাত দেখে হেড বাবুর্চিকে ডেকে ধমক দেবার পর থেকে বাবুর্চিখানার লোকেরা খাতির করছে। ১ পো দুধ বরাদ্দ—দিয়েছে দেড় পোয়ার বেশী, বড় গ্লাস ভর্তি।

খাবার যে বিলি করে সে আমায় বলেছে, বাবু, আমাদের ওপর রাগ করবেন না। যখন যা খেতে ইচ্ছা হয় বলবেন—সব তো আমাদের হাতে।

বেলা দশটা। বড় বড় ডেকচি স্টুসপ্যান এনে খাবার গাড়ী সাজাচ্ছে।

খাবার সেই একঘেয়ে। ওই এক কাটা মাছ, মসুর ডাল, কুমড়ো বা অন্য কিছুর ছেঁচকি।

কালের মতই খাওয়া।

ডাক্তার মুখার্জি গ্লুকোজ দিতে এসে জানালেন—রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়া গেছে—গনো, সিফি দুটোই নেগেটিভ।

এটা সুসংবাদ। প্রথম বয়সের সেই হৈচৈ করার দিনগুলির কথা মনে করে একটু ভাবনা ছিল বৈকি!

ভগিদের আসবার কথা—এল না। গত শনিবার হাতখরচের টাকার কথা বলেছিলাম—আমার সিগারেট ইত্যাদি খরচ তো আছে। কয়েকটা দরকারী জিনিষও আনতে লিখেছিলাম।

পাঁচটার পর অঞ্জনের ছোট ভাই তুলসী (ক্যাম্পবেলে পড়ে—আজ পরীক্ষা শেষ) আর কালাচাঁদের ছেলে এল। অঞ্জনের ভাইকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা

পাঁচটার পর আমাদের সেই বাঁটকুল চশমা-পরা ছেলেটি (নাম ?) সুরেন্দ্রনাথ ও চারুচন্দ্র কলেজের তিনজন ছাত্রের সঙ্গে এল। আমি কোথায় আছি কেমন আছি স্পষ্ট করে খবরটা ছাপানোর ব্যবস্থা করতে বললাম।

তারপর রিডার্স কর্নারের প্রেসের ম্যানেজার—তাগিদ দিতে নয়, দেখতে ও খবর নিতে।

রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হল। খাওয়া বেশী হওয়ার জন্য কি ? সন্ধ্যায় দেড় পিস রুটি, দু'খানা মাছ, আধ সের দুধ খেয়েছি—দশটায় বাকী দুটো মাছ। সারাদিন খাওয়া একটু বেশী হয়েছে।

[ডায়েরি ১৯৫২। *চিহ্নিত অংশের বাক্যটি অসম্পূর্ণ।]

৪৯১ ॥ 11।3।55

আজ দুপুরে দিল দুর্গীর ঝোল আর ডাল, ভাজিটাজি কিছু নয়। দই সন্দেশ কমলা যথারীতি।

খেতে বসেছি—স্যুট পরা ফর্সা সুন্দর চেহারার একজন ঘরে ঢুকে বলল, চিনতে পারিস ?

মুখ চেনা—আর কিছু মনে নেই।

"আমি সেই সুধাংশু রায়।"

তখন মনে পড়ল। কিরণ রায়ের বন্ধু মোটা কালো সুধাংশু রায়কে মনে করে নোট বই দেখে ঠিকানা লিখেছিলাম পুরানো দিনের এই সুধাংশু রায়কে। Cement কোম্পানীর চাকরী ৬।৭ বছর ছেড়েছে, ভাগ্নে সেখানে চাকরী করে, আমার লেখা কার্ডখানি সে বাড়ী নিয়ে দেয়। প্রায় ১১।১২ বছর দেখা নেই, খবরাদি নেই, হঠাৎ ইসলামিয়া হাসপাতাল থেকে আমার চিঠি পেয়ে অবাক।

খুব স্মার্ট আর ফাজিল ছিল, A. B. Chatterjee-র সঙ্গে চেনা ছিল। আজও তেমনি আছে—বয়সটা বেড়েছে, চুলে পাক ধরে[ছে]। গল্পে লোক, অশ্লীল কথা বলতে ওস্তাদ। ১১½ থেকে ২-১৫ পর্য্যন্ত বসল—অনর্গল কথা আর গল্প বলে গেল।

যুদ্ধের বাজারে কিছু টাকা করেছিল, সওয়া লাখ টাকা দিয়ে কারখানা খুলেছিল, পিসতুতো ভাই সব ঠকিয়ে নিয়েছে। এখন Smith Stanistreet-এ (P.D. প্রভৃতি ওষুধ কোম্পানীর এজেণ্ট) কাজ করে। এমনি ঘটনাচক্র যে হাসপাতালে ওষুধের বিভাগটা ওর।

৩টে বাজে তুলসী এল না। ডলির হাতেই টাকাটা পাঠাবে নিশ্চয়। ডলি এত দেরী করছে কেন ?

৩টার পর টুবলুকে নিয়ে ডলি এল। কাল খোকনের ১০৩॥০ জ্বর—সকালে

রেমিশন হয়েছিল—বেলায় আবার এসেছে। তুলসী বা অঞ্জনের হাতে চিঠি পাঠাবে ঠিক করেও ডলি শেষ পর্য্যন্ত চলে এল—টাকার সমস্যা। ওরা এর মধ্যে কেউ যায় নি। হাতে সামান্য টাকা, ডলি ভাবনায় পড়েছে। আমারও কি ভাবনা কম!

ডলি বেশীক্ষণ বসল না। চারটে বেজে গিয়েছে—চট করে D আনতে বেরিয়ে গেলাম। আশঙ্কা হচ্ছিল, ইতিমধ্যে কেউ যদি দেখতে আসে, নার্স আসে—নিরাপদ সময় পার হয়ে গেছে।

থলি হাতে ফিরে দেখি সুভাষ বসে আছে। নার্স বলল, কোথায় গেছিলেন? বলে মুখে থার্মোমিটার গুঁজে দিয়ে পালস দেখতে গিয়ে হাত ছেড়ে দিল। সিঁড়ি ভেঙ্গে হাঁপাচ্ছিলাম!

সুভাষের সঙ্গে টাকার কথা হল। কি ব্যবস্থা হয়েছে জানতে না পেরে কিরকম দুশ্চিন্তায় আছি বললাম।

সুভাষ বলল, কালকেই ব্যবস্থা করবে।

সুভাষ জানাল, কাকাবাবু নাকি দেবীবাবুকে পরশু ডেকে কথা বলেছেন। কি কথা হয়েছে সঠিক বলতে পারল না।

সুভাষ জানল—বাইরে গিয়ে থলিতে মাল এনেছি। ফল কি হবে কে জানে! মায়ের দয়ায় ভালই হবে। বড় কেউ আসে না, খবর নেয় না, টাকার ব্যবস্থার কথা জানায়—ওরা বুঝুক যে আমায় নিশ্চিন্ত করা দরকার।

তারপর একজন ভক্ত ছাত্র। তারপর কিছু বাদে ফল নিয়ে কালাচাঁদ।

৮ টার সময় ফিরিঙ্গি মেট (নার্সদের প্রধান—ডাঃ এ. কে. বসু এর সঙ্গেই এসেছিলেন) সেই নার্সকে সঙ্গে নিয়ে হাজির।

"How are you?"

"I am alright."

"Where did you go in the evening?"

নার্স রিপোর্ট করেছে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজীতে কৈফিয়ৎ দিলাম যে আমার শ্বশুরবাড়ীর পক্ষের একজন বৃদ্ধ এসেছিলেন, চারতলায় উঠতে চান নি, খবর পেয়ে আমিই নীচে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

কালাচাঁদের ফলগুলি দেখিয়ে বললাম, ফলটল কতগুলি জিনিষ এনেছিলেন…।

মেট বলল, রুম ছেড়ে গেলে নার্সকে বলে যেতে হয়।

: দুঃখিত। জানতাম না। এবার থেকে তাই করব।

ডাঃ মুখার্জিকে জানাবে কি? দেখা যাক।

[একই তারিখের পরবর্তী অংশ ডায়েরির বহু আগে অন্যত্র লেখা ছিল এবং সম্ভবত উপরোক্ত অংশের পরে লেখা হয়।]

গঙ্গাপাড়ের চাষী[১]—

11.3.55

আজ প্রথম বাইরের পত্র পেলাম—

১। দেওঘর থেকে সাধন গুহের—টাকা তুলে পাঠাচ্ছে—

২। দাদার কার্ড—বৃদ্ধ অসুস্থ—দেখতে যেতে পারব না!

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৪৯২ ॥ 12.3.55

এগারটায় ডাঃ মুখার্জি খবর নিতে। কালকের ঘটনার উল্লেখও করলেন না। মায়ের দয়া।

সুভাষ জানায় বোধহয় ভালই হয়েছে। পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করার গুরুত্ব বুঝবে।

খাওয়ার আগে গা ফুড়ে লিভারের রস (নার্স), ১॥০ নাগাদ গ্লুকোজ (ডাঃ মুখার্জি)

হিন্দী সাহিত্য সমাজ (দেওঘর) চিকিৎসার জন্য মনিঅর্ডারে পাঁচ টাকা পাঠিয়েছে।

চারটের পর টাঙ্গাইলের সেই বাল্যবন্ধু নরেশ, সঙ্গে আপিসের আরেকজন। সহপাঠী ও বন্ধু হলেও নরেশ ছিল আমার পরম ভক্ত, প্রেমে পড়া মেয়ের মত আমায় ভালবাসত। একটু মিষ্টি কথা, একটু দরদ পেলে কৃতার্থ হয়ে যেত।

কথাবার্তা ভাবভঙ্গি থেকে বোঝা গেল আজও সে আমার পরম ভক্তই আছে।

আমার মনে নেই টাঙ্গাইলের এমন অনেক ঘটনার কথা বলল। স্কুলের বাংলা শিক্ষক সতীশবাবুকে কিরকম আশ্চর্য্য প্রশ্ন করতাম, বর্ষা সম্পর্কে রচনা লিখতে বলায় সমস্ত ক্লাশের সঙ্গে আমার রচনার কিরকম আকাশপাতাল তফাৎ —সতীশ মাষ্টার নিজে ক্লাশে সেটা পড়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ মহাপুরুষদের লক্ষণ নাকি বাল্যে প্রকাশ পায়। অন্য দু'একটা ঘটনার সঙ্গে বারুদ দুর্ঘটনার[১] পর গা কেটে কাঁচ বার করার সময় কেমন টু শব্দটি করি নি সে কথার উল্লেখ করল।

আজ আর কেউ এল না।

ওই কথাই। সুভাষদের রাগ হয়েছে। আমাদের অবিশ্বাস করে নেতৃত্বে বিশ্বাস—আচ্ছা বেশ!

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৪৯৩ ॥ 13. 3. 55 (রবিবার)

বেলা ১॥০টা নাগাদ কোণার কেবিনে যে মোটাসোটা মহিলাটিকে দেখেছি তাকে সঙ্গে নিয়ে কমরেড অংশুমালী বন্দ্যোপাধ্যায় এল।

পরিচয় করিয়ে দিল যে মহিলাটি ডাঃ মিসেস রায়—এখানে কাজ করেন। রাত্রে ডিউটি থাকায় খালি কেবিনে শুতে দেখে একেই নতুন রোগী ভেবেছিলাম।

দু'চারটে কথার পর মিসেস রায় ডিউটিতে চলে গেলে অংশু বলল যে মিসেস রায় পুরানো কমরেডের স্ত্রী—কোন দরকার হলে ওকে যেন জানাই।

ফাণ্ড সম্পর্কে কথা হল। ভাবনার কোন কারণ নেই, টাকার ব্যবস্থা হচ্ছে এবং হবে।

কাকাবাবু নাকি বলেছেন, শীঘ্রই C.C.[১] মিটিং উপলক্ষ্যে যখন দিল্লী যাবেন, টাকা তুলে নিয়ে আসবেন। পার্টির এবং পার্টির ঘনিষ্ঠ অনেকে বড় ব্যারিষ্টার ইত্যাদি হয়েছেন—তাঁদের কাছে আদায় করবেন।

নানা কথা ভাবছিলাম। আমার খবর কেন বলে দেবার পরেও 'স্বাধীনতা' ছাপে না, 'যুগান্তর' ইত্যাদিতে ছাপাবার ব্যবস্থা করে না, ছোটরা এবং বড়রা আসে না কেন, সাহিত্যিকেরা আসে না কেন···

বিবেকানন্দকে[২] একটা কার্ড লিখলাম—আমার একটা সংক্ষিপ্ত খবর ছাপিয়ে দিতে।

সুভাষেরা ছুটোছুটি করেছে, 'স্বাধীনতা' খবর ছেপেছে, নানা কথা ভেবে হয়তো সাহিত্যিকরা, পবিত্রদা[৩], পরিমলদা[৪], বিবেকানন্দ, প্রাণতোষ[৫] এরা সব আসছে না।

কার্ডখানা লেখার পনের মিনিট পরে লিফট্‌ম্যান 'স্বাধীনতা' দিয়ে গেল—পূর্ণেন্দু ব্যস্ত, কাগজটা দিয়েই চলে গেছে, কাল পরশু আসবে।

দেখি শেষের পাতায় আমার খবর ছেপেছে। 'যুগান্তরে' ছেপেছে কি না কে জানে!

পাঁচটার পর মঙ্গলাচরণ, অমল দাশগুপ্ত, পরিচয়ের অতি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত (অথচ নামটা ফসকে যাচ্ছে!) এবং মুখচেনা একজন এল—খানিক পরে নীরেন রায়[৬]।

নীরেনদা রায় পাশপোর্ট পেয়েছেন। সোভিয়েটে গিয়ে বছরখানেক থেকে কি যেন শিখবার ইচ্ছা—ভাল বুঝলাম না। মার্কসবাদী বিশ্লেষণ প্রয়োগ করে "রবীন্দ্রনাথের বিশ্বকবিত্ব"[৭] নামে একটি বড় প্রবন্ধ শেষ করেছেন। নীরেনদা চিরদিন একরকম।

ওরা বিদায় হবার পর দুধটা খেলাম।

তারপর এল নান্টু। সে আজ টালার বাসায় উঠেছে। বনহুগলী হয়ে এসেছে, খোকনের জ্বরের খবর পাব ভাবলাম—নান্টু আজকালের মধ্যে যায় নি।

এখন রাত্রি ৮টা। ডাঃ মুখার্জি ওবেলা আসেন নি। হঠাৎ এখন হাজির হতে পারেন।

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৪৯৪ ॥ 14. 3. 55

কাল দুপুরে বাকী Gটুকু, রাত্রে D, ৩টায় ঘুম ভেঙে যাবার সময়ও। এ পরীক্ষার মানে হয় না।

এগারটা নাগাদ সুভাষ অতুলবাবুর কাছ থেকে ১০০৲ টাকার bearer চেক নিয়ে এল—আমার সই-এর জন্ত। চেকটি দিয়েছে বেঙ্গল পাবলিশার্স—ফাণ্ডে অতুলবাবুর নামে না দিয়ে আমার নামে দিয়েছে। ভারি চালাক—অতুলবাবুর নামে দিলে ফাণ্ডে donation হিসাবে জমা হত—আমার নামে দেওয়ার পরে আমার রয়্যালটির হিসাবে চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ রইল।

চারটের পর নাট্যকার দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়। ৮।৯ বছর আগে যেমন ছিল এখনও তেমনি মোটাসোটা নাদুসনুদুস চেহারা।

সন্ধ্যার সময় চটু।

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৪৯৫ ॥ 15।3।55

দশটার পর আমার কাগজপত্র হাতে আমীর এসে ডাকল, চলিয়ে…

আবার কি পরীক্ষা কে জানে।

লিফটে নীচের তলায় নামলাম—দাঁত বিভাগে [নিয়ে] গেল। ডাক্তার টর্চ ফেলে একবার পরীক্ষা করেই বললেন দাঁত কটা তুলে ফেলে দাঁত বাঁধি [য়ে] নিতে হবে।

তখনই দাঁত কটা (৪টে মাড়ি, ২টা উপরের পাটির পাশের দিকে) 'সুই' অর্থাৎ local anaesthetic দিয়ে তুলে দিতে যাচ্ছিল, ডাক্তার মুখার্জির সঙ্গে পরামর্শ করার জন্ত একদিন সময় চেয়ে নিলাম।

এগারটা নাগাদ দাঁতের ডাক্তারকে সঙ্গে করে ডাঃ মুখার্জি এলেন। পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, উনিই দাঁত তুলে দেবেন, কয়েকদিন পরে ওঁর চেম্বারে গিয়ে দাঁত বাঁধিয়ে নেব—সস্তায় করে দেবেন।

খানিকপরে ডাঃ মুখার্জির সঙ্গে ডাঃ চক্রবর্তী এসে লিভার পরীক্ষা করে বললেন; আরও ছোট হয়ে গেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কবে পর্য্যন্ত ছাড়বেন ?

ডাঃ চক্রবর্তী বললেন, আর দিন সাতেক থেকে যান।

পাঁচটা নাগাদ দেবী এল। অনেক কথা হল—পরিষ্কার কথা।

দেবীর আজকের আগমন গুরুত্বপূর্ণ, টাকাপয়সা সম্পর্কে অতুলবাবু পরিষ্কার স্পষ্ট বাস্তব প্রস্তাব জানিয়েছেন। সব দিক বিবেচনা করে এমন সুন্দর ব্যবস্থা অতুলবাবুর মত মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

মাস তিনেক সংসার ৩০০৲

আমার চিকিৎসা ও চেঞ্জ বাবদ ২০০৲-২৫০৲

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৪৯৬ ‖ 16. 3. 55

১১টা নাগাদ আমীর দাঁতের দপ্তরখানায় নিয়ে গেল। ডেন্টিষ্ট ডাঃ দেশাই চটপটে লোক। ডান দিকের উপরের দাঁত দুটো আজ তোলা হল। মাড়ির সামনে পিছনে "সুই" অর্থাৎ লোকাল অ্যানেসথেটিক ইনজেকসন দেওয়ার ব্যাপারটা কম বিশ্রী নয়—বেশ লাগে।

ঠোঁটটা পর্যন্ত ফুলে গেছে মনে হচ্ছিল। পারব না মনে হচ্ছিল তবু জিজ্ঞাসা করলাম, Can I take my meal?

Dr. Desai—You can take anything you please.

সাড়ে বারোটা নাগাদ স্নান করে রোজকার মতই খেলাম। খাওয়ার শেষের দিকে পাড়ার ডাক্তার চন্দ এলেন।

নেই। করি কি? এদিকে দাঁত তোলা। কাল আবার একেবারে মাড়ির দাঁত তুলবে। তিনটে নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম। ইস্রায়েল জিজ্ঞাসা করল, দাদা কোথা যাচ্ছেন?

বেটা একনম্বর পাজী।

ফিরে এসে দেখি ২০।২৫ মিনিটের মধ্যে সাড়া পড়ে গেছে। কেবিনের দরজা জানালা বন্ধ।

ভিতরে গিয়ে জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে কানা নার্স এল—খানিক পরে ডাঃ মিত্র স্বয়ং!

"দশ পনের মিনিটের জন্য হলেও বলে যাবেন। কিছু কিনে এনেছেন তো?"

ইস্রায়েলের বজ্জাতি নিশ্চয়—নার্সকে জানিয়েছে।

কে জানে ডাঃ মুখার্জি কাল কি বলবেন!

মায়ের দয়ায় সব ঠিক হয়ে যাবে।

এখন ৬া০—কেউ এল না। একটু তাজ্জব বনে যাচ্ছি বৈকি! ব্যাপারটা তলিয়ে না বুঝলে তো চলছে না।

কারণটা কি?

ভোর ৩টায় উঠেও খেলাম। বেশী খাওয়া হল। এ তো চলবে না!
[ডায়েরি ১৯৫২।]

৪৯৭ ॥ 1८.3.55

আজ সকালে 'পরাধীন প্রেম'-এর বেশ খানিকটা লেখা এগোল।

১০॥০ টার সময় দত্ত মশায়। সত্যই বড় ভাল মানুষ—এরকম প্রতিবেশী পাওয়া ভাগ্যের কথা।

১২॥০টা ডাঃ ঝা। নিজের জীবনের অনেক কথা বললেন। গরীবের ঘরের ছেলের পড়ার সংগ্রাম—মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় পার্টির কাজে যোগদান, '৪৯ সালে পাশ করেও ডিগ্রি না পাওয়া—শেষে প্রিন্সিপ্যাল জে. কে. চৌধুরীর চেষ্টায় (ছেলের তাগিদে) ডিগ্রি পাওয়া—

"Luck"-এ বিশ্বাস করে। বিজ্ঞানের ছাত্র, ডাক্তার, ঝানু কর্মী, ভাগ্যে তার বিশ্বাস!

ডলি আর শিপ্রা।

আসল ব্যাপার ডলিকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম—ডলির বোধশক্তিটা বাঁকা। এলোমেলো খুঁটিনাটি ভাবনায় খেই হারিয়ে ফেলে। ভাবের বশে চলার ফল।

সুভাষেরা আপশোষ করেছে, আরও অনেকে নাকি বলেছে, হাসপাতাল থেকে রোজ বেরিয়ে যাই, মদ চালাই। অতুলবাবু নাকি হাসপাতালে এসে আমায় মারবার ব্যবস্থা করেছেন।

সামান্য অবলম্বন পেলে গুজব যে কিভাবে রটে!

'পরাধীন প্রেমে'র প্রুফ ও কপি নিয়ে গেল।—

৬টা নাগাদ এল করুণা। বন্ধুভাবে মদ সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে বিদায় নিল। নরেশ নিশ্চয় চিঠি পেয়েছে এবং করুণাকে দেখিয়েছে—ও বিষয়ে উল্লেখও করল না। সম্ভবতঃ ব্যাপার বুঝতে এসেছে।

তারপর ডাঃ মুখার্জির শালার খুড়তুতো ভাই আলোক চক্রবর্তী এবং আরেকজন তরুণ আত্মীয়।

ডলির আনা আলু বেগুনভাজা আলুর দম খেলাম—কোন স্বাদ নেই। কোনরকমে রাঁধতে পারে—কায়দা জানে না। হাসপাতালের রান্না অনেক ভাল। সিম আলু বেগুনের তরকারীটা সন্ধ্যায় চেটেপুটে খেলাম।

ডলি সম্পর্কে ভাববার আছে।

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৪৯৮ ॥ 18.3.55

১০॥০টায় বাঁ দিকের মাড়ির উপরের ২ দাঁত তুলিয়ে এলাম। মাড়িতে ইনজেকসন দেয়—একটু পরেই মনে হয় ঠোঁটের এ পাশটা ফুলে গেছে। ইনজেকসন দিয়ে বসিয়ে রেখে নাম ডাকতে লাগল আর লোক এলেই চেয়ারে বসিয়ে প্যাট করে দাঁত তুলে দিতে লাগল—১টা কি দু'টো। কোন কথা নেই।

মিনিট দশেক পরে ডাঃ দেশাই : Are you feeling anything funny there ?

: Yes, the lip seems to be swollen.

: That's right.

একটা দাঁত নিয়ে একটু টানাহিঁচড়া মোচড়ামুচড়ি করতে হল, অন্যটা অল্পেই উঠে এল।

কেবিনে এসে বসেছি—খানিক পরে খানা দিয়ে গেল।

: আজ মুর্গী দিয়েছি বাবু।

২ দাঁত তুলে এলাম—সম্বল আছে আর ২টি। আজকেই মুর্গীর ঝোল !

সকালে liver extract দিয়েছে। কটা হল ?

টাকা নেই। কি করে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলব ভাবছি—কাল শনি, পরশু রবিবার।

আবার আশ্চর্য্য ব্যাপার—পাড়ার ছেলে নিশীথ দে দুপুরে দেখা করতে এল !

কাছেই snuff কোম্পানীতে বেলা ৩টে থেকে কাজ—সকালের দিকে খালি। সকালে বরানগরের দিকে টুইসনি করতে যায়। টাকা তুলতে এনে দিতে কোন অসুবিধা নেই। ১৫৲ টাকার ফর্ম দিলাম।

সত্যই দয়া—ছোটবড় সব ব্যাপারে দয়া।

সাড়ে পাঁচটায় চটু এসে খোকনের খবর দিয়ে গেল।

এখন ৬॥০—আর কেউ এল না। বোধহয় আসবেও না।

কতগুলি বাস্তব বিষয়, সহজ হিসাব, আমি গুলিয়ে ফেলি—আমার মনগড়া বিচার বিবেচনা খাটাই, আমার ইচ্ছা অনিচ্ছাকে বড় করি। এ বিষয়ে ভাবতে হবে।

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৪৯৯ ॥ 19.3.55

তিন দিনে তিন। শেষাংশ একটুখানি ভোরে।

ভাবতে হবে। বুঝতে হবে।

১১টায় চনচনে খিদে। আজ আবার মাগুর মাছের ঝোল।

ডাঃ মুখার্জির শালার অপারেশন হল।

আজও liver extract.

১৷৷০-২টা বাজে নিশীথের দেখা নেই। গোটা পাঁচেক টাকা সম্বল, ওদিকে শূন্য। ব্যাঙ্কে গোলমাল হল, না ছোকরা পনেরটা টাকা মেরে দিল? অসময়ে এলে মুস্কিল হবে—বেরোন যাবে না।

৩৲টের সময় ডাঃ মুখার্জিকে শালার কেবিনে গিয়ে ঈজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিতে দেখে ভাবলাম, নিশীথ দেরী করে ভালই করেছে—হয়তো বেরোতাম, থলি হাতে একেবারে মুখার্জির সামনে পড়তাম।

৪৷৷০টে নাগাদ ভবানী[1] এল, সঙ্গে কার্টুনিষ্ট রেবতী ঘোষ। তারপর অনিল[2]।

প্রায় পৌনে ছ'টায় নিশীথের বদলে বরানগরের মুখচেনা অন্য একটি ছেলে টাকা দিয়ে গেল।

খাবার দিয়ে যাওয়ায় অনিল আর ভবানী উঠল।

তিনদিন আগে কি কাণ্ড হয়েছে। তবু বুক ঠুকে ধুতি পাঞ্জাবি পরে থলি হাতে বেরোলাম। ইস্রায়েল ওদিকে ছিল—তাকে বললাম, ডাক্তার চক্রবর্তী ডাক্তার মুখার্জির কাছে ছুটি পেয়েছি।

: স্লিপ নাই মিলা?

: কাল ডাক্তারবাবু আনে সে পুছো।

কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। দুপুরে খেতে বসেছি ডাঃ চ আর ডাঃ ম [মু] এসেছিলেন। তখন ছুটির কথা বলেছিলাম। ডাঃ মু বলেছিলেন যে ডাঃ চ যা বলবেন। ডাঃ চ বলেছিলেন, ডাঃ দে আসুন, তারপর দেখা যাবে।

ডাঃ দে আসেন নি।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে আরম্ভ করেছি, ইস্রায়েল বলল, দাদু শুনিয়ে শুনিয়ে (এরা রোগীকে—বিশেষত হিন্দু রোগীকে 'দাদু' 'দাদা' বলে থাকে) মেমসায়েবকো বল যাইয়ে।

: আভি আতা।

কে জানে ফিরে এসে কি অবস্থার মুখোমুখি হব।

বারবার যার দয়া চেয়েছি।

ফিরলাম।

দারোয়ান : এ বুড়ো বাবু, কাঁহা যায়েগা?

: দো নম্বর।

সিঁড়ি ভাঙলাম। কেউ কোথাও নেই। কেবিনে গিয়ে জামাকাপড় বদলে

ওদিকে গিয়ে দেখি ইস্রায়েল সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের সামনে বেঞ্চে বসে অন্ত দু'তিনজনের সঙ্গে গল্প করছে।

মার এত দয়া পেয়েও আমার ভয় ভাবনা গেল না।

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৫০০ ॥ 20.3.55

রবিবার। হাসপাতাল অনেকটা নিঝুম। ডাক্তাররা কেউ আসেন নি। দাঁত তোলাব ভেবেছিলাম—আজ বন্ধ।

ধুতি পাঞ্জাবি পরা ডাঃ ব্যানার্জিকে [মুখার্জি ?] একবার দেখা গেল। বিয়ে করে নাকি লাখ টাকার মত পেয়েছে। খুব করছে শালার জন্য।

বিকালে ডাঃ মিত্রের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ হল। বিয়ে করে নি—একলা মানুষ—কাজ-পাগলা।

ডিপথিরিয়া রুমের পাঁচ ছ'বছরের ফর্সা ছেলে—১০২° জ্বর, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। নীচে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করা হবে। মা বাবা কেউ নেই। রেখে চলে গেছে। হাসপাতালের লোকেরাই নিয়ে গেল, এনে কোলে করে ভুলিয়ে রাখল। কি আশ্চর্য্য মা বাবা!

বোরখা পরা মুসলিম নারী। ডেলিভারির ১০৲ টাকার দায়ে পড়েছে। ডাক্তার মিত্র বললেন, পহেলা কাহে নাই বোলা, মাপ কর দেতা ? আভি মাপ করনেসে সব মুসকিল হো যাতা।

তবু মাপ করে বিদায় দিলেন। বললেন, অডিটর গোলমাল করতে পারে কিন্তু বেচারাকে আটকে রেখে লাভ কি ? দু'তিন [দিন] রাখলে হাসপাতাল থেকে ওকে খাওয়াতে হবে, দশটা টাকার জন্য ওদিকে ওর ঘটিবাটি বিক্রি হয়ে যাবে।

সাতটা বাজে। কেউ এল না।

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৫০১ ॥ 21|3|55

তারাশঙ্কর বলে গিয়েছিল, ১ মাসের মধ্যে দিল্লীর ব্যাপারটা। দেবীরা তারাশঙ্করকে একটা চিঠি লিখতে বলছে।

সকালে ডাঃ মিত্রের কামরায় টেলিফোন ডাইরেক্টরী থেকে ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে টেলিফোন করে বললাম। এনকোয়ারী আপিসের মারফৎ।

তারাশঙ্কর সবে লাভপুর থেকে ফিরেছে। ২।১ দিনের মধ্যে আসবে।

২দিন বন্ধ থাকার পর liver extract.

নানা চিন্তা।

হাতে টাকা নেই।

ভেবেছিলাম, মীরান বা অন্য কাউকে পাঠাব।

মীরান বলল, নিজেই যান না বাবু, লোক কোথা পাবেন? দু'ঘণ্টার ছুটি নিয়ে চলে যান।

ডাঃ মু শালার ঘরে। ছুটির কথা বলতেই বললেন, বাপরে বাপ—দাদাকে বলে যান। সেবার ছুটি দিয়েছিলাম বলে কী ধমকটাই খেয়েছি!

১২॥০টায় বেরিয়ে গেলাম। বরানগর ব্যাঙ্ক। টাকা তুলে শ্যামবাজারে ২ডি-কি [নে] ফিরলাম।

কেউ কোথাও নেই।

মার দয়া।

সন্ধ্যার সময় স্বয়ং তারাশঙ্কর। অনেক কথা হল।

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৫০২ ॥ 22।3।55

সকালে মেজদার চিঠি। ২।৪ দিনের মধ্যে মঃ অঃ [মনি অর্ডার] ৫০৲ টাকা পাঠাবে, আসছে মাসে যত শীঘ্র সম্ভব আর ৫০৲। তবু যা হোক এক ভাই-এর কাছ থেকে সাড়া পেলাম।

বাকী ২ দাঁত তুলে ফেললাম। দন্তহীন বৃদ্ধ!

দুপুরে ডলি আর টুটু।...

গামছা কিনতে ২৲ টাকা দিয়ে যাবে বলেছিল—তাও ভুলে গেল। আমার এসব খরচ যে সংসার খরচের টাকা থেকে দিতে হবে, দেবীরা শুধু চিকিৎসার টাকা দেবে—এটা ডলি খেয়াল করে না।

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৫০৩ ॥ 23.3.55

সকালে পেটটা একটু গরম। শেষ রাত্রে বাসি মাছ আর পুডিং খাওয়া উচিত হয় নি। গরম পড়ে গেছে, কিছু রাখা যাবে না।

কাল রাত্রে ঘুমের ঘোরে নাকি খুব চেঁচিয়েছি, বিছানা চাপড়েছি—১২টা নাগাদ। দু'পাশের কেবিনের লোকেরা বলেছে। ডাঃ মিত্র এসে ঘুরে গেছেন।

খাওয়ার আগে ওজন—৯০ পাঃ।

১১॥০ খাচ্ছি ডাঃ দে এলেন, সঙ্গে ডাঃ চ, ডাঃ মু এবং ডাঃ মহম্মদ।

চেহারার উন্নতি দেখে ডাঃ দে'কে খুব খুশী মনে হল। বুদ্ধদেব বসুর কথা বললেন—আমার চণ্ডাল বোতলে, বুদ্ধদেবের প্যাকেটে। ৫টার বেশী সিগারেট চলবে না শুনে বুদ্ধদেব নাকি ম্লান মুখে বিদায় নিল।

ডাঃ মুঃ ১ঘণ্টা ছুটির কথা তুললেন—৪ ডাক্তার নার্স পেয়াদাদের সামনে। সমস্যার মীমাংসা হয়ে গেল।

মা সত্যই দয়াময়ী।

কিন্তু সিগ আর D কমাতে হবে।

ডাঃ মু'র শালার জ্যাঠতুতো ভাই গোবিন্দকে বললাম—নীচে দোকান থেকে একটা গামছা কিনে দরোয়ানকে যেন দেয়।

যাবার সময় দামটা দিয়ে দেব ভেবে বাথরুমে গেছি—এসে দেখি বিছানায় একটি নূতন গামছা।

শরীরটা কেমন কেমন লাগছে।

বেশী D ?

আজকালের মধ্যে অমাবস্যা ?

তারাশঙ্করের কথা অনুসারে অতুল গুপ্তকে চিঠি লিখলাম।

[ডায়েরি ১৯৫২। একই ডায়েরি-বইয়ে, মুদ্রিত তারিখ ২৮ ডিসেম্বরের পৃষ্ঠায়, ২৩.৩.৫৫ তারিখের খরচার হিসাবের সঙ্গে লেখা পরবর্তী অংশ।]

23.3.55—খালি পেটে, লুঙ্গি, গেঞ্জি, স্যাণ্ডেল সমেত ওজন—৯০ পাঃ

৫০৪ ॥ 24।3।55

রাত্রে ছটফট করেছি। জ্বর জ্বর ভাব, সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা। উপোস দেওয়াই উচিত ছিল।

খুব গরম পড়েছে।

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৫০৫ ॥ 25।3।55

রাত্রে জ্বর ভাব। ভোরে গা ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে।

ভোরে বুড়ো লোকটিকে দিয়ে চা। মুখ শুকনো—বিষম তৃষ্ণা। কাগজে দেখলাম গতকাল ১০৫° ! ৪৭ বছরের মধ্যে মার্চ্চ মাসে ২।৪ বার মাত্র এ রকম গরম পড়েছে।

৯টায় দেবীকে টেলিফোন করলাম। অতুলবাবু ডেকেছেন—দেবী সন্ধ্যার দিকে যাবে। তারাশঙ্করেরও যাওয়ার কথা।

কাল দেবী আসবে।

সন্ধ্যার পর কালাচাঁদের স্ত্রী—বেণু বাচ্চুর পৈতা হবে—খবরটা জানাতেও বটে, আমাকে দেখতেও বটে।

নানা বিষয়ে কথা হল। নান্টুর বিয়ে ফসকে যাচ্ছে—কেউ মেয়ে দিতে চায়

না। নাদুর আবার মস্ত দাবী—৫০৲ নগদ, ঘড়ি! পেটে এদিকে বিদ্যা ঢু ঢু। বলে, সোয়াশো টাকা মাইনেতে চাকরী করে, কেন দেবে না!

বৌদিও বলল যে রাঙাদা রাঙাদি যে একবারও আমায় দেখতে এল না তার কারণ আছে।

কি কারণ?

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৫০৬ ॥ 26।3।55

আজ দেবীর এসে হাসপাতালের টাকা জমা দিয়ে যাবার কথা। ১০॥০টা নাগাদ ডাঃ মু আসতেই জানিয়ে রাখলাম যে আমার ছুটি মঞ্জুর করতে হবে—জরুরী পারিবারিক কারণ।

ডাঃ মু: ডাঃ দে আসুন।

ডাঃ দে ১১টা নাগাদ আসেন। দেবীর জন্য হাঁ করে বসে আছি।

পরাধীনতার যন্ত্রণা সত্যই অসহ্য।

চুল ছেঁটে (নাপিত পেলাম ৭ দিন চেষ্টার পর) চান করেছিলাম—খানা দিতে খেলাম—১১॥০টা

১২টার পর ডাঃ চ আর ডাঃ মু এলেন।

ডাঃ চঃ ভাল করে লিভার ও হার্ট পরীক্ষা করলেন—দামী দামী কয়েকটা কথা বললেন। ডাঃ মু'র মত ছ্যাবলা নন।

আমি নিজে যদি না সামলাই—ডাক্তার আমাকে কদিন সামলে চলবে? এবার থেকে সাবধানে চলতেই হবে আমাকে।

ডাঃ মু কয়েকটা ওষুধ ও বিধান লিখে দেবেন। অর্থাৎ আমি যেতে পারি।

কিন্তু দেবী এল না।

D নেই।

বোকার মত ভাবছি।

থলি ঠিক করে ইতস্ততঃ করছি। সেই ছেলেটি ১২টার সময় টাকা দিয়ে গেছে। কিন্তু বেরোব কি করে?

মা'র কি আশ্চর্য্য দয়া।

হঠাৎ খেয়াল হল—আজ থলি নয়। সবাই নজর রেখেছে।

খালি হাতে খবরের কাগজ নিয়ে বেরোলাম, বলে কয়ে বেরোলাম—খবরের কাগজে জড়িয়ে D নিয়ে এলাম।

D কমাতে হবে—C-ও।

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৫০৭ ॥ 27. 3. 55

দেবীকে টেলিফোন করতে হাসপাতালের আপিসে গিয়ে শুনলাম দেবী নাকি এসে ৮০৲ টাকার চেক জমা দিয়ে গেছে।

ডাঃ মিত্রকে discharge order লিখে দিতে বললাম। ডাঃ মু-র জন্ত অপেক্ষা করতে বললেন। মু-র পাত্তা নেই।

পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে বিদায় নেবার জন্য তৈরী হয়ে বসে আছি, নার্সরা বারবার আসছে।

আমীর ইস্রায়েলদের ট্যাক্সি ডেকে দিতে বলছি—ডাঃ মিত্রের হুকুম ছাড়া ছুটি পাব না।

বেলা ২টা নাগাদ ধৈর্য্য হারালাম।

গোবিন্দ নামে সেই ছেলেটি (মুখার্জির জ্যাঠতুতো শালা) ফিরে যাচ্ছিল, তাকে বললাম আমার স্যুটকেশ আর একটা পোঁটলা নীচে পৌছে দিতে।

লিফটের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে নার্স ও কুলিদের ভিড় জমে গেল। একজন ডাঃ মিত্রকে ডেকে নিয়ে এল।

ডাঃ মিত্র বললেন, মুখার্জি ৪॥০টায় আসবে ফোন করেছে—সে পর্য্যন্ত আমায় অপেক্ষা করতে হবে।

অগত্যা। কাকস্য পরিবেদনা।

সন্ধ্যা হল, খানা দিয়ে গেল, কোথায় ডাঃ মুখার্জি!

ডাঃ মিত্রকে চেপে ধরলাম। পরিষ্কার জানালাম—আমি আজ যাবই, দরকার হলে লিখে দিয়ে যাব যে "I am leaving at my own risk."

ডাঃ মিত্র discharge order দিলেন—লিখিয়ে নিলেন যে "leaving against medical advice."

মেঘ করেছে, বাতাস ছেড়েছে, বৃষ্টি হচ্ছে। ট্যাক্সি জানাল, ১৲ বেশী দিতে হবে।

প্রায় ৭॥০টায় বাড়ী পৌছলাম।

টুটুদের রামেশ্বর স্কুলে আজ প্রাইজের অনুষ্ঠান—ছেলেমেয়েরা সেখানে।

১ ঘণ্টা পরে তিনজন ভদ্রলোক এলেন—রামেশ্বরের সেক্রেটারী, হেডমাষ্টার ইত্যাদি। দুর্ঘটনায় পা ভেঙ্গে টুটু কাশীপুর হাসপাতালে গেছে।

গেলাম কাশীপুর হাসপাতালে। টুটুর পা ব্যাণ্ডেজ করা। টুটু জানত আমি হাসপাতালে। আমায় দেখে কেঁদে ফেলল। কিন্তু বুঝতে পারলাম, আমায় দেখে বুকে বল পেয়েছে।

চিরদিন আসল দায় আমিই তো করি। মা সারাদিন খাটে—কিন্তু সে তো শুধু রান্না, জামাকাপড় কাচা, ঘর ঝাঁট দেওয়া।

[ডায়েরি ১৯৫২। ইসলামিয়া হাসপাতাল-পর্ব এখানে শেষ হল।]

৫০৮ ॥ 28.3.55

সকাল থেকে ছেলেরা এবং স্কুলের মাষ্টাররা টুটুর খবর দিয়ে যাচ্ছে। আজ X-ray করানো হবে।

১১টা নাগাদ গেলাম। টুটুকে কেবিনে নেওয়া হবে।

দুপুরে ডলিরা গেল।

টুটু রাত্রে একা থাকতে চায় না। ডলি আর টুবলু হাসপাতালে রাত কাটাতে গেল।

মাথা গরম।

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৫০৯ ॥ 29.3.55

সকালে তারাশঙ্কর। আগের দিন ইসলামিয়ায় গিয়ে আমায় পায় নি। আমাকে আরও কিছুদিন হাসপাতালে রাখতে চায়—টুটুর ব্যাপার শুনে চুপ করে গেল।

তারাশঙ্কর খুব করছে—উদ্দেশ্য জানি না। বাংলা সরকার নাকি মাসে ১০০৲ দেবে—একসঙ্গে ১২০০৲ টাকা দেবে। টাকা হাতে না পেলে বিশ্বাস নেই।

বাবা টুটুকে দেখতে গিয়েছিলেন, তারাশঙ্কর বিদায় নেবে এমন সময় বাবা এসে বললেন—টুটু নাকি কাঁদাকাটা করছে, আমাকে দেখতে চায়।

তারাশঙ্করের গাড়ীতেই কাশীপুর হাসপাতালে গেলাম।…

তিনটে নাগাদ ডলি আর বাচ্চারা হাসপাতালে—বিকালের দিকে উনান ধরিয়ে খিচুড়ি চড়িয়ে দিলাম। ডলিরা ফেরার পর দেবী সুভাষ গীতারা।…

রাত্রে ডলি টুবলু টুটুর কাছে থাকতে গেল।

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৫১০ ॥ 30. 3. 55

ভোরে শিপ্রার সঙ্গে দুধ জ্বাল দিলাম। শিপ্রা বেশ কাজের মেয়ে।

ডলি টুবলু ৭টায় ফিরল।

১০টা নাগাদ কাশীপুর হাসপাতালে গেলাম। যোয়ান ডাক্তার বলল বণ্ড সই করে দিতে—মেয়েকে অজ্ঞান করে হাড় সেট্ করবে। মুখে বলল যে মেয়েকে অজ্ঞান করতে আমার কোন আপত্তি নেই—লিখে দিল যে বিপদ ঘটলে কাউকে দায়ী করতে পারব না।

সই করলাম না। রামেশ্বর স্কুলের মাষ্টাররাও তাই বলল।

ডাঃ গোস্বামীর সঙ্গে কথা বললাম।

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৫১১ ॥ 31. 3. 55

টুটুকে অজ্ঞান করে পায়ে প্ল্যাষ্টারিং করা হল—হাঁটুর উপর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত। একভাবে শুয়ে থাকতে হবে।

[ডায়েরি ১৯৫২। একই তারিখে লেখা পরবর্তী অংশের উৎস ডায়েরি ১৯৫৪।]

31. 3. 55

খেয়ে উঠে কাশীপুর হাসপাতালে।

একতলা surgical ward-এর বারান্দায় টুবলু আর মণ্টু। টুটুর পা set করা হচ্ছে।

খানিকক্ষণ টুটুর চেঁচামেচি শুনলাম।

তারপর ক্লোরোফর্ম—চুপচাপ।

ঘণ্টাখানেক পরে প্ল্যাষ্টারিং হবার পর অজ্ঞান মেয়েকে ষ্ট্রেচারে করে বার করে আনল—জোর কদমে চলা, ষ্ট্রেচার উঠছে নামছে দুলছে গ্রাহ্যও নেই—নিষ্ঠুর নয়, হৃদয়হীন নয়, ভোঁতা বনে গেছে।

২॥০টা নাগাদ টুটুর জ্ঞান ফিরল। ৪।৫ জনে মিলে হাত পা চেপে ধরে রাখলাম—বেশী ছটফট করলে কাঁচা প্ল্যাষ্টারিং নষ্ট হয়ে যাবে।

মণ্টুর সঙ্গে টুবলু বাড়ী গেছে—ডলি এই আসে এই আসে ভাবছি। মেয়েকে অজ্ঞান করেছে শুনে কি থাকতে পারবে! অচেনা বৌটিও বলল—ওর মা দেরী করছে কেন।

জ্ঞান হয়ে টুটু আমাকেও ছাড়তে চায় না। মাকেও চায়। বাড়ী চলে এলাম।

ডলি খবরের জন্ম অপেক্ষা করছে। বলিহারি বুদ্ধি বিবেচনা।...

৫১২ ॥ 1. 4. 55 } তথৈবচ
2. 4. 55 }

[ডায়েরি ১৯৫২। পুনরায় ২.৪.৫৫ তারিখের পরবর্তী অংশটির উৎস ডায়েরি ১৯৪৭। অংশটি পৃথক ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত হল।]

৫১৩ ॥ 2. 4. 55

রামেশ্বরের মাষ্টাররা টুটুকে বাড়ী পৌছে দেবে, ছেলেরা খবর দিয়ে গেল টুটুকে discharge করে দিয়েছে।

২টা থেকে এই শরীর নিয়ে হাসপাতালে হাঁ করে বসে আছি—কোথায় রামেশ্বর স্কুলের মাষ্টার আর গাড়ী!

শেষে সন্ধ্যার সময় নিজেই গাড়ী ভাড়া করে টুটুকে নিয়ে এলাম।

হাসপাতালের সবাই ভিড় করে টুটুকে বিদায় দিয়ে—যত্ন করেছে।

[ডায়েরি ১৯৪৭। বর্তমান ডায়েরি-বইয়ের পরবর্তী অংশগুলি সংসার-খরচার হিসাবের সঙ্গে লেখা।]

৫১৪ ॥ 3. 4. 55

হঠাৎ ১২টায় খবর এল টুটুকে discharge করেছে। আমি গেলে রামেশ্বরের হেডমাষ্টার গাড়ীর ব্যবস্থা করবে।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কারো পাত্তা নেই—কোন ব্যবস্থা নেই।

অগত্যা মোটর ভাড়া করে টুটুকে নিয়ে এলাম।

বুঝতে পারছি—পাছে damage চাই এই ভয়ে স্কুলের সেক্রেটারী, প্রেসিডেণ্ট থেকে সবাই কদিন সব ব্যবস্থা করেছে। Discharge হবার পর আর দায় কি।

[ডায়েরি ১৯৫২। একই তারিখের পরবর্তী অংশ ১৯৪৭ সালের ডায়েরিতে লেখা।]

3. 4. 55

শিপ্রা খোকন টালায় থেকে গেল—ডলি ফিরে এল। টুবলু গেল না—ওদের ‘ম্যাচ’।

৫১৫ ॥ 4. 4. 55

টুটু রাত্রে কাতরেছে।

বেণু বাচ্চুর পৈতা—ডলি শিপ্রা খোকনকে টালায় রেখে ফিরে এসেছিল, আজ আবার যাবে।

১১টার সময় টুটুর কি কাতরানি! টুবলুকে নিয়ে ডলি টালায় গেল।

আমি যাব বলেছিলাম—এখন মন বদলালাম।

[ডায়েরি ১৯৫২। একই তারিখের পরবর্তী অংশ ১৯৪৭-এর ডায়েরি-বইয়ে লেখা।]

4. 4. 55

ডলি টুবলু টালায়

ডলি রাত্রে আমার ও টুটুর জন্ত পৈতার নিমন্ত্রণের সব নিয়ে একা—

[অর্থ স্পষ্ট নয়, যথাযথ মুদ্রিত হল।]

৫১৬ ॥ 9.4.55

টুটুকে দেখতে স্কুলের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট অমরেন্দ্রবাবু, সন্দেশ নিয়ে।

[ডায়েরি ১৯৪৭।]

৫১৭ ॥ 6.5.55

সকালে বেরিয়ে—
তারাশঙ্কর
অতুল গুপ্ত
কাকাবাবু
বেঙ্গলে প্রাণেশ্বর কপি
বোধি প্রেস (নূতন গল্পের বই[১])
D. M. (বই সংশোধন)
বেঙ্গলে ফিরে গিয়ে শচীনের কাছে টাকা—
ফিরিয়ালা[২]
চিঠি—

[ডায়েরি ১৯৫১। একই তারিখের পরবর্তী অংশের উৎস ডায়েরি ১৯৫২।]

৬. ৫. ৫৫

কলেজ ষ্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি কোথায় যাই কি করি, শিবরামের[৩] আবির্ভাব।

Indian Associated Publishers দোকানে নিয়ে গিয়ে মাঝির ছেলে[৪] সম্পর্কে ব্যবস্থা করে দিল—হয়তো ছোটদের গল্পগুলিরও[৫]—মায়ের দয়ার আরেক যোগাযোগময় ঘটনা।

কিন্তু মানে? দয়া চেয়েছি এটাই তো শেষ কথা নয়।

৫১৮ ॥ 9. 5. [55] (২৫শে বৈশাখ)

New Ageকে হলুদের[১] কপি—
রবীন্দ্র জয়ন্তীর সভা—
স্বনির্ব্বাচিত[২]

৫১৯ ॥ 11. 5

বরানগর—"রক্তকরবী"

৫২০ ॥ 12. 5

বরানগর প্রবন্ধ-বিচার—৬৷৹

৫২১ ॥ 14. 5

কাশীপুর গণনাট্য

৫২২ ॥ 15. 5

দক্ষিণেশ্বর সংযুক্ত রবীন্দ্র স্মৃতি—(মল্লিক কলোনী এবং বরানগর)

[৫১৮—৫২২ সংখ্যক অংশগুলির উৎস ডায়েরি ১৯৫১ ।]

৫২৩ ॥ 17. 8. 55 অমাবস্যা

Fits—Could resist Ist time 12 P.M. Fell down without much—12-30 P. M. 2nd time same way 2 P. M.

Fits lasted about 5 minutes each

Fever 102°.

Shivering

[ডায়েরি ১৯৫৪ ।]

৫২৪ ॥ [?]

মায়ের দয়া

দয়া চেয়েছি, দয়া পেয়েছি—বহুবার। নিতে পারি নি, কাজে লাগাতে পারি নি, ভুল করেছি। একবারে নয়, বারবার। হাত শূন্য, কোথাও পাওনা নেই, কাতরভাবে মাকে ডাকছি—২।১ দিনের মধ্যে হঠাৎ অনুবাদ বা সংকলন বাবদ টাকা এসে গেল। সামলে চললে আর মুস্কিলে পড়তাম না। কিন্তু আমার বাঁকা হিসাব।

সব নিয়মে ঘটেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য যোগাযোগ ! চোখে অন্ধকার দেখছি, মার কাছে আরেকবার ক্ষমা আর দয়া চাইছি—চেনা লোক ডেকে নিয়ে গিয়ে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং-এর 'স্ব-নির্ব্বাচিত গল্প' বাবদ ন'শো টাকা আগাম[১] পাইয়ে দিল। এরকম অনেকবার হয়েছে।

মন্দির মনে এলে মাকে ডাকতাম, বলতাম—মন্দির নয় মা, ওই মন্দিরে মানুষ যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময়ী মায়ের পূজা করে সেই মাকেই প্রণাম করছি।

কতরকম ছুঁচিবাই এসে গিয়েছিল। তবু মা দয়া করেছেন। দয়া চাইলে দয়া পাওয়া যায়।

মায়ের রূপ গুণ কিছুই জানি না, কি নিয়মে দয়া করেন তাও জানি না, শুধু এইটুকু জানি যে মায়ের নিয়মের এদিক ওদিক নেই, জগৎ নিয়মে বাঁধা, কাতরভাবে মায়ের কাছে দয়া চাইলে মা দয়া করেন, এটাও মায়েরই একটা নিয়ম।

নিরুপায় হয়ে দয়া চেয়েছি, হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে—কেবল তাই নয়। আর যখন ঠেকনো দিয়ে পারি না, মার কাছে বড় দয়া চাইতাম—ধনৈশ্বর্য্য নয়, সুস্থ নিশ্চিন্ত হয়ে আরও কিছুদিন বেঁচে থেকে

সাহিত্য-সাধনা করতে চাই, মায়ের দয়ার নিয়ম বুঝতে চাই—যদি পারি পুরানো শাস্ত্রসংস্কার বিশ্বাসের গণ্ডী [ভেঙে] বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মহাশক্তিকে নিয়ে একখানা বই লিখব। সেকেলে মাকে (লোকে যেমন জানে) একেলে করার সাধ—এযুগের অবিশ্বাসী মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্যা মননযোগ্যা করার সাধ।

এটা আমার ছেলেমানুষি। মা যদি এটা চাইতেন—মাকে সাহিত্যিক আমার ভরসায় থাকবার দরকার হত না। যে যে রূপে শাস্ত্রে, লোকাচারে ভক্তিতে বিশ্বাসে মাকে কল্পনা করা হয়ে এসেছে—বিজ্ঞানের যুগে ক্রমে ক্রমে মানুষ তা শুধু প্রাচীন ধর্মের নিদর্শন মনে করবে, শিক্ষিত অগ্রণী সমাজে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালনার (যা এখনও বিজ্ঞানের আয়ত্তের বাইরে, কোনদিন আয়ত্ত করতে পারবে কি না তাও বিজ্ঞান জানে না) মূল শক্তি ও নিয়ম সম্পর্কে কোন রূপক পরিকল্পনা মানবে না—এ বিষয়ে মাথা ঘামাবে না :—এটাই বোধ-হয় মার নিয়ম।

জানি না—বুঝি না। ভাবতে হবে, মায়ের দয়ায় যদি জানতে বুঝতে পারি।

মায়ের দয়া চেয়ে কিভাবে অসহায় নিরুপায় বিকারগ্রস্ত মৃতপ্রায় মানুষটা জীবন্ত হলাম—কত ছোট বড় অঘটন ঘটে গেল সহজভাবে সাধারণ নিয়মে—আমার কাছে যা আশ্চর্য্য, কল্পনাতীত যোগাযোগ—তারই যেটুকু খেয়াল হয়েছে, ধরতে পেরেছি, লিখে রাখছি। ধারাবাহিক করার চেষ্টা করলেও হয়তো এলো-মেলো হবে।

এ বিষয়ে ভাবতে হবে, তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে।

[ডায়েরি ১৯৫৩। কোনো তারিখ নেই, নিশ্চিতভাবে কিছু অনুমান করাও কঠিন। মূল ডায়েরিতে অংশটি শুরু হবার আগের পৃষ্ঠায় ছিল ইসলামিয়া হাসপাতালে ভর্তি হবার দিনের কয়েক লাইন লেখা; অংশটি শেষ হবার পরপৃষ্ঠায় লুম্বিনী পার্কে ভর্তি হবার তারিখ—তারিখটি যদিও অসতর্কভাবে ভুল লিখেছেন। সঠিক তারিখ দিয়ে লেখা লুম্বিনী পার্ক-অধ্যায় শুরু হবার আগে বর্তমান অংশটি, একরূপ আন্দাজেই, গ্রথিত হল।]

৫২৫ ॥ ২০।৮।৫৫ শনিবার

দেবী…লুম্বিনী পার্কে দিয়ে গেল—

[একই তারিখ দিয়ে, প্রায় একই কথা, প্রথমে পেনসিলে লেখেন, তারপর কেটে দিয়ে আবার কালিতে লেখা। হাতের লেখার ধরন অপেক্ষাকৃত বড়, কিছুটা কাঁপা-কাঁপা ও ছেলেমানুষী। এরপর দু'টি পৃষ্ঠার একেবারে মাথার অনুরূপ হস্তাক্ষরে, পর-পর দু'দিনের তারিখ ও বার,—আর কিছু লেখা নেই। পরবর্তী লেখার তারিখ, একেবারে সাত দিন বাদ দিয়ে, ৩০.৮.৫৫ এবং হস্তাক্ষর একইপ্রকার। ডায়েরি ১৯৫২।]

৫২৬ ॥ 30. 8. 55

জরুরী কাজের হিসাব

হলুদ নদী—

প্রাণেশ্বর

হিমাদ্রির গল্প (চিঠি লিখে যে কোথা থেকে গল্প নেবে)

চাষীর মেয়ে[১]—(শেষ অধ্যায় কাকে দিয়েছি ?—বেঙ্গল ?)

কিছু টাকা পাঠাবার জন্য দাদা এবং বৌদি দুজনকেই চিঠি লেখা—হিমাংশু গুপ্ মেজদাকে লেখা—

নতুন একটি বই লিখে ফেলা

দেবীদের সাহায্যে নতুন প্রকাশক (N. B. A ?)[২]

সিগনেট প্রেসের দেবীর সম্পাদনায় ছোটদের বার্ষিকীর[৩] গল্প—

[ডায়েরি ১৯৫২। ডায়েরির দু'-পৃষ্ঠা লেখা। শেষ বাক্যটির চারিপাশে দাগ টেনে ঘিরে দেওয়া। 'নতুন একটি বই লিখে ফেলা'—বাঁ হাতের মার্জিনে লম্বা ডবল দাগ, নিশ্চয় বিশেষভাবে মনে রাখার প্রয়োজনে। এরপর পূর্বোক্ত হস্তাক্ষরে, পর-পর বেশ কয়েক পৃষ্ঠা, প্রতি পৃষ্ঠায় শুধু দু'টি ক'রে তারিখ ও বার—২৩।৮।৫৫ মঙ্গল থেকে ক্রমান্বয়ে ৪।৯।৫৫ রবি—তারপর পুনরায় ৫।৮।৫৫ সোম, ৬।৮।৫৫ মঙ্গল, ৭।৮।৫৫ বুধবার, আবার এক পাতা ছেড়ে দিয়ে একই পৃষ্ঠায় 13.9.55 ও 14. 9. 55, শুধু দু'টি তারিখ— আর কিছু লেখা নেই। পরবর্তী লেখার তারিখ ১৫. ৯. ৫৫।]

৫২৭ ॥ 15. 9. 55

গত কয়েকদিন মোটামুটি খাওয়া দাঁড়িয়েছে—

ভোর ৩৷৷০-৪ ২ পিস কাঁচা রুটি, ৮টা ২-৩ পিস টোষ্ট, ১ মিষ্টি ১ কলা, ১ পোয়ার মত দুধ, মাখন, চা (২ সন্দেশ ।৵০ পিস), ১ মুসুম্বি তোলা থাকে)

৯৷৷০টা চা

১১৷৷০টা—কাপ তিনেকের মত ভাত, ১ কাপ ডাল, দেড় হাতার মত করে ২ রকম তরকারী, ১ টুকরো মাছ—

২টা ১ মুসুম্বি, ১ কলা

৩টা ২ সন্দেশ—

৪৷৷০টা ৫টা—২ টোষ্ট, মাখন, ১ডিম চা

৬৷৷০টা চা

৮৷৷০টা দুপুরের মত মাছ তরকারী ডাল ভাত—

[ডায়েরি ১৯৫২। এরপর আবার দু'-পৃষ্ঠা একেবারে সাদা এবং ন'দিন কিছু লেখা নেই। উপরোক্ত তারিখ থেকে হাতের লেখা আবার স্বাভাবিক।]

৫২৮ ॥ 25 Sept. 55—৮ই আশ্বিন রবিবার—

টুবলু—

দেবী, সতীন[১], মনী

অতুলবাবু বাড়ীভাড়ার জন্য ১৯৫৲ টাকার চেক পাঠিয়েছেন—

[ডায়েরি ১৯৫২। পেনসিলে লেখা। একই পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ আবার কালিতে, তারিখ ২. ১০. ৫৫, এবং দাগ টেনে চারিপাশে ঘিরে দেওয়া।]

৫২৯ ॥ 2. 10. 55

দেবী জানাল—সুভাষের জন্য 'অলৌকিক লৌকিকতা' গল্প[১] (সিগনেটের ছোটদের বার্ষিকী[২]) পরিচয়ের জন্য "শান্তিলতা" গল্প[৩] এবং New Age-এর 'হলুদ নদী সবুজ বনের' শেষের দিকের প্রুফ ও কপি পেয়েছে।

[এরপর পরের পৃষ্ঠায় পর-পর দু'টি তারিখ, 15. 10. 55—Sat—মহালয়া (২৮শে আশ্বিন), 23. 10. 55—Sun—সপ্তমী। পরবর্তী লেখার তারিখ পুনরায় ২. ১০. ৫৫।]

2. 10. 55—রবিবার
শিপ্রা—তারপর দেবী।
আমায় জন্য আরও মাসখানেকের টাকা জমা দিয়েছে।
ট্যাক্সিতে এসেছিল—দেবী অল্পক্ষণ থেকেই চলে গেল।
[ডায়েরি ১৯৫২।]

৫৩০ ॥ 6. 10. 55—বৃহস্পতিবার

একটি বড় গল্প শেষ করলাম, "তারপর"[১]—(?)

বড় দেরী হয়ে গেছে। কাল সকালে বসুমতীর জন্য দেবীর কাছে পাঠিয়ে দেব।

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৫৩১ ॥ 7. 10. 55

"তারপর" পাঠালাম—

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৫৩২ ॥ 13. 10. 55 বৃহঃ

সকালে সঞ্জয় ভট্টচার্য্যের[১] আবির্ভাব—সঙ্গে পূর্ব্বাশার অনেকে। কী বিশ্রী চেহারা। একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছে[২]। কি অবস্থা না বুঝে কাছে ঘেঁষলাম না। আবোলতাবোল চীৎকার শুনলাম।

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৫৩৩ ॥ 14.[10.55]

সকালে সঞ্জয় দেখেই চিনতে পারল 'মানিকবাবু'—কিন্তু ওই পর্য্যন্তই। চেতনায় সব গুলিয়ে গেছে। ফ্যাকাসে একটা কঙ্কাল। ২।৩ বছর আগেই নার্সিং হোমে দেওয়া উচিত ছিল।

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৫৩৪ ॥ 16. 10. 55 রবিবার

শিপ্রা—তারপর দেবী, সতীন, সুভাষ। পরিচয়ে 'শান্তিলতা'[১] এবং সুভাষের বার্ষিকীতে 'অলৌকিক লৌকিকতা'[২] বেরিয়েছে।

পঞ্চমীর দিন বাড়ী যাব।—

[ডায়েরি ১৯৫২। এরপর দু'-লাইন কেটে দেওয়া।]

৫৩৫ ॥ 19 । 10 । 55 বুধবার

যুগান্তরের দিন-পঞ্জীতে লেখা—

ক্যালেণ্ডারের হিসাবে ২৩।১০ তাং রবিবার সপ্তমী।

সমস্যা!

দিনপঞ্জীতে দেখলাম—কালও চতুর্থীর জের চলেছে। সপ্তমী ২৩।১০ তারিখেই—

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৫৩৬ ॥ ২০। ১০। ৫৫ ২ কার্তিক, '৬২

২০। ৮। ৫৫ তারিখে লুম্বিনী পার্কে ঢুকেছিলাম—

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৫৩৭ ॥ ২১।১০.৫৫

বিকালে দেবী, গীতা, রমারা গাড়ী নিয়ে এল—২ মাস পরে বাড়ী। শ্যামবাজারে মস্ত ইলিশ আচার ইত্যাদি কেনা হল—ডলিও ভাল রান্নার আয়োজন করেছে।…

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৫৩৮ ॥ 22।10।55 ষষ্ঠী—

ডলির সঙ্গে টুটুকে দেখতে কাশীপুর হাসপাতালে। টুটু একটু কাঁদল,—সবাই পূজা দেখবে, সে বেডে পড়ে থাকবে। অল্পেই সামলে গেল। ওষুধ কিনলাম।

[ডায়েরি ১৯৫২। এরপর ইংরেজিতে লেখা কিছু ওষুধের তালিকা, যা বর্জিত হয়েছে।]

৫৩৯ ॥ 23।10।55 সপ্তমী পূজা

পাড়ার ডাক্তার যাদবচন্দ্র রায় বাবার cathetere বদলাতে এসে liver ext. inj. দিয়ে গেলেন। অল্পবয়সী ডাক্তারটি ভাল।

সারাদিন বিষম বর্ষা। বিকালে ডলি টিপটিপ বৃষ্টিতে ছাতি নিয়ে টুটুকে দেখতে [গেল]। সন্ধ্যায় রাঙাদা রাঙাদি পিণ্টু।

রাত ৮টা-৮॥৹টায় 'শ্যামলী'র ছুটি ছেলে—
সারাদিন ঘুম ঘুম ভাব—ওষুধের জন্য।
ড্রাওয়ারের খাট ঝুলে পড়েছিল—খুললাম। কাল পরশু লাগাব।
[ডায়েরি ১৯৫২।]

৫৪০ ॥ ২৪।১০।৫৫ মহাষ্টমী—

সারারাত বৃষ্টি—সকালেও থেকে থেকে জের চলেছে।

এবার মনেই হচ্ছে না পূজা। ঢাক ঢোল মাইকের শব্দও ঢের কম।

টুটুকে দেখতে গেলাম। এখনো উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে মাসখানেকের কম নয়।

আমার চেহারার উন্নতি দেখে পাড়ার লোকেরা সকলেই খুসী।

৩টে নাগাদ নানু ও অশোক। অশোকের ছেলে ও মেয়ে দু'জনেরই ব্রেন-এর electric recording করাতে হবে। বেচারা। ডাক্তার ইতিহাস শুনে মত দিয়েছেন, এটা মাতৃবংশের দোষের জন্য। [ডলির] দিদির ছেলে প্রায় উন্মাদ, রাঙাদির ছেলে পিণ্টুর ফিটের ব্যারাম—খোকনের ভোঁতা ব্রেন—আরতির ছেলেটি abnormal, মেয়েটির ফিটের রোগ—

হঠাৎ কিরণের জামাই এল—কিরণের মেয়ের ব্যথা উঠেছে, হাসপাতালে যেতে হবে। কিরণ ছুটল। নানুদের সঙ্গে টুটুকে দেখতে যাওয়ার বদলে [ডলিকে] রান্নাবান্নার ভার নিতে হল।

আমার আজও ঠাকুর দেখতে যাওয়া হল না—একটিও নয়।

কোমরে হাঁটুতে ব্যথা।

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৫৪১ ॥ ২৫।১০।৫৫—মহানবমী

টুবলু শিপ্রা রাত আড়াইটা পর্য্যন্ত বেহালাপাড়া আরতি প্রতিযোগিতা দেখল।

শরীরে জোর পাচ্ছি না। উৎসাহ পাচ্ছি না।

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৫৪২ ॥ ২৬।১০।৫৫—দশমী

টুটুকে দেখে এলাম—খাবার কিনে আনলাম। নদীতে প্রতিমা বিসর্জনের সঙ্গে যাবার জন্য শিপ্রা ও টুবলুর অবুঝ জিদ, কাঁদাকাটা, পাগলামি।

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৫৪৩ ॥ ২৭।১০।৫৫

সারাদিন বৃষ্টি—বিকাল পর্য্যন্ত। কলকাতার রাস্তায় নাকি হাঁটু জল। সকালের দিকে পাড়ার কয়েকজন ও ছেলেমেয়েরা।

বিকালের দিকে অনেকে—নান্টু কল্যাণীরা—তারপর দাদু।
[ডায়েরি ১৯৫২]

৫৪৪ ॥ ২৮।১০।৫৫

শিপ্রা টুবলু দুজনে টালায় মামাবাড়ী ঘুরে এল—ভালয় ভালয়। খোকনকে নিয়ে টুটুকে দেখতে হাসপাতালে—

দাদা গুপু হিমাংশুদের কোন সাড়াশব্দ নেই!—বাবাকে বিজয়ার প্রণাম জানিয়ে একটা চিঠি পর্য্যন্ত নয়।

[ডায়েরি ১৯৫২। নীল পেন্‌সিলে লেখা।]

৫৪৫ ॥ ২৯।১০।৫৫

আজও রাত্রি পর্য্যন্ত দাদা বা হিমাংশু গুপুদের কোন খবর নেই।

দাদা কড়া নিয়মের মানুষ—বাবার কাছে বিজয়ার চিঠি দিতে কখনো একদিন দেরী হয় নি।

দাদার শরীর খারাপ—মধুপুরে চেঞ্জে যাবার কথা। কিন্তু সেজন্য যথারীতি ২ লাইন পোষ্টকার্ড লিখতে না পারার কারণ নেই। খুবই ভাবনার বিষয়। বিশেষতঃ গুপু হিমাংশুরাও চুপচাপ।

সন্ধ্যার সময় বাবা নিজে থেকে টেলিফোনে দাদার খবর নেবার কথা বললেন। বাবার মনেও ভাবনা ঢুকেছে।

সকালে টেলিফোন করব। কে জানে কি খবর জানব।

হেনা, [ডলির] পিসেমশাই—বিকালে গীতা সুভাষেরা। বেরোব কিনা ভাবছিলাম—হল না। সোমবার বেরোতে হবে।

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৫৪৬ ॥ ৩০।১০।৫৫ রবিবার—লক্ষ্মীপূজা

সকালে [ডলির সঙ্গে] রাঙাদাদার বাড়ী—বিজয়ার ভদ্রতা রাখতে। দুপুরে [ডলি ও] বাচ্চারা টালায় কালাচাঁদের বাড়ী—লক্ষ্মীপূজার বার্ষিক নেমন্তন্ন রাখতে।

একটু 'যদি' ছিল—কালাচাঁদের স্ত্রী শিপ্রাকে দিয়ে (আগের দিন শিপ্রা ও টুবলু বিজয়া করতে গিয়েছিল—দু'জনে একলা!) খবর পাঠিয়েছিল যে "শরীর খারাপ" হলে নেমন্তন্ন বাতিল হবে, বেলা ১১টার মধ্যে লোক এসে খবর দিয়ে যাবে। কথাটা [ডলিকে] বলতে শিপ্রার কি লজ্জা!

কিরণের টুসটুসে সর্দি—জ্বর ভাব। তাই নিয়ে রান্না করল। দুপুরে খিদের চোটে খেলাম—গা ঘিনঘিন করছিল। এর চেয়ে নিজে ভাতে ভাত ফুটিয়ে নিলে তৃপ্তির সঙ্গে খেতাম।

কথা ছিল ৪টের পর আমি হাসপাতালে টুটুর কাছে যাব। ফিরে এসে ৭টা নাগাদ যাব টালায়। সকালে liver extract ইনজেকসন নিয়েছি—হাতে বড় ব্যথা। বাসে বড় ভিড়।

তাছাড়া উৎসাহও পাচ্ছি না। ঠিক করলাম কোথাও যাব না। রাত্রে দু'পিস রুটি আর একটা ডিম খেয়ে কাটিয়ে দেব।

নিশীথ দু'-বার এল—'শ্যামলী'র বৈঠকের ব্যাপারে। সামনের রবিবার।

আলমবাজার থেকে হাতে লেখা পত্রিকা 'সাঁঝের আলো' নিয়ে তিন চারটি ছেলে। হাতে লেখা পত্রিকার একটা সার্থকতা আছে—এ যুগেও। কিন্তু সেটা এদের খেয়াল আছে মনে হয় না। নিছক উৎসাহের আধিক্য—গতানুগতিকতা, সঙ্কীর্ণ বন্ধুগোষ্ঠীর খেয়াল মেটানো।

প্রায় ৬টা বাজে। হঠাৎ জয়ন্ত এসে হাজির। টুটুর ছাড়া কাপড় জামা এনেছে—টুটু খুব রাগ করেছে। জামা কাপড় ও আট আনা পয়সা পাঠালাম, বুঝিয়ে চিঠি দিলাম।

বাবাকে খাবার দিতে সন্ধ্যার পর কিরণ এসেছে—হাসপাতালে মেয়েকে দেখে। কথাই ছিল যে এইটুকু সেরে চলে যাবে। আমার জন্ম কিছু করতে বারণ করলাম।

দাদা—গুপু হিমাংশুদের আজও সাড়া নেই। টেলিফোন করে কি হবে? দেখা যাক কী ব্যাপার!

বড় চিন্তা করছি—গুরুতর চিন্তা, নানা বিষয়ে। তার সঙ্গে মিশছে বাজে চিন্তাভাবনা।

লেখার কাজে কোমর বাঁধা দরকার।

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৫৪৭ ॥ 31. 10. 55—সোমবার

আজ ছুটির দিন, বেরোলাম না। কাল যেতেই হবে।

সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে—আজও দাদা বা গুপু হিমাংশুদের কোন খবর নেই অন্য সকলেরই বিজয়ার চিঠি এসে গেছে।—

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৫৪৮ ॥ 1. 11. 55

চারটে নাগাদ বেরিয়ে রাত ৮টা পর্য্যন্ত ঘুরে এলাম। শরীরটা বেশ তাজা লাগছে।

[ডায়েরি ১৯৫২।]

৫৪৯ ॥ 2.11.55

বেরোব ঠিক ছিল—গায়ে ব্যথা, আলস্য। সকালে liver extract ইন-জেকসনের জন্য ? কাল বেরোনো যাবে।

মধুপুর থেকে বাবার কাছে দাদার চিঠি। ভুলে চেক বই ফেলে যাওয়ার জন্য, টাকা পাঠাতে বিলম্ব হবে, দাদা বড়ই দুঃখিত ! এদিকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানায়—সামান্য কয়েকটা টাকা পাঠাতে উদাসীনতা !

[ডায়েরি ১৯৫২ ।]

৫৫০ ॥ 7—8/11/55

আরতি অশোক নাতুরা রাত্রে খেল—ডলি দুপুরে নিজেই বাজার করে আনল। আরতির ১টি ছেলে, ১টি মেয়ে—দু'জনেই স্নায়বিক রোগে ভুগছে—চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসা। মেয়েটির pure and simple epilepsy, —ডাক্তারের অভিমত। Anti [?] ব্যবস্থা হয়েছে।

8/11 আরতির এসে থাকবার কথা ছিল—হঠাৎ এসে ডলিদের নিয়ে রাঙা-দার বাড়ী। আরতি তেমনি মোটাসোটা আছে, মুখখানা আগের মত কচি।

[ডায়েরি ১৯৫২ ।]

৫৫১ ॥ 9. 11. 55 (বুধবার)

ক'দিন লেখা হয় নি। একটু বিচলিত ছিলাম—শারীরিক এবং মানসিক উভয় কারণেই। রবিবার (6/11) গা-ব্যথা, অবসাদ—কি ব্যবস্থা হবে কে জানে। হঠাৎ গিয়ে ছোট কিনে আনলাম, ওষুধের ডোজে একটু খেলাম। যদি গা-ব্যথা কমে, কাজ করতে পারি ! নিছক পরীক্ষা—ঝোঁক নয়। রোজ বড় কাবার করেছি, একদিন অল্প একটুতে কি আসবে যাবে ? ডলি এসে ঝগড়া, হম্বিতম্বি, সব ফেলে দিল। ইচ্ছা হলে আমি যেন যোগাড় করতে পারি না ! চুপচাপ শুনে গেলাম। ডলি চিরদিনই এরকম অবুঝ—হিসাব জানে না। নইলে আমি হাসপাতালে টুটু হাসপাতালে—দু'জনের কোন খরচ নেই—তবু ডলি ২ মাসে সাহায্য আর অন্যান্য মিলিয়ে ৭।৮শ' টাকা খরচ করে বসে।

বারবার সাবধান করে দিয়েছি যে বাড়ী ফেরার পরেও গুছিয়ে বসতে আমার সময় লাগবে—ভবিষ্যৎ যেন খেয়াল থাকে !…

[একই তারিখের পরবর্তী লেখা এক পাতা পরে লেখা হয়, মাঝখানে ছিল ৭-৮ তারিখের লেখা।]

9/11/55

রবিবার সুরু হয়েছিল—একটানা বর্ষণ চলার পর আজ রোদ উঠেছে।

নার্সিং হোম থেকে আসবার ৫।৬ দিন আগে পিঠে ছোট ফুস্কুরি উঠেছিল—একটু পুঁজও হয়েছিল। বাড়ী ফিরে তার জের চলেছে। শিপ্রারা একটু তুলো sticking plaster দিয়ে আটকে দেয়—শুকিয়ে যাবে ভাবি—শুকোয় না। কদিন থেকে ভয় হচ্ছিল—পৃষ্ঠ-ব্রণ নয় তো!

আজ ডাক্তার বাবাকে ড্রেস করতে এলে দেখালাম, ½ ইঞ্চি লম্বা ২টি কাঁটা টেনে বার করলেন। আমি তো অবাক—পিঠে এ কাঁটা কি করে ঢুকেছিল! বিছানার গদি থেকে?

দুপুরে স্নান করে বদলানো লুঙ্গি থেকে অবিকল ওইরকম মাছের কাঁটা আবিষ্কার করলাম—রঙটা শুধু সাদা। পিঠের কাঁটাটা বিবর্ণ কালচে হয়ে গেছে।

পাখীদের থেকে কিম্বা অন্যভাবে গেঞ্জিতে লেগে পিঠে ঢুকেছিল?

ডলি টুটুকে দেখতে হাসপাতালে যাওয়ার পর হঠাৎ ডলির কোন্নগরের মেজদির ছেলেমেয়েসহ আবির্ভাব—শিপ্রা টুবলুর সঙ্গে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলাম।

[ডায়েরি ১৯৫২-র লিখিত অংশ এখানেই শেষ হয়, ডায়েরির পৃষ্ঠাঙ্ক অনুসারে তারিখ ১৮ অক্টোবর। এরপর বেশ কিছু সাদা পাতা ছেড়ে, প্রায় শেষাংশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পর-পর কয়েকটি দিনের খরচার হিসাব লিখে রাখেন—২. ৩. ৫৫ থেকে ৩০. ৩. ৫৫ পর্যন্ত।]

১৯৫৬

৫৫২ ॥ [১ জানুয়ারি ১৯৫৬ রবিবার]

মদ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১

রাস্তা দিয়ে এক মাতাল গান গেয়ে চলেছিল—'মদ খাইনে আমি, সুধাপান করি কালী বলে…'

সুন্দর সুর। চমৎকার ঝংকার। গভীর মর্মস্পর্শী আবেগ।

ধন্বন্তরী রাস্তায় নেমে যায়।

[ডায়েরি ১৯৫৬। স্পষ্টতই কোনো গল্পের আরম্ভ—এরপর আর কিছু নেই।]

৫৫৩ ॥ [১১ মার্চ ১৯৫৬ রবিবার]

কদিন শরীর খুব খারাপ চলছিল। বিশ্রী পায় [   ]… মাথা ঝিমঝিম… অরুচি….অখিদা।

সারাদিন বারবার একটু একটু পায়খানা বমি। ডাক্তার চন্দ এসে টুটুর সঙ্গে আমাকেও ইনজেকসন দিল। টুটুর অবস্থা একই রকম—খুঁড়িয়ে হাঁটছে ডান পায়ে জোর পাচ্ছে না।

ডাক্তার আমার জন্য বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করল—মদ খাওয়া একেবারে বারণ। ডাক্তারের বলা দরকার ছিল না—আমি নিজেই জানি আমার অবস্থা কাহিল—বিশ্রী দাঁড়িয়েছে।

চন্দ এবার বেশ তেজের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলছে। বয়স কম, ডাক্তার ভাল।

[ডায়েরি ১৯৫৬। [   ] বন্ধনীভুক্ত অংশটি নিজেই সম্পূর্ণ করেন নি।]

৫৫৪ ॥ [১২ মার্চ ১৯৫৬ সোমবার]

ভোর রাত্রে ২বার ফিট।

বড় বেশী কষ্ট। ফিটের পর এরকম অবস্থা হয়। ফিটের ওষুধ আবার খেতে সুরু করব কিনা ভবছি।

ডাক্তার ওষুধ আর ইনজেকসন দিচ্ছে। শক্ত আমাশায় মত হয়েছে। দুপুর পর্য্যন্ত জের বন্ধ হল।

টুটুর পায়ের X-Ray করতে হবে। আমার জন্য Rest in bed আর ওষুধ পথ্য Glucose inj.

[ডায়েরি ১৯৫৬।]

৫৫৫ ॥ [১৩ মার্চ ১৯৫৬ মঙ্গলবার]

আজ পায়খানা ইত্যাদি বন্ধ, খিদেও পাচ্ছে কিন্তু কি দুর্ব্বল শরীর। D একটু ছিল, খাওয়া বন্ধ করেছি। রাত ১২টা পর্য্যন্ত ছটফট করে ঘুমের ওষুধ হিসাবে খেয়ে ফেললাম। এটুকু কি ক্ষতি করবে, এতদিনের অভ্যাস?

আশ্চর্য্য, অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুম এসে গেল!

[ডায়েরি ১৯৫৬।]

৫৫৬ ॥ [১৪ মার্চ ১৯৫৬ বুধবার]

টুটুকে বেলা দশটার সময় বরানগর ক্লিনিকে X-Ray করতে নিয়ে গেলাম। টুটু পুরানো—হাসপাতাল থেকে ২বার X-Ray করিয়েছে—চিনতে পারল না। তবে ১৬৲ টাকার যাগায় [জায়গায়] ১৫৲ করতে রাজী হল।

আমার পরিচয় পেয়ে ডাঃ [ ] ভারি খুসী, বেশ খাতির করে গল্প করল চা খাওয়াল।

[ডায়েরি ১৯৫৬। [ ] বন্ধনীভুক্ত জায়গাটি নিজেই ফাঁকা রেখেছেন।
১৯৫৬'র ডায়েরি-বই এখানেই শেষ হয়েছে।]

৫৫৭ ॥ ঐতিহাসিক—

১৬।৪।৫৬

সামান্য একটু মদ ছিল, শেষরাতে ঘুম ভেঙে উঠে খেলাম।

ভাবলাম কি যে আগামীর লেখাটাও[১] শেষ করব—মামলার[২] ব্যাপারেও ভেবেচিন্তে শেষ সিদ্ধান্ত করব।

দেখা গেল এভাবে হয় না। মদে কোন ঝন্‌ঝাটের মীমাংসা নেই।

ঘুম পেয়ে গেল। শুয়ে পড়লাম।

খুব সকালেই উঠলাম। কিছু কাজও করলাম।

অবস্থা অতি কাহিল।

বাজার আনতে দেবার মত নগদ পয়সা নিজের হাতে নেই।

ডলি চালিয়ে দিল। বাজার হল ভালই। মাছ তরকারী যথেষ্ট এল।

আগামীর লেখাটা লিখব ভাবছি, এল দেবীপ্রসাদ ও সুভাষ। মামলার ব্যাপারে।

অতুল গুপ্ত রাগ করেছেন। দেবীদেরও খুব রাগত ভাব। আমার জন্য ওরা এত করছেন, আমি চুপচাপ বসে আছি!

অনুযোগ মেনে নিলাম।

উকিল প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করে, মামলার তদ্বির করে, সম্ভব হলে উকিলকে নিয়ে সন্ধ্যার দিকে অতুলবাবুর বাড়ী যাব।

সারাদিন কী খাটুনি!

প্রতিপক্ষ —
১৬।৪।৫৬

সারারাত্রি প্রায় ঘুম হয় নি, শেষরাত্রে ঘুম ভেঙ্গে উঠে পড়লাম।
ভাবলাম কি যে আমাদের লেখকদের শেষ কথা — সাহিত্যের প্রয়োজনে ভেবেচিন্তে সেই সিদ্ধান্ত হবে।
দেখা গেল এভাবে হয় না। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্যদের মীমাংসা নেই।
ঘুম ভেঙে গেল। [illegible] পড়লাম।
খুব সকালেই উঠলাম। কিছু কাজও করলাম।
ডাক্তার [illegible] [illegible]।
বাড়ীর ভাবনাতে দেখার [illegible] [illegible] [illegible] হলো নেই।
চাল চালিয়ে দিল। আমার হল ভাবনা।
সব ভেবেচিন্তে [illegible] [illegible]।
আমাদের লেখকের লেখা ভাবাই, এবং দেবী প্রসাদ ও সুভাষ। সাহিত্যের প্রয়োজন।
অতুল গুপ্ত রাগ করেছেন। দেবীদেরও খুব রাগত ভাব। আমার জন্য ওরা এত করছেন, আমি চুপচাপ বসে আছি।

১০-১০৷৷০টায় বাবার পেনসন বিল ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এলাম।

বাড়ী ফিরে স্নান করে সামান্য কিছু খেয়েই রওনা দিলাম সহরে।

কিছু টাকা চাই। উকিল আর তার মুহুরি নইলে কিছুই করবে না।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেডের জিতেনবাবু সত্যই ভদ্রলোক। পাওনা আছে হিসাব করে একটা চেকও দিলেন, সামান্য কিছু নগদও দিলেন।

একটা ডাব খাওয়ালেন।

আরামে খেলাম। D-র চেয়ে অনেক ভাল। একটা ডাবে এক গ্লাস জল হয়। দাম তিন চার আনা। এক গ্লাস D-এর জন্য ২৷৷০।৩৲ দিতে হয়।

শিয়ালদ' কোর্টে উকিল খুঁজে বার করতে প্রাণান্ত হল। শেষ পর্য্যন্ত হদিস পেলাম। মামলার তারিখ পিছিয়ে দেবার জন্য মোটা টাকা দিতে হল।

তখন কোথায় যাই?

বালীগঞ্জে দাদার বাড়ীতে গেলাম। দাদা বৌদির সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনা হল।

তারপর অতুলবাবুর বাড়ী। অতুলবাবুর শরীরের অবস্থা বড়ই কাহিল। কিন্তু মানুষটা কাজ করছেন।

[ডায়েরি ১৯৫০। বর্ত্তমান ডায়েরি-বইয়ের একমাত্র দিনলিপি, মুদ্রিত তারিখ ২৪-২৬ মে-র পৃষ্ঠায় লেখা। এর আগে, বেশ কিছু পৃষ্ঠা জুড়ে, ১৯৪৩ থেকে ১৯৫৬-র বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত তারিখ দিয়ে, লেখাবাবদ প্রাপ্ত টাকার হিসাব, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত কিছু গল্পের তালিকা, যার বেশ-কিছু এখনো গ্রন্থভুক্ত হয় নি, ও কিছু-কিছু চুক্তিপত্রের প্রাথমিক খসড়া। উল্লিখিত অংশ শেষ হওয়ার পর একই দিনের খরচার হিসাব—বর্ত্তমান ডায়েরি-বইয়ে তারপর আর-কিছু লেখা নেই।]

৫৫৮ ॥ 31. 7. 56.

ক'দিন থেকে শরীর খুব খারাপ···কী যে দুর্ব্বল বলা যায় না—বিছানা থেকে উঠবারও যেন শক্তি নেই—এদিকে ঘরে পয়সা নেই—জোর করে তো বেরোলাম ফিরব কিনা না জেনে

Writers' B. ডাঃ রায়ের ১৫০৲ চেক নিয়ে ভাজিয়ে বাড়ী ফিরলাম ৩টায়। চেকটা পেলাম তাই রক্ষা।

৫ স্বনির্ব্বাচিত[১]

[ডায়েরি ১৯৫৪।]

৫৫৯ ॥ ১৬. ১১. ৫৬

৪।৫ দিন হল খাদ্য সম্পর্কে নতুন নীতি পালন করছি। লেখা না হোক, অস্বস্তি বোধ করি, কলিক হোক—প্রচুর খাচ্ছি। সব কিছু—যে পরিমাণ চলছিল তার ৮।১০ গুণ! মনে হয় শরীর ক্ষয় করার ভুলটা সংশোধন করার সহজ সাধারণ উপায়টা খুঁজে পেলাম—না খেয়ে কি শরীর টেঁকে, এত বড় শরীর।

আমার খাদ্যাতঙ্ক নিছক বিভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। ক'দিনে টের পেয়েছি বেশী খেতে যে ভয় হত সেটা মানসিক। সাময়িক শারীরিক গোলমালের কটা দিন সাবধান থাকতে হবে। ফিটের উপক্রমের ভাব কয়েকদিন ছিল, সেটা কেটে যাবার পর বেশী খাওয়া সুরু করেছি।

এটা গুরুতর হিসাব। তাজা হবার এবং থাকার সময় যত পারি খাওয়ার কাজে লাগাতে হবে।

কী ভুলটাই করেছি! ওষুধ ডাক্তার হাসপাতাল হরলিকস্ গ্লুকোজ যেন আমাকে স্থায়ীভাবে সবল করতে পারবে এবং সেটা বজায় রাখতে পারবে।

D যেন আমার দেহক্ষয়ের একমাত্র কারণ!

২ বার হাসপাতালে গিয়ে কয়েক সপ্তাহে স্বাস্থ্যের আশ্চর্য্য পরিবর্তনের প্রধান কারণ ছিল ভাল জিনিষ পেটভরে খাওয়া। বাড়ীতেও সেটা চলতে পারে অনায়াসে!

মার দয়াতে আমার প্রচেষ্টা নিশ্চয় সফল হবে।

[কোনো ডায়েরি-বইয়ের লেখা নয়—লেখকের পরিণত বয়সের একটি বৃহদায়তন কবিতার খাতায়, কবিতাংশ শেষ হবার পর কিছু সাদা পাতা ছেড়ে, মৃত্যুর মাত্র দিনকয়েক আগের কয়েকটি দিনের (১৬.১১.৫৬—২৮.১১.৫৬) সংসার-খরচার হিসাবের সঙ্গে তিনদিনের রোজ-নামচার প্রথম অংশ। বর্তমান অংশটিকে পেন্সিলের দাগ টেনে পৃথক ক'রে ঘিরে দিয়ে, ঠিক তার পাশে, মাথার উপরে, একই তারিখের পরবর্তী লেখা। কয়েকটি লাইন বর্জিত হয়েছে—লেখক তাঁর সেদিন সকালবেলার পেটের গণ্ডগোলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিখেছিলেন।]

··· পকেটে।১০ ছিল, শিপ্রার থেকে।০ আনা ধার—বেঙ্গল পাব [পাবলিশার্স থেকে ব্যাঙ্কে যখন গেলাম—পকেটে ৲১০

[ঠিক এর নিচেই নিম্ন তালিকা।]

আজ খেয়েছি—

4 A.M.

১ ঘিয়ে ভাজা রুটি (পিস)

১ মাছ আধবাটি ঝোল তরকারী,

১½ হাতা ডাল

১ হাতা আলু পেঁয়াজ ছেঁচকি

৪ পুঁচকে পেঁয়াজ

১ লেবু

২ সন্দেশ

6 A.M. ১ কাপ চা

7 A.M. ১৷০ হাতা দুধ + ১ টোষ্ট

9 A.M. ১ কমলা লেবু

10 A.M. ১ কাপ চা

১ চামচ গ্লুকোজ+১ চামচ হরলিকস্

12 Noon ২॥০ হাতা ভাত

১ মাছ আধবাটি ঝোল তরকারী,

৩ হাতা ডাল

১ হাতা পাঁচমেশাল তর[কারী]

১ বেগুন ভাজা

৪।৫ চামচ দই

১ লেবু ১ কাঁচা লঙ্কা (এটা রোজ)

8 P.M. ১ টোষ্ট

১ মাছ ½ বাটি ঝোল তরকারী

১ হাতা ডাল

একটু ছেঁচকি

½ লেবু

D—ভোরে IV

শিয়ালদ' $2\frac{1}{2}$ P.M.—4 P.M. XV

সন্ধ্যায় V ১ সোডাজল

3 A.M. V

সিগ—ঘুমানো পর্য্যন্ত ৪ প্যাক

২টোয় উঠে ১ প্যাক

দুপুরে তামাক—১

বিড়ি—৩

৫৬০ ॥ ২৩।১১।৫৬

ব্যাপার কি ?

৫৬১ ॥ 24।11।56

দুপুরে পেট ভরে খেয়েছি, স্নান না করেই।

খুব খাচ্ছি—৮।৯ দিন হল। দিব্যি সহ্য হচ্ছে ! ঘি-ও খুব চলছে। আজ ভোর ৪টে নাগাদ ঘি দিয়ে ১ পিস রুটি সেকে বাসি মাছ তরকারী ভাজা দিয়ে পেট ভরে খেলাম—১১টায় মাছ ডাল তরকারী ইত্যাদি দি[য়ে] একপেট। ৩টায় বুক এম্পরিয়ামে ½ চপ (বড় সাইজ)

॥০ সম্বল করে বেরোলাম। উল্টোরথে "প্রাণেশ্বর"-বাবদ ৬৫৲ (আগে ৩৫৲ পেয়েছি)

[মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ দিনলিপি। কবিতার খাতায় এরপরও তিনি লিখেছিলেন পর-পর চার দিনের সংসার-খরচার হিসাব—শেষ হিসাবের তারিখ ২৮.১১.৫৬। ১৯৪৭-এর ডায়েরি-বইয়ে পাওয়া যায়, উক্ত হিসাবের পরেও লেখা ২৯.১১.৫৬ তারিখের হিসাব—পরবর্তী অংশে উদ্ধৃত হল।]

৫৬২ ॥ 29.11.56[১]

চা ৵০
চিনি ৶১০
হলুদ ⁄৫
সঃ তেঃ ৷৵০
⁄২॥০ চাল ১॥১০
⁄।⁄০ মুসুরি ৶৫
⁄।⁄০ মুগ ৶০
⁄।⁄০ বিউলি ৶১৫
⁄।⁄০ আটা ৵১০
মাছ ৷৵১০
২ লেবু ⁄৫

পেঁয়াজ ৻১৫
বড়ি⁄১০
বিড়ি ⁄.
সিগ৵১০

[মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংসার-খরচার শেষ হিসাব—যথাযথ মুদ্রিত হল। এই শেষ হিসাব একই সঙ্গে তাঁর হাতের লেখারও শেষ নিদর্শন।]

চিঠিপত্র

১

শ্রদ্ধাস্পদেষু, [? ১৯৩৪-৩৫]

সম্প্রতি অবগত হইলাম যে মহাশয়ের পরিচালিত বঙ্গশ্রী[১] নামক মাসিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের পদটি[২] খালি হইয়াছে। উক্ত পদপ্রার্থী হইয়া আমি এই আবেদন প্রেরণ করিলাম[৩]। বাংলা পত্রিকা সংক্রান্ত ব্যাপার বলিয়া বাংলাতে আবেদন করিলাম।

১। আমার প্রকৃত নাম শ্রী প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রী মানিক বন্দোপাধ্যায় নামে আমি সাহিত্যসেবা করিয়া থাকি[৪]। আমার বর্ত্তমান বয়স ছাব্বিশ বৎসর[৫]। ঈশ্বরেচ্ছায় ইতিমধ্যে আমি লেখক হিসাবে কিছু সুনাম অর্জ্জন করিয়াছি। আমার সম্বন্ধে শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত মন্তব্য এই সঙ্গে পাঠাইলাম।

২। আমি ১৯৩০ (ইং) সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে গণিতে অনার্সসহ বি. এসসি পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, অসুস্থতার জন্ম পরীক্ষা দিতে পারি নাই। তৎপরে সাহিত্যসেবা আরম্ভ করিয়া বি. এসসি পরীক্ষা দিলে আমার জীবনের উদ্দেশ্যসাধন বিষয়ে কোনরূপ সাহায্য হইবে না মনে করিয়া সেজন্ত আমি আর কোনরূপ চেষ্টা করি নাই।

৩। আমি এ পর্য্যন্ত বহু ছোটগল্প রচনা করিয়াছি। গল্পগুলি সাহিত্যবিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে ও পূর্ব্বাশায় আমার দুইটি উপন্তাস প্রকাশিত হইতেছে[৬]। 'জননী' শীর্ষক একটি উপন্তাস গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ শীঘ্রই প্রকাশ করিবেন[৭]। ডাকযোগে আমার লেখার নমুনা পাঠাইলাম।

৪। আমি কয়েকমাস নবারুণ নামক একটি মাসিকপত্রিকার সম্পাদক ছিলাম[৮]। কাগজটির আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায় সে কাজ ছাড়িয়া দিতে হয়।

৫। আমি পূর্ব্ববঙ্গের সদ্‌বংশসম্ভূত। আমার পিতৃদেব অবসরপ্রাপ্ত সাবডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পুনার মেটিওরলজিষ্ট—তিনি কিছুকাল ভারতবর্ষ ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের আবহাওয়া বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেল হইয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী এই পদ পায় নাই।

৬। আমি ৪।৫ বৎসর নানা পত্রিকার ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে থাকিয়াছি।

৭। প্রয়োজন হইলে আমি কলিকাতার বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির প্রশংসাপত্র উপস্থিত করিতে পারিব, যথা আচার্য্য শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার।

পরিশেষে নিবেদন এই, আমি অবগত আছি শ্রী পরিমল গোস্বামী এই পদটির জন্য আবেদন করিবেন। আমার চেয়েও তাঁহার চাকুরীর প্রয়োজন বেশী। মহাশয় যদি ইতিমধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে অনুকূল বিবেচনা করিয়া থাকেন তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এই আবেদন প্রত্যাহার করা হইল বলিয়া ধরিয়া লইবেন। কারণ, শ্রী পরিমল গোস্বামী মহাশয়ের সহিত আমি প্রতিযোগিতা করিতে ইচ্ছুক নহি।

২

২০ জীবনকৃষ্ণ মিত্র রোড
দত্তবাগান
বেলগাছিয়া
২৭শে মাঘ, ১৩৪২

শ্রীযুক্তা '——' দেবী[১]
নমস্কার।

আপনার পত্র আমাকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছে। একদিন একঘণ্টার পরিচয়ে আপনার মধ্যে অনুভূতির যে গভীরতা আবিষ্কার করেছিলাম, আপনার চিন্তাধারায় যে মৌলিক বৈশিষ্ট্য আমার কাছে ধরা পড়েছিল, আপনার পত্রের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে আবার তারই সন্ধান পেলাম। আমার কাছে ঋণী হয়ে রইলেন লিখেছেন[২]। আমার সৌভাগ্য। আপনি রিক্ত একথার জোরালো প্রতিবাদ করি, কিন্তু ঋণী যদি হয়ে থাকতে চান বারণ করব না, বরং প্রার্থনা করব ঋণ সুদে বাড়ুক। বই তো মলাট নয়, কাগজ নয়, সাজানো সীসার অক্ষরের ছাপ নয়,—চিন্তা ভাব অনুভূতি আবেগ প্রভৃতির সমন্বয় করা একটা ডালি। আপনার মনের বিচিত্র চিন্তাধারার কতটুকুতে আমার বই-এর ঋণ শোধ হয়ে যেতে পারবে আমার তাই শুধু ভয়। মেয়ে-পুরুষ অনেকের সঙ্গেই আমাকে পরিচিত হতে হয়, দেখি যে সব প্রায় এক ছাঁচে ঢালা—অবোধ, অগভীর, অনাবশ্যক, অর্থহীন, রক্তমাংসের বিকৃত যন্ত্র। আপনার মধ্যে যে নূতন অন্তর্জগতের আভাষ আমি পেয়েছি সে জগতকে ভাল করে জানবার বুঝবার সুযোগ পাবার আগেই যদি আপনি বলে বসেন, হে লেখক মানিক, তোমার বইএর ঋণ শোধ হল, ওর চেয়ে ঢের বেশী যোগ্যতর প্রতিদান দিলাম, এবার ঋণী হলে তুমি—তাতে আমার ভয় হবে না? সত্যের দাঁড়িপাল্লায় ওজন করলে মনের এক একটি গভীরতম ভাব জগতের সমস্ত বইএর চেয়ে ভারি হবে। কে জানে এমন ভাবসম্পদ আপনার মনে কত আছে?

হঠাৎ ভাগলপুর চলে যাবেন শুনে বড় দুঃখিত হয়েছিলাম। পরদিন আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শুনলাম বেলা দশটায় আপনারা চলে গেছেন। আমার

ধারণা ছিল গাড়ী রাত্রে। আগে যাই নি বলে এখন আপশোষ হচ্ছে। না-যাওয়ার একটা প্রায়-অবিশ্বাস্য কৈফিয়ৎ দিই। যাওয়ার আগ্রহ একটু বেশী প্রবল ছিল, তাই চুপচাপ ছিলাম।

আমার মনে হয় আপনার মধ্যে বাংলার বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কবি লুকিয়ে আছেন[৩]। আপনি যে লিখেছেন আপনার অন্তরের স্নেহপ্রেম দয়ামায়ার মাঝে কোন এক উদাসী অহোরাত্র বসে বাঁশী বাজায়—এ বাঁশীর সুর কি আপনি সকলকে শোনাবেন না? আপনার মনে যে কবিতা আছে আপনার বাইরের কবিতায় আজও তার স্ফুরণ হয় নি। আপনার কবিতার প্রতি ছত্রের ফাঁকে ফাঁকে প্রকাশ পায় নি এমন কত অপূর্ব্ব সম্পদ যে আমি আবিষ্কার করেছি! আপনি ইচ্ছা করলে ছমাস এক বছরের মধ্যে কি আশ্চর্য্য কবিতাই যে লিখতে পারবেন ভেবে এখন থেকে আমি উৎসাহিত হয়ে উঠেছি। যদি অধিকার দেন আপনাকে আমি সাহিত্য-ক্ষেত্রে টেনে আনব। আপনি শুধু লিখবেন—বাকী ভার আমার।

আপনার চিঠিকে আশ্রয় করেই আমার এ চিঠি গড়ে উঠল—আরও একটু উঠুক। 'পথের না পথিকের উদ্দেশ্যে' না জেনেই তো মানুষকে জীবনের পথে চলতে হয়[৪]। এখন, আমার চিঠির এই ছত্র থেকে চোখ তুলে একবার আকাশের দিকে তাকান। দিন হোক রাত্রি হোক, আকাশে পৃথিবীর এতটুকু প্রতিবিম্ব নেই—শুধু আকাশের গ্রহতারার আলো পৃথিবীকে উপলক্ষ্য করে খানিকটা চিরস্থায়ী অন্ধকার সৃষ্টি করে রেখেছে। হেরম্ব একদিন—যেদিন প্রথম আনন্দের সঙ্গে তার দেখা হয়—এ সত্য লক্ষ্য করেছিল[৫]। আকাশে পৃথিবী নেই—পৃথিবীতে আকাশ আছে। দুর্ব্বোধ্য রহস্যময়, আয়ত্তাতীত, নিঃসম্পর্কীয়, সুদূর সুন্দর আকাশ—আদিঅন্তহীন। আমরা পৃথিবীর জীব—আমাদের পথ পৃথিবীর ধূলার পথ। পথিক আকাশের। আমরা চলি পৃথিবীর পথে—খুঁজি আকাশের পথিককে। পা পেতে চলার জন্য আমাদের চাই পথ—চোখ মেলে চেয়ে থাকবার জন্য চাই আকাশের রহস্য। পায়ে যত ধূলো লাগুক, চোখে আকাশের রঙও তো লাগে?—এইটুকু সান্ত্বনা মানুষের আছে কিন্তু পথ না পথিক কার জন্য এগিয়ে চলি এ সমস্যার কি মীমাংসা আছে! দুই আর দুইএ পাঁচ করা যদিবা সম্ভব পথ আর পথিকের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

একথা বলাই বাহুল্য যে আমরা পথিক নই—আমরা শুধু পথ চলি।

কবে কলকাতায় ফিরবেন? আমি সাগ্রহে আপনার প্রতীক্ষা করে রইলাম। আপনার চিঠিরও।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

Digambaritolla
Tollygunge
Calcutta
24|9|37

আপনি বোধ হয় জানেন আমি প্রায় দুই বৎসর হইল মাথার অসুখে ভুগিতেছি, মাঝে মাঝে অজ্ঞান হইয়া যাই[২]। এ পর্য্যন্ত নানাভাবে চিকিৎসা হইয়াছে কিন্তু সাময়িকভাবে একটু উপকার হইলেও আসল অসুখ সারে নাই। কয়েকজন বড় বড় ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি কেবল ডাক্তারি চিকিৎসার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করা সম্ভব হইবে কিনা সন্দেহ। অথচ প্রথম অবস্থায় আরোগ্যলাভের ব্যবস্থা না করিলে অসুখ যত পুরাতন হইবে, ততই আরোগ্যের সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে। সুতরাং অন্য চিন্তা স্থগিত রাখিয়া সর্ব্বাগ্রে আমাকে সুস্থ হইবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে।

আমার যতদূর বিশ্বাস, সাহিত্যক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি নাম করিবার জন্য স্বাস্থ্যকে সম্পূর্ণ অবহেলা করাই আমার এই অসুখের কারণ। আমার প্রথম পুস্তক ১৩৪০ সালে প্রকাশিত হয়[৩]। তিন চার বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের অধিকাংশ সমালোচক স্বীকার করিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পরবর্ত্তী যুগে আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক। অবশ্য mass-এর নিকট Popular হইতে আমার কিছুদিন সময় লাগিবে, কারণ massmind নূতন চিন্তাধারাকে অত্যন্ত ধীরে ধীরে গ্রহণ করে। এই নিয়মে শিক্ষিত শ্রেণী ছাড়া mass-এর মধ্যেও আমার popularity যে ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে তাহার পরিচয়ও আমি পাইতেছি। বাঙ্গালা দেশে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য আমাকে আর কিছু করিতে হইবে না।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি যখন International fame-এর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতেছিলাম, সেই সময় এই অসুখ হইয়া সব গোলমাল করিয়া দিয়াছে। যে সময়ের মধ্যে এবং যে বয়সে আমি বাঙ্গালা সাহিত্যে যতখানি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছি, বাঙ্গালা দেশে আর কেহই তাহা পারে নাই। অন্য দেশের সাহিত্যের ইতিহাসেও এরূপ দৃষ্টান্ত নাই। এজন্য আমার স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে তাহা আমি জানিতাম, কিন্তু এরূপ একটা অসুখ যে হইবে তাহা আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই। সাধারণভাবে স্বাস্থ্য খারাপ হইলে বৎসরখানেক লেখা ও পড়া কমাইয়া দিয়া নিয়মমত থাকিলে স্বাস্থ্য ভাল করা যাইবে আমার এইরূপই ধারণা ছিল।

আমি এক বৎসর কাল আমার এই অসুখ সারাইবার জন্য ব্যয় করিব স্থির করিয়াছি। জোড়াতালি দেওয়া চিকিৎসার পরিবর্ত্তে আরোগ্য লাভের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন সমস্ত ব্যবস্থা করিব, কারণ তাহা না করিলে এই অসুখ সারিবে কিনা বলা কঠিন। এক বৎসর চেষ্টা করিয়া যদি আরোগ্য লাভ না করিতে পারি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব আমার যে অত্যন্ত উচ্চ ambition ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে সফল করিতে পারিব না। আংশিক সাফল্য লইয়াই সাধারণভাবে আমাকে জীবন কাটাইতে হইবে। এভাবে বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা আমার নাই।

আমি আপনাকে সমস্ত কথা পরিষ্কার করিয়া খুলিয়া লিখিলাম। চিকিৎসার জন্য আমার অর্থের প্রয়োজন আছে, এখন চাকুরীতে[৪] আমি যাহা মাহিনা পাই তাহাতে চিকিৎসা চলিবে না। এ পর্য্যন্ত যেরূপ চলিয়াছে সেইরূপ জোড়াতালি দেওয়া চিকিৎসা চলিতে পারে মাত্র।

এই জন্য আমি আপনার নিকট এক বৎসর কালের জন্য মাসিক একশত টাকা করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি[৫]। চিকিৎসার ক্ষতি না করিয়া আমি যাহা উপার্জ্জন করিব এবং এই একশত টাকা করিয়া পাইলে আমি চিকিৎসা ঠিক ভাবে চালাইতে পারিব।

আশা করি আপনি ভাবিয়া দেখিবেন যে, আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ এই অসুখ হইতে আরোগ্য লাভের উপর নির্ভর করিতেছে। আমার ইহা সাধারণ অসুখ নহে, ইহার প্রকৃত চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ওষুধ প্রভৃতির খরচ ছাড়াও আরও বহুবিধ খরচ দরকার। আপনার পক্ষে মাসিক একশত টাকা দেওয়া কিছুই নহে[৬], কিন্তু ইহা আমার জীবন মরণ সমস্যা।

আমার এই পত্রের তাড়াতাড়ি জবাব দিবার প্রয়োজন নাই। আগামী অগ্রহায়ণ মাসে আমি বিবাহ করিব স্থির করিয়াছি[৭], তাহার পূর্ব্বে একসময় উত্তর পাইলেই আমার চলিবে।

এখানে সকলে ভাল আছে। নালু দেশে গিয়াছে তাহা বোধ করি আপনি জানেন। আপনাদের কুশল সংবাদ জানাইয়া সুখী করিবেন।

ইতি

সেবক

মানিক

৪

Digambaritolla
Tollygunge
Calcutta
20|8|38

সবিনয় নিবেদন,

আমি বাঙ্গাল। বাঙ্গাল দেশের কাগজের জন্য লেখার পারিশ্রমিক কমাইয়া দশ টাকা পর্য্যন্ত করিতে পারি। টাকাটা পাইলে এক সপ্তাহের মধ্যে লেখা পাঠাইয়া দিব।

নমস্কার জানিবেন।

ইতি
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৫

Tollygunge
20|8|38

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। উত্তর দিতে [দেরী ?] হইয়া গেল বলিয়া কিছু মনে করিবেন [না]। বড়ই ব্যস্ত ছিলাম।

'সম্মানমূল্যে'র জন্য আমি গল্প লিখি না, গল্প লিখিয়া কিছু 'সম্মানমূল্য' প্রত্যাশা করি। এই জন্য পূজার মরসুমে পর্য্যন্ত দুই একটির বেশী গল্প লিখিতে পারি না। আজকাল একটা অপরাধ করিতে আরম্ভ করিয়াছি—গল্পের জন্য কিছু বেশী পারিশ্রমিক দাবী করি। অপরাধ তবু মার্জ্জনীয়, অভদ্রতার মার্জ্জনা নাই। তবু একটা ঘোরতর অভদ্রতা করি—প্রায় দোকানদারের মতই প্রার্থনা জানাই পারিশ্রমিকটা হাতে হাতে নগদ দিতে হইবে।

জীবিকার্জ্জনের জন্য অনেক সময় ব্যয় হয়। সাহিত্য, মানুষের জীবন আর মানুষের মন সম্বন্ধে এমন কতগুলি জটিল সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় ব্যাপৃত আছি যে নিজের জন্য অতিরিক্ত দরদ জন্মিয়াছে। বলাই বাহুল্য যে তার অর্থই স্বার্থপরতা।

এই কারণে ভরসা আছে অপরাধ ও অভদ্রতা মার্জ্জনা করিয়া জানাইবেন কত টাকা পারিশ্রমিক দিবেন এবং কবে পর্য্যন্ত লেখাটা পাইলে চলিবে।

নমস্কার জানিবেন।

নিবেদন ইতি[১]

৬

সবিনয় নিবেদন, [ ][১]

আপনার অনুগ্রহ পত্র পাইলাম। দুঃখের বিষয় আমার গল্প এখন পর্য্যন্ত নীলামে চড়ে নাই, আশা করি টাকা পাঠাইয়া বিপদে ফেলিবেন না। কোন কাগজের আথিক অবস্থা খারাপ এ কথাটা খুবই সহজবোধ্য, কিন্তু ৮ টাকা ও ১০ টাকার মধ্যে প্রভেদ যে মাত্র ২টি টাকায় এ কথাটা আরও সহজবোধ্য। আপনাদের ১০ টাকায় লেখা দিতে চাওয়ার অর্থ আপনারা বুঝিতে পারেন নাই। যে কোন পত্রিকায় গল্পটি দিলে আমি ১০ টাকার উপরে যে টাকাটা পাইতাম, আপনাদের একটা গল্প এবং সেই টাকাটা দিতে রাজী হইয়াছিলাম।

প্রকৃত সাহিত্য-পত্রিকা হইলে এবং আথিক অবস্থা সত্যই খারাপ হইলে আমি বিনামূল্যেও লেখা দিয়া থাকি।

টাকা পাঠাইবেন না, বেশী টাকাও নয়। আমায় মার্জ্জনা করিবেন আমি আপনাদের লেখা দিতে পারিব না।

নিবেদন ইতি
শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৭

Digambaritolla
Tollygunge
19|1|39

শ্রীচরণকমলেষু[১]

আমি ১লা জানুয়ারী হইতে বঙ্গশ্রীর চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছি[২]। ইহা losing concern এবং management অত্যন্ত খারাপ। ২ বৎসরে আমার মাহিনা বাড়ায় নাই, ভবিষ্যতে কোনপ্রকার উন্নতিরও আশা নাই। প্রত্যহ ১০।১২ ঘণ্টা করিয়া খাটিতে হইয়াছে। চারিদিক বিবেচনা করিয়া এখানে কাজ ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল মনে করিলাম।

আমি এবং শ্রীমান সুবোধ দুইজনে মিলিয়া বালীগঞ্জ লেক মার্কেটের নিকট 'Udayachal Printing and Publishing House' নাম দিয়া একটি প্রেস খুলিয়াছি[৩]। আমাদের ইচ্ছা ছোট করিয়া আরম্ভ করিয়া ছাপাখানা ও পুস্তক প্রকাশের ব্যবসায় ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিব। একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করিব স্থির করিয়াছি। ছাপাখানা এবং নূতন একটি Printing machine কেনা হইয়াছে।

আমি প্রায় দশ বৎসর এই লাইনের সংস্রবে আছি এবং গত দুই বৎসর বঙ্গশ্রী

মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদকরূপে Metropolitan Printing and Publishing House Ltd-এ কাজ করিয়াছি। ছাপার কাজ ও প্রকাশকের কাজ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা আছে। এই ব্যবসায় পরিচালনার জন্ম যে সকল connections দরকার তাহাও আমার আছে।

আমি একা হইলে এই ব্যবসায়টি গড়িয়া তুলিতে পারিব কিনা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিত। কারণ, ব্যবসায় সংক্রান্ত নানা খুঁটিনাটি বিষয়, যেমন কেনাবেচা করা, টাকা আদায়ের জন্ম ছুটাছুটি করা, প্রেসের লোকজনের কাজের দিকে লক্ষ্য রাখা প্রভৃতি কাজ আমার প্রকৃতির সঙ্গে ঠিক খাপ খাইত না। অথচ এইদিকে ঢিলা পড়িলে ব্যবসায়ে উন্নতি অসম্ভব। কিন্তু শ্রীমান সুবোধ এই সমস্ত বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। সে খুব খাটিতে পারে। আশা করিতেছি, আমরা দুইজনে মিলিয়া ছাপাখানা ও পুস্তক প্রকাশের ব্যবসায়টির যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারিব।

আমরা আপনার নিকট কিছু আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। খুব ছোটভাবে আরম্ভ করা হইয়াছে, তবু type প্রভৃতি এবং machine কিনিতে অনেক টাকা লাগিয়াছে। Machineটির দাম ২১০০৲ টাকা—ইহার মধ্যে ৮০০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে, বাকী টাকা মাসিক ৫০৲ টাকা instalment-এ দিতে হইবে। বর্ত্তমানে প্রেসে ৪ জন লোক কাজ করিতেছে। বাড়ীভাড়া মাসিক ৩০৲ টাকা। অন্যান্ত খরচও আছে। বৈশাখ মাসের মধ্যে দুইখানা পুস্তক প্রকাস করিব—ইহাতেও অন্ততঃ ৬ মাসের জন্ম কিছু টাকা আটক পড়িয়া থাকিবে। ছয় মাসের পূর্ব্বেই হয়ত পুস্তক দুইটির খরচ উঠিয়া লাভ হইতে থাকিবে, কিন্তু হিসাবের জন্ম ছয়মাস ধরিয়া রাখাই ভাল। বিশেষতঃ এই ছয়মাসের মধ্যে আরও ২।৩ খানা পুস্তক পর পর ছাপিয়া যাইতে হইবে। ইহা ভিন্ন বৈশাখ মাসে একটি মাসিক পত্রিকা বাহির করিব। প্রথম প্রথম ইহার পিছনে ঘর হইতে কিছু টাকা ঢালিতেই হইবে।

এক বৎসর কাল machine-এর instalment-এর টাকাটা আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। অর্থাৎ এক বৎসরে মোট ৬০০৲ টাকা সাহায্য করিবেন। এক বৎসর পরে আয় হইতেই আমরা instalment দিতে পারিব।

ভবিষ্যতের উন্নতির ভরসায় চাকুরী ছাড়িয়া অনেক টাকা ঢালিয়া আমরা এই ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছি। আপনি আমাদের জন্ম অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছেন, আশা করি আমাদের এই প্রচেষ্টা সফল করিবার জন্মও আপনার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইব না। এই ব্যবসায়ের উন্নতি জন্ম আমরা জীবনপণ করিয়া চেষ্টা করিব।

ইতি[৪]

৮

10B Janak Road
P.O. Kalighat
Calcutta
7. 6. 39

প্রীতিভাজনেষু:

বিভূতিবাবু[১], আশা করি আমার আগের পত্র পেয়েছেন। এবারও চিঠি লিখতে ৩।৪ দিন দেরী হয়ে গেল—আশা করি মার্জ্জনা করবেন। সংসারে মানুষ ভাবে একরকম, হয় আরেকরকম। স্ত্রীর একটি বিশেষ অবস্থা চলছে, ডাক্তারের হুকুম হয়েছে হার্টের একটি ছবি তুলতে হবে। তাঁর হার্টে যে কেবল আমার ছবিই মুদ্রিত আছে একথা ডাক্তারকে বলে কোন লাভ হবে না জেনে ছবি তোলানোর ব্যাপারে কটা দিন বড়ই বিব্রত ছিলাম।

আপনার গল্প কয়েকটি কিভাবে সাজাতে চাই মোটামুটি আপনাকে জানাচ্ছি[২]। আপনি যদি পরিবর্ত্তন করতে চান, আমাকে জানাবেন। কৈশোর বা বাল্যজীবন যে যে গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে সেইগুলিকে আমি প্রথমে দিতে চাই। অল্পবয়সী-মানুষ-প্রধান গল্প আপনার আর আছে কি? থাকলে ভিন্ন ভিন্ন গল্প হলেও বইটিকে সমগ্রভাবে একটি সুন্দর বৈশিষ্ট্য দেওয়া সম্ভব হয়। 'বর্ষায়' 'গীতু' [?], 'গোলাপী রেশম' গল্পের সঙ্গে অন্ততঃপক্ষে কেবল গল্পের প্রধান চরিত্রের (অন্য চরিত্র হলেও চলে যদি গল্পের মধ্যে তার স্থানটা তুচ্ছ না হয়) বয়সের মিল হয়, এরকম গল্প আপনার যদি লেখা থাকে এই পুস্তকে দেওয়া সম্ভব হয়, জানালে আনন্দিত হব[৩]।

৯

Tollygunge
23. 11. 40

শ্রীচরণেষু[১]

আপনাকে আর পত্র লিখিয়া জ্বালাতন করিব না লিখিয়াছিলাম, কিন্তু বিশেষ কারণে বাধ্য হইয়া লিখিতেছি। আপনি যেরূপ কাণ্ড আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে বাবা যদি বা আর ২।৪ বৎসর বাঁচিতেন তাহা আর বাঁচিতে পারিবেন না। আপনার এক একখানি পত্র আসিতেছে আর বাবার কয়েকরাত্রি ঘুম হইতেছে না এবং সবসময় উত্তেজিত হইয়া থাকিতেছেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে আপনি অনেক বড় বড় থিয়োরী জানেন এবং বড় বড় উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করেন কিন্তু সংসারের সহজ সরল সত্যগুলি সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। ফল না

খাইয়াও বাবা কিছুদিন বাঁচিতে পারিবেন কিন্তু এই বয়সে রাত্রে না ঘুমাইয়া বেশীদিন বাঁচিবেন না।

কতগুলি কথা আমি স্পষ্ট ও সহজ ভাবে আপনাকে লিখিয়া জানাইতেছি। আমাকে অপদার্থ বলিয়া ঘৃণা করিতে পারেন, কিন্তু আশা করি আমার কথাগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আর যদি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে কথাগুলি বিচার করিতে পারেন, কথাগুলি যে সত্য তাহাও আপনি স্বীকার করিবেন বলিয়া বিশ্বাস করি।

প্রথমেই বলিয়া রাখি, আপনাকে আঘাত দিবার অথবা অসম্মান করিবার কোন উদ্দেশ্যই আমার নাই। ব্যক্তিগত ভাবে ছোটভাই হিসাবে আমি চির-দিনই আপনাকে শ্রদ্ধা করিয়াছি এবং আপনার স্নেহ কামনা করিয়াছি। চিঠিতে নেকামিপূর্ণ মন রাখা কথা লিখিয়া দশজনের কাছে আপনার নিন্দা করা কোনদিন আমার দ্বারা হইয়া উঠে নাই। আপনার সম্বন্ধে আমার কোন নালিশ থাকিলে সোজাসুজি আপনাকেই জানাইয়াছি। এইজন্য আমার পত্র পাইয়া কোনদিনই আপনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। এবং আমার উপর ক্রোধের সঞ্চার হওয়ায় আপনি আমার সম্বন্ধে অনেক খাপছাড়া ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়াছেন। যেমন, সম্প্রতি আপনি লিখিয়াছেন যে আমার অক্ষমতার দরুণ আমি আপনাকে দায়ী করি। আমার তো মনে পড়ে না, এমন কথা আমি কখনো লিখিয়াছি বা বলিয়াছি। আপনার প্রভাব আমার উপর কাজ করিয়াছে, কিন্তু আমার অক্ষমতার জন্য আপনাকে দায়ী করিব কেন? বিশেষতঃ, আমি স্বীকার করি না যে আমি অক্ষম। কলেজে পড়িবার সময় আমি স্থির করিয়াছিলাম, সাহিত্যক্ষেত্রে বড় হইব। আমি তাহা প্রতিপালন করিয়াছি। অবশ্য, অর্থো-পার্জ্জনের দিকে আমি বিশেষ সুবিধা করিতে পারি নাই, কিন্তু গরীব হওয়াটা অপরাধ নয়। তাছাড়া, আমার অসুখটা[২] আমার অক্ষমতার জন্য হয় নাই। অসুখ না হইলে, বড়লোক না হইলেও সচ্ছলভাবে নিজের খরচ চালাইয়া যাইতে পারিতাম। এখনও যে কোন সময় আমি ৭০৲।৮০৲ টাকার চাকুরী পাইতে পারি, কিন্তু দুঃখের বিষয় চাকুরী লইবার উপায় আমার নাই। যে চাকুরী করিতাম তাহাও বাধ্য হইয়া ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে।

আপনি সম্প্রতি বাবার কাছে যে দুইখানি পত্র লিখিয়াছেন, আমি তাহা পড়িয়াছি। এইজন্যই আপনাকে স্পষ্টভাবে কয়েকটি কথা লিখিতেছি, নতুবা লিখিতাম না। অকারণে মানুষের মনে কষ্ট দেওয়া আমি পাপ মনে করি।

(১) প্রথমতঃ, আপনার জন্যই আমাদের সংসারে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে এবং ভাই-এরা কেহই জীবনে উন্নতি করিতে পারে নাই। আমি আপনাকে দায়ী করিতেছি না, কিন্তু আপনিই ইহার প্রধান কারণ।

আপনি প্রায়ই বাবাকে লেখেন যে বাবা ও মার অতিরিক্ত সন্তান বাৎ-

ল্যের ফলে সন্তানেরা অপদার্থ হইয়াছে। আপনি কি বাবা ও মার বাৎসল্য পান নাই ? আপনার বেলা তাহার ফল খারাপ হয় নাই কেন ? মেজদার বেলা আমাদের চেয়ে কম খারাপ ফল হইয়াছে কেন ?

আমরা যদি চিরদিন কেবল সাবডেপুটি হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান হিসাবে মানুষ হইতাম, আমাদের জীবন সম্পূর্ণ অন্যরূপ হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই, ছেলেবেলা হইতে আপনার ভাই হিসাবেও আমাদের বড় হইতে হইয়াছে। যদি সর্ব্বতোভাবে আপনার ভাই হইয়া বড় হইতে পারিতাম, তাহাতেও আমাদের জীবন অন্যরূপ হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই, আপনি কোনদিন আমাদের ভাই বলিয়া কাছে টানেন নাই, স্নেহ করেন নাই, বরং ঘৃণা, অবজ্ঞা ও অবহেলা করিয়াছেন। ইহা সত্য কথা, আমার কল্পনা নহে। চারিদিকে আপনার নাম, আপনি অনেক বড় হইয়াছেন, এবং আমরা সকলে আপনার সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলিয়া গর্ব্ব বোধ করিতেছি এবং সভয় শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে প্রায় দেবতার মত মনে করিতেছি কিন্তু সেইসঙ্গে দিনের পর দিন কথায় কাজে ব্যবহারে আপনি আমাদের বুঝাইয়া দিয়া চলিতেছেন যে আমরা অতি নীচুস্তরের জীব। অল্পবয়স্কদের মন ও চরিত্রগঠনের উপর ইহার ফলাফল বোধ হয় আপনাকে বলিয়া দিতে হইবে না।

(২) অল্প দুয়েক বৎসরের জন্য এইরূপ চলিলে বিশেষ কোন ক্ষতি হইত না কিন্তু আমরা কোনদিন ইহার সাংঘাতিক প্রভাব হইতে মুক্তি পাই নাই। রামকান্ত মিস্ত্রীর লেনে থাকিবার সময় ইহা প্রথম প্রবলভাবে আরম্ভ হয় এবং ক্রমাগত চলিতে থাকে। প্রথম চাকুরী পাইয়া আপনি পরম আগ্রহে ও আনন্দের সঙ্গে কলিকাতায় বাসা করিয়া সকলকে আনিয়া রাখেন। কিছুদিন গেলেই আমাদের সাহচর্য্য আপনার নিকট দারুণ বিরক্তিকর ও অসহ্য হইয়া উঠে। ইহা আপনার দোষ নয়, কারণ আপনার সঙ্গে অন্যান্য সকলের অনেক পার্থক্য ছিল। আমরা সকলে গেঁয়ো ছিলাম, আপনি অনেক উঁচুতে উঠিয়া গিয়াছেন এবং আপনার শিক্ষা দীক্ষা এবং যে শিক্ষিত ও মার্জ্জিত সমাজে মিশিতেছিলেন তাহার প্রভাব আপনাকে বদলাইয়া দিয়াছে। অল্পদিনের মধ্যেই আপনি তাই পৃথক হইয়া গেলেন।

(৩) সেই সঙ্গে আপনি যদি চিরদিনের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া যাইতেন বা কেবল চিঠিপত্র লিখিয়া এবং প্রয়োজনমত যেরূপ কর্ত্তব্য মনে করিতেন সেইরূপ ভাবে বাবাকে আর্থিক সাহায্য করিয়া অন্য সমস্ত সম্পর্ক তুলিয়া দিতেন, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইত না। আপনি আমাদের ত্যাগ করিয়াছেন কেবল এই দুঃখটাই আমাদের পীড়ন করিত এবং আপনাকে স্বার্থপর বলিয়া নিন্দা করিয়া ও আপনাকে হিংসা করিয়া আমরা অল্পবিস্তর জ্বালা বোধ করিতাম। কিন্তু ২।৪ বৎসরের মধ্যেই দুঃখ, অভিমান, রাগদ্বেষ সবই সকলে ধীরে ধীরে

ভুলিয়া যাইত। কিন্তু যে সংসারে আপনি মানুষ হইয়াছিলেন পরে জীবনে পরিবর্ত্তন আসিলেও সেই সংসারের প্রভাব সম্পূর্ণ ভুলিবার ক্ষমতা আপনারও ছিল না। পিতামাতা ও ভাইভগিনীর প্রতি কর্ত্তব্য করিতেছেন না বিবেকের এই দংশন এবং আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব আপনার নিন্দা করিতেছে, লোকের কাছে আপনি 'মানুষ' হিসাবে ছোট হইয়া যাইতেছেন এই চিন্তা এবং অন্যান্য আরও কতগুলি কারণে আপনি আবার আমাদের সঙ্গে একটা সৃষ্টিছাড়া কৃত্রিম সম্পর্ক স্থাপন করিলেন। বাবা মা আপনাকে সন্তানভাবে পাইলেন না কিন্তু আপনি সন্তান হইয়া রহিলেন। আমরা কেহ ভাই-এর অধিকার পাইলাম না অথচ ভাই হইয়া রহিলাম। কেবল তাহাই নহে, মধ্যে মধ্যে কিছুকালের জন্য এ সম্পর্ক প্রায় ভাঙ্গিয়াও যাইতে লাগিল।

(৪) আমি কড়া কথা, কঠোর ভাষায় পত্র, শাসন, আপনার গাম্ভীর্য্য, পড়াশোনা ও কাজ লইয়া আপনার এক‍া থাকিবার স্বভাব, এইসমস্তের উল্লেখ করিতেছি না। আমি বলিতেছি স্নেহহীন অবজ্ঞা, উপেক্ষা প্রভৃতির কথা। আপনি যদি আমাদের ধরিয়া মারিতে মারিতে আধমরা করিয়া দিতেন কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের ভাই-এর মত দেখিতেন, তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইত না। ছেলেবেলা মেজদাদার (সন্তোষ) কাছে আমি যেরূপ শাসন ও মারধোর পাইয়াছি খুব [কম] ছেলেই তাহা পায়। আজ পর্য্যন্ত মেজদাদা বাবাকে বা আমাদের কোনরূপ আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ আমি কখনো মেজদাদার কাছে টাকা লই নাই অথবা ভবিষ্যতে তার কাছে যে মোটা কিছু আদায় করিতে পারিব এরূপ ভরসাও পোষণ করি না। কিন্তু আজ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তার জন্য আমি একটি হাত কাটিয়া দিতে পারি। মেজদা একবার এখানে আসিলে বাড়ীতে আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। কয়েক বৎসর পরে দেখা হইলেও কাহারও হয় তো মনেও পড়ে না যে দীর্ঘকালের জন্য ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল। ইহার কারণ মেজদা সত্যই ভাই-এর মত আমাদের স্নেহ করেন এবং কোনরূপ অবজ্ঞার ভাব পোষণ করেন না। আমরা ভাই-এর মত সহজভাবে চিরদিন তার সঙ্গে মিশিতে পাইয়াছি এখনও পাই।

অথচ সাংসারিক প্রয়োজনে মেজদাও আমাদের নিকট হইতে একটু দূরে প্র্যাকটিস্ আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা সকলেই জানি যে আমাদের সঙ্গে একত্র থাকিবার কয়েকটি বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ অসুবিধার কথা ভাবিয়া এবং বৌদিদির ইচ্ছায় মেজদা রাঁচিতে প্র্যাকটিস্ করা ঠিক করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা জানিয়াও কাহারও মনে বিন্দুমাত্র দুঃখ বা অভিমান হয় নাই। কারণ আমরা সকলেই জানি যে ইহা স্বাভাবিক ও সঙ্গত, ইহাতে দোষের কিছুই নাই। প্রীতির সম্পর্ক থাকিলেও সবসময় একসঙ্গে বসবাস করা যায় না। বাবার কাছে থাকিতে বৌদিদির অসুবিধা হয় আমি তাহা জানি কিন্তু সেজন্য বৌদির সম্বন্ধে কিছুই মনে করি

না। কারণ তাহা বৌদিদির হীনতা বা সঙ্কীর্ণতা বা স্বার্থপরতার পরিচয় নয়। বৌদিদি সরল, স্নেহশীলা এবং অত্যন্ত কোমল প্রকৃতির মানুষ, সাংসারিক কোন কুটিলতা তাহার মধ্যে নাই।

মেজদাদা কখনও আমাদের অবাস্তব উপদেশ দেন না। প্রয়োজন মত সহজভাবে বলিয়া দেন কি করা উচিত এবং আমরাও যথাসাধ্য তাহা পালন করি। আমরা সকলেই বিশ্বাস করি যে, মেজদার পক্ষে যতটা সম্ভব আমাদের ভাল করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন। কারণ তাহার হৃদয় হইতে এরূপ চেষ্টার প্রেরণা জাগে।

(৫) আপনার ক্ষমতার তুলনায় আপনি বাবাকে ও আমাদের সামান্য সামান্য টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন কিন্তু ক্রমাগত আমাদের হৃদয় ও মন ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। আপনি যদি কোনদিন একটি পয়সা সাহায্য না করিয়া সকলকে একটু স্নেহ মমতা দিতেন আমাদের সংসারে এরূপ দারুণ অশান্তির সৃষ্টি হইত না। আপনার সাহায্য না পাইলে কি আসিয়া যাইত? বাংলাদেশে শত শত সাবডেপুটি চাকুরিয়া কেবল নিজের উপার্জ্জনেই সুখী সংসার প্রতিপালন করিতেছে। হয়তো টাকার টানাটানি হইত, কয়েকটি বিশেষ সুবিধা পাওয়া যাইত না, কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়? তাহা বাহিরের অসুবিধা মাত্র। মন ভাঙ্গিয়া সংসার ভাঙ্গিয়া যাওয়া অপেক্ষা তাহা শতগুণে ভাল।

প্রথমদিকে বাবা আপনার নিকট টাকা চাহিলে আপনি অস্বীকার করিবার সময় একটা যুক্তি দিতেন যে বাবা নিজেও কাকাদের বিশেষ সাহায্য করেন নাই। আপনার এইরূপ একটি চিঠির কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু আপনি কখনো খেয়াল করেন নাই যে বাবার ব্যবহার ও আপনার ব্যবহারের মধ্যে কতদূর পার্থক্য রহিয়াছে। বাবা কোনদিন ভাইদের অবজ্ঞা অবহেলা করেন নাই, তাহাদের মনে আঘাত দেন নাই বা নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা থাকা সত্ত্বেও তাহাদের গুরুতর প্রয়োজন অস্বীকার করেন নাই। টাকা ছিল না বলিয়াই বাবা তাঁহাদের সাহায্য করেন নাই। এবং ভাই ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে টাকা সংক্রান্ত মনোমালিন্য টাকা সংক্রান্ত ব্যাপারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত। বাবা যতদূর ক্ষমতা সকলকে সাহায্য করিয়াছেন। সেই সাহায্য যথেষ্ট নহে বলিয়া বাবার ভাই ও আত্মীয়স্বজনেরা অসন্তুষ্ট হইলেও তাহাদের মধ্যে সম্পর্কের বিকৃতি ঘটে নাই। বাবা স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন তিনি সাহায্য করিতে পারিবেন না, কখনো সংসার বহির্ভূত যুক্তি ও মন্তব্য দ্বারা কাহারও মনে আঘাত করেন নাই।

(৬) আপনার যেসকল ব্যবহার আমাদের মন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে তাহার মধ্যে বাবা ও মার প্রতি আপনার এইরূপ অস্বাভাবিক ব্যবহার অন্যতম। কেবল একবার বা একসময়ের জন্য নহে, রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন হইতে সুরু করিয়া

ক্রমাগত জের টানিয়া চলিয়াছেন, এখন অনেক কমিয়া গেলেও এখনও শেষ হয় নাই। একটুও নার্ভাস না হইয়া মাথা সোজা রাখিয়া আমরা আপনার সঙ্গে আলাপ করিলে আপনার বিরক্তি বোধ হয়, আপনি মনে করেন আপনাকে অপমান বা অসম্মান করা হইতেছে। তবে সুখের বিষয় আজকাল আপনি নিজের মনের এই ভাবটা দমন করিয়া আমাদের সহজভাবে ব্যবহার করিবার অধিকার দিবার চেষ্টা করেন। তবে আপনার কৃত্রিম প্রচেষ্টা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

আপনি বলেন, ভাবপ্রবণতা আপনি পছন্দ করেন না। যদিও আমাদের মধ্যে যেরূপ আছে সেরূপ না থাকিলেও আপনার মধ্যে অন্যরূপ ভাবপ্রবণতা যথেষ্ট আছে তথাপি সে কথা ছাড়িয়া দিয়াও আমি জিজ্ঞাসা করিতে পারি, আপনার এইসব মতবাদগত পছন্দ অপছন্দের সঙ্গে বাবা অথবা মা'র সম্পর্ক কি? মা'র ভাবপ্রবণ মাতৃস্নেহকে প্রশ্রয় না দিয়া তাঁকে কষ্ট দিবার কি অধিকার আপনার আছে? আপনার ব্যবহারে মা'র মনে যে কত কষ্ট হইত এবং শেষের দিকে যে মাথা খারাপ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, কাছে না থাকায় আপনি তাহা টের পান নাই। কয়েকটা মিষ্টি কথা লিখিয়া মধুর করিয়া একখানা পত্র পর্য্যন্ত কোনদিন আপনি লেখেন নাই। আপনি পত্র পর্য্যন্ত লিখিতেন যেন গবর্নমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী অধীনস্থ কেরানীর কাছে সরকারী বিষয়ে নোট পাঠাইতেছে। আপনার মনে আশঙ্কা ছিল এবং এখনও আছে যে স্নেহ মমতা দেখাইলেই সকলে সেই সুযোগে আপনার কাছে টাকা আদায়ের চেষ্টা করিবে।

একজন বড় হইলে বাপভাই তাহার টাকার সুখসুবিধা ভোগ করিতে ইচ্ছা করিবে ইহা চিরকালের সংসারের রীতি। নিজে বড়লোক হইতে না পারিলেও মানুষ স্বপ্ন দেখে যে ছেলে বড়লোক হইয়া তাহার দুঃখকষ্ট দূর করিবে। আপনার কাছে সকলেই টাকা আদায়ের চেষ্টা করে বলিয়াই যে আপনি ধরিয়া লইয়াছেন আপনার সঙ্গে হৃদয়গত আর কোন সম্পর্ক কেহ চাহে না, ইহা আপনার মানসিক বিকার মাত্র।

দুঃখের বিষয়, আপনি কোনদিন স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন নাই যে ভাই-বোনদের প্রতি আপনার স্নেহ নাই এবং টাকা দিতে হইবে আশঙ্কায় তাহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে চাহেন না। অথচ ভদ্রতারক্ষার মত সকলের প্রতি কথঞ্চিৎ আত্মীয়তার ভাবও দেখাইয়াছেন এবং কিছু কিছু টাকাও সাহায্য করিয়াছেন। সকলের প্রতি আপনি "কর্ত্তব্য" পালন করিয়াছেন।

ভাইদের প্রতি আপনি কি কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন? মাঝে মাঝে কিছু টাকা দিয়াছেন মাত্র। আর কোনদিকে কিভাবে তাহাদের উপরে তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন? কোনদিন কাছে ডাকিয়া বন্ধুর মত তাহাদের সঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন? কোনদিকে কোন opening সন্ধান করিয়া

দিয়াছেন? কখনো তাহাদের নিজের স্তরে উঠাইবার চেষ্টা করিয়াছেন? বড় বড় যে সব লোকের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে তাহাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিয়াছেন? তাহারা যে অপদার্থ নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব নহে, ইচ্ছা করিলে তাহারাও বড় হইতে পারে, কোনদিন এরূপ আত্মবিশ্বাস জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন? যে অল্পসময় সকলের সঙ্গে একত্র ছিলেন সে সময়ও সকলের অপরিণত মনে যাহাতে হিংসা না জাগে সেজন্য সকলের সঙ্গে একরকম ভাবে থাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন? টাকা দিলেই যদি সংসারে সকলে মানুষ হইত তবে এত বড়লোকের ছেলেরা নষ্ট হইয়া যাইত না। তাছাড়া, আপনার কাছে সাহায্য লইতে হইয়াছে ভিক্ষুকের মত, ছোটভাই হিসাবে যে টাকার দাবী আছে আপনি কখনও তাহা স্বীকার করেন নাই। প্রত্যেকের আত্মমর্যাদাজ্ঞান নষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

(৭) অঙ্কের নিয়মে সংসার চলে না। বাবার সমস্ত ছেলেই যে আপনার মত জীবনে উন্নতি করিবে ইহা কল্পনা করাও বোকামি। সকলেই যদি বড় হইত তবে কেহই বলিত না যে আপনি জীবনে বিশেষ কিছু উন্নতি করিয়াছেন। এইজন্য সংসারে একজন বড় হইলে সাধারণতঃ সেই অন্য সকলকে বড় করিবার চেষ্টা করে। আপনি নিজের চেষ্টায় বড় হইয়াছেন বলিয়া আপনার প্রত্যেকটি ভাই নিজের চেষ্টায় বড় হইবে, এরূপ ধারণা পোষণ করা আপনার জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে খাপ খায় না। আপনার মত এবং আপনার চেয়েও জীবনে উন্নতি করিয়াছেন এরূপ অনেক লোক সংসারে আছেন এবং তাহাদের অপদার্থ ভাই ও আত্মীয়ও অনেক আছে। তাহারা ভাইদের পড়ার খরচ দিয়া বা ব্যবসা করিবার জন্য সামান্য কিছু মূলধন দিয়া কর্ত্তব্য করা হইয়াছে বলিয়া সকলকে খোদার নামে ছাড়িয়া দেন নাই। নিজেদের প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতার সাহায্যে তাহাদের জন্য একটা ব্যবস্থা করিয়া দিবার চেষ্টাও করিয়াছেন। কিন্তু ওরূপ চেষ্টা করা দূরে থাক আপনার নিজের কোন ক্ষতি বা অসুবিধা হয় না এরূপ একটা বিশেষ সাহায্য চাহিয়াও আপনার কাছে পাওয়া যায় না। একটা উদাহরণ দিই। আমাকে সামান্য কিছু টাকা দিয়া পাবলিশার আমার বই ছাপাইয়া প্রত্যেকটি বইয়ে বহু টাকা লাভ করিতেছে। আমি বই ছাপাইবার জন্য আপনার কাছে সামান্য টাকা ধার হিসাবে চাহিয়াছিলাম, লিখিয়াছিলাম বই বিক্রয় করিয়া প্রথমে আপনার টাকা শোধ দিয়া দিব। কিন্তু আপনি এই সাহায্যটুকু করিতেও অস্বীকার করেন। ইহা আমার কল্পনার কিছু নহে, অনিশ্চিত speculation নহে—বই ছাপিতে কত খরচ হয়, প্রকাশিত হওয়ামাত্র আমার বই কতগুলি লাইব্রেরীতে কেনে, এইসব প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি আমার জানা। লোকসানের কোন প্রশ্নই ওঠে না, লাভ কম বা বেশী হইতে পারে। তবু আপনার কয়েক শ' টাকা কিছুদিনের জন্য কেবলমাত্র কাজে লাগাইবার সুবিধাটুকু পর্য্যন্ত আমাকে দিতে আপনি রাজী নন।

(৮) প্রথম হইতেই আপনি কতকগুলি বিলাতী সামাজিক ও সাংসারিক রীতিনীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন। আপনার ব্যবহার হয়তো বিলাতের সংসারে খুবই স্বাভাবিক হইত এবং কোনরূপ খারাপ ফলাফল হয়তো সৃষ্টি হইত না, কারণ সেখানে এইরূপ ব্যবহারই স্বাভাবিক। (অবশ্য আপনার মত ব্যক্তিত্বশালী চরিত্রবান মানুষের অবজ্ঞা ও অবহেলা পৃথিবীর সব দেশে সব সংসারেই অপরিণত মনে বিকারের সৃষ্টি করিত কিন্তু আমি এখানে তাহা ধরিতেছি না) কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের সংসারে ওরূপ রীতিনীতি স্বাভাবিক নহে। আপনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া এবং আপনার ন্যায়সঙ্গত অধিকার বলিয়া পালন করিয়াছেন সকলের কাছে তাহা অন্যায় ও অসঙ্গত মনে হইয়াছে। রামকান্ত মিস্ত্রীর লেনের বাসা হইতে আপনি যখন প্রথম বিচ্ছিন্ন হইয়া যান তখন সংসারে সকলের মতিগতি ধারণা বিশ্বাস চালচলন কিরূপ ছিল তাহা স্মরণ করিলেই আপনি আমার কথা বুঝিতে পারিবেন। ভাল হোক মন্দ হোক খাঁটি বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সংসারের নিয়মকানুন রীতনীতি দিয়া সংসারটি অখণ্ডভাবে বাঁধা ছিল, সকলের সংস্কার এবং বিশ্বাসও তাহার উপযোগী ছিল। আপনিই প্রথম ইহা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করেন।

আপনি খারাপ রীতিনীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন আমি তাহা বলিতেছি না। কেবল আপনি যদি নিজের মতানুসারে সকলের সঙ্গে ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে সংসারটিতে একটু সংস্কার সাধন করিয়া লইতেন তবে কোন ক্ষতি হইত না। আপনি চিরদিন সংসারটি ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু কখনও গড়িবার চেষ্টা করেন নাই। আপনি যাহা ন্যাকামি মনে করিয়া ঘৃণা করিয়াছেন, প্রত্যেক বাঙ্গালী সংসারে তাহা পরম স্নেহমমতার ব্যাপার, তাই সকলের মনে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে। আপনি ঘৃণা করিয়াছেন কিন্তু কখনো কাহাকেও বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই যে উহা সত্যসত্যই ন্যাকামি। যদি বুঝাইতেন, কাহারও মনে আঘাত লাগিত না। আপনার পিতামাতা ভ্রাতাভগিনী বাঙ্গালী সংসারের নিয়মে আপনার কাছে যে স্বাভাবিক দাবী করিয়াছে (আপনার অর্থ ও গৌরবের ভাগ, আপনার স্নেহমমতা, ঘনিষ্ঠতা, আত্মীয়তা) আপনি তাহা অন্যায় বলিয়াছেন কিন্তু উহা যে অন্যায় দাবী ইহা বুঝিবার মত মানসিক পরিবর্ত্তন কাহারও মধ্যে ঘটাইবার চেষ্টা করেন নাই।

এই সকল কারণেই আমি বলিয়াছি যে আপনি যদি প্রথম হইতে সম্পূর্ণভাবে দূরে চলিয়া যাইতেন অথবা সংসারটি গড়িয়া তুলিবার কিছু কিছু দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন তবে এরূপ শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইত না।

(৯) স্নেহমমতা, সহৃদয়তা, এবং ত্যাগ ও কষ্টস্বীকার ছাড়া জগতে কেহ কাহারও মানসিক জগতে উন্নতি সাধন করিতে পারে না। পৃথিবীতে আদর্শ, সৎ দৃষ্টান্ত এবং উপদেশ দিবার লোকের অভাব নাই। কিন্তু প্রীতি ও মমতার

সঙ্গে না দিলে কোন উপদেশ বা দৃষ্টান্তেই কাজ হয় না। আমাদের কোন উপদেশ দিবার সময় আপনি চিরদিন ধরিয়া লইয়াছেন যে আমরা অধঃপতনের চরম সীমায় নামিয়া গিয়াছি, আমাদের মত অপদার্থ জীব জগতে আর নাই এবং এইরূপ মনোভাব লইয়া আইনপুস্তকের ভাষায় আমাদের কি করা কর্ত্তব্য জানাইয়া দিয়াছেন। ফলটা চিরদিনই বিপরীত হইয়াছে।

আমি বলিতেছি না যে আমরা সকলে মহাপুরুষ বা আমাদের কোন দোষ নাই। কিন্তু আমাদের মনের উপর শিশুকাল হইতে আপনার যেরূপ প্রচণ্ড প্রভাব ছিল তাহাতে আপনি যদি একটু ত্যাগ ও অসুবিধা স্বীকার করিয়া অবজ্ঞা ও ঘৃণা করার বদলে একটু দরদ দেখাইতেন এবং একটু কাছে টানিয়া স্বাভাবিকভাবে আমাদের মন গড়িয়া তুলিতেন তবে আর আমাদের সকলের মনে নানারূপ বিকারের সৃষ্টি হইত না।

(১০) আপনি এখন নূতন উপায়ে আমাদের লজ্জা দিয়া আমাদের মানুষ করিতে চাহিতেছেন। আপনার উদ্দেশ্য ভাল কিন্তু চিরদিন যেরূপ ভুল করিয়াছেন এখনও উপায় সম্বন্ধে সেইরকম ভুল করিয়াছেন। এরূপভাবে আঘাত দিয়া কখনও ভাল করা যায় না। আপনার কাছে এরূপভাবে দশটাকা করিয়া গ্রহণ করিলে উন্নতির জন্য নূতন উৎসাহ জাগার পরিবর্ত্তে সকলের আত্মমর্য্যাদাই বরং আরও খানিকটা নষ্ট হইয়া যাইবে। অপমান করিয়া মানুষের মনে জ্বালা সৃষ্টি করা যায়, মহৎ প্রেরণা জাগানো যায় না।

আপনাকে একটি পয়সা কাহাকেও সাহায্য করিতে হইবে না, আপনি শুধু ধীরে ধীরে সকলের সঙ্গে প্রীতি ও দরদের সম্পর্ক গড়িয়া তুলুন, এমন ব্যবহার করুন যাহাতে সকলে বুঝিতে পারে সকলকে আপনি বিশ্বাস করেন এবং ভাল বলিয়া মনে করেন, আপনার কাছে কেহ অপদার্থ নয় সকলে আপনার ছোটভাই, কেহ যে মানুষ হইতে পারেন নাই ইহাতে আপনি মনে কষ্ট পাইয়াছেন কিন্তু সেজন্য কাহাকেও ঘৃণা করেন না—তবে দেখিবেন কোন নাটকীয় কৌশল ছাড়াই আপনার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। সকলের মনের উপর এখনও আপনার যথেষ্ট প্রভাব আছে, আপনি ইচ্ছা করিলে এই ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া অনেক কিছু করিতে পারেন। কিন্তু তাহা করিতে হইলে আপনাকে নিজের ব্যক্তিগত মানঅপমান বোধ, সামান্য কারণে রাগ করা, নিজেদের অক্ষমতার জন্য ভাইয়েরা আপনাকে দায়ী করে এই অন্যায়ের জন্য বিরক্তিবোধ, বাজে কথায় ভরা চিঠি পাঠ করিতে অধৈর্য্য, দেখা হইলে সমানভাবে সকলের সঙ্গে হাসিগল্প করিতে বিতৃষ্ণা প্রভৃতি অনেক কিছু ত্যাগ করিতে হইবে। অনেকের অনেক-রকম নীচতা, অকৃতজ্ঞতা প্রভৃতি ধৈর্য্য ধরিয়া সহ্য করিতে হইবে। আপনার অমূল্য সময়ও কিছু কিছু নষ্ট হইবে।

আমি জানি এই পত্রে আমি অনেক ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছি। পূর্ব্বেই

বলিয়াছি আপনাকে অসম্মান করিবার বা আপনার মনে আঘাত দিবার কোন উদ্দেশ্য আমার নাই। বহুদিনের চিন্তা ও বিশ্লেষণের পর আমি যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছি তাহাই আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। ব্যক্তিগতভাবে আপনার চরিত্রবল, নিষ্ঠা, কর্মপ্রবৃত্তি প্রভৃতির জন্য আপনাকে শ্রদ্ধা করি। আপনার নিকট হইতে টাকা পাইবার উদ্দেশ্যেও এই পত্র বা এই পত্রে কোন কথা আমি লিখি নাই। আমি কোনদিন ফাঁকি দিয়া বা তোষামোদ করিয়া আপনার কাছে একটি পয়সা আদায় করিবার চেষ্টা করি নাই। অসুখের জন্য সাহায্য চাহিয়াছিলাম, আপনি দিতে অস্বীকার করিয়াছেন[৩], আমি তাহা মানিয়া লইয়াছি এবং সেইখানেই ঐ ব্যাপার শেষ হইয়া গিয়াছে।

আমার উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া আমার পত্র লিখিবার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

আরেকটি প্রার্থনা এই যে, বাবার মনে অশান্তি সৃষ্টি করিবেন না। অপদার্থ হই আর যাহাই হই আমরা তাঁহার সন্তান, সুতরাং এই বয়সে তিনি যে আমাদের মঙ্গলের জন্যও চোখের সামনে আমাদের [?] কষ্ট পাইতে দেখিয়া ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া চুপ করিয়া থাকিবেন ইহা আশা করা চলে না।

রাঁচি যাওয়া এবং একটি পুত্রসন্তান জন্মানোর খরচ প্রভৃতির জন্য আমি গত কয়েকমাস বাবাকে কিছু দিতে পারি নাই। এখন হইতে পূর্ব্বে যাহা দিতাম তাহার চেয়ে ১০৲।১৫৲ অতিরিক্ত দিবার জন্য ওষুধ খাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছি। ওষুধ অপেক্ষা মানসিক শান্তি বেশী উপকারী হইবে। সাতদিন পূর্ব্ব হইতে চা সিগারেট কমাইতে আরম্ভ করিয়াছি, আর সাতদিন পরে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিব।

আমরা ভাল আছি। আপনার কুশল জানাইয়া সুখী করিবেন।

ইতি

সেবক

মানিক

১০

টালিগঞ্জ প্রেস
টালিগঞ্জ
১.১.৪৭

শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সমীপেষু

প্রিয়বরেষু

আমাদের এই এলাকার অধিবাসীদের উৎসাহে ও উদ্যোগে টালিগঞ্জ সংস্কৃতি সঙ্ঘ নামে একটি পাঠাগার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপন করা

হয়েছে। আমি এটির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত আছি। উদ্বোধন উৎসবের দিন [সবাই] একান্তভাবে আপনার উপস্থিতি প্রার্থনা করেন। অল্প সময়ের [জন্য] যদি কষ্ট করে আসেন আমিও যে কতদূর কৃতার্থ হব বোধ [হয়] লেখাই বাহুল্য। আশা করি অনুরোধ রাখবেন।

কুশল প্রার্থনা করি। প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ তারিখ সময় ও অন্যান্য বিবরণ পত্রবাহকের মুখে শুনবেন।

১১

টালিগঞ্জ প্রেস
টালিগঞ্জ
১.১.৪৭

শ্রীযুক্ত হিরণকুমার সান্যাল
প্রিয়বরেষু

আমাদের পাড়ায় টালিগঞ্জ সংস্কৃতি সঙ্ঘ নামে একটি পাঠাগার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। উদ্বোধন উৎসবের দিন আপনার উপস্থিতি আমরা একান্তভাবে কামনা করি। চারতলার সিঁড়ি ভাঙতে হবে না—বালীগঞ্জ থেকে বেশী দূরও নয়। নিরাশ করবেন না এই দাবী। তারিখ সময় ইত্যাদি বিবরণ পত্রবাহক জানাবেন। ইতি

প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১২

টালিগঞ্জ প্রেস
টালিগঞ্জ
৮.২.৪৭

যুগান্তর সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু[১]

সবিনয় নিবেদন,

রাজসাহীতে উদয়ন সঙ্ঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিরূপে আমি যে বক্তৃতা দিয়েছিলাম, ২৪শে মাঘ শুক্রবারের যুগান্তরে তার বিকৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে[২]। সুদীর্ঘ বক্তার [বক্তৃতার] সংক্ষিপ্তসার দিতে হলে বক্তার প্রধান বক্তব্যগুলি উল্লেখ করাই রীতি বলে জানি, সেগুলি বাদ দিয়ে প্রাসঙ্গিক কথাকে বড় করলেই বক্তার প্রতি অবিচার করা হয়, তার ওপর যদি সে কথাকেও বিকৃত করে ছাপা হয় সেটা খুবই দুঃখের বিষয় হয় না কি? যাঁরা

গণসাহিত্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তাঁরা সকলেই প্রায় সাহিত্য ছেড়ে সিনেমায় চলে গেছেন, এ রকম মন্তব্য আমার বক্তৃতায় কোথাও ছিল না। আমার আলোচ্য ছিল বঙ্কিমের সময় থেকে আজকের দিন পর্যন্ত সমাজের পরিবর্তনই কিভাবে বাংলা সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রণ করে .

১৩

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ২০.২.৪৮
টালিগঞ্জ প্রেস
টালিগঞ্জ

প্রিয়বরেষু[১]

তোমার কয়েকখানা চিঠি পেয়েছি। মাঝখানে একটি কার্ড লিখেছিলাম। বোধ হয় আমার ওপর তোমার রাগ বাড়াতে পোষ্টাল বিভাগ আটক করেছে।

গত ক'মাসের ইতিহাস শুনবে? স্ত্রী এক মাস শয্যাশায়ী ছিলেন। তার আগে সপ্তাহ দুই গিয়েছিল পারিবারিক ব্যাপারে তাঁকে ও ছেলেমেয়েকে বিহারের এক সহরে নিয়ে যেতে নিয়ে আসতে। তারপর মফস্বলের দু'তিনটি ছোট বড় সাহিত্য সম্মেলন। তারপর বোম্বাই প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন[২]। তারপর এই কিছুদিন হল বাচ্চাটার একটা পা পুড়ে যাওয়ার বিপর্যয়[৩]! তা ছাড়া চলতি চাপ তো আছেই!

রাগ কোরো না।

তোমার একটি গল্প একটি মাসিকে ছাপতে দিচ্ছি। মাসিকটি সম্পর্কে কিন্তু অপছন্দের সুযোগ থাকতে পারে! আমার মন্তব্য পরে জানাব।

সব চেয়ে বড় কথায় আসি।

"এক নারীকে" জীবনসঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করেছ এ সংবাদে আমরা সবাই খুসী। কিন্তু এটা কি এত সংক্ষেপে জানাবার মত খপর?

শুভ কামনা জানাই : যুগ্ম জীবন সার্থক হোক!

প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪

১৮৬-এ গোপাললাল ঠাকুর রোড
পোঃ আলমবাজার
৬. ৬. ৫০

শ্রদ্ধেয় শ্রী অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র সমীপেষু[১]

আপনার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ জানি এবং বহুক্ষণ এই গরমে বলার শ্রান্তি কতখানি হয়েছিল তাও আমার অজানা নয়। তাই যেচে আপনার একটি ভুল

ধারণা দূর করার চেষ্টা করছি। নতুবা, আমার বক্তব্য না বুঝে (আমার বলার দোষেই সম্ভব) একটা মনগড়া ধারণা নিয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিও অকারণে ধমক দিয়ে গর্জন করলে যেচে তাঁর ভুল ধারণা সংশোধন করতে যাওয়া আমার রীতি নয়। সাধারণতঃ তারপর থেকে দশজনের কাজ ও দশজনের সভার সাধারণ ভদ্রতা ও সহকর্মীর সম্পর্কটুকুই বজায় থাকে। আপনার আমার মধ্যে যাতে এটা না ঘটে আমি নিজেই সে বিষয়ে উদ্যোগী হলাম। আমি বিশ্বাস করি, শারীরিক অসুস্থতা ও শ্রান্তিই আপনার গত সন্ধ্যার ধমক ও গর্জনের আসল কারণ।

নতুবা আপনি নিজেই কাল বলেছিলেন যে আমার বক্তব্য ঠিক ধরতে পারছেন না। যে বক্তব্য ধরতে পারলেন না, তা থেকে আপনাকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে এই অর্থ বা ইঙ্গিত আবিষ্কার করলেন কোন যুক্তিতে ? শরীর সুস্থ থাকলে আমার কথাটা স্পষ্ট করার সুযোগ দিয়ে গর্জন করতেন নিশ্চয়।

একটা কথা বলি, বিশ্বাস করা বা না করা আপনার ইচ্ছা। আমি এ জগতে কারো স্তাবক নই : নেতৃত্বেরও নয়, যাঁকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা করি তাঁরও নয়। সংসারে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্তাবকতার কমবেশী ভেজাল থাকাটাই সাধারণ নিয়ম। আমার শ্রদ্ধা তাই অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির কাছে সুমিষ্ট লাগে না; কৃত্রিম মিষ্টতার এই অভাবটা কারো কারো কাছে অহংকার বা ঔদ্ধত্য বলেও প্রতীয়মান হয়।

আমিও কাল গর্জন করেছি। সেটা আপনার অর্থহীন অকারণ গর্জনের জবাবে। প্রাপ্য হলে আপনার শিক্ষাদীক্ষা জ্ঞান অভিজ্ঞতা বয়সের কথা মনে রেখে নতশিরে ধমক ও গর্জন গ্রহণ করতাম।

আপনার ভুল হয়েছে : আপনাকে আমি কোন অপবাদ দিই নি। নতুন সাহিত্যে আপনার প্রবন্ধ ছাপা হল, পরিচয়ে হল না কেন, এজন্য আপনাকে বা নতুন সাহিত্যকে দায়ী করি নি। আপনি গায়ে পড়ে অপবাদ কল্পনা করে রাগ করেছেন।

সংস্কৃতির নূতন গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব দিকে আমি কাল আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলাম। সেটা হল, এই চেষ্টার বিরুদ্ধে নানাভাবে অপচেষ্টা চলেছে। অপচেষ্টার মূল নীতি : সাংস্কৃতিক কর্মী ও উৎসাহী সাধারণের মধ্যে হতাশা, বিভ্রান্তি ও বিভাগ বজায় রাখা, পুষ্ট করা ও সৃষ্টি করা।

অনেক উদাহরণের মধ্যে পরিচয়ের বদলে নতুন সাহিত্যে আপনার প্রবন্ধ ছাপানোর উল্লেখ করেছিলাম। আপনার লেখা পড়ি নি, কাল যেটুকু বলেছিলেন তা থেকে সন্দেহ থাকে না লেখাটি মূল্যবান।

আপনি নিশ্চয় অস্বীকার করবেন না লেখাটি নতুন সাহিত্যের বদলে পরিচয়ে

প্রকাশিত হলে অনেক দিক দিয়ে ভাল হত? "ভাল হত" কথাটির বাস্তব তাৎপর্য্য আপনি নিশ্চয় বোঝেন।

লেখাটি পরিচয়ে প্রকাশিত না হয়ে নতুন সাহিত্যে প্রকাশিত হল, এটা কি তাৎপর্য্যহীন নিছক ঘটনা মাত্র? অথবা ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের বিরুদ্ধ শক্তি এটা ঘটিয়েছে? এই বিরুদ্ধ শক্তি সম্পর্কে আপনাদের সচেতন হতে এবং বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বন করতেই কাল আবেদন জানিয়েছিলাম।

নতুন সাহিত্যে আপনার লেখা বেরোচ্ছে বলে আপনাকে দোষী করে কোনরূপ ইঙ্গিত বা মন্তব্যই আমি করি নি। বরং বাস্তবক্ষেত্রে শুধু আপনার লেখাটি নয়, এরূপ অন্যান্য লেখা ও আলোচনার গুরুত্ব কিভাবে হ্রাস পাবে, বিভ্রান্তি দূর করার কাজে কার্য্যকরী হতে বাধা পাবে, সেইদিকে আপনাদের নজর দিতে বলেছিলাম। আপনার লেখায় সব বিতর্কের মীমাংসা করা হয়েছে ধরে নিলেও আপনি কি বিশ্বাস করেন যে লেখাটি প্রকাশিত হলেই সব বিতর্কের অবসান হয়ে যাবে? অনেক অকৃত্রিম মার্কসবাদীর ঘরের তাক মার্কস-বাদের বইয়ে এবং মাথা মার্কসবাদের সঠিক জ্ঞানে বোঝাই হয়ে থাকা সত্ত্বেও এদেশে তবে এরকম মারাত্মক ঐতিহাসিক ভুল কি করে সম্ভব হল?

বাস্তবতা—এটাই ছিল আমার বক্তব্য—আপনাকে কোন অপবাদ দেওয়া নয়। অতএব, ধমক ও গর্জন আমার পাওনা ছিল না। ইতি প্রীতিকামী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫

186-A Gopal Lal Tagore Rd
P.O. Alambazar
Cal-35
9.9.50

প্রিয়বরেষু[১],

আপনার কার্ড পেয়ে খুসী হলাম। আমি সত্যই দুর্ভাবনায় পড়েছিলাম যে আমার বই নিয়ে কয়েকজন প্রগতিবাদী সাহিত্যোৎসাহীর কাছে যে ব্যবহার পেয়েছি, আবার কি তার পুনরাবৃত্তি হবে? বিশ্বাস করে আবার কি ঠকতে হবে? বিশেষতঃ, কাল যখন এক প্রকাশকের দোকানে শুনলাম যে 'আজ কাল পরশুর গল্প'[২] যে দপ্তরীর কাছে জমা আছে, সে নাকি রীতিমত আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে বাবুরা কিছুই করছেন না!

প্রগতি আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত কয়েকজনকে একান্তভাবে বিশ্বাস করে আমি সত্যই ঠকেছি। যুদ্ধের বাজারে আমার আগেকার প্রকাশকদের

চটিয়ে এঁদের বই দিয়েছি—তারা আরও বেশী রয়ালটি দিতে চাওয়া সত্ত্বেও! তার ফলে মার খেয়েছি, প্রগতিবাদী সাহিত্যিক হিসাবে লজ্জায় মাথা হেঁট করতে হয়েছে।

যেমন ধরুন আমার '——'বইখানা। পরিচয়ে শ্রদ্ধেয় নীরেন্দ্রনাথ রায় এ বইখানার সমালোচনা করেছিলেন। '—'পাবলিশার্সের পক্ষ থেকে '— —'বড় বড় কথা বলে বইখানা নিলেন—আজ কোথায় সে '—'পাবলিশার্স, কোথায় '——', কোথায় আমার বই! সামান্য কিছু রয়ালটি পাইয়ে দিয়ে আমার বই-খানা যেন প্রগতির স্রোতের সঙ্গে সংযুক্ত বঞ্চনার চোরাবালিতে হারিয়ে গেছে!

'—'পাবলিশার্সের কর্তা '— —'র মহামহিম মালিকদের দরজায় গোলাম—দেখা পর্য্যন্ত না করে হারামজাদারা চিরকুট পাঠাল, '—'বাবুর কাছে যান। '—' বাবুকে কয়েকখানা চিঠি লিখে আজ পর্যন্ত কোন জবাব পাই নি।

আমি মূর্খ নই। আসল ব্যাপার খানিক খানিক বুঝি। '— —'র মালিকদের পয়সায় প্রগতি করতে গেলে যে গণ্ডগোল হতে পারে সেটা বুঝি। '—'কে তারা দূর করে দিতে পারে। কিন্তু আমার বইখানাকে তো দূর করে দিতে পারে না? তারা বই আর প্রেসের মস্ত ব্যবসায়ের মালিক হোক—আমিও আমার বই-এর মালিক!

আমার বই নিয়ে অনেক প্রকাশক গোলমাল করেছেন, কিন্তু যখন ইচ্ছা সেই প্রকাশকের সঙ্গে গিয়ে অন্ততঃ ঝগড়া করার সুযোগটুকু থেকে কেউ তারা আমায় বঞ্চিত করতে পারেনি। '—'বাবু তাও পেরেছেন। বড় বড় কথা বলে আমার কাছে বইখানা আদায় করে বইখানা এক বজ্জাত প্রকাশকের কবলে সমর্পণ করে ডুব মেরেছেন। ঝন্‌ঝাটের সীমা রাখেন নি আমার।

বইখানার মালিকত্ব আমি ফিরিয়ে আনবই। সেজন্য দরকার হলে এক বছরে হোক পাঁচ বছরে হোক '—'কে ধূলিসাৎ করব—আমার বই হজম করার সাধ্য যদি '—' প্রকাশকের হয়, তবে চুলোয় যাক আমার সাহিত্য সাধনা!

কিন্তু সেটা অন্য কথা। প্রগতির ডামাডোলে আমায় আসল ঠকান তো ঠকালেন '—' বাবু। এবং '—' বাবুকে যারা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে উপস্থিত করেছিলেন তারা!

আপনার কার্ড পেয়ে এইজন্য খুসী হয়েছি। যেহেতু আমি প্রগতিবাদী সেই হেতু প্রগতিবাদীদের বিশ্বাস আমায় করতেই হবে—শতবার ঠকলেও।

আপনাদের অনেক অসুবিধা জানি। অসুবিধা হলে সরল সহজভাবে আমাকে জানাবেন।

একটা কথা মনে রাখবেন যে বইখানা বেঙ্গল পাবলিশার্সকে দিয়েছিলাম—নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারতাম। বেঙ্গল পাবলিশার্সকে ক্ষুন্ন করে বইখানা

আপনাদের যে কেন দিয়েছি সেটা যেন ভুলবেন না! লোকসান হোক—সেটা যেন ফাঁকিবাজীর পথে না হয়। জীবনে এ পর্য্যন্ত অনেক লোকসান দিয়েছি—আরও অনেক লোকসান দিতেও প্রস্তুত আছি—কিন্তু ঠকতে আমি রাজী নই!

আপনার প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬:

১৮৬-এ গোপাললাল ঠাকুর রোড
আলমবাজার
কলি-৩৫
৪.১০.৫০

প্রিয়বরেষু,

শচীন, তোমার চিঠি পেলাম। এসব কথা অনেক আগেই আমাকে তোমার খোলাখুলি জানানো উচিত ছিল। তোমার অনটনের কথা জেনে দুঃখিত হলাম। ধার করে আমার টাকা শোধ দেবার দরকার নেই।

কিন্তু এরূপ সম্পাদকত্বের মোহ তোমার কেন? প্রতিষ্ঠা লাভ করবে? এতদিনের ঘনিষ্ঠতার পর আমাকে ভাল করে জেনেও আমার কাছে এভাবে 'মুখরক্ষা'র দরকার হয়—এ তো ঠিক পথ নয়!

পরিচয়ে আমি বিনা পারিশ্রমিকে গল্প দিই।

১৭

186A Gopal Lal Tagore Rd.
Cal-35
12.4.51

প্রিয়বরেষু[১],

আপনার পত্র পেলাম। পরিচয়ের জন্য আমায় একটি গল্প দিতে হবে?

পরিচয়ের সম্পাদক পরিবর্তন হয়—আর আমার কাছে গল্পের তাগিদ আসে!

১৮[১]

Alambazar
25.9.51

গোপালবাবু,

প্রেস যত ফেলনা ভাঙ্গা টাইপ দিয়ে আমার বই ছাপছে। অর্দ্ধেক টাইপ ভাঙ্গা। প্রুফ দেখাও কষ্টকর। আগেও এ বিষয়ে একবার বলেছিলাম।

ইতি
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

Sree Gopaldas Mazumder
D. M. Library
42,Cornwallis Street
Calcutta

১৯

186A Gopal Lal Tagore Rd
Alambazar
Cal-35
12. 10.51

প্রিয়বরেষু,

বিবেকানন্দ[১], শারদীয়া যুগান্তরে আমার লেখাটি[২] ভাল করেই ছেপেছ[৩]—সেজন্য নয়। আমার গল্পটির মধ্যে ওই যে ছবিটি ছেপেছ—"সংসারের ভাবনা"[৪]—সেজন্য তোমার সাহিত্যবোধ আর রসবোধকে তারিফ জানিয়ে ২ পয়সার একটা পোষ্টকার্ড খরচ করলাম।—

আশা করি ভাল আছ—শক্ত আছ।

তোমার
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

২০

আলমবাজার
১৫. ১. ৫২

প্রিয়বরেষু[১]

আপনার 'মার্কসবাদ'[২] ও 'যে গল্পের শেষ নেই' ২য় খণ্ড[৩] পেয়ে খুব খুসী হলাম। আপনার চিঠিও পেয়েছি। বিষয়টি নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা

করার বিশেষ আগ্রহ আছে। ২।৩ দিনের মধ্যে আমি ওদিকে যাব—আশা করছি দেখা হবে।

বিষয়টি গুরুতর। আপনি এ-বিষয়ে সচেতন যে মার্কসবাদ, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে কেবল সোজা করে বলাই যথেষ্ট নয়, এদেশের সাধারণ মানুষের চেতনার কথাটাও মনে রাখা দরকার। এটা খুবই আশার কথা। এই দুটি দিক খেয়াল রেখে লেখা সত্যই কঠিন কাজ। যেমন, আপনি ভগবান পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, মানুষ সৃষ্টি করেছেন—এসব ভুল কথা [ভাঙাতে ?] আপনার বইটি কাজে লাগবে লিখেছেন। আমার তো তা মনে হয় না! ভগবান সম্পর্কে এদেশের সাধারণ মানুষের ধারণাই এমন এক ধরণের যে বইটিতে ভগবানের প্রমাণ খুঁজে পাবে। ক' কোটি বছর আগের খবর বিজ্ঞান জানে ? তার আগে কি ছিল কেন ছিল ? সূর্য্য থেকে পৃথিবী হলেই বা—একেবারে গোড়ার সৃষ্টি ভগবানের। ভগবান ছাড়া সীমাহীন মহাশূন্যই বা হয় কি করে তাতে কোটি কোটি আলোর গতি মাইলের তফাতে বিরাট বিরাট সূর্য্য আসে কি জন্য ?

২১[১]

আলমবাজার
২৩. ২. ৫২

প্রিয়বরেষু,

আপনার হুকুমনামা কার্ড পেলাম। আমায় মার্জনা করবেন।

নিবেদক
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

Sree Arun Choudhury

২২

আলমবাজার
1।7।৫২

প্রিয়বরেষু

আপনার 1।7।৫২ তারিখের কার্ড আজ বাড়ী ফিরে পেলাম।

অনুযোগ দিয়েছেন—মাসে একবার ডাকলেও যাই না। 24।6।৫২ তারিখে কার্ড লিখেছিলেন, ছবির[১] বাড়ীতে 25।6।৫২ তারিখে জরুরী কারণে যেতে। কার্ডখানা 26।6।৫২ তারিখে পেয়েছি।

দু'দিন আগে জানালে দোষটা কি ? জরুরী থাকলে নিজে বা লোক মারফতে সময় মত জানালে দোষটা কি ?

টিকনভের[২] সভার খবরও আপনি আমাকে দেন নি। কাগজে পড়ে অবাক [?] হয়ে গিয়েছিলাম।

আমি ছেলেমানুষ নই।

আপনার
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

২৩

186-A Gopal Lal Tagore Road
Alambazar
Cal-35
2.8.52

প্রিয়বরেষু

মাধববাবু[১], আগে বললে নিজের পক্ষে প্রচার মনে করার সম্ভাবনা ছিল, একটা বড় কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর[২] এখন নির্ভয়ে বলা যায়।

কয়েক বছর আগে থেকেই আমি অনুভব করছিলাম যে বাংলা তথা ভারতবর্ষের ছায়াচিত্র জগতে একটা মৌলিক পরিবর্তন আসন্ন। ক্রমে ক্রমে এটা আরও স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ হয়েছে। এই পরিবর্তন ঘটবার সূচনা পরিষ্কার দেখতে পাই। কারও সাধ্য নেই এই পরিবর্তন ঠেকিয়ে রাখে। কারণ সাধারণ মানুষের চেতনার পরিবর্তনই এটা ঘটাচ্ছে।

সিনেমার সাধারণ দর্শক সচেতনভাবে বিচার না করুক, না বুঝুক, সময়ের সঙ্গে তাদের রুচি বদলে যাচ্ছে। তারা ছায়াচিত্রে বাস্তব জীবনের,জীবন্ত মানুষের কাহিনী চায়। রোমান্টিক রোমাঞ্চকর বা ধর্মঘটিত কাহিনী—আড়ম্বরপূর্ণ রঙীন ছবি, এসবের দিকে টান এখনো আছে, কারণ পছন্দ ঝট্ করে একদিনে বদলে যায় না কিন্তু পরিবর্তন যে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি. এসসি পড়বার সময় আমি সাহিত্য করতে নামি—বাড়ীর লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে। কারণ, তখন আমি অনুভব করছিলাম যে সাহিত্যজগতে একটা বড় রকম পরিবর্তন ঘটতে চলছে, এরকম সন্ধিক্ষণে সাহিত্য সৃষ্টি করার বদলে অন্যকাজে সময় নষ্ট করা যায় না। তখন কল্লোল যুগের সমারোহ কিন্তু আমি টের পেয়েছিলাম সাহিত্য যে মোড় ঘুরছে কল্লোলী সাহিত্য তার লক্ষণমাত্র, আসল পরিবর্তন আসবে অন্যরূপে—সাহিত্য ক্রমে ক্রমে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠবে।

কয়েক বছর আগে থেকে আমি অনুভব করছিলাম যে ছায়াচিত্রের জগতেও এইরকম একটা মৌলিক পরিবর্তন আসন্ন। সে পরিবর্তনের আসল কথাও এই যে শুধু রোমান্স, রোমাঞ্চ, পুরাণ, ধর্ম এসব অবলম্বন করে তৈরী ছবি সাধারণ মানুষকে তুষ্ট করতে পারবে না—তারা বাস্তব জীবন, বাস্তব চরিত্র চায়।

রোমান্স, রোমাঞ্চের মোহ যে দর্শকদের একদম ঘুচে গেছে তা অবশ্যই বলছি না। রাতারাতি মানুষ পাল্টে যায় না—তারও একটা প্রক্রিয়া আছে। কিন্তু এটুকু লক্ষণ আজ স্পষ্ট যে বাঙালী দর্শকেরা বাস্তব জীবন বাস্তব মানুষকে ভিত্তি করা কাহিনী খুসী হয়ে গ্রহণ করছে।

পদ্মানদীর মাঝির চিত্ররূপের সাফল্য সম্পর্কে আমার বিশ্বাসের এটাই ভিত্তি। কাহিনীটা বাস্তব মানুষের বাস্তব জীবন নিয়ে। একেবারে নিখুঁত করে যদি না-ও তোলা যায় ছবি—চরিত্রগুলি যদি মোটামুটি রূপ পায় আর কাহিনীটা দর্শকেরা বুঝে অনুসরণ করে যেতে পারে, ছবিটি লোকে খুসী হয়ে নেবে।

আশা করছি অবশ্য অনেক বেশী! পদ্মানদীর মাঝির চিত্ররূপ হবে বাংলা ছবির মোড় ঘুরবার প্রথম সার্থক নিদর্শন। আমাদের মিলিত প্রচেষ্টা চিত্রজগতে আলোড়ন তুলবে, নূতন মূল্যবোধের চেতনা আনবে, নূতন পথ দেখাবে।

আরেকটা কথা। আমরা ছিলাম অপরিচিত—পরিচয় হচ্ছে। পরিচয় গড়ে উঠবার সময় দু'জন মানুষের মধ্যে কিছু ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকবেই। বড় কাজের দায়িত্বটা সামনে থাকায় ওসব খুঁটিনাটি আমরা নিশ্চয় তুচ্ছ করে দিতে পারব।

ইতি প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

২৪

শ্রীদিলীপ সেন[১]—
প্রিয়বরেষু

আপনার প্রেরিত লোককে জানিয়েছিলাম যে বালীগঞ্জে কাজ সেরে ফিরবার পথে ১০৷৷০টায় গল্প নিয়ে আসব। দেখছি আপিসে কেউ নেই। ছোকরাটি জানাল আপনার আসতে দেরী হবে।

জরুরী কাজ থাকায় বসতে পারছি না। গল্প তৈরী—মজুরি দিয়ে লোক পাঠালেই দিয়ে দেব। গল্পটি বেশ বড় দাঁড়িয়েছে।

ইতি
প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
১১৷৯৷৫২

২৫

186-A Gopal Lal Tagore Rd
Alambazar
Cal-35
29. 9. [52 ?][1]

শ্রীচরণকমলেষু[2],

আমার বিজয়ার প্রণাম জানিবেন। মহালয়া পর্য্যন্ত বড়ই খাটিতে হইয়াছে। যুগান্তর, দেশ, বসুমতী, পরিচয়, মুখপত্র প্রভৃতি সমস্ত কাগজ হইতে এবার লোক পাঠাইয়া তাগিদ দিয়া লেখা আদায় করিয়াছে। সেই সঙ্গে দুইখানা নূতন বই[3] বাহির হইয়াছে। খুব শ্রান্তি বোধ করিলেও বেশ মনের আনন্দে আছি। সুইডেনে আমার 'পদ্মানদীর মাঝি' অনুবাদের যে কথা হইতেছিল তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে, আমি খুব কড়া থাকায় তাহারা Chartered Bank of India মারফৎ অগ্রিম টাকা পাঠাইয়া চুক্তিপত্র করিয়াছে[4]। আমার আরও ২।৩ খানা বই সম্পর্কে ইংরাজী এবং অন্যান্য বিদেশী ভাষায় অনুবাদের কথা চলিতেছে।

আপনার শরীর কেমন আছে জানি না। শরীরের কথা ভাবিবেন না। আমরা পিতাপুত্র কেহই মরণকে গ্রাহ্য করি না। আপনার অর্দ্ধেক বয়সে আমি প্রায় আপনার মতই স্বাস্থ্য হারাইয়াছি—কেবল মাথাটা ঠিক আছে।

পিতা হিসাবে আপনি শুধু আমার নমস্য নয়, লাখ লাখ লোকের নমস্য হয়ে রইলেন। বিক্রমপুরের গাঁয়ের একটি ছেলে কোনমতে বি. এ পাশ করে যে সুধাংশু আর মানিককে সৃষ্টি করতে পারে—একই বংশে বৈজ্ঞানিক আর সাহিত্যিক সৃষ্টি করতে পারে, এ গৌরব বাংলার একমাত্র আপনি পেয়েছেন।

আপনি কি আমার এখানে এসে[5]

২৬

১৮৬-এ গোপাললাল ঠাকুর রোড
আলমবাজার
কলিকাতা-৩৫
[? ১৯৫২][1]

মধ্যবিত্ত সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

কিছুদিন আগে একজন বন্ধু ফুচিকের 'ফাঁসির মঞ্চ থেকে' বইখানার নাম করে প্রশ্ন করেছিলেন, আমি কি এই মৃত্যুকে মহান মনে করি না? আদর্শের জন্য প্রাণ দেওয়া কি ভুল আদর্শ? কোনরকমে বেঁচে থাকাটাই কি সব?

প্রশ্ন শুনে সত্যই ভড়কে গিয়েছিলাম। অনেক জেরা করেও কিন্তু জানতে

পারি নি আমার কোন লেখা বা বক্তৃতা বন্ধুটির মনে এ প্রশ্ন জাগিয়েছে। প্রশ্নটিকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করে আমায় চেপে ধরলে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট জবাব দেওয়া সহজ হত। আমার সাম্প্রতিক লেখা সম্পর্কে কিছু কিছু নালিশ শুনছি, এ প্রশ্নও ওই নালিশের পর্যায়েই পড়ে।

তাই ভাবছিলাম, শারদীয়া মধ্যবিত্তে প্রকাশিত আমার গল্প 'মরতে পারবো না' পড়ে কি কারো মনে হওয়া সম্ভব যে মানুষের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য, খাঁটি আদর্শের জন্য জীবন তুচ্ছ করার বিরুদ্ধে প্রচার করছি? কোনরকমে বেঁচে থাকাকেই বড় করেছি সব কিছুর চেয়ে? গল্পটির নামের আগে 'সস্তা মরণ' বা 'ভাবের ফাঁদের ফাঁকির মরণ' বা এইরকম আরও দু'একটা কথা জুড়ে না দিয়ে ভুল করেছি[২]?

লেখকের মনে যাই থাক, তার লেখা দিয়েই লোকে তার বিচার করবে। একরকম ভেবে অন্যরকম লিখে ফেলার অজুহাতটাই যথেষ্ট নয়, স্পষ্ট করে লেখককে ভুল স্বীকার করতে হবে। প্রগতিবাদী লেখক হবার দাবী নিয়ে ভুল করে বা অসাবধানে প্রগতিবিরোধী বিভ্রান্তিকর লেখা প্রকাশ করাও অপরাধ বৈকি।

অসাবধানতা হতে পারে কিন্তু ভুল করাও কি অপরাধ? আমার মতে তাই। নামকরা পাঠকসমাজের শ্রদ্ধাভাজন লেখকের এরকম ভুল হয় কখন? নিজের কাছে যা বা যতটা স্পষ্ট নয়, সত্য নয়, যে বিষয়ে নিজের মধ্যে দ্বিধাসংশয় আছে, সে বিষয়ে জোর গলায় কথা বলতে গেলে। লেখকের পক্ষে 'না জেনে' ভুল করার একটিমাত্র মানে আছে যে তিনি সত্যই জানেন না যে ভুল কথা লিখছেন, মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে যা বলেছেন তাই ঠিক। অজানা অস্পষ্ট বিষয়ে মনে খটকা নিয়ে ফপরদালালি করতে এগোনোর অধিকার লেখকের নেই।

[? ১]। লেখকের 'ভুল করার অধিকারের' এই একটা মানেই হয়। ভুল করেছেন টের পাওয়া মাত্র খোলাখুলি সেটা স্বীকার করাও লেখকের সততার একমাত্র প্রমাণ। চাপা দেওয়া নয়, চুপ করে থেকে দায় এড়িয়ে যাওয়া নয়, এগিয়ে গিয়ে ভুল স্বীকার করা।

২। লেখা ভাল কি মন্দ সে অন্য বিচার। লেখার মধ্যে 'প্রগতিশীলতা' খুবই জলো হতে পারে, সেটা লেখকের ক্ষমতার প্রশ্ন। প্রগতি-বিরোধিতার বিষ আছে কিনা এই বিচারেই লেখক অপরাধী কিনা ঠিক করা।

৩। অন্য এক প্রবন্ধে আমি লিখেছি যে শুধু সচেতন বুদ্ধি খাটিয়ে শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। বিষয়বস্তু নির্বাচন করা থেকে সব কাজ বুদ্ধি দিয়েই হয়—কিন্তু সমগ্র চেতনা সহযোগিতা না করলে 'সৃষ্টি' হয় না।

৪। লেখকের মনে দ্বিধাসংশয় থাকলে সেটা লেখায় প্রতিফলিত হবে—তাতে দোষ নেই, ক্ষতিও, যদি সেটা দ্বিধাসংশয় হিসাবেই প্রতিফলিত হয়—

লেখক যদি সততা বজায় রাখেন। এটা গোপন করে জোরের সঙ্গে আন্দাজে ভুল কথা বলা হলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি।

৫। পাঠকেরও একটা বিচারবুদ্ধি আছে।

৬। সাহিত্যের বর্তমান অবস্থায় প্রগতিশীল সাহিত্যেও কিছু প্রতিক্রিয়ার ভেজাল থাকবেই। সেটা কেমন ও কতখানি বিচার্য্য।

? ৭। জোরালো আন্দোলনের সময় যে লেখা ঝিমিয়ে দেয় সে লেখা প্রতিক্রিয়াশীল

২৭

১৮৬-এ গোপাললাল ঠাকুর রোড
আলমবাজার
কলিকাতা-৩৫
২. ১. ৫৩

প্রিয় শ্রীকান্ত[১],

তোমার পত্র পেয়ে সুখী হলাম। আমি ভুল করে শ্রীভজিলাল গান্ধীর[২] ইংরাজী চিঠির জবাব তোমার নামে পাঠিয়েছিলাম। ভুল হওয়ার কারণ আমি শ্রীভজিলালকে চিঠি লিখে জানিয়েছি।

বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এরকম তুচ্ছ ভুল হলে আসে যায় কি? আমি ধরে নিয়েছিলাম তুমি আর শ্রীভজিলাল এক সঙ্গে বইটা বার করছ।

তুমি বইটা অনুবাদ করেছ এজন্য আমি খুসী। শ্রীভজিলাল বইটি প্রকাশ করবেন এতেও আমি খুসী। গুজরাটী ভাষাভাষিদের সাথে আমার পরিচয়ের ব্যবস্থা হল, এর চেয়ে আনন্দের কথা কি আছে?

তোমার অন্যান্য কথার জবাব পরের চিঠিতে। আশা করি কুশল।

প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ আপনি ছেড়ে তুমিতে নামতে লিখেছ, এতেও খুসী হয়েছি।—মা. ব.

পুনশ্চ (২৯. ১. ৫৩)

তোমার চিঠির এই জবাব[৩] ঠিক সময়েই লিখেছিলাম।

Sriman Srikant Trivedi
Opp. Power House
Vallabh Vidyanagar
(Via Anand)
(Gujrat)

২৮[১]

186A Gopal Lal Tagore Rd
Cal-35
3.1.53

সবিনয় নিবেদন,

অনেকদিন পরে ছাপা চিঠি পেলাম। আশা করি ভালই আছেন।

এই সেদিনও মেয়ে পরীক্ষার জন্য স্বর্গীয় সুকুমার রায়ের একটি কবিতা মুখস্থ করছে শুনছিলাম। নীচু ক্লাশ—একটিমাত্র কবিতা বরাদ্দ। সেদিন মনে হয়েছিল স্কুলে স্কুলে আরেকটা পরীক্ষার ব্যবস্থা হয় না কেন? সুকুমার রায়ের কবিতাগুলি কে কতটা উপভোগ করতে পারে তারই পরীক্ষা? হাসাহাসির পরীক্ষায় যে ফেল করবে তার ডবল প্রমোশন—অসাধারণ প্রতিভা ছাড়া সেটা তো সম্ভব নয়।

২৯

186A Gopal Lal Tagore Road
Alambazar
Cal-35
4.1.53

প্রিয়বরেষু

কালীবাবু[১], আপনার পত্র[২] [পেয়ে] সুখী হলাম।

'পদ্মানদীর মাঝি' সম্পর্কে কথাবার্তা এখনই সব ঠিক করা যেতে পারে—কিন্তু টাকা নিয়ে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করতে পারব কিনা সেটা এই জুন মাসের শেষের দিকে ঠিক করা যাবে। আপনাকে খোলাখুলি সব জানাই। বোম্বাই-এর একটি বড় প্রতিষ্ঠান[৩] পদ্মানদীর মাঝির ফিল্‌ম রাইটের জন্য মোটা টাকার প্রস্তাব দিয়ে ৩ মাসের option কেনার জন্য আংশিক টাকার একটি চেক পাঠিয়ে দিয়েছিল। আমার বরাবর ইচ্ছা যে বাংলার কোন প্রতিষ্ঠান এই বইটির চিত্ররূপ দেবে। গরীব মানুষ প্রায় ৩ সপ্তাহ চেকটি চেপে রেখে চেষ্টা করেছিলাম বইটির বোম্বাই যাওয়া যাতে ঠেকানো যায়। কিন্তু ব্যবস্থা করতে পারি নি। অগত্যা ৩ মাসের option স্বীকার করতে হয়।

আগামী ২৩শে জুন এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। অর্থাৎ ওই তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ টাকা দিয়ে film right কিনে না নিলে আমি আবার যাকে ইচ্ছা film right বিক্রী করতে পারব। সুতরাং বুঝতেই পারছেন ৩ মাসের option-এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত (২৩.৬.৫৩) অপেক্ষা করতে হবে।

বোম্বাই-এর প্রতিষ্ঠানটি, যদি পিছিয়ে যায় তাহলে ২৪.৬.৫৩ তারিখে আমি নূতন চুক্তিপত্র সই করতে পারব[৪]।

আপনাকে আমি

৩০১

১৮৬-এ গোপাললাল ঠাকুর রোড
কলি-৩৫
২৩.৩.৫৩

গোপালবাবু,

'সহরবাসের ইতিকথা'[২] আগাগোড়া সংশোধন ও ঘষামাজা করে দিলাম[৩]। কিছু ভুল ও অস্পষ্টতা ছিল। কাল সকালেই বাকী কাজটুকু শেষ হবে। বিকালে ৪টে নাগাদ বইটা নিয়ে যাব।

বইটা এতখানি ভাল হয়েছে আমার কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু ছাপা সুবিধা হয় নি। বইটাতে রস পরিবেশন করেছি খুব ঘন—ঠাস বুনানি মস্ত মস্ত প্যারা করে ছাপানোয় পাঠকের গ্রহণ করা হজম করা শক্ত দাঁড়িয়ে গেছে।

বইটা কিছু বাড়বে। যে দাম আছে সেই হিসাবেই কাল চুক্তি হবে—বই কতটা বাড়বে এবং দাম বাড়াতে হবে কিনা বুঝতে পারছি না। আমি দাম না বাড়ানোরই পক্ষপাতী।

আশা করি কুশল।

ইতি
প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ নূতন কভার ডিজাইন চাই। এ ছবিটা বিশ্রী।

Sree Gopaldas Mazumder
D. M. Library
42, Cornwallis Street
Calcutta-6

৩১

Alambazar
১০.৪.৫৩

গোপালবাবু[১]

গলদ হইবে আপনাদের, দোষী করিবেন আমাকে। আমি মুখে বলিয়াছিলাম ৪র্থ ফর্মার প্রুফ পাইয়া পত্র লিখিয়া জানাইয়াছি যে ছাপা ফাইল না হোক অন্ততঃ আগের সংশোধন করা প্রুফ না পাইলে পরের প্রুফ ছাড়া অসম্ভব। হাতে লেখা কপির বই[২], প্রুফে নাম ইত্যাদির অদলবদল হইয়াছে কিনা ভাল করিয়া

মিলাইয়া না দেখিলে গুরুতর ভুল থাকিবার সম্ভাবনা। হাতে লেখা কপির কথা বলিতেছি না—প্রুফে সংশোধন করার কথা বলিতেছি। এইজন্য বলিয়াছিলাম এবং চিঠিতেও লিখিয়াছি যে হয় সংশোধন করার পর একটা প্রুফ তুলিয়া অথবা আমার কাটাকুটি করা প্রুফটাই আমাকে পাঠান দরকার।

যেদিন বৈকালে আগের ৩ ফর্মার ফাইল পাইয়াছি তার পরদিন আমার কাছে যে প্রুফ ছিল ডাকে দিয়াছি।

আমার ঠিকানা "Cal-35"—"Cal-36" নয়। "Cal-36" দিলে বরানগর ঘুরিয়া চিঠি আসিতে ৩।৪ দিন বেশী সময় লাগে।

৩২

আলমবাজার
২৮.৮.৫৩

প্রিয়বরেষু

সুবোধবাবু, কয়েকবার আপনার লোককে ফিরিয়ে দিয়েছি। আগে একটা গল্প লিখেছিলাম—নিজের পছন্দ না হওয়ায় দিই নি। আজ যে গল্পটি দিলাম সেটি লিখে খুসী হয়েছি।

প্রুফ পেলে ঘষামাজা করে আরেকটু ভাল দাঁড় করাতে পারব।

উপযুক্ত দক্ষিণা না পেলে কিন্তু ভাল লেখা দেবার উৎসাহ ঝিমিয়ে যায়!

আশা করি কুশল। ইতি

প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৩[১]

186A Gopal Lal Tagore Road
Cal-35
22 | 10 | 53

প্রিয়বরেষু,

আমার 'সশস্ত্র প্রহরী' গল্পের মাথার ছবিটা কে এঁকেছেন? এতখানি স্পষ্টভাবে আমার গল্পের মর্মকথা আঁচড়ে ফোটানো তো সহজ কথা নয়!

প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

Editor, Swadhinata
Ganashakti Printers
33, Alimuddin St.
Cal-16

৩৪

186-A Gopal Lal Tagore Road
Cal-35
24. 10. 53

শারদীয়া আগামীতে আপনার ছোট লেখাটি পড়ে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছি। আপনার কি আগে লেখার অভ্যাস ছিল ? অন্ততঃ গোপনে ?

এত অল্প কথায় এমন গুছিয়ে নিজের অসাধারণ ছেলেবেলার কথা বলা তো সোজা কথা নয় !

আরও বিস্তারিতভাবে আমরা আপনার লিখিত জীবনী চাই—আপনার শিক্ষাদীক্ষা অভিজ্ঞতার স্থায়ী রেকর্ড চাই।

আমরাও অনেক কিছু শিখতে ও বুঝতে পারব।

শরীরটা সারিয়ে তুলছিলাম—ঘটনাক্রমে শারদীয়া লেখার একটা বিশেষ দায় ঘাড়ে চাপায় আবার বেশ খানিকটা কাবু হয়ে পড়েছি। দায়টা অবশ্য পালন করেছি প্রাণপাত চেষ্টায়।

শীঘ্রই একদিন আপনার লিখিত জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করতে যাব।

জীবনী মানে আপনার চরিত্রগত ও জীবনগত সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য—এমন কোন খুঁটিনাটি বিবরণ নয় যা আপনার মত বিশিষ্ট ও নেতৃস্থানীয় রাজনীতিকের পক্ষে প্রকাশ করা সঙ্গত নয়। সর্ব্বসাধারণের উপযোগী করে আপনি মানুষটা কেমন এবং আপনার জীবনটা কেমন মোটামুটি রূপ দেওয়া একটা জীবন-কাহিনী।

আপনি নিজে লিখে দেবার সময় না পান, শুধু ছকে দেবেন। আমরা দশজন লেখক-লেখিকা মিলে মিশে জীবনীটা লিখে ফেলব।

হঠাৎ আজ পেট খারাপ হয়ে গেছে। ২।৩ দিন খুব কষ্ট আর ঝন্‌ঝাট চলবে। তাই ডাকেই চিঠিটা পাঠালাম।

চিঠিটা পেয়েছেন এটুকু আমায় জানাবেন।

ইতি

প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৫

186-A Gopal Lal Tagore Road
Alambazar
Calcutta-35
27.1.54

শ্রীচরণেষু,

দাদা[১] অনেকদিন আপনাদের চিঠিপত্র পাই না। আশা করি সকলে ভাল আছেন।

আমি কয়েকমাসের মেয়াদে এক হাজার টাকা (১০০০৲) ঋণ চাহিয়া এই পত্র লিখিতেছি[২]। বোম্বের একটি ফিল্ম কোম্পানী[৩] আমার 'পদ্মানদীর মাঝি' (বোম্বের Kutub Publishers এই বইখানার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছে[৪]—Swiss ভাষাতেও অনুবাদ বাহির হইয়াছে[৫]) বইখানার film right পাঁচ হাজার টাকা (৫০০০৲) দিয়া কিনিবে স্থির হইয়াছিল। ৫০০৲ দিয়া প্রাথমিক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল এবং বোম্বাই-এর একটি Solicitor কোম্পানীর মারফতে বাকী ৪৫০০৲ টাকার জন্য মূল চুক্তিপত্রও পাঠাইয়াছিল[৬]—আমি সর্তগুলি অনুমোদন করিয়া চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া পাঠাইলেই তাহারা চেক পাঠাইয়া দিবে কথা ছিল।

কি কারণে জানি না হঠাৎ তাহারা মত বদল করিয়া ছবি তোলার কাজ আরম্ভ হইলে মাসিক ৫০০৲ টাকা কিস্তিতে বাকী টাকা দিবার প্রস্তাব করিয়াছে। আমি অবশ্য ইচ্ছা করিলে এই প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিতে পারি—প্রাথমিক চুক্তির জন্য যে ৫০০৲ পাইয়াছি মূল চুক্তি বাতিল হইলে তাহাও আমাকে ফেরত দিতে হইবে না।

এ বিষয়ে চিঠিপত্র লেখালেখি চলিতেছে।

আপনি বোধ হয় জানেন আমার স্বাস্থ্য খুব খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল, এখন ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিতেছি। নামকরা firm-এর নিকট হইতে মূল চুক্তি-পত্রের খসড়া পাইয়া ৪৫০০৲ টাকা পাওয়া সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইয়া আমি কয়েকটি ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। হঠাৎ মাসিক কিস্তিতে টাকা দিবার নূতন প্রস্তাব পাঠানর ফলে মুস্কিলে পড়িয়া গিয়াছি।

প্রকাশক বা অনাত্মীয় কাহারও নিকট ঋণ না করার নীতি আমি কঠোর-ভাবে পালন করি। কারণ এরূপ উপকার নিলেই নানাভাবে আমার নাম ভাঙ্গাইয়া স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা চলে।

বোম্বের চুক্তি বাতিল হইয়া বাকী টাকা যদি একেবারে না পাই তাহা হইলে আপনার টাকা কিভাবে ফেরত দিব সে হিসাব করিয়াই আমি ঋণ চাহিতেছি। 'সাহিত্য জগৎ' এবং 'রিডার্স কর্নার' নামক ২টি প্রকাশকের নিকট আমার

২ খানা উপন্যাস[৭] দেওয়া আছে। একটি ছাপা চলিতেছে[৮], অন্যটি ফেব্রুয়ারীর গোড়ার দিকে ছাপা আরম্ভ হইবে[৯]। এই বই দুইখানার রয়ালটি হইতে আমি অনায়াসে আপনার টাকা শোধ করিতে পারিব। দুইটি প্রকাশকই নির্ভরযোগ্য —তাছাড়া, নিজেদের খরচে বই ছাপিলেও চুক্তি মত আমার রয়ালটি মিটাইয়া না দিয়া প্রকাশকের বই বিক্রয়ের অধিকার নাই।

খুব সম্ভব তিন চার মাসের মধ্যেই একসঙ্গে সব টাকাটা দিতে পারিব। তবে কোন কারণে যদি কথা না রাখিতে পারি এইজন্য লিখিতেছি যে মার্চ্চ এপ্রিল ও মে এই তিন মাসে ৩০০৲, ৩০০৲ এবং ৪০০৲ টাকার তিনটি কিস্তিতে আমি অবশ্যই টাকা শোধ করিব।

আপনি ইচ্ছা করিলে আনুষঙ্গিক কাগজপত্র দেখাইতে পারি। ব্যাঙ্কে আমার এ্যাকাউণ্ট আছে, crossed চেক দিলেই চলিবে।

সকলে মোটামুটি ভাল। আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন যে শিপ্রা নিজের Sec-এ 1st এবং ক্লাশে 3rd হইয়া প্রোমোশন পাইয়াছে।

ইতি

সেবক

মানিক

৩৬

29.1.54

প্রিয়বরেষু,

ক্ষিতীশবাবু[১], বাড়ী ফিরে শান্তভাবে সমস্ত ব্যাপারটা বিবেচনা করে দেখে এই পত্র লিখছি। আপনাকে অপমান করার বা মনে আঘাত দেবার ইচ্ছা আমার ছিল না, মেজাজ দেখিয়ে কথাগুলি না বললে আপনি আহত হতেন না। আমার মেজাজ যে একটু চড়ে ছিল তখন বুঝতে পারি নি। শরীর খারাপ, সকাল থেকে হাসপাতালে বেলা এগারটা পর্য্যন্ত আটক থাকা, এইসব কারণে ওটা ঘটেছিল বুঝতে পারছি।

এজন্য আমি আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি। বয়সে আমি অনেক বড়, আশা করি মনোকষ্ট বা অভিমান ভুলে যাবেন।

এই পত্র জ্যোতিবাবু[২] ও অন্য যাকে ইচ্ছা দেখাতে পারেন। ভুল বা ত্রুটি স্বীকার করতে আমি দ্বিধা করি না[৩]।

ইতি

প্রীতিকামী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৭

186A Gopal Lal Tagore Rd
Cal-35
[? 1954][১]

প্রিয়বরেষু,

আগামী সোমবার 'হরফে'র শেষ ফর্মা ছাড়ছি। আপনাদের বইটা ঘষামাজা করছি। ভেবেছিলাম যতটা সংশোধন করা হয়েছে প্রেসে দিয়ে, ওদিকে ছাপার কাজ চলবে আমি এদিকে ঘষামাজা চা'লিয়ে যাব।

কিন্তু 'সোনার চেয়ে দামী'র ২য় খণ্ড[২] ছাপাবার সময়কার একটা অভিজ্ঞতা স্মরণে এল। প্রথমদিকে কয়েক ফর্মা ছাপা হয়ে যাবার ফলে শেষের দিকে এক যাগায় [জায়গায়] একটু পরিবর্তন করার ইচ্ছা হলেও করতে পারি নি।

সমস্ত কপিটা আগাগোড়া সংশোধন করে প্রেসে দেওয়াই ভাল। হরফ চুকবার পর ৭ দিন পরেই এ বই ধরা চলবে বলেছিলাম—আরও কয়েকদিন সময় লাগবে।

৩৮

আলমবাজার
১২. ৭. ৫৪

প্রিয়বরেষু,

ননীবাবু[১],

শ্রাবণে গল্প দিচ্ছি।

ফরমায়েসি গল্প নয়—সত্যিকারের গল্প।

শারদীয়াতেও গল্প দেব।

এই দুটি গল্পে আমার লেখার নবপর্য্যায়ের ইঙ্গিত দিতে পারব আশা করছি।

চমকপ্রদ কিছু নয়। আমি ওসবে বিশ্বাস করি না। বিদ্যুৎ আকাশেই চমকায়—সেটাই ভাল। মানুষের জীবনে বিদ্যুত আলো জালায়, ফ্যান চালায়, উনান জ্বালায়, রেলগাড়ী পর্য্যন্ত চালাতে পারে (অন্য দেশে চালিয়েছে, আমাদের দেশে দু'একটা সহর ছাড়া চালাতে পারি নি। কেন পারি নি বোঝা খুব সহজ। আমরা কাজের চেয়ে ভাবকে বেশী ভালবাসি। কাজ আর ভালবাসার মধ্যে যে ভাবের ফ্যাকড়া থাকতে পারে না, স্বার্থপর যুদ্ধবাদী একগুঁয়ে বোকা মানুষ আর সেই মানুষটার সক্রিয় উৎসাহী এবং নিরুপায় খাটুনে [?][২]

৩৯[১]

186A Gopal Lal Tagore Rd
Cal-35
28. 7. 54

দিদি,

তুমি কি জানো যে বাবাকে টালিগঞ্জের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, বাবা হঠাৎ এসে আমার এখানে উঠেছেন? আগের মত আমার ভাড়াটে ঘরে চটের পার্টিসান করে বাবাকে থাকতে দিতে হয়েছে[২]?

বাবার শরীর খারাপ, মন খারাপ।

মনটাই বেশী খারাপ।

হাজার হাজার টাকা রোজগার করা ছেলে আছে—তবু কি দুর্দ্দশা।

তুমি আর অন্নদাবাবু দুজনেই বাবাকে স্নেহ ভালবাসা জানিয়ে চিঠি লিখো। ভয় নেই। বাবা তোমাদের ঘাড়ে চাপবেন না। চিঠি পড়ে মনটা একটু খুসী হবে।

মানিক

Sm. Sishir Kumari Devi
C/o Sj. Ananda Kishore Chatterjee
Naya Bazar
P.O.Midnapore

৪০

186A Gopal Lal Tagore Rd
Cal-35
28. 7. 54

শ্রীচরণেষু,

মেজদা, বাবাকে টালিগঞ্জ হইতে হিমাংশু গুপ্তরা তাড়াইয়া দিয়াছে। খাওয়ার অব্যবস্থার জন্ত বাধ্য হইয়া বাবা আমার এখানে আসিয়া উঠিয়াছেন। আগের মত আমার কাজের ঘরে চটের পার্টিসান তুলিয়া বাবাকে রাখিয়াছি।

বাবা আমার কাছেই থাকিবেন। ৮৪ বছর বয়সে শরীর অপেক্ষা বাবার মানসিক কষ্টই বেশী দাঁড়াইয়াছে। বাবাকে স্নেহ-ভালবাসা জানাইয়া পত্র লিখিবেন, মেজবৌদি এবং ছেলেমেয়েদের পত্র লিখিতে বলিবেন। ইহা কর্তব্য।

সংবাদাদি জানাইবেন।

মানিক

Dr. S. K. Banerjee
Hazaribag Road
Ranchi

৪১

186A Gopal Lal Tagore [Road]
Cal-35
28. 7. 54

শ্রীচরণেষু,

সেজদি, টালিগঞ্জের বাসায় খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা হইতেছে জানাইয়া বাবা হঠাৎ আমার এখানে চলিয়া আসিয়াছেন। আগের মত আমার কাজের ঘরে চটের পার্টিসান করিয়া বাবাকে রাখিয়াছি।

বাবার শরীর খুব খারাপ। মন আরও বেশী খারাপ। এত বড় বড় চাকুরে ছেলে আর জামাই থাকিতে এরকম অবস্থা হয় কেন ভাবিয়াই বাবার মনে নিদারুণ কষ্ট হইয়াছে।

পত্রপাঠ তুমি ও ললিতবাবু বাবাকে স্নেহভালবাসা জানাইয়া পত্র লিখিবে। বাচ্চারা চিঠি দিলে ভাল হয়।

কল্পনা করিয়াও আশ্চর্য্য হইয়া যাই যে এতগুলি বড় বড় রোজগারে ছেলের বাবা খাওয়া দাওয়ায় অসুবিধার জন্ত টালিগঞ্জে নিজের ছেলের নিজের বাড়ী হইতে আমার এই ভাড়াটে বাড়ীতে একটা ঘরে চটের পার্টিসনের আড়ালে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন।

নিজেদের বাড়ী থেকে ৮৪ বছর বয়সের বাপকে যারা তাড়ায়, তাদের কিছুদিন জেল খেটে প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত মনে করি।

মানিক

Srijukta Snehalata Devi
C/o Sj. Lalit Mohon Bhattacharya
Ex-Deputy Collector
P. O. Gaya

৪২[১]

186-A Gopal Lal Tagore Road
Calcutta-35
9. 2. 55

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত সমীপেষু
১২৫, রাসবিহারী এভিনিউ
[কলকাতা] ২৯

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনাদের ভালবাসার পরিচয় পেয়ে আমি বিচলিত অভিভূত হয়ে পড়েছি। প্রীতি ও বন্ধুত্ব পেয়েছি অনেক কিন্তু আপনারা সকলে যে আমায় এত

ভালবাসেন, আমার জীবনের দাম যে এত বেশী মনে করেন, এ ধারণা ছিল না।

আমি কেন হাসপাতালে যেতে অস্বীকার করছি সে সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার। জানি না আমার বক্তব্য আপনাদের গ্রহণযোগ্য হবে কিনা।

আমার সুনিশ্চিত বিশ্বাস যে নিজেকে রোগী মনে করলে এবং চিকিৎসার জন্ম হাসপাতালে গেলে আমার সর্বনাশ হবে—আমাকে মৃত্যু বরণ করতে হবে।

আমার কোন রোগ নেই, আমি সুস্থ সবল সক্রিয় মানুষ—এ বিশ্বাস আঁকড়ে থাকা ছাড়া আমার কোন গতি নেই।

কারণগুলি এই—

(১) প্রথমদিকে পুতুলনাচের ইতিকথা প্রভৃতি কয়েকখানা বই লিখতে লেখতে গিয়ে যখন আমি নিজেও ভুলে গিয়েছিলাম যে আমার একটা শরীর আছে এবং পরিবারের মানুষেরাও নিষ্ঠুরভাবে উদাসীন হয়ে গিয়েছিল তখন একদিন হঠাৎ আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। এক মাস থেকে দু' তিন মাস অন্তর এটা ঘটতে থাকে।

তখন আমার বয়স ২৮।২৯—৪।৫ বছরের প্রাণান্তকর সাহিত্য সাধনা হয়ে গেছে।

(২) কয়েক বছর ধরে বহুভাবে আমার চিকিৎসা হয়েছে, কয়েকজন স্পেসালিষ্টও আমায় পরীক্ষা করেছেন। ৬।৭ বছরের জন্ম আমি ডাক্তারের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছিলাম, সব রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলাম।

ডাক্তাররা শুধু ব্রোমাইড ইত্যাদি ওষুধের ব্যবস্থা দিতেন।

কোন স্পেসালিষ্ট বলতে পারেন নি আমার অসুখ কি এবং কেন আমি মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাই।

অ্যালকোহলের সঙ্গে তখন আমার সম্পর্ক ছিল না।

(৩) ঝিমিয়ে দেওয়া ওষুধ খেয়ে খেয়ে ক্রমে ক্রমে অকর্মণ্য হয়ে পড়লাম এবং মৃত্যুর প্রায় মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

ইতিপূর্বেই আমি নিজের অসুখ সম্পর্কে ডাক্তারি বই পড়তে সুরু করেছিলাম। খাতা ভর্তি করে সব টুকে রেখেছিলাম—প্রমাণ আছে।

ডাক্তারও স্বীকার করেছিলেন এবং ডাক্তারি বই পড়ে আমিও দেখেছিলাম সেখানে স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে: মাঝে মাঝে আমি কেন অজ্ঞান হয়ে যাই তার কারণ আজও চিকিৎসা-বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে পারে নি!

(৪) দীর্ঘকাল চিকিৎসা চালিয়ে অকর্মণ্য মরণাপন্ন হয়ে আমি তখন সিদ্ধান্ত নিই যে নিজেকে আর রোগী ভাবব না।

কোন ডাক্তারের পরামর্শ না নিয়েই আমি একটা পেটেন্ট ওষুধ এবং নেই

সঙ্গে এত বছর ঝিমিয়ে দেওয়া ওষুধ খাওয়ার প্রতিষেধক হিসাবে বিপরীত জিনিষ অ্যালকোহল সুরু করি।

(৫) একটা কথা ভুল বুঝবেন না—আমি কোনদিন চিকিৎসা-বিজ্ঞান বা ডাক্তারকে উড়িয়ে দেবার কথা কল্পনাতেও আনি নি। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আমি বিশ্বাসী। আমি বরাবর ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেছি, দরকার মত ওষুধপত্র খেয়েছি।

এমন কি, অ্যালকোহল বেড়ে যাবার পর এর বিপদটা টের পেয়ে আমি যে গত কয়েক বছর ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ করেছি, তার প্রমাণ আছে।

এ ডাক্তার গত ছ' সাত বছর আমার পরিবারের সমস্ত অসুখ বিসুখের চিকিৎসাও করে আসছেন।

(৬) তবে কথা হল এই, ডাক্তার [-এর] সব উপদেশ মেনে চলা বা সব ওষুধ নিয়ম মত খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

কারণ অর্থাভাব এবং অতিরিক্ত খাটুনি। আজ এখন ওষুধ খেয়ে ঘুমোলে কাল হাঁড়ি চড়বে না—খানিকটা অ্যালকোহল গিললে কিছুক্ষণের জন্য তাজা হয়ে হাতের কাজটা শেষ করতে পারব। এ অবস্থায় অ্যালকোহলের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় কি?

(৭) সমস্ত চিকিৎসা বন্ধ করে, নিজেকে রোগী ভাবতে অস্বীকার করে এবং সাধারণ একটা পেটেন্ট ওষুধ ও অ্যালকোহলের সাহায্যে আমি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলাম।

ডাঃ নারায়ণ রায় আমায় পরীক্ষা করতে এসে পেটেন্ট ওষুধটা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করে গেছেন—It was the correct medicine.

কিন্তু শুধু ওষুধটা অবলম্বন করলে আমি বাঁচতাম না। কয়েক বছর নিজেকে রোগী ভেবে এবং ডাক্তারদের চিকিৎসার <u>অধীনে</u> থেকে আমি যে কি অবস্থায় পৌঁছেছিলাম আমিই কেবল তা জানি।

অ্যালকোহলের আশ্রয় না নিলে National War Front-এর চাকরীটা একমাসও আমি টানতে পারতাম না।

কবিরাজী 'মৃত সঞ্জীবনী সুরা' দিয়ে আমার অ্যালকোহলিজম সুরু হয়েছিল —চাকরী করার সময় বিলাতী মদ রপ্ত করি।

(৮) বছর দশেকের কথা।

প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিলাম। আর ক'মাস বাঁচব এই ভাবনা মাথায় এসেছিল।

নিজেকে রোগী না ভেবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলাম বলেই রক্ষা পেয়েছিলাম।

গত দশ এগার বছরের মধ্যে ২।৩ বছর দায়িত্বপূর্ণ পদে চাকরী করেছি, শত শত সভা সমিতিতে যোগ দিয়েছি, বক্তৃতা করেছি, ১৯।২০ খানা বই লিখেছি।

(৯) এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন যে যা একদিন আমায় বাঁচিয়েছিল, সেটা গিলবার অভ্যাসই হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার প্রধান রোগ।

অ্যালকোহলের কবল থেকে এবার মুক্তি লাভ করা দরকার সে বিষয়ে আমি যে অনেকদিন আগে থেকেই সচেতন হয়েছি তার প্রমাণ আছে।

অর্থাভাব ও অতিরিক্ত খাটুনির জন্য এটা একেবারে বর্জন করতে পারি নি কিন্তু সামলে চলার চেষ্টা যে করেছি সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন আমার পুরানো ফেমিলি ফিজিসিয়ান।

(১০) আমি মাতাল নই—সাহিত্যিক।

ডাক্তারের সহযোগিতা যে দরকার আমি তা জানি। সপ্তাহে ২৩ দিন আমি আমার পুরানো ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করি।

দয়া করে আমায় রোগী বানাবেন না, জোর করে হাসপাতালে টানবেন না।

খাটুনি এবং চিন্তাভাবনার হাত থেকে রেহাই পেলে বাড়ীতে থেকেই আমি অ্যালকোহলকে কিছুদিনের মধ্যে বশে আনতে পারব।

এটুকু মনের জোর যদি আমার না থাকে তবে কলম বন্ধ করে আমার মরাই ভাল।

প্রীতিকামী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৩

24. 2. 55[১]

প্রিয়বরেষু,

আমারই ভুল হয়েছিল। আপনাদের সকলের ভালবাসার বিধান অগ্রাহ্য করে নিজের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের জিদটা খাড়া রাখা উচিত হয় নি[২]।

৪৪[১]

Cab'n 2
Islamia Hospital
73, Central Avenue
Calcutta-12
14. 3. 55

প্রিয়বরেষু,

কাজ ফুরিয়ে গেলে আর মনে থাকে না? পত্রপাঠ যা পারেন টাকা সংগ্রহ করে পাঠাবেন।

বেঁচে উঠি—তারপর হিসাব নিকাশ হবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

Sri Milan Ghosh

৪৫[১]

Cabin 2
Islamia Hospital
73, Central Avenue
Cal-12
14. 3. 55

প্রিয়বরেষু,
কিছু টাকার ব্যবস্থা করতে পার ?
বেঁচে ওঠার পর হিসাব নিকাশ হবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

Sri Ashish Sarker
85 Moiradanga Road
"Prasanna Kutir"
Baranagore

৪৬[১]

186-A Gopal Lal Tagore Road
Calcutta-35
24. 5. 55

শ্রীচরণেষু,

বাবাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া এবং অপারেশন হইবার পর ভালই আছেন জানিয়া বাড়ী ফিরিয়া আমি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ি। আমার এই অসুখের ব্যাপার আপনারা জানেন। একমাসের উপর হাসপাতালে ছিলাম, রক্ত থুতু ইত্যাদি হইতে সর্ব্বাঙ্গ *X*-ray করিয়া তন্নতন্ন ভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছে। কলিকাতার শ্রেষ্ঠ ডাক্তাররা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়াছেন। আপনি জানিয়া আমোদ পাইবেন যে

৪৭

Lumbini Park[১]
11. 9. 55

Sree Tarun Ch Sinha, Esq
Superintendent,
Lumbini Park

নিবেদন এই,

একটু বিশেষ সুবিধা প্রার্থনা করে এই আবেদন-পত্র পাঠাচ্ছি। আজ দেবীবাবু (শ্রী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়) এসেছিলেন, তিনিও জানিয়েছেন যে আমার পক্ষে ওকালতি করার জন্য আপনার সঙ্গে শীঘ্রই একদিন দেখা করবেন।

১। প্রথমতঃ আমি যে চিঠিপত্র লিখব সেগুলি যেন তাড়াতাড়ি ডেসপ্যাচের ব্যবস্থা করা হয়। প্রকাশক, সম্পাদক প্রভৃতি এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে আমার সর্ব্বদা যোগাযোগ বজায় রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আমি কথা দিচ্ছি, এমন একখানা পত্রও আমি লিখব না যা কোন না কোন দিক দিয়ে প্রয়োজনীয় বা জরুরী নয়।

২। দ্বিতীয়তঃ, শারদীয়া সংখ্যা বা প্রকাশিতব্য বই সম্পর্কে কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে সহজেই যেন দেখা করার সুযোগ পায়।

৩। তৃতীয়তঃ, লেখায় মজে গেলে অসময় হলেও বাড়তি এক কাপ চা চাইলে যেন পাই। মানুষের মন সম্পর্কে আপনি জ্ঞানী লোক, আপনাকে বেশী লেখা নিষ্প্রয়োজন। এক কাপ চায়ের জন্য মন খুঁতখুঁত করার জন্য হয় তো আমার কলম বন্ধ হয়ে যাবে।

এই বিশেষ সুবিধা সম্পর্কে নির্দ্দেশ দিয়ে রাখলে আপনার কাছে সত্যই কৃতজ্ঞ থাকব। সকলে বেশ আদর যত্ন করছেন। আশা করি কুশল।

প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৮

186-A Gopal Lal Tagore Road
Calcutta-35
3.11.55

প্রিয়বরেষু,

দেবীবাবু[১], কলকাতা ফিরেছেন কিনা জানি না। বিজয়া পার হয়ে গেছে। কিন্তু শুভেচ্ছা বারোমাসই জানানো চলে।

মোটামুটি ভালই আছি। দুর্ভিক্ষপীড়িতের কী খাই কতো খাই কখন খাই ভাবটা কমে গিয়ে খাওয়া দাওয়া স্বাভাবিক হয়ে এসেছে—মোট পরিমাণ মন্দ নয়। ডাক্তার দেবও বলেছিলেন যে এরকম ঘটবে।

আপনাদের আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণিত করেছি, এ পর্য্যন্ত এক ফোঁটাও গিলি নি।—"Alcohol, alcohol everywhere, not a drop to drink"। অবস্থা কিন্তু কবিতাটির সমুদ্রে দিকভ্রষ্ট জাহাজের তৃষ্ণাপীড়িত নাবিকদের মত নয়। দু'একবার কিছুক্ষণের জন্য ইচ্ছা জেগেছে (অল্প একটু—পরীক্ষামূলকভাবে) —এই মাত্র। Craivng টের পাচ্ছি না।

মানসিক আত্মবিশ্লেষণের (সঠিক কিনা জানি না) দিক দিয়ে ব্যাপারটার একটা ভারি মজার দিক খেয়াল করছি। আগে আতঙ্ক জাগত যে রোজ খেয়ে

আসছি—আজ একেবারে না খেলে যদি মারাত্মক কিছু ঘটে। এখন ইচ্ছা জাগলে আতঙ্ক জাগছে বিপরীত—এতদিন বন্ধ আছে, এতরকম ওষুধপত্র মুখ দিয়ে এবং গা ফুঁড়ে গ্রহণ করেছি এবং করছি—অল্প একটু খেলেও যদি গুরুতর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

মদ সম্পর্কে নয়—জীবন-তৃষ্ণা ও অভ্যাসের সূত্রকে কেন্দ্র করে একটা কাহিনী মনের মধ্যে রূপ নেবার চেষ্টা করছে। চরিত্র, পরিবেশ, গল্প টেকনিক ইত্যাদি বাস্তব ব্যাপারগুলি এখনও স্পষ্টভাবে ধরতে পারছি না।

তাড়াতাড়ি নেই কিন্তু ডাক্তার দেবের সঙ্গে একবার যোগাযোগ ঘটা দরকার। ডাক্তার দেব স্পষ্টই জানিয়েছিলেন যে এজন্য আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই—আপনিই ব্যবস্থাদি করবেন। খুব ঘুমোচ্ছি, কাজে দারুণ আলস্য—অবশ্য, চিন্তা করাটা যদি কাজ বলে গণ্য করা না হয়। গায়ের ব্যথা বেদনার ভাবটা কমছে বাড়ছে—একেবারে যাচ্ছে না। Liver extract ইনজেকসন নেবার পর বেড়ে যাচ্ছে। পরশু বেরিয়ে অনায়াসে অনেক ঘোরাঘুরি করেছি—কাল জরুরী প্রোগ্রাম স্থির করেও বার হওয়া বাতিল করতে হল।

আশা করি কুশল।

প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৯

186-A Gopal Lal Tagore Road
Alambazar
Calcutta-35
25.11.55

শ্রী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ
সমীপেষু

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমি আজ বিকালের দিকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। লেখকের পক্ষে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সঙ্গে খালি-হাতে দেখা করতে যাওয়া উচিত নয় ভেবে 'পদ্মানদীর মাঝি'র একখানি ইংরাজী অনুবাদ (অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি, এম. পি) নিয়ে গিয়েছিলাম। সেটি আপিসে জমা দিয়ে এসেছি।

আপনি যে অত্যন্ত ব্যস্ত তা জানাই ছিল। সুতরাং দেখা করা সম্ভব নয় জেনে আপনাকে বিরক্ত করার চেষ্টা না করেই ফিরে এসেছি।

প্রায় ছ'বছর আগে বড় দাদা ডাঃ সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাবাকে দেখতে এসে (বাবা গত কয়েকবছর আমার কাছে আছেন—বর্তমান বয়স ৮৭ বৎসর) আপনার সঙ্গে দেখা করার কথা বলেছিলেন। নিজের স্বাস্থ্যের মারাত্মক অবস্থা (২ মাস নার্সিং হোমে থাকার পর কিছুদিন আগে মুক্তি পেয়েছি), পারিবারিক দুর্ঘটনা (বড় মেয়ে শান্তা স্কুলে পুরস্কার-বিতরণী সভায় প্যাণ্ডেল ভেঙ্গে পড়ায় জখম হয়ে প্রায় ৯ মাস কাশীপুর হাসপাতালে আছে) ইত্যাদি কারণে যাব যাব করেও আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া সম্ভব হয় নি।

বর্তমানে সুস্থ আছি। আজ দাদার পত্র পেলাম। তাঁর শরীর খুব খারাপ—বৌদিরও। মধুপুরে চেঞ্জে গিয়েছেন।

কুশলে আছেন এবং থাকবেন আশা করি।—

প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৫০[1]

186A Gopal Lal Tagore Road
Alambazar
Cal-35
26.12.55

কল্যাণীয়েষু,

তোমার ২৩।১২ তারিখের কার্ড পাইলাম। বাবা এখানেই আছেন এবং ভালই আছেন। অন্য কোথাও যাইতে বাবার দারুণ অনিচ্ছা, ডলির সেবা ছাড়া একবেলা চলে না। আমার অনেক অসুবিধা ও ঝনঝাট—কিন্তু কি করিব।

আশা করি তোমরা সপরিবারে কুশলে আছ।

ইতি
মানিক

৫১[1]

186-A Gopal Lal Tagore Road
Alambazar
Calcutta-35
12.6.56

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত সমীপেষু

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

Bacillary dysentery-র ধাক্কা সামলে সবে ২দিন পথ্য পেয়েছিলাম—আবার গুরুতর রকম সাধারণ পেট খারাপ দেখা দিল। সেটা অল্পেই সামলানো

গেছে। কদিন হয় পথ্য পেয়েছি—দুপুরে গলা ভাত ও শিং মাছ তরকারীর স্যুপ, রাত্রে চিড়ার মণ্ড। যাই হোক, শরীরটা এখন ভালর দিকেই যাচ্ছে। আজ অনেকটা ঝরঝরে ও তাজা বোধ করছি।

মৃত্যু দর্শন হয়ে গেল। ২৫শে জুন আক্রমণ জোরালো হয়, কাছের ডিসপেনসারীর যে ডাক্তার সর্ব্বদা আসেন তাকে ডাকালাম, শরীর খারাপ থাকায় আসতে পারলেন না। সেদিনটা বাদ গেল—কে জানত ব্যাপার এমন ভয়ানক, পেট তো আমার মাঝে মাঝে খারাপ হয়ই!

পরদিন প্রায় যাওয়ার অবস্থা। নিজেই বুঝতে পারছিলাম, সব শেষ হয়ে আসছে। হাত পা অবশ হয়ে আসছে, বালিশ থেকে মাথা তুলতে পারি না—অথচ চেতনা বেশ পরিষ্কার। চোখের সামনে এলোমেলোভাবে ছেলেবেলা থেকে জীবনের নানা ঘটনা ছায়াছবির মত ভেসে যাচ্ছে। শেষটা কিভাবে ঘটবে—তাও ভাবছি। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

৫২[১]

১৮৬-এ গোপাললাল ঠাকুর রোড
কলিকাতা-৩৫
১২. ৮. ৫৬

প্রিয়বরেষু,

রাগ করবেন না। দুঃখিত হবেন না যে আপনার এবং আপনাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল, আমাকে সংশোধন করা গেল না।

আন্তরিক ভালবাসা নিয়ে আমাকে বাঁচাবার জন্য আপনারা যে চেষ্টা করেছেন তা নিষ্ফল হয় নি, হতে পারে না। দু'বার হাসপাতালে গিয়ে মদ খাবার বদ অভ্যাস ছাড়তে পারলাম না—এটা সত্যই গুরুতর কথা।

সংযোজন

১

বৌদি[১]

চিঠিপত্র লিখলে জবাব দাও না। এত রাগ কেন? সামনে থাকলে আমি তোমার পেছনে লাগি চলে গেলে সেজন্য দুঃখ হয়। তাই এবার মনে মনে ঠিক করে যাচ্ছি যে একবারও পিছনে লাগব না। খারাপ শরীর নিয়ে যাচ্ছি, সেবা করে যদি শরীরটা ভাল করে দিতে পার তবে বুঝব বাহাদুর। তোমার মাথাটা যেখানে ফেটেছিল আমারও প্রায় সেইখানেই ফেটেছে।

ইতি
মানিকলাল

২

186A Gopal Lal Tagore Road
Calcutta-35

কল্যাণবরেষু,

বণ্টু[১], তোমার চিঠিতে শ্রীমান বাচ্চুর[২] পরীক্ষার খবর জেনে আমরা সকলে বড়ই খুসী হয়েছি। সামান্য নম্বরের জন্য কেন ফার্ষ্ট হতে পারে নি সেটাও অনুমান করছি। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা যে কাজে লাগবে সেই কাজেই যেন সেরা হতে পার। শ্রীমান বাচ্চুকে আমার কাছে চিঠি লিখতে বোলো।

আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, অন্য সকলে ভাল আছে। মাঝে মাঝে তোমাদের সকলের কুশল জানিয়ে সুখী কোরো।

ইতি
শুভার্থী
ন' কাকু

Sreeman Samir Kumar Banerjee
C/o Dr. S. K. Banerjee
Hazaribag Road
Ranchi

৩

186-A Gopal Lal Tagore Road
Alambazar
Calcutta-35

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

'মুখপত্র' পেলাম দুপুরে। ফর্মা চারেক শারদীয়া লেখা নিয়ে মশগুল—কাজ সাজ করে সীমাহীন শ্রান্তিকে বেদনায় পরিণত করতে না চেয়ে 'মুখপত্র' টেনে নিলাম—যতক্ষণ ঘুম না আসে।

আপনার দেড়পাতা লেখা পড়ে এই চিঠি লিখছি। অনুরোধ জানাচ্ছি—লেখাটা আরও অনেক বড় করে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে লিখুন। আপনার দেড়পাতা লেখা আমরা সাহিত্যিকরা নয় মর্মে মর্মে বুঝলাম—অনেকের ২।৩শ' পাতার বই পড়ে যা বুঝি নি তার চেয়ে ভাল করে বুঝলাম—কিন্তু সাধারণ মানুষ যে বুঝবে না।

বয়স অপরাধ নয়। অসুস্থতা ব্যক্তিগত দোষ নয়।

যে বৃদ্ধ শেখাতে পারেন, তরুণকে শিক্ষা দেবার মত অনেক মালমশলা

যাঁর প্রাচীন মগজে মজুত—তাঁর কাছে শিক্ষা নিতে যে তরুণ দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করবে—আমি তাকে ধিক্কার দেব।

পিতার সঙ্গে খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করা চলে—পিতারও অনেক রকম দোষ থাকে। কিন্তু পিতৃত্বকে যে অস্বীকার করতে চাইবে, যে বলবে ঐতিহ্য বলে কিছু নেই—তাকে আমি অসভ্য অমানুষ বলব, তাকে আমি ধিক্কার দেব।

দুঃখের বিষয়, বুড়ো বাপ শিশুর চেয়ে অভিমানী হয়। ছেলে যে লড়াই-এ নেমে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মরতে বসেছে, সামলে সুমলে নিয়ে আবার বাপের লড়াইটা চালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে—অভিমানী বাপের তা চোখে পড়ে না।

আমি কি জানি না যে বাপ ছাড়া ছেলে হয় না?

ঐতিহ্য ছাড়া কৃষ্টি হয় না?

প্রবন্ধটা বাড়ান। অসুস্থ শরীরে নিজে লিখতে না পারেন—মুখে বলে অন্যদের দিয়ে লিখিয়ে সংশোধন করে দিতে পারেন না একটা বড় তথ্য সম্বলিত প্রবন্ধ?

দিলে আমাদের কী উপকারটাই যে হয়!

প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৪

প্রিয়বরেষু,

'পদ্মানদীর মাঝি'র চিত্রগ্রহণ স্বত্ব এখন পর্য্যন্ত কোন প্রতিষ্ঠান নেয় নাই[১]। যে কোন সময়ে আসিলেই আমার দেখা পাইবেন—কারণ, আমি অসুস্থ। তবে কোথায় আছি খবর লইবেন—হাসপাতালেও যাইতে পারি।

প্রীতিকামী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সং যো জ ন

১

অগ্রন্থিত রচনা

[মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন ডায়েরি-বই, খাতা ও বিচ্ছিন্ন কাগজপত্রে, সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর নিজের রচনার কিছু স্বকৃত তালিকায়, বিশেষত বিভিন্ন সময়ে লেখা-বাবদ প্রাপ্ত টাকার হিসাবপত্রের ভিড়ে, এমন অসংখ্য রচনার উল্লেখ পাওয়া যায় যা তাঁর জীবিতকালে বা মৃত্যুর পর এ-যাবৎ গ্রন্থভুক্ত হয় নি। বর্তমান তালিকার প্রধান অবলম্বন ১৯৫০-এর ডায়েরি-বই—এই ডায়েরি-বই, প্রকৃতপক্ষে, লেখকের অন্যান্য ডায়েরি ও খাতায় ছড়ানো তাঁর লেখা-সংক্রান্ত তথ্যের সার-সংকলন এবং মূলত লেখা-বাবদ প্রাপ্ত টাকার হিসাব-খাতা—সময়কাল, বিক্ষিপ্তভাবে, ১৯৪৩—১৯৫৬। উক্ত সময়কালের মধ্যে রচিত ও সাময়িকপত্রে বা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত লেখকের সমস্ত রচনার উল্লেখ অবশ্য ১৯৫০-এর ডায়েরি-বইয়ে নেই, এবং লেখকের অগ্রন্থিত রচনার বর্তমান তালিকা যেহেতু উল্লিখিত ডায়েরি-বইয়ের তথ্যাদির মধ্যেই প্রধানত সীমাবদ্ধ, বর্তমান তালিকা তাই কোনো অর্থেই লেখকের সমুদয় অগ্রন্থিত রচনার সম্পূর্ণ তালিকা নয়। ১৯৫০-এর ডায়েরি-বইয়ে লেখা-বাবদ অর্থপ্রাপ্তির 'নোট', একই ডায়েরি-বইয়ে 'মাসিকে প্রকাশিত গল্প'-শীর্ষক একটি তালিকা ও আরো-কিছু প্রকাশিত রচনার ইতস্তত উল্লেখ, এবং লেখকের অন্যান্য খাতাপত্রের অতিরিক্ত তথ্য থেকে বর্তমান তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে—তালিকাভুক্ত রচনাগুলির প্রকাশ-সম্পর্কিত তথ্যাদি, লেখকের নিজস্ব 'নোট' থেকে যেখানে যতটুকু জানা যায়, যথাযথ উদ্ধৃত হল। কিছু-কিছু ক্ষেত্র ছাড়া, তালিকাভুক্ত রচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পত্রপত্রিকা মিলিয়ে দেখার সুযোগ হয় নি। লেখা-বাবদ অর্থপ্রাপ্তির হিসাব থেকে সংকলিত রচনার ক্ষেত্রে, প্রকাশকালের অভাবে, ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানের সূত্র হিসাবে উদ্ধৃত হয়েছে বিশেষ রচনা-বাবদ অর্থপ্রাপ্তির তারিখ—উক্ত তারিখের কাছাকাছি সময়ে, কিছু আগে বা পরে, সংশ্লিষ্ট রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল ব'লে ধ'রে নেওয়া চলে। [ ] বন্ধনীভুক্ত প্রাসঙ্গিক মন্তব্য বা অতিরিক্ত তথ্য, এবং অসম্পূর্ণ তথ্যের ক্ষেত্রে [?] জিজ্ঞাসাচিহ্ন, সম্পাদকের সংযোজন।

অন্যবিধ উল্লেখ ছাড়া, বর্তমান তালিকার অগ্রন্থিত রচনাবলী সমস্ত ক্ষেত্রেই গল্প। উৎসের প্রকৃতি অনুযায়ী তালিকাভুক্ত রচনাগুলি যদিও কয়েকটি পৃথক পর্যায়ে বিভক্ত, সমগ্র তালিকাটি ধারাবাহিক সংখ্যাক্রমের দ্বারাই বিন্যস্ত হল।]

প্রকাশিত রচনার তালিকা থেকে

১. স্নায়ু—পূর্ব্বাশা। শারদীয়া, ১৩৪৬।
২. মানুষ কাঁদে কেন—চতুরঙ্গ। [?]
৩. চোখ—নতুনপত্র। [?]
৪. কলহের জের—বৈজয়ন্তী। [?]
৫. সঙ্গয়াভিলাষীর অভিযান—আনন্দবাজার পত্রিকা। [?]
৬. শান্তির সমস্যা (নাটিকা)—[?]
৭. জব্দ করার প্রতিযোগিতা [ছোটদের গল্প]—পাঠশালা। কার্তিক, ১৩৪৭।

৮. অকর্মণ্য—নবশক্তি। শারদীয়া, ১৩৪৭।

৯. প্রতিক্রিয়া—নরনারী। শারদীয়া, ১৩৪৭।

[মুদ্রিত গল্পটি প'ড়ে সন্দেহ জাগে, গল্পটি প্রকৃতই লেখকের রচনা কি না।]

১০. গৃহিণী—পত্রিকা। কার্তিক, ১৩৪৭।

১১. পুত্রার্থে—সংস্কৃতি। [?]

[লেখকের একটি নোটবইয়ে উল্লেখ আছে যে, 'সংস্কৃতি'-পত্রিকাটি কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত।]

১২. অপর্ণার ভুল—নরনারী। [?]

১৩. ছবির ভূত [ছোটদের গল্প]—মৌচাক। [?]

[লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর 'ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প'র (১৯৫৮) অন্তর্ভুক্ত একটি গল্পের নাম 'তৈলচিত্রের ভূত'—'ছবির ভূত' কি উক্ত গল্পের আদি নাম ?]

১৪. ঘটক—পরিচয়। বৈশাখ, ১৩৪৮।

[১০ম বর্ষ ২য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা। পৃঃ ৯০৮—৯১৯]

১৫. সন্ধ্যা ও তারা—[?]

১৬. খুনী—নতুন জীবন। পৌষ, ১৩৫০। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা।

১৭. জোতদার—সংস্কৃতি। ১৩৫১।

১৮. ভুল ধারণা (প্রবন্ধ)—নরনারী। শ্রাবণ, ১৩৪৭।

[লেখকের কাগজপত্রের মধ্যে রক্ষিত রচনাটির ছাপা কপির উপর লেখকের হাতে-লেখা মন্তব্য : আমার লেখা নয়।]

১৯. শ্রমবঞ্চিতা শিকারিণী (কবিতা)—পূর্ব্বাশা। বৈশাখ, ১৩৪৬।

২০. ব্যথার পূজা—বিচিত্রা। ভাদ্র, ১৩৩৬।

[লেখকের নিজের উক্তি অনুযায়ী তাঁর 'দ্বিতীয় লেখা' ; 'বিচিত্রা'র ৩য় বর্ষ ১ম খণ্ড ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত লেখকের তৃতীয় গল্প। লেখক সচেতনভাবেই গল্পটিকে তাঁর কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন নি। কিন্তু 'ব্যথার পূজা' প্রকাশিত হবার বছর-তেইশ পর, উক্ত গল্পের জের টেনে তিনি শুরু করেন তাঁর 'তেইশ বছর আগে পরে'-নামক উপন্যাস (প্রকাশকাল ১৯৫৩)—উপন্যাসটির শুরুতে লেখক নিজেই লিখেছেন: 'দু'একটি সামান্য ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে বিচিত্রায় প্রকাশিত অসম্পূর্ণ কাহিনীটি অবিকল তুলে দিয়ে আমাদের উপন্যাস আরম্ভ করা যাক :']

২১. সাধারণ প্রেম—গল্পগুচ্ছ। [?]

[ডায়েরি ১৯৫০-এর তালিকায় লেখক লিখেছিলেন : গল্পগুচ্ছের গল্প—নাম কি 'শেষ মুহূর্ত্তে' ? অন্য একটি খাতার সূত্র অনুযায়ী, গল্পটির নাম 'সাধারণ প্রেম'।]

২২. জয়দ্রথ—সোনার বাংলা। [?] ১৯৪৭।

২৩. শীত—রণজিত সেনকে। [?]

২৪. চৈতালী আশা—স্বাধীনতা। রবিবার, [?] ১৯৪৭।

লেখা-বাবদ প্রাপ্ত টাকার 'নোট' থেকে

২৫. পিং পিং (অনুবাদ)—রংমশাল। ১৫.৭.৪৬

২৬. এলো! [ছোটদের গল্প]—রংমশাল। ১৫.৭.৪৬

২৭. প্রেমিক—ভারত। [শারদীয় ১৯৪৬ ?]। ১৯.৯.৪৬

২৮. সমানুভূতি—গল্পভারতী। [শারদীয় ১৯৪৬ ?]। ১৯.৯.৪৬
২৯. বাজার—চলন্তিকা। [শারদীয় ১৯৪৭ ?]। ২১.৯.৪৭
৩০. রাস্তায়—অজিত দত্ত। [অজিত দত্ত-সম্পাদিত 'দিগন্ত', শারদীয় ১৯৪৭ ?]। ১৬.৯.৪৭
৩১. দলপতি—স্বন্ধ। [শারদীয় ১৯৪৭ ?]। ১৬.৯.৪৭
৩২. ভূতের গল্প [ছোটদের গল্প]—মৌচাক। ৬.৭.৪৮
৩৩. পশুর বিদ্রোহ—বিশ্ববার্তা। [শারদীয় ১৯৪৮ ?]। ১৬.৮.৪৮

['ভেজাল'-গল্পগ্রন্থের প্রকাশিতব্য দ্বিতীয় সংস্করণের চুক্তিপত্রে, সংযোজিত দু'টি নূতন গল্পের তালিকায়, উল্লিখিত গল্পটির নাম পাওয়া যায়। 'ভেজাল'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ শেষপর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি। প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য, ডায়েরি-নির্দেশ. ১৩৫/২ ।]

৩৪. দাড়ির গল্প [ছোটদের গল্প]—দেব সাহিত্য কুটির। ২৫.৮.৪৮

[উল্লিখিত তথ্য থেকে মনে হয়, গল্পটি দেব সাহিত্য কুটির-কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৪৮-এর পূজা-বার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়েছিল। ডায়েরি ১৯৫০-এর প্রকাশিত রচনার তালিকাতেও একই গল্পের ভিন্ন একটি উল্লেখ পাওয়া যায়—নামের পাশে লেখা আছে : (শিশির সেনের কাছে)। লেখকের মৃত্যুর পর, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের 'শারদীয় স্বাধীনতা'য় একই গল্প মুদ্রিত হতে দেখা যায়—তারকা-চিহ্নিত পাদটীকায় সম্পাদকীয় মন্তব্য : 'গল্পটির পাণ্ডুলিপি লেখকের মৃত্যুর পর তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে।']

৩৫. বাঘের বংশরক্ষা—হিন্দুস্থান। শারদীয় [১৯৪৮]। ২০.৯.৪৮
৩৬. দুটি যাত্রী—বর্ষবাণী (জাহানারা বেগম)। ২৮.৮.৫০
৩৭. বন্ধু—অশনি। ৩০.৮.৫০
৩৮. অন্ন—নির্দেশ। ৩০.৯.৫০
৩৯. ভীরু [ছোটদের গল্প]—মৌচাক। ১৫.৯.৫০
৪০. ভীরু—সত্যযুগ। [শারদীয় ১৯৫০]। ১৮.১১.৫০
৪১. শারদীয়া—বসুমতী। [১৩৫৮]। ১৪.৯.৫১
৪২. ভোঁতা হৃদয়—বসুমতী। ৩১.৩.৫২
৪৩. গেঁয়ো—মুখপত্র। [বৈশাখ, ১৩৫৯]। ৬.৬.৫২
৪৪. বিপদ ও বন্ধু [ছোটদের গল্প]—দেব সাহিত্য কুটির। [পূজাবার্ষিকী 'পরশমণি']। ১০.৬.৫২
৪৫. রূপান্তর—গল্পভারতী। শারদীয় [১৩৫৯]। ৪.৯.৫২
৪৬. গেঁয়ো (২নং)—মুখপত্র। ৮.৯.৫২
৪৭. বিয়ে—অনন্তা। শারদীয়া [১৩৫৯]। ১৬.৯.৫২
৪৮. শিল্পী—পরিচয়। শারদীয়া [সেপ্টেম্বর ১৯৫২]।

[একই নামের ভিন্ন একটি গল্প লেখকের 'পরিস্থিতি'-গ্রন্থের (১৯৪৬) অন্তর্ভুক্ত।]

৪৯. সূর্য্যবাবুর ভিটামিন সমস্যা [ছোটদের গল্প]—মৌচাক। ১৫.১২.৫২
৫০. মায়া নয়—দায়—গল্পভারতী। ২৩.১২.৫২
৫১. ছুটিও—পূর্বাশা। [বৈশাখ ১৩৬০]
৫২. ম্যাজিক [ছোটদের গল্প]—মৌচাক। ৯.৭.৫৩

৫৩. বিচিত্র—মঞ্জরী। ১০.৭.৫৩
৫৪. ছোট একটি গল্প—শারদী। ২৯.৯.৫৩
৫৫. রত্নাকর—মুখপত্র। [শারদীয় ১৩৬০ ?]। ১.১০.৫৩
৫৬. অগ্নিশুদ্ধি—গল্পভারতী। [শারদীয় ১৩৬০ ?]। ৪.১০.৫৩
৫৭. বিষ—মধ্যবিত্ত। [শারদীয় ১৩৬০ ?]। ১৪.১০.৫৩
৫৮. ঠাকুমার গোসা [ছোটদের গল্প]—আগামী।
[২য় বর্ষ শারদীয় সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৬০]
৫৯. গল্প [?]—বন্দেমাতরম। ২০.৯.৫৪
৬০. রোমাঞ্চকর—মেদিনীপুর ছাত্র। ২০.৯.৫৪
৬১. ঘাসে কত পুষ্টি—পরিচয়। [ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৬১]
৬২. মতিগতি—গল্পভারতী। [শারদীয় ১৩৬১ ?]। ৫.১০.৫৪
৬৩. চিন্তাজ্বর—বসুমতী। [শারদীয় ১৩৬১ ?]। ৬—২২.১০.৫৪
৬৪. তারপর—বসুমতী। [কার্তিক, ১৩৬২]
৬৫. বিদ্রোহী—অর্চ্চনা। শারদীয়া, ১৩৫২।

[লেখকের একটি খাতায় গল্পটি সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব 'নোট' :
রেডিওতে পঠিত কয়েকজন লেখকের উপন্যাসের অংশ—গল্পাকারে লেখা : কপিরাইট আমার। ১৩৫২ শারদীয়া অর্চনায় প্রকাশিত
৯.১১.৪৫ তাং বঙ্গলক্ষ্মী মাসকে প্রকাশের অনুমতিপত্র দিয়েছি।]

রেডিওতে পঠিত

৬৬. চাওয়ার শেষ নেই। অক্টোবর, ১৯৪৩
৬৭. মেজাজের গল্প। অক্টোবর, ১৯৪৩
৬৮. পালাই! পালাই!। মার্চ, ১৯৪৪
৬৯. সংক্রান্তি। ২৩.৩.৪৭

[প্রথম তিনটি গল্পের সময়কাল ডায়েরি ১৯৫০-এর অর্থপ্রাপ্তির 'নোট' থেকে উদ্ধৃত। শেষোক্ত গল্পটির উল্লেখ লেখকের মুদ্রিত ডায়েরির ৩২-সংখ্যক অংশে পাওয়া যায়।]

অন্যান্য সূত্র থেকে

[লেখকের খাতাপত্রে তাঁর নিজস্ব উল্লেখের বাইরে, আরো-কিছু অগ্রন্থিত রচনার নাম।]

৭০. যৌন জীবন [প্রবন্ধ]—নতুন জীবন। শারদীয়, ১৩৫১
৭১. দু'আনা আর দু'পয়সা [ছোটদের গল্প]—মৌচাক। মাঘ, ১৩৫৫

['ছোটবকুলপুরের যাত্রী'-গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত লেখকের একটি গল্পের নাম 'নীচু চোখে—দু' আনা আর দু'পয়সা'—গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'চতুরঙ্গ'-পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৫৫-সংখ্যায়। 'মৌচাকে' প্রকাশিত বর্তমান গল্পটি উল্লিখিত গল্পের অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ও বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত রূপ—ছোটদের মতো ক'রে লেখা।]

৭২. ডুবুরী—ইস্পাত। আষাঢ়, ১৩৫৬।
৭৩. বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা [প্রবন্ধ]—পরিচয়।
পৌষ, ১৩৫৬।

৭৪. পুরস্কার [ছোটদের গল্প]—আগামী। ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯।

৭৫. শিল্প সাহিত্য 'সৃষ্টি' কেন ? [প্রবন্ধ]—অরুণোদয় (কিশোর মাসিক)।
অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৫৯।

৭৬. জীবনের সমারোহ—গল্পভারতী। [?]

৭৭. টেলিগ্রাম [ছোটদের গল্প]—শারদীয়া অরুণোদয়। [?]

৭৮. কলকাতায় স্বাধীনতা দিবস—[প্রবন্ধ]—কালান্তর। শারদীয়, ১৩৭০।

[পৃথক একটি খাতায় লেখা সম্পূর্ণ রচনাটি লেখকের মৃত্যুর পর তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায়।]

৭৯. রফা ও দফার কাহিনী—[?]

['ভেজাল'-গল্পগ্রন্থের প্রস্তাবিত দ্বিতীয় সংস্করণের চুক্তিপত্রে, নূতন সংযোজিত দু'টি গল্পের অন্যতম গল্প হিসাবে, উল্লিখিত গল্পটির নাম পাওয়া যায়—কবে ও কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল আমাদের জানা নেই। 'ভেজাল'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ শেষপর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি—প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য, ডায়েরি-নির্দেশ. ১৩৫/২।]

৮০. চাপা আগুন—প্রবাসী। চৈত্র, ১৩৩৬।

২

গল্পের 'প্লট' ও অন্যান্য

[বর্তমান সংযোজনের উৎস লেখকের একটি ছোট 'নোটবই'—ছিন্নভিন্ন, জীর্ণপ্রায় এই 'নোটবই' সময়কালের দিক থেকে লেখকের ডায়েরির চেয়ে প্রাচীন: আগে-পরের কিছু বিক্ষিপ্ত তারিখ-অনুযায়ী, আনুমানিক সময়কাল ১৯৪০—৪২-এর মধ্যবর্তী সময়। 'সম্ভবপর গল্পের প্লট', এই শিরোনামা দিয়ে লেখা পর-পর আঠারোটি 'প্লট', 'ছোটগল্প'-শীর্ষক একটি পরিকল্পিত রচনার সূত্রাকার খসড়া, এবং আরো-কিছু টুকরো লেখা উল্লিখিত 'নোটবই' থেকে বর্তমান অংশে সংযোজিত হল। গল্পের 'প্লট'গুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শেষপর্যন্ত সম্পূর্ণ রচনায় পরিণতি পায় নি, অন্তত বিশেষ কোনো 'প্লটের' সূত্র ধ'রে লেখকের কোনো রচনার পরিণত রূপ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চিনে ওঠা যায় না।]

'সম্ভবপর গল্পের প্লট'

১। গৃহস্থ পথিক—১৫।২০ বৎসর পৃথিবী ঘুরিয়া একজন ঘরসংসার পাতিয়া বসিয়াছে—

২। পথ—অশিক্ষিত দুইটি হিন্দু ও মুসলমান বালকের কলহবিবাদ—দুজনের শিক্ষালাভের পর স্বাভাবিকভাবেই মিলন

Better—হিন্দু ও মুসলমান—কলহ—একের পাড়া দিয়া অপরের পথ —ভয়ে যাতায়াত বন্ধ—ভীষণ কষ্ট—

[Better-অংশটি শিরোনামের পর দাগ টেনে মাথার উপর লেখা ছিল। বর্তমান প্লটের প্রথমাংশের সঙ্গে লেখকের 'ছেলেমানুষি'-নামক গল্পের ক্ষীণ ভাবগত সাদৃশ্য পাওয়া যায়—গল্পটি লেখকের 'ছোটবড়' (১৯৪৮)-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।]

৩। অকর্ম্মণ্য—অর্থোপার্জ্জন ছাড়া সব কাজ করে তবু লোকে অকর্ম্মণ্য বলে, অর্থোপার্জ্জন করিতে গিয়া সব কাজ বাদ দিল তখন অকর্ম্মণ্য নাম ঘুচিয়া গেল—

[ডায়েরি ১৯৫০ এবং বর্তমান নোটবইয়ে 'অকর্ম্মণ্য'-নামে লেখকের একটি অগ্রন্থিত গল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়, প্রথম প্রকাশ: 'নবশক্তি', শারদীয়া ১৩৪৭—প্রকাশিত গল্পটি সম্ভবত উল্লিখিত প্লটের পরিণত রূপ।]

৪। একজনের সাতটি মেয়ে—সাতটি মেয়ের বিভিন্ন জীবনের কাহিনী

৫। সহর—গ্রাম হইতে সহরে আসিয়াছে—বড়বাজারের ব্যাঙ্কে চেক্ ভাঙাইতে যাওয়ার সময় গল্প আরম্ভ—অন্তের চেক্—উপন্যাস করা চলিবে।

৬। পাশবিক অত্যাচার—দৈহিক অত্যাচার ছাড়াও যে পাশবিক অত্যাচার

করা চলে—দেহ সম্পর্কে অতিরিক্ত ভদ্রতা যে কতকটা পাশবিক অত্যাচারের সামিল হইতে পারে—ইত্যাদি—

৭। সেবক (সেবিকা)—বড় চাকুরে—মনিবের সেবক—বাড়ীর লোক তার সেবক—চাকরদাসী বাড়ীর লোকের সেবক—ইত্যাদি অর্থাৎ সেবকের সেবক, তার সেবক তারও সেবক ইত্যাদি লইয়া গল্প।

৮। লড়াই—কার সঙ্গে ?—গরীবের জীবনযুদ্ধ—

৯। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা (অথবা—'স্তন')
শরীরের তুলনায় স্তনের অস্বাভাবিক পরিপুষ্টি—নেশাখোর স্বামী—বেশ্যাবৃত্তি—যে লোক আসিল স্তন দেখিয়া ব্যাপার অনুমান :
সমাপ্তি :—লোকটি বলিবে : 'আমার সামনে ছেলেকে মাই দেও।' ছেলের ক্ষুধা ও গলাশুখানোর নিবৃত্তি—

১০। …বৌ : ক্ষুধায় কষ্ট পায় : একদিন সহ্য করিতে না পারিয়া খোকাকে মাই দিতে দিতে মাই নিজের মুখে দিয়া চুষিতে লাগিল : খোকার ক্ষুধা তৃষ্ণা মিটিলে তার মিটিবে না কেন ?

১১। বোকা হাবা কুৎসিত ছেলে—ছেলে মরিয়া গেলে স্বামীর বদলে পরিচিত সুন্দর যুবকের দ্বারা স্ত্রীর সুশ্রী সবল সন্তানলাভ—।

[বর্তমান অংশের মাথার উপর পৃথকভাবে লেখা : পুত্রার্থে—সংস্কৃত। ডায়েরি ১৯৫০ ও বর্তমান নোটবইয়ের একটি তালিকায় 'পুত্রার্থে'-নামে লেখকের একটি গল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়—'সংস্কৃতি' (কুমিল্লা)-পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রকাশকালের উল্লেখ নেই, তবে আগে-পরের অন্যান্য রচনার প্রকাশকাল থেকে অনুমান হয়, বঙ্গাব্দ ১৩৪৭-৪৮। গল্পটি এ-যাবৎ গ্রন্থভুক্ত হয় নি।]

১২। ধনীর ছেলে—দেহের অংশের বিরোধিতার রোগের নামে তথাকথিত শুভাকাঙ্ক্ষী মতলববাজ বন্ধুর উপদেশে শয্যাশায়ী—উঠিয়া বেড়াইলেই সর্ব্বনাশ হইবে এই ভয় দেখাইয়া তাহার সম্পত্তি বন্ধুর উপভোগ—একদিন উঠিয়া বেড়াইতে গিয়া দেখা গেল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোন বিরোধ নাই—

১৩। পুরাতন পত্র ও নূতন পত্র—
একজনের কাছে একটি মেয়ের দুটি পত্র—প্রথমটি কুমারী অবস্থায় একটি গলির ঠিকানা থেকে, দ্বিতীয়টি সাত বৎসর পরে বিবাহিত অবস্থায় বড় রোডের ঠিকানা থেকে।
প্রথম পত্রে মেয়েটি 'আমায় খাওয়াবে কি ?' 'ভালবাসি বটে, কিন্তু ভালবাসাই সব নয়—মাষ্টারি করে কত কষ্টে দিন কাটাই—সুযোগ পেয়েছি একি ছাড়া যায় ?' ইত্যাদি অনেক কথা লিখবে

১৪। আদায়ের ইতিহাস—হ্রদে জেলেরা মাছ ধরিত—জমিতে চাষ করানোর জন্য আর কারখানায় কাজ করানোর জন্য রাজা হ্রদে মাছ ধরা বন্ধ করিয়া

দিল। লাঠিয়াল, তাঁতি, কামার কুমোরদের অনেককে বাধ্য করিয়া চাষ আর কারখানার কাজ করাইতে লাগিল। সকলে পূর্ব্ব অধিকার আদায়ের চেষ্টা করিল—প্রথমে করুণ আবেদন—তারপর গায়ের জোরে —তারপর হত্যা দিয়া থাকিয়া—তারপর একদিন কারখানার ক্রুদ্ধ শ্রমিক (অথবা ডাকাত) জমিদার বাড়ী আক্রমণ করিলে জমিদার সাহায্য চাহিলে সকলে বলিল পূর্ব্ব অধিকার ফিরাইয়া দিলে তবে সাহায্য করিবে।

[বলা বাহুল্য যে, 'আদায়ের ইতিহাস' (১৯৪৭)-নামে লেখকের একটি ছোট উপন্যাসের সঙ্গে উল্লিখিত প্লটের কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই।]

১৫। 'খুনী'—ঠাকুরদাদার বাবা শিকারী বাঘের হাত হইতে অন্য শিকারীকে বাঁচাইতে গিয়া শিকারীকে খুন—ঠাকুরদা লাঠিয়াল—বাপ চাষা—ছেলেকে লেখাপড়া শেখানো—বাপের খুন করা—ভদ্রসমাজে শ্বশুর-বাড়ীতে স্ত্রীর কাছে বাপ খুনে বলিয়া অবজ্ঞার ভয়ে ছেলের আত্মহত্যা —'ভদ্রলোক কিনা—তাই অন্য মানুষের বদলে নিজেকে খুন করিয়া ফেলিল। বংশের বৈশিষ্ট্য তো রক্ষা করা চাই।'

[১৯৫০-এর ডায়েরি-বইয়ে, সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের কিছু রচনার স্বকৃত তালিকায়, 'খুনী'-নামক একটি গল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়—বঙ্গাব্দ ১৩৫০ পৌষ-সংখ্যা 'নতুন জীবন' (১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা)-পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রকাশিত গল্পটি দেখার সুযোগ আমাদের হয় নি এবং গল্পটি এখনো পর্যন্ত অগ্রন্থিত।]

১৬। সুন্দরী বৌ—

১৭। খুঁতখুঁতে মানুষের বৌ

'একত্রিশটি মেয়েকে অপছন্দ করিয়া…

[সম্ভবত, 'বৌ'-গ্রন্থে (১৯৪০) সংকলিত গল্পমালার পরবর্তী পর্যায়ের আরো দু'টি সম্ভাব্য বিষয়, যা শেষপর্যন্ত লেখা হয় নি।]

১৮। ষড়্‌রিপু (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য)

ভাল উপন্যাস সম্ভব :

[ক্রমিক সংখ্যার মাথার উপর লেখা ছিল : Imp.]

'ছোটগল্প'

১। গল্প—অনেক পরিবর্ত্তন—ছোটগল্প।

২। ঘটনাপ্রধান ছিল—এখন ঘটনা তুচ্ছ

৩। স্থান কাল পাত্র—

৪। বর্ত্তমান ছোটগল্পের প্রধান লক্ষণ—স্থানের সীমা, কালের সীমা, পাত্রের সীমা—আজ এই ঘটল তারপর দশবছর পরে, এই ধরনের টেকনিক

প্রায় নয়—যত কম সময়ে যত কম চরিত্র এনে জীবনের একটা দিকের ছবি দেওয়া যায়

৫। আমার মতে—ছোটগল্পের এই রূপ সমর্থন করি—

শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প (ক) আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত সময়ের ছেদ নেই, দু'মিনিট হোক দশ মিনিট হোক একটি মনের একটানা চিত্র—ইজি চেয়ারে বসে একজন ভাবছে তা অবশ্য নয়—অন্য চরিত্র ও ঘটনা থাকবে কিন্তু তার মনে যতটা থাকে—

৬। একটির বেশী মনের সাময়িক চিত্র দিলে বড় গল্প বা ছোট উপন্যাস হয়, ছোটগল্প হয় না—

৭। সময়টুকুর মধ্যে মনে যা নেই তার সামান্য বর্ণনাও থাকবে না—লেখক নিজে বলছে এমন কিছুই থাকবে না—

—

আরো-কিছু 'প্লট' ও অন্যান্য

কর্ম্মী—

নারীচরিত্রবিহীন উপন্যাস

[মাথার উপর লেখা ছিল : Imp.]

—

"অন্ত্যজ"

[বর্তমান নোটবইয়ের একাধিক পৃষ্ঠায়, অপেক্ষাকৃত বড় হরফে, উল্লিখিত শব্দটি লেখা আছে—সম্ভবত কোনো পরিকল্পিত গল্প বা উপন্যাসের নাম।]

—

সহরতলী—তৃতীয় খণ্ড

নন্দর বাড়ী যাওয়ার পর অন্যদিকের সহরতলীতে আধুনিক ধনী মার্জ্জিত শ্রেণীর সংস্পর্শে যশোদা

(১ম খণ্ড—কুলিমজুর ২য় খণ্ড—মধ্যবিত্ত শ্রেণী)

—

বেড়া—বাড়ীর মাঝখানে বেড়া—দুদিকে দুটি পরিবার—ধর্ম্ম সংক্রান্ত মতভেদ

['বেড়া'-নামে লেখকের একটি গল্প তাঁর 'আজ কাল পরশুর গল্প'র (১৯৪৬) অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান প্লট এবং উল্লিখিত গল্পের প্রথম বাক্যটি প্রায় এক, যদিও মূল বিষয়ের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই।]

—

ওভারশিয়ারের বৌ

—

নাটক—

প্রথম দৃশ্য—আগমনী—গৃহস্থ দুঃখী সংসার

দ্বিতীয়—স্বামী, স্ত্রী, দুটি মেয়ে, দুটি ছেলে, দুটি চাকর, আগমন
বাপের বাড়ীর দুঃখদুর্দশা ও মেয়ের পরিবারের আনন্দের পাশাপাশি চিত্র—

তৃতীয়

চতুর্থ

পঞ্চম

—

আততায়ী

এই গল্পটিকে উপন্যাস করিতে হইবে—'বন্ধু' নাম দিয়া চমৎকার উপন্যাস সম্ভব।

[গল্পটি লেখকের 'সমুদ্রের স্বাদ' (১৯৪৩) গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, সাময়িকপত্রিকায় প্রথম প্রকাশ : আনন্দবাজার পত্রিকা, দোলসংখ্যা ১৩৪৭।
বর্তমান নোটবই থেকে সংকলিত 'সম্ভবপর গল্পের প্লট'-অংশের ১২-সংখ্যক প্লটের সঙ্গে উল্লিখিত গল্পের ক্ষীণ ভাবগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।]

—

উপন্যাস

"চতুষ্কোণ"

চারটি মেয়ে—

১। শিক্ষিতা আধুনিক

২। সেকেলে ধরনের ঘরে শিক্ষিতা

৩। অশিক্ষিতা

৪। স্বাভাবিক

[লেখকের ষোড়শ উপন্যাস 'চতুষ্কোণ'-এর প্রাথমিক পরিকল্পনা।
'চতুষ্কোণ' : প্রথম প্রকাশ ১৯৪৮। ডি. এম. লাইব্রেরি।]

—

'যমজ'

—যমজের সম সুখ দুঃখ বোধকে ভিত্তি করিয়া—

—

নর্তক : 'আমি পুরুষও নই নারীও নই'

—

শিকারী

ছোট গ্রাম শিকারীর আবির্ভাবের সম্ভাবনায় উত্তেজিত—বাঘ অত্যাচার করছে—গাদা বন্দুক নিয়ে শিকারী—"কত বাঘ মেরেছি এই বন্দুকে"—

কানাই-এর ঘরে বাস—বোন ও স্ত্রীর মন শিকার—বনে মরা বাঘের কাছে অপেক্ষা—কয়েকদিন (?)—প্রস্থান।

উদ্ধত, নির্বিকার, অহঙ্কারী, উদাস।—

—

মূল্য

গ্রামে রায়বাহাদুর—তার মেয়ের মেয়ে—বর জহরের বন্ধু—জহরের মাথা খারাপ শুধু এই বিষয়ে যে বাড়ীর বাইরে খাওয়ায় নিষেধ [?]—রায়বাহাদুরের মেয়ে ও জহর—

[মাথার উপর লেখা ছিল : Imp.]

—

ক্যাটালিটিক এজেন্ট

একজন নিজে নির্বিকার—অপর দুজনের মনে প্রেম সঞ্চার করল—

—

সহরবাসের ইতিকথা

১। লাবণ্য রূপসী, আধ্যাত্মিক রূপ, ভোঁতা নিষ্ক্রিয়

২। জগদানন্দের পারিবারিক জীবন—ভারতীয় অথচ আধুনিক, শান্তিপূর্ণ

৩। চিন্ময় সন্ধ্যাকে ভালবাসে—উন্মাদের মত—সন্ধ্যার সঙ্গে তার মিলন—

৪। ঝরণা ও নগেনের বিবাহের প্রস্তাব—

৫।

[ক্রমিক সংখ্যা '৫'-এর পর কিছু লেখা ছিল না।
'সহরবাসের ইতিকথা' : লেখকের দ্বাদশ-সংখ্যক উপন্যাস। দ্রষ্টব্য, ডায়েরি-নির্দেশ. ২৮৮/১।]

—

অগ্নিদাতা, বিষদাতা, শস্ত্রধারী এবং ধন, ক্ষেত্র ও স্ত্রী অপহারক এই ছয়জন আততায়ী বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত···

গীতা, ১/৩৭

[লেখক যদিও 'গীতা'র উল্লেখ করেছেন, উল্লিখিত অংশটি প্রকৃতপক্ষে 'গীতা'র মূল পাঠের কোনো শ্লোকের বঙ্গানুবাদ নয়—'গীতা' ১ম অধ্যায়, অর্জুনবিষাদযোগ, ৩৫-সংখ্যক শ্লোকে অর্জুন-কথিত 'আততায়ী' শব্দটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভাষ্যকার-কর্তৃক সংযোজিত পাদটীকায় মূল শ্লোকটি পাওয়া যায় (দ্রষ্টব্য, 'গীতা' উদ্বোধন সংস্করণ)।

প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য, 'সমুদ্রের স্বাদ'-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'আততায়ী' গল্পের প্রথম বাক্য : 'স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে, অগ্নিদাতা, বিষদাতা, শস্ত্রধারী এবং ধন, ক্ষেত্র ও স্ত্রী-অপহারক আততায়ী।']

—

প্রবন্ধে অথবা গল্পে দেওয়া যাবে—

জাতির ওঠা নামার কারণ :—

জাতি বড় হয় অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ ইত্যাদিতে—তারপর বড় হয়ে জাতির

অবকাশ জোটে—চিন্তাজগতের উন্নতিতে মন দেয়—বাস্তবতা খসে যায়—ধীরে ধীরে নেমে পড়ে—

—

Cinema Story

বৃদ্ধ—তৃতীয়পক্ষের স্ত্রী—অপরের সঙ্গে প্রেম—সৎ-কন্যা জানিয়া ক্রুদ্ধ কিন্তু নীরব—কন্যার একজনের সঙ্গে প্রেম—বিবাহ স্থির—প্রতিহিংসার জন্য একদিন কন্যাকে দেখাইয়া শুনাইয়া কন্যার ঘুমন্ত প্রণয়ীর সঙ্গে সৎ-মার প্রেম—কন্যার বিতৃষ্ণা—বিবাহ বাতিল—প্রৌঢ়ের সহিত বিবাহ—কন্যারও সৎ-কন্যা—সৎ-কন্যাকে কন্যার অত্যন্ত ভালবাসা—

—

জাগো জাগো

(আশ্বিন) কৃষ্ণেন্দুর একদিন আগে রম্ভাকে নিয়ে রামপাল ঝুমুরিয়া গেল—বীরেশ্বরের তিন ছেলে শ্যামলাল, জীবনলাল, মোহনলাল, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর রামপাল বিছানায় ঘুম আসছে না।

=পরদিন কৃষ্ণেন্দুর আসা থেকে সুরু, রম্ভা যেতে চাইবে না, রম্ভার বিপদে রামপালের জাগরণের আরম্ভ—

['জাগো জাগো' : লেখকের একাদশ-সংখ্যক উপন্যাস 'দর্পণ'-এর আদি নাম, উক্ত নামে উপন্যাসটির কিছু অংশ পাটনার 'প্রভাতী'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়—উল্লিখিত অংশের শুরুতে 'আশ্বিন' সম্ভবত 'প্রভাতী'-পত্রিকার আশ্বিন-সংখ্যার উল্লেখ।

প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য, ডায়েরি-নির্দেশ, ৫৫/১ ।]

—

৩

মৃগীরোগ বা Epilepsy-সংক্রান্ত 'নোট্‌স্'

[মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত কাগজপত্রের এক প্রধান অংশ মৃগীরোগ বা Epilepsy-সম্পর্কিত অনুশীলন—সম্পূর্ণ একটি পৃথক খাতা-সমেত এইসব কাগজপত্রের অনেকটাই চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থাদি থেকে সরাসরি 'নোট্‌স্'। একইসঙ্গে, লেখকের চিকিৎসাতীত ব্যাধির কারণ ও প্রকৃতি-সম্পর্কে ইংরেজিতে লেখা তাঁর নিজস্ব অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্ত তাঁর একাধিক ডায়েরি ও খাতাপত্রে পাওয়া যায়। মৃগীরোগ-সংক্রান্ত লেখকের বিপুলপরিমাণ বিক্ষিপ্ত 'নোট' থেকে শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ বর্তমান অংশে সংকলিত হল—বিভিন্ন ডায়েরি-বইয়ে দিনপঞ্জির সঙ্গে লেখা মৃগীরোগের আক্রমণ বা উপক্রমের ইতস্তত উল্লেখ লেখকের ডায়েরির মূল পাঠের সঙ্গেই মুদ্রিত হয়েছে।]

১ ॥ 15 March 1940

Important idea regarding cause of epilepsy—over-activity of brain.

1. Brain is numb after attack—very little work. Brain gradually recovers—work increases—work reaches normal level—passes normal level. No attack during this time. After brain works abnormally for a time there is attack.

2. Chain of attacks—one attack injures brain which *may* cause another attack shortly. There may be other reas ns.

3. Before attack general health suffers. Over-work of brain causes disturbance in blood circulation which causes defect in functions.

Health improves after attack so long [as] brain-work is little.

(a) Constipation—goes after attack. Colour and general formation show good work of liver. Gradually colour changes to black and matter hardens, showing liver is not working well. As amount of brain-work increases gradually the function of liver becomes bad proportionately.

4. Before attack there is a sudden softening of hardened faecal matter and accumulation due to constipation

is almost entirely discharged. Probably a sudden over-activity of liver causes this (like effect of liver salts.)

Over-activity of liver means more blood to liver and less to brain. Less blood to brain means accumulation of waste products due to over-work of brain, which may cause attack. Or other reasons.

5. Increased ability of brain to do intellectual work—excessive ability for fine analysis and extraordinary imagination etc. before attack prove over-active condition of brain. No control over excessive and abnormal thinking power.

6 Abnormal dreams increase before attack.

7. Tiredness of brain due to over-activity (also after attack due to shocked condition) induces patient to seek relief in easy brain-work, as reading light fiction, day-dreaming etc.

8. Effect of bromide is due to its stopping over-activity of brain.

Spirits, tea etc. cause over-activity of brain to quarter extent, which precipitates attacks.

9. Over-activity of brain plus less circulation of blood to brain may be cause of attack (accumulation of waste-product).

a. Experimentally proved that heavy drinking of water precipitates attack. The cause may be over circulation of blood to liver etc and less blood to brain.

Heavy eating, same cause.

b. Heavy and prolonged physical exercise causes more blood to limbs and less to head.

10. Blood removes waste-product of brain. If blood cannot do this, waste-product accumulates. Then, when a particular limit is reached, natural self-preserving quality of physical function takes some slight opportunity (sudden change of position, emotional disturbance etc) to rush blood to head to clear waste-matter in brain. This may be the immediate cause of attack.

11. Petit, small [?] attacks occur when the over-activity and accumulation of waste-product are not such as requires heavy rush of blood.

12. Experimentally proved that liver shrinks more in weight and size than brain. Proves that brain gets more blood for longer period than liver.

13. Over-activity of only one part of brain ? Important question.

14. Effect of fasting due to no disturbance in blood supply to head. Eating causes less supply of blood to brain.

15. Less susceptibility to fits during pregnancy due to less activity of brain.

Greater susceptibility to fits during menstruation period due to over-activity of brain.

16. Greater susceptibility during full moon New mocn due to greater activity of brain.

17. One fact—(A) During writing সহস্রতলী working continually very hard, continually for about 2½ months, there was no attack, though normally there ought to have been 2 attacks at interval of 1 month. Why so ?

a. Is it because concentration in one subject prevented over-activity of brain, though the work was hard ? Is it [a] fact that normally brain of patient works more than when engaged in one particular work ?

b. Or is it because there was less disturbance of personal emotions during that period ?

B. Attack occurred within 2 or 3 days of finishing সহস্রতলী—Also on other occasions when there was important work and responsibility, attack seemed to be postponed for a few days though there seemed to be every indication that an attack is imminent—and attack occurred as soon as work was finished. (Instance—attack occurred the very night after story had been submitted to editor.) Why so ?

18. Good effect of mechanical occupation, living in countryside proves over-activity of brain, causes attack.

[উৎস : লেখকের একটি ছোট 'নোটবই', সময়কাল ১৯৪০—৪২। মলাটবিহীন ও অতিশয় জীর্ণ 'নোটবই'টি লেখকের ব্যাধি-সংক্রান্ত উপরোক্ত লেখা দিয়েই শুরু হয়েছে। কিছু-কিছু অংশ এমনই ছিন্নভিন্ন ও অস্পষ্টপ্রায় যে পাঠোদ্ধার কঠিন—একটিমাত্র ক্ষেত্রে সামান্য সংশয় ছাড়া, সম্পূর্ণ লেখাটি উদ্ধৃত হল। একেবারে মাথার উপরে লেখার তারিখ, অতিকষ্টে উদ্ধার করা সম্ভব।

১০ ও ১১-সংখ্যক অংশ দু'টি, বাঁদিকের মার্জিনে জিজ্ঞাসা-সূচক চিহ্নদ্বারা চিহ্নিত।

১৭-সংখ্যক অংশে উল্লেখিত 'সহরতলী'—উপন্যাসটির প্রথম পর্ব গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে। তারও আগে, ১৯৩৯-এর শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় (বঙ্গাব্দ ১৩৪৬) উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয় সংখ্যার তৎকালীন সম্পাদক শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল, উক্ত পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী বার্ষিক সংখ্যায় (১৩৭৮), 'সহরতলী'-প্রকাশের যে-বিবরণ দিয়েছেন, বর্তমান প্রসঙ্গে তা উদ্ধৃতিযোগ্য :

> ১৯৩৯ সনে সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় নির্দেশ দেন যে, শারদীয়া সংখ্যা ভাল কাগজে সুশোভন ও সুসজ্জিত করে বের করা হবে। এতে খ্যাতনামা লেখকের একটি করে উপন্যাসও বের করা হবে স্থির হয়। একজন খ্যাতনামা লেখককে সেজন্য কিছু অগ্রিম দক্ষিণাও দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেখা দেন না। তিনি যে লেখা দিতে পারবেন, সেরূপ সম্ভাবনাও দেখা যায় না। হাতে সময় খুব অল্প। অথচ উপন্যাস না দিলে সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। আমি ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে গিয়ে ধরি। তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই উপন্যাস লিখে দিতে সম্মত হন ও দেন। "সহরতলী" সেই উপন্যাস। তাড়াতাড়ি করে লেখা হলেও উপন্যাসখানি সাহিত্যরসিক মহলে খুব প্রশংসিত হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলে যে, শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায়, এবং সম্ভবত বাংলা সাময়িক পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায়, উপন্যাস প্রকাশের রীতি 'সহরতলী' দিয়েই শুরু হয়।]

২ ॥ Attacks

26।4'40 রাঁচি যাওয়ার পথে ট্রেনে
during sleep
27।4।40 রাঁচিতে দিনের বেলা তিনবার জোরালো
15।5।40 রাত্রে ঘুমের মধ্যে একবার মাঝারি
27।5।40 রাত্রে ঘুমের মধ্যে আধঘণ্টা পরে পরে ২ বার—জোরালো
28।5।40 বেলা ১০॥০টার সময় একবার—জোরালো
1।6'40 রাতের ঘুমের মধ্যে একবার—সামান্য
28।6।40 রাত্রে ঘুমের মধ্যে—মাঝারি
30।5।40 দুপুরে—মাঝারি
19।8'40 শেষরাত্রে—সকালে এবং বেলা ৪টার পর জোরালো
17.9.40 রাত্রে ঘুমের মধ্যে }
18.9.40 দুপুরে } জোরালো
5.11.40 রাত্রে ঘুমের মধ্যে }
6.11.40 দুপুরে } জোরালো

24.11.40 রাত্রে ঘুমানো মাত্র একবার— মাঝারি

13.12.40 রাত্রে একবার ⎫
14.12.40 রাত্রে একবার ⎭ মাঝারি

9.1.41 রাত্রে—মাঝারি

10.1.41 দুপুরে—জোরালো

7.3.41 দুপুরে একবার ⎫
রাত্রে একবার ⎭ জোরালো

30.10.41 রাত্রে ঘুমানোর আগে একবার
(Gall-stone attack-এর পর Dil. Sod. ১৫ দিন বন্ধ রাখিবার পর)

[উৎস : 'নোটবই', ১৯৪০—৪২। কিছু-কিছু অংশ পেন্সিলে লেখা এবং এমনই অস্পষ্ট যে পাঠোদ্ধার কষ্টকর।]

৩ ॥ 2. 6. 40

Treatment

Dilantin Sodium treatment starts to-day.

3 Kapseals daily—rising on morning, half an hour before mid-day meal and before evening-tiffin (at about 5 P.M.).

Effect : On the whole good. Hysterical panic for a few minutes only two or three times. Mind relatively peaceful. Emotion somewhat changed—seems very old feelings (general conception or attitude or taste of feelings) have returned a little, as if I am back at Tangail—Brain free of aches of last few days but working capacity is not yet normal (difficult to know if effect is of attacks a few days ago or of medicine).

Result = good. Stopped after a few days.

['নোটবই', ১৯৪০—৪২।
Tangail—তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার মহকুমা শহর টাঙ্গাইল। লেখকের ছেলেবেলার কিছুকাল এই শহরে অতিবাহিত হয়।]

৪ ॥ 1. 2. 41

Dilantin Sodium

Started taking 1 Kapseal every evening.

A few days later usual monthly time for fits passed with only very strong attacks of 'aura' 3 or 4 times. Once head felt numb for a few minutes without losing consciousness. No doubt that Dilantin Sodium stopped convulsion.

General effect : very good. Head clear, sense of welfare, dullness gone, steadiness.

['নোটবই', ১৯৪০—৪২ ।]

৫ ॥ Epilepsy : My Analysis

1. Periodic attack. Interval long or short. So certain changes in the body—slowly or rapidly. Body reaches certain condition when attacks occur : condition changes preventing attack for some time.

2. Disturbance of the water balance (রস) of the whole body including the brain and nerves seems to be the main immediate cause :

The reason for this disturbance of water balance must be the primary cause of epilepsy and it may be different in different cases.

3. Important symptoms

Before attack secretion slowly dries up.

Saliva decreases. Mouth is dry. Stools become hard and dry, there is constipation. The skin is a little rough.

Immediately, that is a few hours (days) before attack the stool becomes suddenly soft and loose. After attack high saliva secretion.

General weakness, irritability, nervousness increase—intelligence is somewhat blunt.

Sex urge is lessened, which is very strong after attack.

All round improvement after attack.

In certain cases taking of large amount of water immediately causes attack.

4. Bromide is a universal drug. Is it because bromide is sedative ? Why is bromide sedative ? Is it because bromide somewhat restores the water balance of the body ?

Remember, when colds become dry and painful bromide

is applied to loosen it. Does bromide prevent attack by loosening the driedness of the mucous membrane, brain etc., of the whole body ?

5. Is the disturbance of the balance of water due to deficiency of some chemicals ? That is why new drugs help ?

But how can a convulsive attack bring chemicals ?

Is it because that certain glands are activised by attack and can temporarily start taking required chemicals from food ?

6. Why these glands again become inactive ?

7. Why the tongue is bitter ?

Is it because general food cannot be taken because of the beaten [bitter ?] tongue that the improvement after attack occurs ? [?]

This means, is there any excessive taking of particular chemicals from food ?

Is this due to the action of some glands ?

[ডায়েরি ১৯৪৯। হাতে-লেখা তারিখ নেই। মুদ্রিত তারিখ ২৪-২৬ ডিসেম্বরের পৃষ্ঠায় লেখা। ক্রমিক সংখ্যা '৭'-এর [?] চিহ্নিত অনুচ্ছেদটির হস্তাক্ষর ও অর্থ স্পষ্ট নয়, যথাযথ উদ্ধৃত হল।]

৬ ॥ 29. 8. 50

Cause of Epilepsy : Preliminary Notes :

1. Epilepsy is the natural orgasm of the nervous system under continuous pressure of some kind.

[ডায়েরি ১৯৪৫। মুদ্রিত তারিখ ২২ ডিসেম্বরের পৃষ্ঠায় লেখা।]

৭ ॥ Cause of Epilepsy : My own Conclusion : To be developed further :

1. Fits are natural orgasm of the nervous system under some kind of continuous pressure or excitement.

Fits must not be confused with sexual orgasm but the process is similar. Just as the orgasm occurs after the excitement has reached a certain pitch, epileptic fits occur

when the constant pressure has reduced the nervous system to a certain condition when a violent reaction is inevitable to recover normal condition as far as possible.

2. Physical and mental changes before and after fits confirm this.

3. Disturbed water balance is not the real cause. It is a symptom of continuous nervous excitement caused by some other reason. It is well known how extreme fear or panic causes the mouth to go dry. Control of water intake prevents fits in certain cases—the reason is probably that drinking less water preserves certain chemicals, hormones etc. in the body which checks the pressure on nerves.

4. The usefulness of sedatives is not due to preventing the cause of pressure but the opposite action on nervous system. Calm and plain living is useful as it avoids extra excitement—effects of all excitements are added to the cause of disease.

5. The cause of continuous pressure of nervous system may be different : from physical defects to deficiency or excessiveness of certain chemicals, gland secretions, hormones etc.

Causes may be different and various but there is this similarity that every cause must produce a constant pressure on the nervous system.

A brain tumour and other causes which medical science has not yet been able to discover cause fits in a similar process.

So, we come to an important conclusion :

The primary cause may or may not be determined—the second stage in the process is similar in all cases, i. e., pressure on the nervous system.

6. A sudden shock from outside may cause a fit similar to epileptic fit. We know how হঠাৎ ভয় পেলে দাঁতে দাঁত লেগে পড়ে গিয়ে মানুষ হাত-পা ছোঁড়ে. The cause of epilepsy slowly or rapidly forces the nervous system to a similar pitch, when fits occur.

As the process is gradual and involves the whole system, an epileptic cannot realise the state of his nerves—he can recognise only a few physical symptoms (constipation etc) and mental symptoms (loss of memory, inability to work, irritability etc). His condition may be similar to the condition produced by a sudden shock—not strong enough to cause a fit—sometime before a fit occurs, as he has reached the condition through a gradual process.

7. The peculiar personality of an epileptic is due to this fact that his nerves are always under pressure : he is either over-active, over-excited, over-emotional, or over-exhausted and over-blunted.

8. Cases where definite physical defects are not present :

Medical science has failed to discover the cause of epilepsy in such cases.

The reason of this failure is due to the fact that immediate cause of epileptic fits is continuous pressure on the nervous system.

This similarity or this basis which is same in all cases has not been made the starting point of investigation. Instead of this, spinal pressure etc has been experimented with—which are probably not the cause but the effects of the real cause.

9. An important fact : Nervous weakness does not cause epilepsy. Many people suffer from extreme nervous weakness or exhaustion without fits.

Extreme nervous exhaustion comes to an epileptic after fits.

10. There cannot be any doubt that either deficiency or over-accumulation of certain chemical or chemicals (gland extract hormones ?) i. e., disbalance of chemicals cause epilepsy.

A chemical etc in the body has double function : its own action and its reaction with other chemicals.

Deficiency or excessiveness of one or more chemicals

etc starts the process, probably intricate, that causes continuous irritation or excitement to the nervous system, the effect of which accumulates until fit or fits occur.

[উৎস : একটি বাঁধানো খাতা—প্রথমাংশে কিছু কবিতার খসড়া ও অন্যান্য লেখার পর, সম্পূর্ণ খাতাটি লেখকের দৈনন্দিন সংসার-খরচার হিসাব-খাতা রূপে ব্যবহৃত ; সময়কাল এপ্রিল ১৯৫০—সেপ্টেম্বর ১৯৫২।

১৯৫০-এর অগাস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের বাজার-খরচার মাঝখানে চার-পৃষ্ঠা জুড়ে উপরোক্ত লেখা—লেখার তারিখের উল্লেখ নেই।]

৮ ॥ Nerves, arteries and veins pass through the narrow neck—the narrow throat links the body and head.

Excess of tissue liquid in the neck area may cause a spasm that affects the whole nervous system and the brain.

Neck is responsible for all kinds of epilepsy.

[ডায়েরি ১৯৫৩। মুদ্রিত তারিখ ২৯ ডিসেম্বরের পৃষ্ঠায় লেখা—হাতে-লেখা তারিখ নেই।]

নির্দেশপঞ্জি

১

ডায়েরি

লেখকের অতিনিকট আত্মীয়-স্বজন, বিভিন্ন ডায়েরি-বইয়ে যাঁরা একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছেন

বাবা	স্বর্গত হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়
দাদা	স্বর্গত সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মেজদা	ডাঃ সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
হিমাংশু	সেজদাদা শ্রীহিমাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
নালু	লেখকের পরবর্তী ভ্রাতা শ্রীসুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গুপু	কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅমরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ডলি	লেখকের স্ত্রী, শ্রীযুক্তা কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়
টুটু	জ্যেষ্ঠা কন্যা, শ্রীমতী শান্তা ভট্টাচার্য
খোকন	জ্যেষ্ঠ পুত্র, শ্রীপ্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
শিপ্রা	কনিষ্ঠা কন্যা, শ্রীমতী শিপ্রা চক্রবর্তী
টুবলু	কনিষ্ঠ পুত্র, শ্রীসুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম সংখ্যাটি মুদ্রিত ডায়েরির সংখ্যাক্রম। অপেক্ষাকৃত ছোট হরফে পরবর্তী সংখ্যাটি নির্দেশ-সূচক

১/১ লেখকের ডায়েরি ও খাতাপত্রে এমন অনেক গল্প বা উপন্যাসের 'প্লট' লেখা আছে যা শেষপর্যন্ত 'প্লট' হিসাবেই থেকে যায়; বর্তমান 'প্লট'টিও তা-ই। প্রাসঙ্গিক কোনো তথ্য জানানোর প্রয়োজন ছাড়া, এ-জাতীয় প্রতিটি 'প্লট'-সম্পর্কে নির্দেশপঞ্জির পরবর্তী অংশে পৃথকভাবে কিছু বলা হল না। যে-ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো 'প্লটে'র সূত্র ধ'রে সম্পূর্ণ কোনো রচনাকে চিনে নেওয়া সম্ভব, একমাত্র সে-ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যথাস্থানে জানানো হয়েছে।

২ কিশোরদের জন্য লেখা লেখকের একমাত্র সম্পূর্ণ উপন্যাস 'মাঝির ছেলে', লেখকের মৃত্যুর পর প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (৭ অগ্রহায়ণ ১৮৮১ শকাব্দ। ১৯৬০)। অপর দু'টি কিশোর-উপন্যাস, 'মশাল' ও

'মাটির কাছে কিশোর কবি', সাময়িক-পত্রিকায় অসম্পূর্ণ থাকে। বর্তমান 'ছেলেদের উপন্যাসের প্লট' প্রাথমিক-পরিকল্পনার স্তরেই থেকে যায়।

২/১ 'তোমরা সবাই ভালো'—লেখকের অষ্টম গল্পগ্রন্থ 'হলুদপোড়া'র (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২। ১৯৪৫) তৃতীয় গল্প। প্রথম প্রকাশ: 'সঞ্চয়ন' পৌষ ১৩৫০। ডায়েরি ১৯৫০-এর একটি তালিকায় গল্পটির প্রথম প্রকাশ-সম্পর্কে ভুলক্রমে লেখা আছে: সঞ্চয়ন (মাঘ ?) ১৩৫১।
আলোচ্য গল্পটিকে 'ছেলেদের উপন্যাসের প্লট' হিসাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনাও শেষপর্যন্ত পরিণতি পায় নি।

৪/১ 'বেড়া'—বঙ্গাব্দ ১৩৫২ শারদীয় 'কৃষক'-পত্রিকায় প্রকাশিত এবং লেখকের নবম গল্পগ্রন্থ 'আজ কাল পরশুর গল্প'র অন্তর্ভুক্ত।
'আজ কাল পরশুর গল্প': প্রথম প্রকাশ এপ্রিল-মে ১৯৪৬। সংকেত ভবন, কলকাতা।

২ নির্দেশ. ৫/১ দ্রষ্টব্য।

৩ নির্দেশ. ৫/২ দ্রষ্টব্য।

৫/১ লেখকের বিভিন্ন ডায়েরি ও খাতায় ছড়ানো লেখা-বাবদ প্রাপ্ত টাকার হিসাবপত্রে দেখা যায়, ১৯৪৩—৪৫ এবং ১৯৪৭-৪৮ সালের নানা সময়ে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে গল্পপাঠ ও ভাষণদানে লেখক অংশ নেন। এ-বিষয়ে সমস্ত বিক্ষিপ্ত 'নোট' একত্রিত ক'রে, প্রাপ্ত টাকার অংক-সহ নিয়ে উদ্ধৃত হল:

1943

Sept. 13 Radio Talk 'David Copperfield'	20-0-0
16 „ Talk 'Bankim through modern eyes'	25-0-0
Oct. Radio…'চাওয়ার শেষ নেই'	25/-
„ 'মেজাজের গল্প'	10/-
Nov. Radio…Series…	75/-
Dec. Radio	70/-

1944

Feb. [March ?] Radio (পালাই ! পালাই !)	20/-
July. Radio	50/-

1945

3. 11. 45 From Radio 'Composers of Bengal' royalty for 5.10	25/-

9.11. Radio for Nov. 2+Nov. 9 100/-
for royalty 19.10 25/-
1.12 Radio : সঙ্গীতকার : Nov. 100/-
14.12. Radio : সঙ্গীতকার 7th & 14th 100/-
16.12. Radio : 'সাহিত্যে যুদ্ধের প্রভাব' 25/-
28.12. From Radio for সঙ্গীতকার 100/-

1947

8.4. Radio গল্প পাঠের জন্য 30/-
6.9. Radio 'ভালবাসা' গল্পের জন্য 30/-
20.12. রেডিও থেকে 30/-
(কি পড়ার জন্য ?)

1948

26.2. Radio 30/-

উপরোক্ত অনুষ্ঠানগুলি ছাড়াও, ১৯৪৫ সালে কলকাতা বেতার কেন্দ্র-কর্তৃক আয়োজিত কয়েকজন বাঙালী লেখকের 'আমার গল্প-লেখা' পর্যায়ের বেতার-ভাষণের অন্যতম ভাষণ হিসাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প লেখার গল্প প্রচারিত হয় ১২ মে ১৯৪৫। এই ভাষণটি মুদ্রিত আকারে প্রথম প্রকাশিত হয় শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বসু-সম্পাদিত 'গল্প লেখার গল্প'-নামক সংকলনগ্রন্থে (শ্রাবণ ১৩৫৩)। লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ 'লেখকের কথা'য় (সেপ্টেম্বর ১৯৫৭) রচনাটি পরবর্তীকালে সংকলিত হয়। লেখকের খাতাপত্রে ১৯৪৫-এর বেতার-অনুষ্ঠান বাবদ প্রাপ্ত টাকার হিসাবে 'গল্প লেখার গল্প'র উল্লেখ নেই, এবং উল্লিখিত সময়কালের আগে-পরে-মাঝখানে আরো-কিছু বেতার-অনুষ্ঠান একইভাবে বাদ পড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে যে, লেখকের বিচ্ছিন্ন কাগজপত্রের সঙ্গে একটি চাকুরির আবেদন-পত্রের টাইপ-করা প্রতিলিপি পাওয়া যায়—তারিখ, ডিসেম্বর ১৯৪৩। লেখক তখন National War Front-এর Provincial Organiser, Bengal-দপ্তরে Publicity Assistant-পদে কর্মরত। National War Front-এর Central Organiser-দপ্তরে Senior Writer-পদের প্রার্থী হিসাবে উক্ত আবেদন-পত্রে নিজের যোগ্যতা-প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

I have broadcasted on different subjects including

talks of War Propaganda from the Calcutta Station, All India Radio.

২ 'Composers of Bengal'—১৯৪৫ সালের অক্টোবর—ডিসেম্বরের বিভিন্ন দিনে প্রচারিত উক্ত পর্যায়ের বেতার-ভাষণের 'নোট্স্'। আঠারো-উনিশ শতকীয় বাঙালী সংগীতকার-সম্পর্কে এই 'নোট্স্', বলা চলে, এ-বিষয়ে লেখকের এক ছোটখাটো গবেষণার অতিসংক্ষিপ্ত প্রাথমিক খসড়া—একইসঙ্গে, লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পর্কে অজ্ঞাতপূর্ব তথ্যের এক মূল্যবান দলিল।

ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে লেখা আলোচ্য খসড়ায় ১—১২ সংখ্যক অংশ পর্যন্ত কোনো তারিখ নেই। ১৩ সংখ্যক অংশের পাশে লেখা প্রথম তারিখ ২৬.১০.৪৫। কিন্তু নির্দেশপঞ্জি ৫/১-এর তালিকায় দেখা যায়, ৫ অক্টোবর ও ১৯ অক্টোবর—এই দু'দিনের ভাষণ-বাবদ প্রাপ্ত টাকার উল্লেখ আছে। বর্তমান খসড়ায় ১—১২ সংখ্যক অংশ সম্ভবত ঐ দু'দিনে প্রচারিত হয়। অপরপক্ষে, ২৬.১০.৪৫ তারিখের ভাষণ-বাবদ কোনো টাকার উল্লেখ পূর্বোক্ত তালিকায় নেই। বর্তমান খসড়ায় ১৬,২৩ ও ৩০ নভেম্বরের ভাষণ-বাবদ মোট টাকার অংক, মনে হয়, পূর্বোক্ত তালিকায় ১.১২.৪৫-এর তারিখ দিয়ে লেখা হয়েছে। একইভাবে, পূর্বোক্ত তালিকায় ২৮.১২.৪৫ তারিখের টাকার অংক নিশ্চয় বর্তমান খসড়ায় ২১.১২.৪৫ ও ২৮.১২.৪৫—এই দু'দিনের ভাষণ-বাবদ মোট প্রাপ্তি।

৬/১ নির্দেশ. ৫/১ দ্রষ্টব্য।

৮/১ 'ডাক্তারবাবু'—পরিবর্তিত নামে পরিণত রূপ 'পেশা': লেখকের অষ্টাদশ-সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ ১৯৫১, বঙ্গাব্দ ১৩৫৮। ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা।

'ডাক্তারবাবু' 'পেশা'য় পরিণত হবার আগে লেখক তার নাম ভেবেছিলেন: 'নবীন চিকিৎসক'। এ-বিষয়ে ডায়েরি ১৯৫০-এ লেখকের 'নোট':

> 20 7.51 D. M. Library নবীন চিকিৎসক (পরে নাম বদল—"পেশা") উপন্যাস বাবদ অগ্রিম চেক 400/—(20%)।

লেখকের অন্যান্য 'নোট' থেকে জানা যায়, 'নতুন জীবন'-পত্রিকায় 'ডাক্তারবাবু'র ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু হয়। এ-সম্পর্কে একটি খাতায় লেখা প্রথম 'নোট':

> ডাক্তারবাবু (উপন্যাস) ১৩৫২ কার্তিক থেকে 'নতুন জীবনে' আরম্ভ। অগ্রিম পারিশ্রমিক 18.11.45—10/-। প্রতি পৃষ্ঠা ৫৲ টাকা।

ডায়েরি ১৯৫০-এ পরবর্তী 'নোট' :

12.4.46 নতুন জীবনের ডাক্তারবাবুর জন্য advance 25/—

আর কোনো 'নোট' নেই, এবং উপন্যাসটি 'নতুন জীবন'-এ সম্পূর্ণ হয়েছিল কি না আমাদের জানা নেই।

১০/১ পরিণত রূপ : 'ছিনিয়ে খায় নি কেন'—লেখকের একাদশ-সংখ্যক গল্প-গ্রন্থ 'খতিয়ান'-এর অন্তর্ভুক্ত। 'খতিয়ান' : প্রথম প্রকাশ ১৯৪৭। ১৩৫৪। ভারতী ভবন।

আলোচ্য অংশের মার্জিনে লেখা লেখকের নিজস্ব নোট থেকে জানা যায়, 'পূর্ণিমা'-নামক কোনো সাময়িকপত্রে গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। সময়কালের উল্লেখ নেই—সূত্র হিসাবে, ডায়েরি ১৯৫০-এ, লেখা-বাবদ প্রাপ্ত টাকার হিসাব থেকে নিম্ন তথ্য উদ্ধৃত হল :

12.11.46 পূর্ণিমা 'ছিনিয়ে খায় নি কেন ?' 50/—

২ পরিণত রূপ : 'ছাঁটাই রহস্য'—'খতিয়ান'-এর অন্তর্ভুক্ত।

অংশটির মার্জিনে লেখকের নোট : 'রূপান্তরে' প্রকাশিত। প্রকাশকাল নেই। ডায়েরি ১৯৫০ থেকে প্রাসঙ্গিক সূত্র :

27.5.46 From Tarafdar for 'ছাঁটাই রহস্য' 50/—

১১/১ নির্দেশ. ১০/১ দ্রষ্টব্য।

১২/১ সুর-সম্পর্কে লেখকের 'বৈজ্ঞানিক ভাবে গবেষণা'র সংকল্প অপূর্ণ থেকে যায়। সাধারণভাবে সংগীত-বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও অধ্যয়নের আরেক পরিচয় 'বাঙালী সংগীতকার'-পর্যায়ে ধারাবাহিক বেতার-ভাষণ (দ্রষ্টব্য ডায়েরি মুদ্রিতপাঠ ৫)—এই বেতার-ভাষণেরও পূর্ণাঙ্গ লিখিত পাঠ আজ বিলুপ্ত বলা চলে।

সংগীত-সম্পর্কে তত্ত্বগত কৌতূহল ছাড়াও, কিশোর-বয়স থেকে শেষ-জীবন পর্যন্ত, গান ও বাঁশি-বাজানো ছিল লেখকের অবসরমুহূর্তের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। গান-সম্পর্কে কিছু শিক্ষাও তাঁর ছিল এবং হারমোনিয়াম বাজিয়েই তিনি গাইতে পারতেন। শেষজীবনে, একাকী বা কন্যাদের নিয়ে, তিনি শ্যামাসংগীত গাইতেন। শ্যামাসংগীত ছাড়া, শেষজীবনে তাঁর প্রিয় গান ছিল, 'অন্ধজনে দেহ আলো—' ও 'পরবাসী, চলে এসো ঘরে'।

১৪/১ P. W. A—Progressive Writers' Association.

১৯৩৬-এর লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সময়, প্রধানত কমিউনিস্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে, নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় মুন্সী প্রেমচন্দ-এর সভাপতিত্বে—১০ এপ্রিল ১৯৩৬-এর এই অধিবেশন থেকেই সর্বভারতীয় সংগঠন হিসাবে উক্ত

সংস্থার প্রতিষ্ঠা ঘটে। নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সারা ভারত সম্মেলন তথা প্রথম কলকাতা অধিবেশন হয় ১৯৩৮-এর ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর—ভবানীপুর 'আশুতোষ মেমোরিয়াল হল'-এ অনুষ্ঠিত এই অধিবেশন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ লিখিত ভাষণ পাঠান; ২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৮-এর আনন্দবাজার পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত; সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ: মুলুকরাজ আনন্দ্, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত সুদর্শন। বাঙালী লেখকদের মধ্যে সম্মেলনের বক্তা ছিলেন, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যরা ছাড়াও, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন প্রমুখ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, ৮ মার্চ ১৯৪২ তারিখে ঢাকায় গুপ্তঘাতকের হাতে তরুণ লেখক সোমেন চন্দের মৃত্যুকে কেন্দ্র ক'রে, ২৮ মার্চ ১৯৪২, স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আহূত এক প্রকাশ্য সভায়, সর্বভারতীয় সংঘের বাংলা শাখার নূতন নামকরণ হয় 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। এই সভা থেকেই গঠিত হয় বাংলা শাখার এক নূতন সংগঠন সমিতি—সদস্যবৃন্দ: অতুলচন্দ্র গুপ্ত (সভাপতি), গোপাল হালদার, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, এবং বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় (যুগ্মসম্পাদক)। ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রথম সম্মেলন হয় ১৯৪২-এর ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট-এর লাইব্রেরি কক্ষে। সভাপতি ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ: যামিনী রায় (অনুপস্থিত থাকায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়), আবু সয়ীদ আইয়ুব, হবিবুল্লা বাহার ও বুদ্ধদেব বসু। ১৫—১৭ জানুয়ারি ১৯৪৪-এর দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যো-পাধ্যায়; সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্র; অপরাপর সদস্য: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুল বসু, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, আবুল মনসুর আহমেদ, গোপাল হালদার ও শচীন দেববর্মন। যুদ্ধান্তে, ৩—৮ মার্চ ১৯৪৫-এর তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে, সর্বভারতীয় সংস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে পুনরায় বাংলা শাখার নাম হয় 'প্রগতি লেখক সংঘ'। এবারের সভাপতি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়; সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য-বৃন্দ: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রমুখ। এই সম্মেলনে পরবর্তী বছরের যুগ্মসম্পাদক নির্বাচিত হন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রগতি লেখক সংঘের যোগাযোগ

ও সম্পর্কের ইতিহাস খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। উল্লেখযোগ্য এই যে, বাংলাদেশের প্রগতি লেখক আন্দোলনের জন্মকালের আগেই বাঙালী লেখকদের মধ্যে যাঁরা প্রখ্যাতনামা, তাঁদের প্রায় সকলেই সংঘের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন ১৯৩৮-এর প্রথম কলকাতা অধিবেশনের সময়কালে। অপরপক্ষে, ১৯৪৫-এর তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনের পর থেকে তাঁদের সকলের সঙ্গেই লেখক সংঘের সম্পর্ক একে-একে ছিন্ন হয়। উভয়ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৩৮-এর প্রথম কলকাতা অধিবেশনে তিনি লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত, যদিও ১৯৩৬-এ প্রকাশিত 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ও 'পদ্মানদীর মাঝি'র লেখক তখন সমস্ত অর্থেই প্রতিষ্ঠিত। এর আগে, ১৯৩৭-এ প্রকাশিত সংঘের প্রথম সাহিত্য-সংকলন 'প্রগতি'তে তাঁর একটি গল্প অবশ্য ছাপা হয়, কিন্তু এমন কয়েকজন লেখকের লেখাও উক্ত সংকলনে ছাপা হয় যাঁরা পরবর্তীকালে সংঘের কাছাকাছি আসেন নি। অন্তত সাংগঠনিক-ভাবে, ১৯৪৪-এর আগে পর্যন্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে লেখক সংঘের সক্রিয় সম্পর্কের প্রমাণ নেই, যদিও আরো কিছু আগেকার যোগাযোগ-সম্পর্কে, পরস্পর-বিরোধী কিছু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন :

১. ১৫ নভেম্বর ১৯৪২-এর *People's War* পত্রিকায় প্রকাশিত এবং Indo-GDR Friendship Society র একটি সংকলনে পুনর্মুদ্রিত (১৯৬৯), শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি বিবরণীতে দেখা যায়, ২৮ মার্চ ১৯৪২-এর সংগঠন-সমিতিতে অন্যান্যদের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক সংঘ-কর্তৃক প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসু-র একটি পুস্তিকা, 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজম'-এর 'বিজ্ঞাপনী'তে, উল্লিখিত সংগঠন-সমিতির তালিকায়, এমনকি সংঘের 'পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ী'দের একটি দীর্ঘতর তালিকাতেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নেই।

২. 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রগতি লেখক আন্দোলন'-নামক একটি রচনায় শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ জানাচ্ছেন যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের ফ্যাসিস্তবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে যোগ দেন ১৯৪৩ সালের গোড়ায়।' ('পরিচয়', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি সংখ্যা, পৌষ ১৩৬৩।)

সে যাই হোক, যে-কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে, এ-দেশের প্রধান লেখকদের মধ্যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রগতি লেখক সংঘের যোগাযোগ ঘটে অপেক্ষাকৃত পরে, কিন্তু একমাত্র তাঁরই সঙ্গে এই

যোগাযোগ সংঘের অস্তিত্বকাল পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন থাকে। ১৯৪৫-এর তৃতীয় সম্মেলনের পর থেকে সংঘের ভিতরে ও বাইরে শিল্পসাহিত্য-রাজনীতির নানাবিধ প্রশ্ন ক্রমেই প্রখর হয়ে ওঠে এবং সংঘের সম্মেলন তিন বছর স্থগিত থাকার পর, এপ্রিল ১৯৪৯-এ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন—পূর্বতন সমিতির অন্যতম যুগ্মসম্পাদক হিসাবে তিনিই এই সম্মেলনে সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন (নির্দেশ. ৮৫/১ দ্রষ্টব্য)। ইতিমধ্যে অক্টোবর ১৯৪৮-এ প্রকাশিত হয় প্রথম সংখ্যা 'মার্কসবাদী' প্রবন্ধ-সংকলনের প্রগতিসাহিত্য-বিষয়ক আলোচনা এবং 'মার্কসবাদী' পঞ্চম সংকলনে (সেপ্টেম্বর ১৯৪৯) প্রকাশিত রবীন্দ্র গুপ্তের 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'-নামক প্রসিদ্ধ রচনাকে কেন্দ্র ক'রে শুরু হয় এক দীর্ঘ বিতর্ক—যে বিতর্কের জের 'পরিচয়', 'নতুন সাহিত্য' ও আরো কিছু পত্রিকায় বহুদূর গড়ায় (প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য নির্দেশ. ১৩০/২)। ১৯৫৩-র ১১—১৫ এপ্রিল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বেই অনুষ্ঠিত হয় সংঘের পঞ্চম বা শেষ বার্ষিক সম্মেলন।

এ-দেশের প্রগতি লেখক আন্দোলন ও এই আন্দোলনের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কের উল্লিখিত বিবরণ, বলা বাহুল্য, অতিসংক্ষিপ্ত সাংগঠনিক বিবরণ হিসাবেও যথেষ্ট নয়। উপরন্তু, ১৯৩৬—১৯৫৩, মোটামুটি আঠারো বছর সময় জুড়ে সংঘের বিস্তৃত কার্যাবলী, আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন লেখকের তৎকালীন রচনা, এবং এই সবকিছুর সঙ্গে জড়িত নানাবিধ তত্ত্বগত প্রশ্ন ও বিতর্কের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সংগৃহীত না-হওয়া পর্যন্ত, সমগ্র প্রগতি লেখক আন্দোলনের চেহারা ও চরিত্র, এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখক-জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, স্পষ্ট হবে না।

২ 'Chen Han Seng'—সঠিক ইংরেজি বানানে, Chen Han-Tseng.

শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ. তাঁর '৪৬ নং'-নামক পুস্তিকায় (নভেম্বর ১৯৭০) এবং *'No. 46'*-নামে তারই ভাষান্তরে, জানিয়েছেন যে, অধ্যাপক চেন হান-সেং ছিলেন *China Reconstructs*-পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সহ-সভাপতি, এবং সংঘের বৈঠকে তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল 'লু-স্যুন ও আধুনিক চীনা সাহিত্য'।

১৬/১ 'রাসের মেলা'—গল্পটি 'পরিচয়'-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। প্রথম প্রকাশ : 'পূর্ব্বাশা' নবম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৫৩।

ডায়েরি ১৯৫০ থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য :

5.7.46 পূর্ব্বাশা 'রাসের মেলা' 50/-

গল্পটি লেখকের দশম গল্পগ্রন্থ 'পরিস্থিতি'র অন্তর্ভুক্ত। 'পরিস্থিতি': প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৪৬। আশ্বিন ১৩৫৩। অগ্রণী বুক ক্লাব, কলকাতা।

প্রসঙ্গত, 'পরিস্থিতি'-গ্রন্থটি 'রাসের মেলা'-নামে প্রকাশিত হবে ব'লে প্রথমে স্থির হয়—প্রকাশকের সঙ্গে এই নামেই চুক্তি হয়েছিল। এ-বিষয়ে চুক্তিপত্রের কপিতে লেখকের 'নোট':

বই-এর নাম পরে পরিস্থিতি করা হয়—কোন লিখিত কিছু নেই।

২ ৩নং অনুচ্ছেদের মার্জিনে লেখা লেখকের নিজস্ব 'নোট' থেকে জানা যায়, আলোচ্য 'প্লট'টির পরিণত রূপ 'চক্রান্ত'-নামক গল্প। বর্তমান খসড়ার সঙ্গে প্রকাশিত গল্পটির সাদৃশ্য সামান্য—প্রায় মেলানোই যায় না।

ডায়েরি ১৯৫০-এর তথ্য:

27.5.46 From Naren Deb for 'চক্রান্ত' 100/-

'খতিয়ান'-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। স্বর্গত নরেন্দ্র দেব ও শ্রীরাধারাণী দেবী-কর্তৃক সম্পাদিত 'কথা-শিল্প'-নামক গল্পসংকলনে প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৭/১ লেখকের বর্তমান পরিকল্পনা শেষপর্যন্ত রূপ নেয় নি, যদিও দুর্ভিক্ষের সময় নিয়ে অনেকগুলি গল্প তিনি লেখেন। বেশির ভাগ গল্পই 'আজ কাল পরশুর গল্প'-গ্রন্থের (এপ্রিল-মে ১৯৪৬) অন্তর্ভুক্ত; 'পরিস্থিতি' (অক্টোবর ১৯৪৬) ও 'খতিয়ান' (১৯৪৭)—এই দু'টি গল্পগ্রন্থেও কিছু গল্প স্থান পায়। দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় লেখা একটি উল্লেখযোগ্য গল্প, 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে', পরিমল গোস্বামী-সম্পাদিত 'মহামন্বন্তর'-নামক সংকলনের (মার্চ ১৯৪৪) অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু লেখকের জীবিতকালে তাঁর নিজস্ব কোনো গল্পগ্রন্থে গল্পটি সংকলিত হয় নি। গল্পটি বর্তমানে লেখকের 'শ্রেষ্ঠ গল্প'র অন্তর্ভুক্ত (নূতন সম্পাদিত চতুর্থ সংস্করণ ১৩৭২)।

১৮/১ 'চিহ্ন'—লেখকের চতুর্দশ-সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৪৭, মাঘ ১৩৫৩। প্রকাশক বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা। লেখকের একটি খাতা থেকে 'চিহ্ন'-প্রসঙ্গে নিম্ন তথ্য দু'টি পাওয়া যায়:

চিহ্ন (উপন্যাস)

বসুমতী নববর্ষ সংখ্যায় (১৩৫৩) প্রকাশের জন্য : 350/-

চিহ্ন: উপন্যাস। ১৩৫৩ বসুমতী নববর্ষ সংখ্যায় প্রকাশিত—৩৫০৲

১৯/১ ৩নং অনুচ্ছেদের মার্জিনে লেখা ছিল: নরেনদাকে দিয়েছি। 'নরেনদা' সম্ভবত স্বর্গত নরেন্দ্র দেব, এবং অনুমান হয়, 'প্লট'টি পরিণত রূপে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু পরিণত রচনাটি আমরা চিনে উঠতে পারি নি।

২২/১ গল্পটি 'খতিয়ান'-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হবার সময় বর্তমান অংশ দু'টি শেষ-পর্যন্ত সংযোজিত হয় নি।

২৩/১ 'চালক'। 'খতিয়ান'-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।
মার্জিনের নোট অনুসারে, 'দেশ'-পত্রিকায় প্রকাশিত। এ-বিষয়ে ডায়েরি ১৯৪৫ ও ডায়েরি ১৯৫০ থেকে যথাক্রমে দু'টি তথ্য :
'দেশ'-এর গল্প জুলাই-এর মধ্যে : "চালক"
৭৫৲ চেয়েছি : সাগরবাবু জানাবেন।
16.12.46 দেশ 'চালক' 50/-

২৪/১ বঙ্গাব্দ ১৩৫৪ 'শারদীয় বসুমতী'-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের দীর্ঘতম কবিতা 'প্রথম কবিতার কাহিনী'র সম্ভবত আদিতম প্রাথমিক খসড়া। সমগ্র কবিতাটির রচনাকাল মোটামুটিভাবে ১৯৪৬-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৭-এর এপ্রিল-মে। লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা'য় (মে ১৯৭০) সম্পূর্ণ কবিতাটি সংকলিত হয়।

২৫/১ ২৫—২৮ সংখ্যক অংশ, ১৯৪৬-এর ১৬ অগাস্ট ও পরবর্তী কয়েকটি দিনের ঐতিহাসিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিবরণ। লেখক তখন টালিগঞ্জ, দিগম্বরীতলা-নিবাসী, পৈতৃকগৃহে একান্নবর্তী সংসারে বাস করেন।

২ ১৯৪৪ সালে লেখক তৎকালীন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন।

২৯/১ 'কাকাবাবু'—স্বর্গত মুজফফর আহমেদ।
ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং আমৃত্যু কমিউনিস্ট নেতা। পার্টি-মহলে তিনি 'কাকাবাবু'-নামে সাধারণভাবে পরিচিত ছিলেন।

৩১/১ 'F'—Fit বা মৃগীরোগের আক্রমণ। বিভিন্ন ডায়েরি-বইয়ে এ-জাতীয় 'আক্রমণ' বা 'উপক্রমের' সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ছাড়াও, মৃগীরোগ বা Epilepsy-র কারণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে ইংরেজিতে লেখা লেখকের নিজস্ব অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্ত তাঁর একাধিক খাতায় পাওয়া যায় (দ্রষ্টব্য বর্তমান ডায়েরির 'সংযোজন'-অংশ)।
চিকিৎসার অতীত এই ব্যাধি ছিল তাঁর আমৃত্যু সঙ্গী। প্রথম ও শেষ-জীবনের দু'টি চিঠিতে লেখক নিজেই তাঁর ব্যাধির সূচনা ও পরিণতির

আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়েছেন। (দ্রষ্টব্য লেখকের 'চিঠিপত্র'। ৩ ও ৪২-সংখ্যক চিঠি।)

৩২/১ 'প্রত্যহ'—অধুনালুপ্ত দৈনিক পত্রিকা; প্রকাশকাল জুন ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৮। অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন উক্ত পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগের সম্পাদক; দু'টি বছরের পূজা সংখ্যারও তিনি সম্পাদনা করেন। লেখকের কোনো রচনা উক্ত পত্রিকায় শেষপর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি।

২ লেখকের বড় শ্যালক শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৩ লেখকের ছোট শ্যালিকা শ্রীমতী আরতি মুখোপাধ্যায়।

৪ 'গলায় দড়ির কেন'—লেখকের জীবিতকালে তাঁর কোনো গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। নভেম্বর ১৯৫৭-য় প্রকাশিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পসংগ্রহে' প্রথম সংকলিত হয়, প্রকাশক ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

৫ মূল গল্প : 'সিঁড়ি'—লেখকের তৃতীয় গল্পগ্রন্থ 'মিহি ও মোটা কাহিনী'র (১৯৩৮) অন্তর্ভুক্ত। গল্পটির একাধিক ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত লেখকের এগারোটি গল্পের অনুবাদ-সংকলন *Primeval And Other Stories* (1958)-গ্রন্থে আলোচ্য গল্পটির অনুবাদক শ্রীসমর সেন।

৬ লেখকের কোনো গল্পগ্রন্থ, সংকলন বা অগ্রথিত গল্পের স্ব-কৃত তালিকায় এই নামে কোনো গল্পের সন্ধান পাওয়া যায় নি।

৭ 'সীমান্ত'—শ্রীমণীন্দ্র রায়-সম্পাদিত সাহিত্য-পত্রিকা 'সীমান্ত'র প্রথম ও একটিমাত্র সংখ্যা ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয়। কবিতা-পত্রিকারূপে 'সীমান্ত' নূতনভাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৫৩ সালে, সম্পাদক শ্রীমণীন্দ্র রায় ও শ্রীমঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

৮ 'বর্তমান'—স্বর্গত কথাসাহিত্যিক সরোজকুমার রায়চৌধুরী-সম্পাদিত অধুনালুপ্ত সাহিত্য-মাসিক।

৯ 'গল্পভারতী'—স্বর্গত কথাসাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা।

১০ 'দীপায়ন'-পত্রিকায় প্রকাশিত ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প'। 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস'-নামে ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপর একটি প্রবন্ধ ১৩৫২-র শারদীয় 'সোনার বাংলা'র প্রকাশিত হয়।

১১ উল্লিখিত কাগজটি 'সাহিত্যপত্র'—ত্রৈমাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল শ্রাবণ ১৩৫৫, সম্পাদক শ্রীচঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে বহুবার পত্রিকাটির সম্পাদক বদল হয়।

পত্রিকাটির প্রকাশ ও পরিকল্পনার সঙ্গে শ্রীবিষ্ণু দে প্রথমাবধি প্রত্যক্ষ-ভাবে যুক্ত ছিলেন, আনুষ্ঠানিক সম্পাদনা যদিও কোনো সময়ে করেন নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো লেখা উক্ত পত্রিকায় শেষপর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি।

১২ উল্লিখিত 'অভিযোগ' এবং লেখকের উত্তর—দুটোর কোনোটারই বিস্তারিত বিবরণ আমাদের জানা নেই। প্রসঙ্গত শুধু বলা চলে, তৎকালীন 'পরিচয়ে'র সঙ্গে শ্রীবিষ্ণু দে এবং 'সাহিত্যপত্রে'র অন্যান্য উদ্যোক্তাদের নানাবিধ মতবিরোধকে কেন্দ্র ক'রেই 'সাহিত্যপত্র' জন্ম নেয়। বিষয়টি এ-দেশের প্রগতি লেখক আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—প্রগতি লেখক আন্দোলন এবং আন্দোলনের প্রধান মুখপত্র 'পরিচয়ে'র পরিচালকমণ্ডলীর সঙ্গে শ্রীবিষ্ণু দে সক্রিয়-ভাবে যুক্ত ছিলেন। উক্ত আন্দোলনের প্রাথমিক ইতিহাস পর্যন্ত এখনো লিখিত না-হওয়ায়, পরবর্তী বিরোধ-সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন। তবে বিভিন্ন সূত্রে যতটুকু জানা যায়, পৌষ ১৩৫৪-র 'পরিচয়'-পত্রিকায় শ্রীহিরণকুমার সান্যাল-কর্তৃক তারাশঙ্কর বন্দ্যো-পাধ্যায়ের 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'র বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রকাশিত হবার পর উল্লিখিত বিরোধ প্রকাশ্য রূপ নেয়—প্রতিবাদ হিসাবে শ্রীবিষ্ণু দে 'পরিচয়'-পরিচালকমণ্ডলী থেকে পদত্যাগ করেন। তত্ত্বগত স্তরে হয়তো বিরোধের মূল ছিল আরো অনেক গভীরে। শিল্প-সাহিত্যে পার্টির নেতৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ থাকবে কি থাকবে না, এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির একদাপ্রসিদ্ধ গারোদি-আরাগঁ বিতর্ক এ-দেশেও পৌঁছায়—এই বিতর্ককে কেন্দ্র ক'রে এ-দেশের প্রগতি লেখক আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা স্পষ্ট দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে যান। আর্টের ক্ষেত্রে 'পার্টি লাইন' ব'লে কিছু থাকতে পারে না—গারোদি-র এই বক্তব্যের সমর্থক ছিলেন কারা, কারাই বা সমর্থন করেন আরাগঁ-র বিরুদ্ধ বক্তব্য—প্রামাণিক তথ্যের অভাবে এ-বিষয়ে কিছু অনুমানের চেষ্টাও হয়তো আজ বিতর্কের কারণ হবে। কিন্তু 'পরিচয়'-'সাহিত্যপত্র' বিরোধ, এবং সাধারণভাবে এ-দেশের প্রগতি লেখক আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ বিরোধের ক্ষেত্রে, উপরোক্ত বিতর্কের ভূমিকা ছিল সুদূরপ্রসারী।

উপরোক্ত বিতর্ক ছাড়াও, বঙ্গাব্দ ১৩৫৪-র 'পরিচয়'-পত্রিকায় 'পাঠকগোষ্ঠী'-বিভাগে শ্রীবিষ্ণু দে ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একদা এক বিতর্কে সরাসরি অংশ নেন। উভয় লেখকের নিম্নোক্ত রচনায় কৌতূহলী পাঠক এই বিতর্কের পরিচয় পাবেন :

১. শ্রীবিষ্ণু দে—রাজায়-রাজায়। 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' (১৩৫৯)।
২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—'পাঠকগোষ্ঠী'র আলোচনা। 'লেখকের কথা' (১৩৬৪)।

১৩ উল্লিখিত রচনা সম্ভবত শেষপর্যন্ত লেখা হয় নি।

১৪ 'দ্বীপপুঞ্জ'—স্বর্গত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রথম উপন্যাস (১৯৪৭)। যে-কোনো কারণেই হোক, 'পরিচয়'-পত্রিকায় 'দ্বীপপুঞ্জ'র সমালোচনা লেখক শেষপর্যন্ত করেন নি। তবে তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে একপৃষ্ঠার একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি থেকে বোঝা যায়, প্রতিশ্রুত সমালোচনাটি লেখার কাজে তিনি হাত দিয়েছিলেন। 'দ্বীপপুঞ্জ' ছাড়াও আরো দু'টি গ্রন্থ (শ্রীগোপাল হালদারের 'বাঙালীর সংস্কৃতি' ও শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক') এবং একটি সাহিত্য-পত্রিকা ('অগ্রণী') একসঙ্গে নিয়ে উল্লিখিত সমালোচনা তিনি শুরু করেন। শুধু ভূমিকা-টুকুই লিখেছিলেন—মূল প্রসঙ্গে আসার আগেই লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শেষ বাক্যটিও অসম্পূর্ণ—অন্তত লেখকের কাগজপত্রের মধ্যে আলোচ্য রচনার আর-কোনো অংশ খুঁজে পাওয়া যায় নি।
কৌতূহলী পাঠকদের জন্য উক্ত পাণ্ডুলিপির প্রথম দু'টি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত হল :

> একখানি উপন্যাস, একখানি সংস্কৃতির বিচার পরিচয়, একখানি কাব্যগ্রন্থ এবং একখানি মাসিক পত্রিকা। আপাত বিচারে এই চারটি সাহিত্যিক অভিব্যক্তি সমসাময়িক নয়। মাস কেন, বছরের ব্যবধান আছে প্রকাশ সময়ের মধ্যে। 'অগ্রণী' সদ্য প্রকাশিত মাসিকপত্র, প্রথম বৎসরের প্রথম সংখ্যা। সমালোচক হিসাবে এই চতুর্বর্গ সমালোচনার অর্থ কি গোড়াতেই পরিষ্কার করে বলা আমার কর্তব্য।
>
> কোন কালেই কোন একখানা বই নিয়ে সাহিত্য সমালোচনা হয় না, সমালোচনা যদি ওই বইখানাকে কেন্দ্র করেই সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকে। এরকম সমালোচনা অবশ্য সর্ব্বদাই চোখে পড়ে, আসলে এগুলি সমালোচনা নয়, পরিচিতি মাত্র। কোন এক-জন মানুষকে যেমন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে জানা যায় না, কোন একটি বইকে তেমনি সাহিত্য থেকে পৃথক করে সমালোচনা করা অসম্ভব। মানুষটার পরিচয় কেবল দেওয়া যায়, ইনি অমুক, ইনি ওই এই গুণের অধিকারী; বইখানারও পরিচয় দেওয়া যায় যে তাতে ওই এই আছে। কিন্তু সত্যিকারের সমা-লোচনা করতে হলে বইখানাকে সাহিত্যের পটে ফেলে দাম

কষতেই হবে। শিরোনামায় একখানা বইয়ের নাম লেখা থাক, তাতে কিছু এসে যায় না। সঠিক সমালোচনা হলে দেখা যাবে প্রসঙ্গক্রমে অনেক বই-এর নাম এসে গেছে, সেরা অথবা ওঁচা।···

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 'পরিচয়'-পত্রিকার পুস্তক-পরিচয় বিভাগে 'দ্বীপপুঞ্জ'র সমালোচনা প্রকাশিত হয় উপন্যাসটি বেরোনোর দু'বছর পর, ফাল্গুন ১৩৫৫-সংখ্যায়। সমালোচনাটির লেখক শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৫ ৪ মে রবিবার ১৯৪৭-এর 'দৈনিক স্বাধীনতা'য় প্রকাশিত 'সুকান্ত ভট্টাচার্য'-নামক কবিতা; রচনার তারিখ ১৭ এপ্রিল ১৯৪৭। লেখকের কবিতাগ্রন্থে সংকলিত।

আলোচ্য প্রসঙ্গে উল্লিখিত 'সুকান্তের স্মৃতি সংকলনী', মনে হয়, প্রকাশিত হয় নি। সুকান্ত-র স্মৃতির প্রতি নিবেদিত কবিতার প্রথম সংকলন 'সুকান্তনামা' (বৈশাখ ১৩৫৭), সম্পাদক শ্রীমিহির আচার্য। লেখকের উপরোক্ত কবিতাটি এই সংকলনের প্রথম কবিতা।

১৬ বেঙ্গল পাবলিশার্স-এর অন্যতম কর্তা শ্রীমনোজ বসু ৩.৪.৪৭ তারিখের একটি চিঠিতে লেখকের নিকট তাঁর 'শ্রেষ্ঠ গল্প' প্রকাশ-সম্পর্কে এক প্রস্তাব পাঠান। প্রস্তাবিত হয় যে, আটখানা বইয়ের এক সিরিজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে লেখকের 'শ্রেষ্ঠ গল্প' প্রকাশিত হবে। সাধারণ সম্পাদক হবেন ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—তবে লেখকের আপত্তি থাকলে অন্য কেউ সম্পাদক হতে পারেন। প্রকাশক এই প্রসঙ্গে জানান যে, 'দীপায়ন'-পত্রিকায় ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প'-শীর্ষক প্রবন্ধটি দেখেই উক্ত পরিকল্পনা তাঁদের মনে আসে।

ডায়েরির বর্তমান অংশে উল্লেখিত ২.৬.৪৭ তারিখের চিঠিতে লেখক সম্ভবত উপরোক্ত প্রস্তাবে অসম্মতি জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন। বিশেষত, ডায়েরি ১৯৫০-এর তথ্য-অনুযায়ী মনে হয়, একই সময়ে ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস থেকে লেখকের 'শ্রেষ্ঠ গল্প' প্রকাশ-সম্পর্কে প্রাথমিক কথা হয় এবং ১৫.৫.৪৭ ও ২৩.১২.৪৭ তারিখে এ-বাবদ লেখককে দু'বার অগ্রিম অর্থ দেওয়া হয়। কিন্তু ডায়েরি ১৯৫০-এর 'নোট' থেকেই জানা যায়, উক্ত অর্থ লেখক পরে ফিরিয়ে দেন এবং ১৭ মে ১৯৪৮ তারিখে বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে 'শ্রেষ্ঠ গল্প' হিসাবে লেখক প্রথম অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করেন। এর প্রায় দু'-বছর পর, শেষপর্যন্ত বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকেই লেখকের 'শ্রেষ্ঠ গল্প' প্রকাশিত হয়।

লেখকের 'শ্রেষ্ঠ গল্প'র প্রকাশ-ইতিহাস নিম্নরূপ :

'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'—প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৫৭। ১৯৫০। সম্পাদনা ও ভূমিকা শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য।
নূতন সম্পাদিত চতুর্থ সংস্করণ: আষাঢ় ১৩৭২। ১৯৬৫। ভূমিকা, সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গল্পপঞ্জি-সহ সম্পাদনা: যুগান্তর চক্রবর্তী।

১৭ বিমলারঞ্জন প্রকাশন। খাগড়া, মুর্শিদাবাদ—লেখকের দ্বাদশ গল্পগ্রন্থ 'মাটির মাশুল'-এর (আশ্বিন ১৩৫৫। ১৯৪৮) প্রকাশক।

১৮ Ku:ub Publishers, Bombay-কর্তৃক প্রকাশিত *Boatman of the Padma* (May 1948)—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-অনূদিত 'পদ্মানদীর মাঝি'র ইংরেজি সংস্করণ।

১৯ 'শারদীয় স্বরাজ' ১৩৫৪-য় প্রকাশিত 'ধানের গোলার ধান' গল্পটির জন্য লেখক সম্ভবত ১০০ টাকা চেয়েছিলেন।
ডায়েরি ১৯৫০-এ প্রাসঙ্গিক 'নোট':
18.9.47 স্বরাজ 'ধানের গোলার ধান' 75/-

২০ শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ-সম্পাদিত সাহিত্য-সংকলন।

৩৩/১ আলোচ্য অংশের পাদটীকায় উদ্ধৃত লেখকের 'মার্জিনাল নোট' থেকে মনে হয়, বর্তমান প্লটের পরিণত রূপ 'সোনার বাংলা'-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু লেখকের কোনো গল্পগ্রন্থ বা সংকলনে এই নামে কোনো গল্প নেই।

২ লেখকের কোনো গল্পসংগ্রহ বা সংকলনে গ্রথিত হয় নি।

৩ 'হারাণের নাতজামাই'—লেখকের ত্রয়োদশ গল্পগ্রন্থ 'ছোটবড়'র অন্তর্ভুক্ত। 'ছোটবড়': প্রথম প্রকাশ ১৯৪৮। পূরবী পাবলিশার্স, কলকাতা।
ডায়েরি ১৯৫০ থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য:
4.1.47 পূর্ব্বাশা 'হারাণের নাতজামাই' 50/-
21.10.47 Eastern Express
'হারাণের নাতজামাই' অনুবাদ 30/-
Primeval And Other Stories (1958)-গ্রন্থে আলোচ্য গল্পের একটি স্বতন্ত্র অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, অনুবাদক: শ্রীসুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪ লেখকের 'মার্জিনাল নোট'-অনুযায়ী, বর্তমান প্লটের পরিণত রূপ 'চৈতালী আশা', প্রথম প্রকাশ 'রবিবারের স্বাধীনতা'—সাল-তারিখ নেই। ১৯৫০-এর ডায়েরি-বইয়েও অনুরূপ 'নোট' আছে। কিন্তু এই নামে কোনো গল্প এ-যাবৎ কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নি।

৩৪/১ 'মাটি'—'মাসিক বসুমতী'-পত্রিকার চারটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

১ম কিস্তি : অগ্রহায়ণ ১৩৫৩
২য় কিস্তি : পৌষ ১৩৫৩
৩য় কিস্তি : ফাল্গুন ১৩৫৩
শেষ কিস্তি : বৈশাখ ১৩৫৪
বর্তমান রচনার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ 'মাটির মাশুল' গল্পগ্রন্থের (আশ্বিন ১৩৫৫) নাম-গল্পটির রূপ নেয়; সম্পূর্ণ প্রথম অনুচ্ছেদ, এবং পরিবর্তিত-রূপে বাকি কিছু অংশ 'ইতিকথার পরের কথা' (ভাদ্র ১৩৫৯) উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩৫/১ পরিণত রূপ : 'গায়েন'—প্রথম প্রকাশ শারদীয় যুগান্তর' ১৩৫৪। 'ছোটবড়' (১৯৪৮) গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।
ডায়েরি ১৯৫০ থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য :
29.9.47 যুগান্তরে 'গায়েন' গল্প দিলাম (Ch) 75/-

৩৭/১ 'সাহিত্যিকের সমস্যা'—ঠিক এই নামে লেখকের কোনো প্রবন্ধের কথা আমাদের জানা নেই। লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর একমাত্র প্রবন্ধ সংকলন 'লেখকের কথা'র (১৯৫৭) একটি প্রবন্ধের নাম 'লেখকের সমস্যা', কিন্তু লেখকের জীবিতকালে প্রবন্ধটি 'গল্প লেখার জীবিকা'-নামে 'চতুষ্কোণ'-পত্রিকায় (গ্রন্থসংখ্যা আষাঢ়, ১৩৬০) প্রকাশিত হয়েছিল। একইভাবে, লেখকের জীবিতকালে প্রকাশিত তাঁর অপর একটি প্রবন্ধ, 'উপন্যাসের কথা' ('পূর্ব্বাশা', জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮), তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থে 'উপন্যাসের ধারা'-নামে সংকলিত হয়েছে। এইসব নাম-পরিবর্তনের কর্তা বা কারণ আমাদের কাছে অজ্ঞাত।

৪০/১ 'জীয়ন্ত'—লেখকের সপ্তদশ-সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৫৭। জুন-জুলাই ১৯৫০। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা। 'পরিচয়'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত—শারদীয় ১৩৫৩ থেকে চৈত্র ১৩৫৫।
'জীয়ন্ত'র প্রথম কিস্তি 'কলমপেষার ইতিকথা'-নামে প্রকাশিত হয়। কার্তিক ১৩৫৩-সংখ্যায় দ্বিতীয় কিস্তির পাদটিকায় লেখকের 'নোট' :
গতসংখ্যায় 'কলমপেষার ইতিকথা' নামে উপন্যাসটি আরম্ভ হয়েছিল। নামটি আমার পছন্দ না হওয়ায় শেষ মুহূর্তে পরিবর্তন করি, ভুলক্রমে বাতিল নামটিই ছাপা হয়ে যায়। গোড়াতেই বাধা পড়েছে, উপন্যাসটি নিশ্চয় উৎরোবে! লেখক।

২ চৈত্র ১৩৫৫-র 'পরিচয়ে' 'জীয়ন্ত'র শেষ কিস্তির শেষে লেখা ছিল—সমাপ্ত : (প্রথম ভাগ)। মনে হয়, লেখক উপন্যাসটির 'দ্বিতীয় ভাগ'-এর পরিকল্পনা করেছিলেন—আলোচ্য অংশের ২-সংখ্যক অংশ সম্ভবত

তারই 'নোট'। 'পরিচয়'-পত্রিকা ও প্রকাশিত গ্রন্থের সমাপ্তির মধ্যেও পার্থক্য আছে।

৪১/১ সম্ভবত, প্রাথমিক পরিকল্পনার স্তরে লেখক গল্পটির নাম ভেবেছিলেন : 'পদাতিক'। লেখার ধরন এবং কালির ঈষৎ ভিন্নতা থেকে মনে হয়, বন্ধনীভুক্ত 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী'-নামটি পরে কোনো এক সময়ে লেখা হয়—হয়তো গল্পটি সম্পূর্ণ রূপ নেবার পর লেখক নামটি লিখে রাখেন।

প্রথম প্রকাশ : 'শারদীয় সংবাদ' ১৩৫৫। ডায়েরি ১৯৫০-এর প্রাসঙ্গিক তথ্য :

2৭.9.48 সংবাদ 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী' 50/-

লেখকের চতুর্দশ গল্পগ্রন্থের নামগল্প। গ্রন্থাকারে প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৫৬। প্রকাশক ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা।

আলোচ্য গল্পটির একটি ইংরেজি অনুবাদ *Primeval And Other Stories* (1958)-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত—অনুবাদক : শ্রীঅজিমোহন কল।

৪৪/১ শিল্পী শ্রীচিত্তপ্রসাদ।

২ শিল্পী শ্রীপ্রভাস সেন।

৩ সম্ভবত, শ্রীগোপাল হালদার।

৪৫/১ শ্রীমুলুকরাজ আনন্দ্।

৪৭/১ কে. কে. প্রোডাকশন-এর প্রযোজনায় ও ছায়াবাণী-র পরিবেশনায় 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র চলচ্চিত্ররূপ মুক্তি পায় ১৯৪৯-এর ২৮ জুলাই—কলকাতার শ্রী-ইন্দিরা-প্রাচী, এই তিনটি চিত্রগৃহে। পরিচালক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রধান চরিত্র দু'টিতে অভিনয় করেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলিমা দাস। ছবিটি যাকে বলে 'ফ্লপ' করে—চার সপ্তাহে উঠে যায়।

৫০/১ শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ—'পরিচয়'-পত্রিকার আদিযুগ থেকে উক্ত পত্রিকার লেখক এবং পরিচয়-গোষ্ঠীর শুক্রবারের বৈঠক তথা আড্ডার বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য :

১. 'পরিচয়-এর আড্ডা'—শ্রীহিরণকুমার সান্যাল। 'দেশ', সাহিত্য-সংখ্যা ১৩৮১।

২. '৪৬ নং'—শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ।

২ শ্রীঅমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র—'পরিচয়'-পত্রিকার সঙ্গে দীর্ঘকাল সংযুক্ত।

৫২/১ টালিগঞ্জ, দিগম্বরীতলায় লেখকের পিতার নিজস্ব বাড়ি—এই বাড়ি বিক্রয়সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নির্দেশপঞ্জি ৫৩/১ ও ৬৭/১।

৫৩/১ লেখকের পিতা তাঁর টালিগঞ্জ, দিগম্বরীতলার নিজস্ব বাড়ি বিক্রি ক'রে দেন ১৯৪৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে (ডায়েরি, মুদ্রিতপাঠ ৭৪-সংখ্যক অংশ দ্রষ্টব্য)—পৈতৃক গৃহে লেখক এবং তাঁর ভ্রাতাদের একান্নবর্তী সংসার এর পরেই ভেঙে যায়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবশ্য আগে থেকেই বালিগঞ্জের নিজস্ব বাড়িতে আলাদা থাকতেন; মধ্যম ভ্রাতাও ছিলেন দীর্ঘকাল রাঁচি-প্রবাসী চিকিৎসক, অপর তিন ভ্রাতা পৈতৃক বাড়ি বিক্রয়ের কিছুকাল আগে-পরে নিজ-নিজ বাড়িতে স্থিত হন। বাড়ি বিক্রির কথাবার্তা পাকা হয়ে যাবার পর, একমাত্র লেখকের পক্ষেই তাঁর নিজস্ব সংসারের জন্য কলকাতায় যে-কোনো অঞ্চলে সুবিধামতো ভাড়ায় বাসাবাড়ি খুঁজে বার করা জরুরি হয়ে পড়ে—পরবর্তী কয়েক-দিনের লেখায় 'বাড়ী সমস্যা' বারবার দেখা দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, টালিগঞ্জে লেখকের পৈতৃক বাড়ির ঠিকানা ছিল: দিগম্বরী-তলা, টালিগঞ্জ—আলাদা ক'রে রাস্তার নাম তখন ছিল না, বিভিন্ন প্লটের নম্বর-অনুযায়ী বাড়ির নম্বর ছিল ২২৯—এর থেকেই ঐ বাড়ির বর্তমান ঠিকানা: ২২৯ রসা রোড সাউথ। পারিবারিক-সূত্রে জানা যায়, 'দিগম্বরীতলা' নামটি সকলের, বিশেষত লেখকের অপছন্দ হওয়ায়, প্রধানত লেখকেরই উৎসাহে এবং সম্ভবত তাঁর পিতার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পাড়ার অধিবাসীদের এক সভায়, বালিগঞ্জ প্লেস-এর অনুকরণে লেখক অঞ্চলটির নূতন নামকরণের প্রস্তাব করেন 'টালিগঞ্জ প্লেস'—লেখকের একাধিক খাতাপত্রে তাঁর তৎকালীন ঠিকানা হিসাবে 'টালিগঞ্জ প্লেস'-এর উল্লেখ আছে। টালিগঞ্জের পৈতৃক বাড়িতে বসবাস শুরু হয় সম্ভবত ১৯৩৭-এর শেষদিকে; ১৯৩৮ সালে এই বাড়িতেই লেখকের বিবাহ হয়। ১৯৩৭-এর শেষদিক থেকে ১৯৪৯-এর শুরু, মধ্যবর্তী এগারো বছর সময়, লেখকের সাহিত্যজীবনের এক শ্রেষ্ঠ কাল অতিবাহিত হয় টালিগঞ্জের উপরোক্ত ঠিকানায়।

২ স্বর্গত কথাসাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্যরা, বরানগর বি. টি. রোড-এ 'মাতৃকা'-নামে তাঁদের নিজস্ব গৃহের প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৪৮ সালে। প্রসঙ্গত, লেখকের স্ত্রী শ্রীযুক্তা কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিদি শ্রীযুক্তা অমিয়া দেবী-র সঙ্গে শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়—লেখক এই সূত্রে উল্লিখিত বন্দ্যোপাধ্যায়-পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়-সম্বন্ধে সম্পর্কিত ছিলেন। ডায়েরির বিভিন্ন অংশে শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় কখনো 'রাঙাদা' কখনো 'উৎপল', এবং শ্রীযুক্তা অমিয়া দেবী 'রাঙাদি'-নামে উল্লিখিত হয়েছেন।

৩ লেখককে বরানগরের বাড়িটির (নির্দেশ. ৬১/১ দ্রষ্টব্য) প্রথম সন্ধান দিয়েছিলেন শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫৪/১ এম. সি. সরকার প্রকাশক-প্রতিষ্ঠানের স্বর্গত সুধীরচন্দ্র সরকার।

৫৫/১ 'দর্পণ'—লেখকের একাদশ-সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৫২। জুন ১৯৪৫। প্রকাশক বুক এম্পোরিয়াম, কলকাতা।
প্রথম সংস্করণের শেষে লেখা ছিল : 'সমাপ্ত (প্রথম ভাগ)।' পরবর্তী সংস্করণে বর্জিত হয়। উল্লিখিত উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৫৮। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স।
গ্রন্থরূপে প্রকাশের বছর তিনেক আগে উক্ত উপন্যাসের কিছু অংশ 'জাগো জাগো'-নামে পাটনার 'প্রভাতী'-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৫৬/১ লেখকের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ নাটক 'ভিটেমাটি'। প্রথম প্রকাশ মে ১৯৪৬। স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, কলকাতা। এ-ছাড়া, 'ভেজাল' (১৯৪৪)-গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'ভয়ংকর'-এর একটি একাঙ্ক নাট্যরূপ একই নামে 'মাটির মাশুল'-গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।
'নতুন নাটক' বলতে, লেখকের কাগজপত্রে এক-আধ পৃষ্ঠা লেখা কিছু খসড়া ছাড়া অন্য কোনো সম্পূর্ণ নাটকের কথা আমাদের জানা নেই।

২ প্রগতি লেখক সংঘের বৈঠক। নির্দেশ. ১৬৯/২ দ্রষ্টব্য।

৩ স্বর্গত নীরেন্দ্রনাথ রায়।

৫৭/১ 'ভারতবর্ষ', ১৯শ বর্ষ ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা পৌষ ১৩৩৮-এর ১০৮ পৃষ্ঠায় পাশাপাশি মুদ্রিত দু'টি কবিতা—'অনামি' ও 'গোধূলি-লগ্ন', লেখক যথাক্রমে অরুণরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পাদকের মন্তব্য থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী সৌদামিনী দেবীর দৌহিত্র অরুণরঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'অনামি'-শীর্ষক সনেটটি রবীন্দ্রনাথকে সংশোধনের জন্য দেখান—'গোধূলি-লগ্ন' রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক তারই রূপান্তর।
ডায়েরির মুদ্রিতপাঠের প্রথম লাইন—'কাঁচা কবিতা ও পাকা কবিতার তুলনা'—উল্লিখিত প্রসঙ্গে লেখকের নিজস্ব মন্তব্য।

৬০/১ 'রামবাবু'—সম্ভবত, শ্রীরাম হালদার।

৬১/১ বরানগর, ১৮৬-এ গোপাললাল ঠাকুর রোড-এর ভাড়াবাড়ি—টালিগঞ্জের পৈতৃক বাড়ি থেকে, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ তারিখে লেখক, তাঁর স্ত্রীপুত্রকন্যা-সহ, এই বাড়িতে উঠে আসেন (ডায়েরি, মুদ্রিতপাঠ ৭১-৭২ দ্রষ্টব্য) এবং আমৃত্যু এখানেই বাস করেন। টালিগঞ্জ, দিগম্বরীতলা, এবং বরানগরের উল্লিখিত ভাড়াবাড়ি—এই দুই ঠিকানায় অতিবাহিত হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায় সমগ্র লেখক-

জীবন। লেখকের এই দুই বাসগৃহে তাঁর স্মৃতি সংরক্ষণের সরকারী বা বেসরকারী কোনো উদ্যোগ, কিংবা খবরের কাগজের চিঠিপত্রে এ-বিষয়ে কোনো প্রস্তাব, এখনো দেখা যায় নি।

২ ১৮ জানুয়ারি ১৯৪৯-এর ছাত্রহত্যা এবং পরবর্তী কয়েকটি দিনের ছাত্রদলনপর্বের নিন্দা ক'রে 'মানবতার বিচার'-নামে লেখকের প্রতিবাদ মাঘ ১৩৫৫-র 'পরিচয়'-পত্রিকার সম্পাদকীয় রচনা হিসাবে প্রকাশিত হয়। লেখক-কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই রচনার শেষে লেখার তারিখ ২১.১.৪৯। লেখকের প্রবন্ধগ্রন্থে রচনাটি সংকলিত না-হওয়ায়, শুরু ও শেষাংশ উদ্ধৃত হল :

> আমি সাহিত্যিক, ভাষার কারবারী; কিন্তু গত মঙ্গলবার থেকে (১৮ই জানুয়ারী) এই মহানগরীর বুকে যে ছাত্রদলন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে তার নিন্দা করার ভাষা আমার জানা নেই।···
> আমাদের চোখের সামনে এই ভবিষ্যৎ রক্তমাখা হয়ে গেল। তাতে ভবিষ্যৎ ম্লান না হয়ে উজ্জ্বল হয়েছে, এই সান্ত্বনা।

উল্লিখিত 'সম্পাদকীয় রচনা'র শেষে তৎকালীন 'পরিচয়'-কর্তৃপক্ষ মন্তব্য করেন :

> ···উপরের 'বিবৃতি'টি বিবৃতি নয়, এ হচ্ছে সাহিত্যের স্বাক্ষর। ···আমরা সকৃতজ্ঞচিত্তে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বিবৃতিটি আমাদের বক্তব্য বলেই দাবী করি। আর সঙ্গে সঙ্গে জানি—এ শুধু বিবৃতি নয়, এ সাহিত্যের স্বাক্ষর এবং ইতিহাসেরও বিচার।

৬৭/১ ১৯৩৪ সালের বিহার ভূমিকম্পের পর মুঙ্গের শহরের বিধ্বস্ত বাড়ি ছেড়ে লেখকের পিতা স্থায়ীভাবে কলকাতা আসেন এবং বেলগাছিয়া জীবনকৃষ্ণ মিত্র রোড-এর বাসাবাড়িতে কিছুকাল বাস করেন। সাব-ডেপুটি কালেক্টর-এর সরকারী চাকুরি থেকে অবসর-গ্রহণ বাবদ প্রাপ্ত টাকায় তিনি টালিগঞ্জের জমি কেনেন ১৯৩৬ সালে (নির্দেশ. ৭৪/২ দ্রষ্টব্য)। বাড়ি তৈরির তদারকির কারণে টালিগঞ্জ, প্রিন্স রহিমুদ্দিন লেন-এ (এখনও এই নামই আছে) বছর দেড়েক বাস ক'রে দিগম্বরী-তলার নিজস্ব বাড়িতে উঠে আসেন সম্ভবত ১৯৩৭-এর শেষদিকে। ১৯৪৯-এর ৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে এই বাড়ি বিক্রি ক'রে দিয়ে, বিক্রয়-লব্ধ অর্থ তিনি তাঁর পুত্রদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেন—একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্র এই টাকার অংশ গ্রহণ করেন নি (নির্দেশ. ৫৩/১ ও ডায়েরির মুদ্রিতপাঠ ৭৪ দ্রষ্টব্য)। বাড়ি বিক্রয়ের পর মাস আট-নয় টালিগঞ্জেই তৃতীয় পুত্রের কাছে থেকে, অবশিষ্ট জীবন লেখকের সঙ্গে বরানগরের ভাড়াবাড়িতে বাস করেন (নির্দেশ. ৯২/১ দ্রষ্টব্য)।

৬৮/১ 'নগরবাসী'—'মাসিক বসুমতী'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত উপন্যাস, প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৫৫—আষাঢ় ১৩৫৭। গ্রন্থরূপে প্রকাশকালে পরিবর্তিত নাম 'স্বাধীনতার স্বাদ'। প্রথম প্রকাশ ২০ জুন ১৯৫১। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলকাতা।

আলোচ্য উপন্যাসটি ছাড়া লেখকের অপর কোনো গ্রন্থে কোনো উৎসর্গপত্র নেই। বর্তমান উৎসর্গপত্রটি নিম্নরূপ:

সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে জনসাধারণকে এই বইখানা উৎসর্গ করলাম—জনসাধারণই মানবতার প্রতীক।

আলোচ্য উপন্যাসের অন্যতম কবিচরিত্র গোকুলের রচনার নিদর্শন দু'টি কবিতাংশ 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা'-গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

৭১/১ নির্দেশ. ৬১/১ দ্রষ্টব্য।

৭৪/১ 'বাবা যে ঘরে ৯ বছর বাস করেছেন'—'৯ বছর' হয়তো লেখকের অন্যমনস্কতাজনিত ভ্রান্তি, বা এমনও হতে পারে, দিগম্বরীতলার গোটা বাড়ির বদলে বিশেষ একটি ঘরের কথা এখানে বোঝানো হয়েছে। উক্ত বাড়িতে লেখকের পিতা এবং তাঁদের পরিবারের বসবাসের মোট সময়কাল ১৯৩৭—১৯৪৯ (নির্দেশ. ৬৭/১ দ্রষ্টব্য)।

২ লেখকের পিতা-কর্তৃক প্রদত্ত একটি সার্টিফিকেট থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ উদ্ধৃত হল:

…As this property was acquired in 1936 with the money received by me from part commutation of my pension, Provident fund etc., I have been granted by the Asstt. Commissioner of Income-tax, Range III, a certificate permitting registration of the sale deed without payment of any Income-tax, under the recent ordinance. Out of the total sale proceeds, I have given Rs. 8000/-(eight thousand) to my 4th son, Sri Manik Banerji. This amount is therefore not liable to pay any Income-tax.

Sd/. Harihar Banerji
Govt. Pensioner as late
Sub Deputy Collector

সার্টিফিকেটটি ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ তারিখে লেখা। বাড়ি বিক্রয়বাবদ প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ যে ৪৫ হাজার টাকা, উক্ত সার্টিফিকেট-এর প্রথমাংশে তার উল্লেখ ছিল।

৭৭/১ স্বর্গত কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।

৮৪/১ রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পী শ্রীদেবব্রত বিশ্বাস।

৮৫/১ প্রগতি লেখক সংঘের অন্যতম যুগ্মসম্পাদক হিসাবে লেখক উল্লিখিত সম্মেলনে যে রিপোর্ট পেশ করেন, তা 'প্রগতি সাহিত্য'-নামে তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ 'লেখকের কথা'য় সংকলিত হয়েছে। (প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য নির্দেশ. ১৪/১)

২ '46'—৪৬ ধর্মতলা স্ট্রিটে প্রগতি লেখক সংঘের দপ্তর একদা শুধু '৪৬ ধর্মতলা', বা, আরো সংক্ষেপে '৪৬ নং' (বা, '46')—এই নামে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে।

৮৬/১ প্র. লে.—প্রগতি লেখক।

৯২/১ বরানগরের ভাড়াবাড়ির (নির্দেশ. ৬১/১) দু'খানা ঘরের একটি, বাইরের দিকের ঘরটিকে, পার্টিশন দিয়ে দু'ভাগ ক'রে নিয়ে একটি অংশে লেখক এবং অপর অংশে তাঁর পিতা, আমৃত্যু বাস করেন—মুমূর্ষু পিতা পুত্রের মৃত্যুর দু'বছর পর মারা যান। লেখকের জীবনের শেষ সাত বছর, ওই দ্বিধাবিভক্ত ঘরের একাংশই ছিল তাঁর লেখার ঘর, বৈঠকখানা ও শয়নকক্ষ।

৯৭/১ নির্দেশ. ৯২/১ দ্রষ্টব্য।

১০২/১ শ্রীমঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

২ শ্রীনরহরি কবিরাজ।

১০৪/১ 'ঝোঁক' এবং '৩৮৷৷০ টাকা লাভ'—মনে হয়, রেস-খেলার প্রসঙ্গ। তারিখ মিলিয়ে দেখা যায়, দিনটি শনিবার ছিল।

১১১/১ স্বর্গত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

১২৫/১ আক্ষরিক অর্থেই 'শালা'—লেখকের ছোট শ্যালক নানু, বা, শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১২৭/১ স্বর্গত স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য। লেখক এবং অধুনালুপ্ত সাহিত্যমাসিক 'অগ্রণী'র অন্যতম সম্পাদক।

১২৯/১ লেখকের পারিবারিক কাজকর্ম ও ব্যক্তিগত ফাইফরমাশের জন্য অনিয়মিতভাবে নিযুক্ত জনৈক ব্যক্তি।

২ 'কমিনফর্ম'— Cominform : The Communist Information Bureau। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থা।

১৩০/১ শ্রীগোলাম কুদ্দুস।

২ ১৯৪৯-৫০ সালে 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'-বিষয়ে 'পরিচয়'-পত্রিকা বনাম 'মার্কসবাদী'-প্রবন্ধসংকলনের তুমুল বিতর্কে অংশ নিয়ে লেখক একটি প্রবন্ধ লেখেন পৌষ ১৩৫৬-র পরিচয়ে' এবং

একই পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৫৭-সংখ্যায় আরেকটি প্রবন্ধ লিখে প্রথম লেখাটি প্রত্যাহার ক'রে নেন। শেষোক্ত রচনাটি লেখকের প্রবন্ধ-গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, যদিও ভুলক্রমে ছাপা হয়েছে যে প্রত্যাহৃত রচনাটির প্রকাশকাল পৌষ ১৩৫৩।

১৩২/১ ফিটের আক্রমণ—নির্দেশ. ৩১/১ দ্রষ্টব্য।

১৩৫/১ সিগনেট প্রেস—লেখকের সপ্তম গল্পগ্রন্থ 'ভেজাল'-এর প্রকাশক। প্রথম প্রকাশ ১৩৫১। ১৯৪৪।

২ 'ভেজাল' গল্পগ্রন্থের প্রস্তাবিত দ্বিতীয় সংস্করণ শেষপর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি, যদিও ২৫ মে ১৯৫০ তারিখে, অগ্রিম অর্থের ভিত্তিতে, উল্লিখিত প্রকাশকের সঙ্গে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ-সম্পর্কে চুক্তি পর্যন্ত সম্পাদিত হয়।

প্রসঙ্গত, প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পরিকল্পনা থেকে শুরু ক'রে প্রস্তাবিত দ্বিতীয় সংস্করণ পর্যন্ত, আলোচ্য গ্রন্থের নামকরণ নিয়ে বিচিত্র একটু ইতিহাস আছে। সাময়িকপত্রে প্রকাশিত বারোটি গল্প নিয়ে গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ প্রাথমিকভাবে স্থির হবার পর তারিখবিহীন একটি চিঠিতে প্রকাশক জানান, গল্পের নামগুলো তাঁরা বদলে নিয়েছেন—প্রকাশকের ভাষায়, 'সুবিধে এই—যাঁরা দৈবাৎ এ গল্পগুলো কোন না কোন পত্রিকায় পড়েছেন তাঁদের চোখে বেশ খানিকটা ধুলো দেয়া যাবে।' একই চিঠিতে, পরিবর্তিত নামের নূতন একটি সূচিপত্র লেখকের কাছে পাঠানো হয়—নূতন সূচিপত্রে দেখা যায়, 'বিলাসমন' ও 'বাগ্'—এই দু'টি গল্প ছাড়া প্রতিটি গল্পের মূল চরিত্রের নামানুসারে নূতন নামকরণ করা হয়েছে—এইভাবে, অন্যতম গল্প 'দিশেহারা হরিণী'র নূতন নামে গ্রন্থটির নাম দেওয়া হয়েছে 'মৃগনয়না'। 'নামটার সুবিধে এই', প্রকাশক জানান, 'অতি সুন্দর একখানা জ্যাকেট্ ডিজাইন করা যাবে অর্থাৎ করা হয়েছে।' লেখক এই প্রস্তাব নিশ্চয় অগ্রাহ্য করেন, কারণ ৪ এপ্রিল ১৯৪৪ তারিখে লেখক-কর্তৃক স্বাক্ষরিত অগ্রিম চুক্তিপত্রে বইটির নাম দেখা যায় 'বিলাসমন', এবং গ্রন্থভুক্ত অন্যান্য গল্প এই চুক্তিপত্রে আদি নামেই উপস্থিত। এরপর ১৯. ৬. ৪৪ তারিখে ইংরেজিতে লেখা একটি চিঠিতে প্রকাশক জানাচ্ছেন : I like your name 'ভেজাল' very much. ১৯৪৪-এর অক্টোবর মাসে 'ভেজাল' প্রকাশিত হয়—বারোটির জায়গায় এগারোটি গল্প নিয়ে। অগ্রিম চুক্তিপত্রে উল্লিখিত 'কে বাঁচায় কে বাঁচে' অজ্ঞাত-কারণে বাদ যায়।

প্রস্তাবিত দ্বিতীয় সংস্করণে, বইটির নামবদলের প্রশ্ন আবার নূতন ক'রে

ওঠে। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হবার খবর দিয়ে, ৮. ২. ৪৬ তারিখে প্রকাশক লিখছেন :

> মোট পনের মাস লাগলো তাহলে এক হাজার কপি বিক্রি করতে। কোনো গল্পের বইর এক হাজার কপি বিক্রি করতে আমাদের এতো সময় লাগেনি। বাঙালি পাঠকের জাতটা একটু অদ্ভূত ধরনের—এ-কথা আশা করি আপনি স্বীকার করবেন। বেশির ভাগ পাঠকের কাছেই আপনার লেখা বড়ো বেশি সূক্ষ্ম মনে হয়—এ-কথা আমরা খোঁজ করে জেনেছি। তার ওপর, আমার মনে হয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ বই-এর নামকরণটা এ-ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধের হয়নি। অতএব নতুন সংস্করণ ছাপবার আগে আপনাকে এই অনুরোধগুলো করতে চাই :
>
> বই-এর নতুন নামকরণ করুন।
>
> নতুন নাম করা শোভন হবে না, যদি না বই-এ নতুন কিছু থাকে। তাই অন্ততঃ নতুন তিনটি গল্প নতুন সংস্করণে যোগ দিতে আপনাকে বলছি।

দেখা যাচ্ছে, উপরোক্ত প্রস্তাব লেখক মেনে নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণের চুক্তিপত্রে 'ভেজাল'-এর নূতন নাম হয়েছিল 'রুচি ও অরুচি' এবং নূতন দু'টি গল্প সংযোজিত হয়েছিল :

১. পশুর বিদ্রোহ ২. রফা ও দফার কাহিনী

ডায়েরি ১৯৫০-এ, 'রুচি ও অরুচি' ছাড়াও আরো একটি সম্ভাব্য নামের উল্লেখ আছে : 'অন্ধ মনের বন্ধ গলি'। নূতন সংস্করণটি শেষপর্যন্ত প্রকাশিত না-হওয়ায়, সংযোজিত গল্প দু'টি এখন লুপ্তপ্রায় বলা চলে।

১৩৭/১ 'পুতুলনাচের ইতিকথা'—লেখকের তৃতীয় উপন্যাস।

'ভারতবর্ষ'-পত্রিকায় পৌষ ১৩৪১ থেকে অগ্রহায়ণ ১৩৪২, মোট বারোটি সংখ্যায় পর-পর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৯৩৬, প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরি।

লেখকের কাগজপত্র থেকে জানা যায়, উপন্যাসটির একটি পরবর্তী খণ্ড রচনার পরিকল্পনা লেখকের ছিল এবং পরিকল্পিত দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের কিছু খসড়াও তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। এমনকি, প্রকাশকের সঙ্গে এ-বিষয়ে অগ্রিম চুক্তি পর্যন্ত হয়। ডায়েরি ১৯৫০ থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য উদ্ধৃত হল :

> 8. 1. 51 বেঙ্গল পাবলিশার্স—পুতুলনাচ ২য় খণ্ড বা অন্য উপন্যাস ৬ মাসের মধ্যে দেবার কড়ারে আগাম চেক 300/-
>
> (পরে অন্য হিসাবে কাটা গেছে)

18.7.52 বেঙ্গল পাবলিশার্স—পুতুলনাচের ইতিকথা (৪র্থ সং)
বাবদ বাকী চেক 225/-
(পুঃ নাঃ ২য় খণ্ডের জন্ম আগাম নেওয়া ৩০০৲ কাটা হয়েছে)
9.2.53 বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ২য় খণ্ড
বাবদ আগাম চেক 300/-
সর্ত : ২১০০ সংস্করণ
২০০০ বই-এর মোট মুদ্রিত মূল্যের ২০% রয়ালটি—বিনামূল্যে পঁচিশ বই। ১লা আষাঢ়ের মধ্যে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি নতুবা ১ মাস বিলম্বের জন্ম ১% রয়ালটি কম। ৫ মাস পরে বেঙ্গলের প্রকাশিত যে কোন বই-এর পরবর্তী সংস্করণ ২০% বদলে ১৫% রয়ালটিতে ছাপতে পারবে—আগাম ৩০০৲ সেই হিসাবে যাবে উপরন্তু তিন বছরের মধ্যে পুতুল ২য় খণ্ড লেখা হলে বেঙ্গলকেই নূতন চুক্তিতে প্রকাশ করতে দিতে হবে।...

২ লেখকের প্রসিদ্ধতম উপন্যাসদ্বয়ের অন্যতম 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র মুদ্রণ-বিবরণ, অন্তত লেখকের জীবিতকাল পর্যন্ত মুদ্রণ-সংখ্যা, খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। ১৯৩৬-এ প্রথম প্রকাশের পর দ্বিতীয় সংস্করণ কার্তিক ১৩৫৪ (১৯৪৭), প্রকাশক : দি বুকম্যান, কলকাতা। বেঙ্গল পাবলিশার্স-কর্তৃক প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ বা মুদ্রণ : আশ্বিন ১৩৫৭ (১৯৫০)। ১৯৫৬ য় লেখকের মৃত্যুকালে বইটির পঞ্চম মুদ্রণ চলছিল (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩)।

প্রসঙ্গত, দি বুকম্যান-কর্তৃক প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে, মাখন দত্তগুপ্ত-কর্তৃক অঙ্কিত প্রচ্ছদচিত্র ও নামপত্রে লেখকের নামের বানানে কিছু ভুল ছিল ('বন্দোপাধ্যায়')। প্রকাশ ভবন-কর্তৃক প্রকাশিত একাদশ মুদ্রণ পর্যন্ত (শ্রাবণ ১৩৭৮) ভুল বানানসহ একই প্রচ্ছদচিত্র ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বাদশ মুদ্রণে (ভাদ্র ১৩৮০) বানান সংশোধিত—প্রচ্ছদচিত্র অবশ্য একই, শুধু লেখকের নামের অংশটুকু নূতন ব্লক করা হয়েছে।

৩ নির্দেশ ৫৫/১ দ্রষ্টব্য।

৪ 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র চলচ্চিত্ররূপ-বাবদ (মুদ্রিত ডায়েরির ৪৭-সংখ্যক অংশ ও উক্ত অংশের নির্দেশপঞ্জি দ্রষ্টব্য) লেখকের প্রাপ্য টাকা। ডায়েরি ১৯৫০ থেকে প্রাপ্ত টাকার যতটুকু হিসাব পাওয়া যায় নিয়ে উদ্ধৃত হল :

17.1.48 পুতুলনাচ সিনেমা বাবদ 1500/-
2.2.48 K. K. Production 1000/-
(পুতুলনাচ সিনেমা)

17.4.50 ছায়াবাণী লিঃ 250/-
(পুতুলনাচ সিনেমা)
10.5.50 ছায়াবাণী লিঃ
(পুতুলনাচ সিনেমা) চেক 100/-

১৩৮/১ স্বর্গত কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

১৪০/১ অর্থ উদ্ধার করা যায় নি।

১৪১/১ প্রবন্ধ-সংকলন 'মার্কসবাদী'র পঞ্চম সংকলনে (সেপ্টেম্বর ১৯৪৯) প্রকাশিত রবীন্দ্র গুপ্তের প্রবন্ধ 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্ম-সমালোচনা'র জবাবে অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্রের রচনাটি প্রকাশিত হয় 'নতুন সাহিত্য'-পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭)। 'অনিমেষ রায়'-ছদ্মনামে তিনি প্রবন্ধটি লেখেন।

২ বার্ষিক সংকলন হিসাবে 'নতুন সাহিত্যে'র দু'টি খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ ও ১৯৪৮-৪৯ সালে। মাসিকপত্ররূপে প্রথম প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৫৭। সম্পাদক শ্রীঅনিলকুমার সিংহ।
'"নতুন সাহিত্য" বেরিয়েছে আমায় বাদ দিয়ে'—প্রামাণিক তথ্যের অভাবে বিস্তারিত কিছু বলা কঠিন, তবে প্রসঙ্গটি তৎকালীন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাহিত্যতাত্ত্বিক বিতর্ক তথা প্রগতি লেখক আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ বিরোধের সঙ্গে সম্পর্কিত। মাসিক 'নতুন সাহিত্য'-পত্রিকায় লেখককে প্রথম দেখা যায় প্রথম বর্ষের শেষভাগে —১৩৫৭-র মাঘ সংখ্যায় তাঁর 'ইতিকথার পরের কথা' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে শুরু হয়। তার পরেও একাধিকবার তিনি উক্ত পত্রিকায় লিখেছেন। লেখকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যে-দু'টি পত্রিকা লেখক সম্পর্কে বিশেষ-সংখ্যা প্রকাশ করে, 'নতুন সাহিত্য' তাদের অন্যতম।

১৪৩/১ 'ফতোয়া'—অধুনালুপ্ত সাহিত্য-পত্রিকা।
ডায়েরি ১৯৫০ থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য :

3.10.50 'ফতোয়া' থেকে গল্পের জন্য 30/- আগাম দেওয়া ছিল। ফতোয়া উঠে গেছে। যুগ্মসম্পাদক ক্ষেত্র গুপ্ত নতুন কাগজের জন্য এই হিসাবে গল্প নিল "কালোবাজারে প্রেমের দর"—

উল্লিখিত গল্পটি ['কালোবাজারের—'] লেখকের জীবিতকালে গ্রন্থভুক্ত হয় নি। মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পসংগ্রহে' প্রথম সংকলিত হয়।

২ শ্রীধনঞ্জয় দাশ।

১৪৪/১ শ্রীদেবকুমার গুপ্ত—অগ্রণী বুক ক্লাব-এর অন্যতম পরিচালক।

২ নির্দেশ. ১৬/১ দ্রষ্টব্য।

৩ শ্রীপ্রফুল্ল রায়—অগ্রণী বুক ক্লাব-এর অন্যতম পরিচালক এবং 'অগ্রণী'-পত্রিকার যুগ্মসম্পাদক।

৪ ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

15.6.50 বেঙ্গল পাবলিশার্স

পুতুলনাচের ইতিকথা বাবদ চেক 200/-

১৪৫/১ স্বর্গত কথাসাহিত্যিক রমেশচন্দ্র সেন ছিলেন উল্লিখিত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান উদ্যোক্তা।

১৪৬/১ লেখকের কবিতাগ্রন্থে সংকলিত 'চীন'-শীর্ষক কবিতা; জীবিতকালে অপ্রকাশিত। লেখকের কবিতার খাতায় রচনার তারিখ ছিল ২০.৬.৫০।

১৪৭/১ শ্রীমনোজ বসু—কথাসাহিত্যিক ও তৎকালীন বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রকাশক-সংস্থার অন্যতম কর্তা।

২ শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—তৎকালীন বেঙ্গল পাবলিশার্স-এর সহযোগী কর্ণধার।

৩ নির্দেশ. ৩২/১৬ দ্রষ্টব্য।

১৪৮/১ শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য-রচিত কাব্যগ্রন্থ 'অষ্টাদশী' (১৯৩৩)।

১৫১/১ ফিটের আক্রমণ—নির্দেশ. ৩১/১ দ্রষ্টব্য।

১৫৮/১ নির্দেশ. ১০২/১ দ্রষ্টব্য।

২ লেখকের দীর্ঘতম কবিতা 'প্রথম কবিতার কাহিনী' বঙ্গাব্দ ১৩৫৪ 'শারদীয় বসুমতী'-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দৈর্ঘ্যের দিক থেকে এর পরেই 'নূতন ঘৃণার প্রথম কবিতা', জীবিতকালে প্রকাশিত হয় নি। অন্য কোনো 'সুদীর্ঘ কবিতা' 'পরিচয়ে' প্রকাশিত হয়েছিল ব'লে আমাদের জানা নেই।

১৬৩/১ 'গুণ্ডা'—লেখকের ষোড়শ গল্পগ্রন্থ 'লাজুকলতা'র অন্তর্ভুক্ত।

'লাজুকলতা': প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৫৪। রীডার্স কর্নার, কলকাতা।

১৬৪/১ লেখকের 'মার্জিনাল নোট'-অনুযায়ী, পরিণত রূপ 'ভীরু', তৎকালীন 'সত্যযুগ'-পত্রিকায় প্রকাশিত। ডায়েরি ১৯৫০ থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য :

18.11.50 'সত্যযুগ' থেকে 'ভীরু' গল্প বাবদ চেক 50/-

গল্পটি ঐ বছরের 'শারদীয় সত্যযুগে' প্রকাশিত হয়েছিল। লেখকের জীবিতকালে বা মৃত্যুর পর প্রকাশিত কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নি।

২ পরিণত রূপ : 'কালোবাজারের প্রেমের দর'—নির্দেশ. ১৪৩/১ দ্রষ্টব্য।

৩ পরিণত রূপ : 'উপায়'। প্রথম প্রকাশ 'পরিচয়', আশ্বিন ১৩৫৭

শারদীয় সংখ্যা। লেখকের জীবিতকালে প্রকাশিত তাঁর কোনো গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। চেক্-ভাষায় প্রকাশিত কয়েকজন বাঙালী লেখকের গল্পসংকলন *ODPOR* (Praha 1951) নামক গ্রন্থে গল্পটির একটি অনুবাদ সংকলিত হয়েছিল। লেখকের মৃত্যুর পর ন্যাশনাল বুক এজেন্সি-কর্তৃক প্রকাশিত 'উত্তরকালের গল্পসংগ্রহে' (নভেম্বর ১৯৬৩) প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়।

১৬৫/১ 'বন্ধু'—গল্পটি এ-যাবৎ গ্রন্থভুক্ত হয় নি।

২ ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা।

৩ স্বর্গত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

১৬৬/১ ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

30.8.50 'অশনি' থেকে 'বন্ধু' গল্প 50/-

তারিখের কিছু গণ্ডগোল হয়েছে মনে হয়—ডায়েরির মুদ্রিতপাঠে বর্তমান অংশের হাতে-লেখা তারিখ ৩.৯.৫০।

১৬৭/১ 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'—লেখকের ষষ্ঠ-সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৩৮। কাত্যায়নী বুক স্টল, কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ বঙ্গাব্দ ১৩৫৭।

১৬৯/১ নির্দেশ. ১৬৪/৩ দ্রষ্টব্য।

২ 'সব থেকে জমত তখন আমাদের সংঘের বুধবারের বৈঠকগুলি। আমাদের রেওয়াজ অনুসারে এখানে লেখকেরা তাঁদের সভ্যরচিত গল্প, কবিতা বা নাটক পড়ে শোনাতেন অথবা সুরকারেরা তাঁদের সভ্যরচিত গান গাইতেন।...মানিকবাবুও বুধবারের বৈঠকে একাধিক সভ্যরচিত গল্প পড়ে শুনিয়েছিলেন। স্বভাবতই সে সব দিনে শ্রোতাদের ভিড় আমাদের অফিস ছাপিয়ে সিঁড়ি অবধি পৌঁছত।...' (শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ : 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রগতি লেখক আন্দোলন'। 'পরিচয়', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-সংখ্যা পৌষ ১৩৬৩।)

'মানিকবাবু গল্প পড়তেন ঠেকে ঠেকে, একেবারে ঘরোয়াভাবে—বাচনভঙ্গীর নাটকীয়তায় শ্রোতাদের মন পাওয়ার সস্তা কারসাজি (?) প্রয়োগের ব্যাপারে তিনি নির্লোভ ছিলেন যথার্থই।...' (শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ : '৪৬ নং' (১৯৭০)।)

একই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ডায়েরি, মুদ্রিতপাঠ ৫৬, ১৬৩।

১৮৪/১ 'সোনার চেয়ে দামী' (১ম খণ্ড। বেকার)—লেখকের বিংশ-সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮। মে-জুন ১৯৫১। বেঙ্গল পাবলিশার্স।

২ 'সোনার চেয়ে দামী' (২য় খণ্ড। আপোষ)—প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৫৮। ফেব্রুয়ারি ১৯৫২। বেঙ্গল পাবলিশার্স।

৩ 'সিগনেট "টুকরো খবরে" লিখছে'—'টুকরো খবর' নয়, 'টুকরো কথা'; সিগনেট প্রেস-কর্তৃক প্রকাশিত। বিভিন্ন প্রকাশক-কর্তৃক প্রকাশিত এ-দেশের বিশিষ্ট লেখকদের নানাশ্রেণীর গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ-সংবাদ এবং সাধারণভাবে সাহিত্য ও সাহিত্যিক-সম্পর্কে বহুবিধ তথ্যের এক মনোজ্ঞ বিবরণ 'টুকরো কথা'-নামে একইসঙ্গে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে এবং পৃথকভাবে ছাপানো ফোল্ডার আকারে তিন বছর প্রচারিত হয়। তারপর আরো কিছুকাল শুধু ফোল্ডার আকারেই প্রকাশিত হয়েছিল।

'সোনার চেয়ে দামী' ১ম খণ্ড-সম্পর্কে বর্তমান অংশে উল্লিখিত বিবরণ প্রকাশিত হয় 'টুকরো কথা' ৫ম সংখ্যায়। লেখক-কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ অবিকল উদ্ধৃতি নয়। 'টুকরো কথা'র সঠিক ও সম্পূর্ণ লেখাটি এইরূপ :

> অনেকদিন পরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন উপন্যাস লিখেছেন, 'সোনার চেয়ে দামী'। ছিন্ন একছড়া সোনার হারকে উপলক্ষ্য করে এমন ভালো উপন্যাস একমাত্র তিনিই বোধ করি লিখতে পারেন বাঙলাদেশে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'সোনার চেয়ে দামী' ১ম খণ্ড-সম্পর্ক উল্লিখিত লেখা-প্রসঙ্গে জনৈক পাঠকের (সুনন্দন বসু, কলকাতা) একটি চিঠি এবং প্রকাশকের বিস্তারিত উত্তর একইসঙ্গে ছাপা হয় 'টুকরো কথা'র ২০-সংখ্যায়। বিষয়টি কৌতূহলোদ্দীপক, এই বিবেচনায় উদ্ধৃত হল :

> পাঠকের চিঠি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সোনার চেয়ে দামী' বইটি পড়লেম, কিন্তু সোনার চেয়ে দামী বলতে লেখক ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন—ঠিক বুঝতে পারলেম না, যদি দয়া করে জানান কৃতজ্ঞ থাকবো।
>
> সিগনেট প্রেসের জবাব : 'সোনার চেয়ে দামী' পড়ে আপনি জানতে চেয়েছেন লেখকের বক্তব্য কী। আপনি বোধকরি এ-উপন্যাসের শুধু প্রথম খণ্ড পড়েছেন। দ্বিতীয় খণ্ডও বেরিয়েছে কিছুদিন হল। 'সোনার চেয়ে দামী' হচ্ছে উপন্যাস। কাজেই গল্পটাই এখানে মুখ্য। সেই গল্পটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলেই লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। ছোটোগল্প কিম্বা উপন্যাসে গল্পটাই কিন্তু আসল। লেখকের যা বিশেষ বক্তব্য তা ঐ গল্পের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকে। লেখাটি প্রবন্ধ হলে অবশ্য তার মধ্যে আইডিয়া অর্থাৎ লেখকের বক্তব্যের মূল্য হত বেশি।
>
> যাই হোক, গল্প যদিও গল্পই, তাহলেও প্রত্যেক সৎ এবং শক্তিশালী

লেখকের গল্পেই কিছু বক্তব্য প্রচ্ছন্ন থাকে। 'সোনার চেয়ে দামী' বইটিতেও আছে। কথাটা হচ্ছে এই :

এই উপন্যাসের গল্পের মধ্যে লেখক দেখিয়েছেন যে আর্থিক দৈন্যের ফলে রাখাল এবং সাধনার দাম্পত্যজীবন ক্রমে বিরস হয়ে উঠছিল। দেখা যাচ্ছিল যে তারা পরস্পরকে আগের মতো আর ভালোবাসতে পারছে না, কথায়-কথায় ঝগড়া-বিবাদ হচ্ছে। সামান্য একটা সোনার হারকে কেন্দ্র করে তারা জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান পারিবারিক সুখকে হারাতে বসেছিল। শেষ পর্যন্ত রাখাল গয়না চুরি করতেও বাধ্য হল—যাতে এই পারিবারিক সুখ অক্ষুণ্ন থাকে। কিন্তু ভালোবাসা হচ্ছে সোনার চেয়েও দামী। শেষ পর্যন্ত সাধনা সেটা বুঝতে পারল। সেইজন্য হার গলায় দিয়ে আত্মীয়-বাড়ির বিয়েতে সে গেল না, হার খুলে রেখে সে গেল গরীব ভোলার বোনের বিয়েতে।

দারিদ্র্য মনের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে নাশ করে ঠিকই, কিন্তু আমরা যেন না-ভুলি যে পৃথিবীতে সোনাই সবচেয়ে দামী নয়, তার চেয়েও দামী ভালোবাসা, বিশ্বাস এবং জীবনের সহজ ছন্দ॥

৪ 'কবির জবানবন্দী'—পরিবর্তিত নাম 'ছন্দপতন', লেখকের একবিংশ-সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৫৮। নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৫১। নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা।

ডায়েরি ১৯৫০ থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য :

4. 4. 51. নিউ এজ পাবলিশার্স থেকে 'কবির জবানবন্দী' (নাম বদল হবে) বাবদ নগদ 500/-

নাম হল 'ছন্দপতন'—

আলোচ্য উপন্যাসের নায়ক, যুবক কবি নবনাথ রায়ের রচনার নিদর্শন দু'টি কবিতা 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা'-গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

৫ নির্দেশ. ৬৮/১ দ্রষ্টব্য।

৬ 'সহরতলী', দ্বিতীয় পর্ব—প্রথম প্রকাশ ১৯৪১। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। প্রথম পর্বের প্রথম প্রকাশ ৯ জুলাই ১৯৪০, প্রকাশক একই।

৭ ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

30.7.51 D. M. Library সহরতলী ২য় খণ্ড ২য় সং বাবদ ১৫% হিসাবে চেক 300/-

১৮৫/১ লেখকের 'মার্জিনাল নোট'-অনুযায়ী, আলোচ্য প্লটের পরিণত রূপ : 'শারদীয়া'-নামক গল্প, প্রথম প্রকাশ : 'বসুমতী' ১৩৫৮।

ডায়েরি ১৯৫০ থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য :

14.9.51 বসুমতী 'শারদীয়া' গল্পের জন্য 50/-

ঠিক এই নামে কোনো গল্প লেখকের এ-যাবৎ প্রকাশিত কোনো গ্রন্থে নেই।

১৮৬/১ 'পাশফেল'—'লাজুকলতা'র (১৯৫৪) অন্তর্ভুক্ত।

ডায়েরি ১৯৫০-এর তথ্য :

5.8.51 গল্পসংকলন 'পাশফেল' গল্প বাবদ 20/-
(পরে আরও 10/- দেবে)

24 6.52 আজকের ছোটগল্প থেকে 'পাশফেল' বাকী 10/-
(আগে ২০৲ পেয়েছি)

ডায়েরি ১৯৫০-এ, 'মাসিকে প্রকাশিত গল্প'-শীর্ষক একটি তালিকায় দেখা যায়, 'পাশফেল'-নামে একটি গল্প 'হালখাতা'-নামক ছোটদের বার্ষিকীতে বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ এ প্রকাশিত হয়েছিল।

২ 'ফিরিওলা'—১৩৫৮ 'শারদীয় যুগান্তর'-এ প্রকাশিত গল্প।

ডায়েরি ১৯৫০-এর তথ্য :

14.9.51 যুগান্তর (শারদীয়া) "ফেরিওলা" 75/-

লেখকের পঞ্চদশ-সংখ্যক গল্পগ্রন্থ 'ফেরিওলা'র নামগল্প। প্রথম প্রকাশ মে ১৯৫৩। বৈশাখ ১৩৬০। ক্যালকাটা পাবলিশার্স।

৩ 'পাষণ্ড'—'লাজুকলতা'র (১৯৫৪) অন্তর্ভুক্ত। 'মার্জিনাল নোট'-অনুযায়ী, প্রথম প্রকাশ "শারদশ্রী" ১৩৫৮। ডায়েরি ১৯৫০-এর তথ্য :

30.8.51 শারদশ্রী শারদীয়া গল্প 'পাষণ্ড' 25/-

১৮৭/১ 'লাজুকলতা' (১৯৫৪) গল্পগ্রন্থের নামগল্প। প্রথম প্রকাশ : 'হিমাদ্রি' শারদীয় ১৩৫৯। ডায়েরি ১৯৫০-এর তথ্য .

21.8 52 'হিমাদ্রি' শারদীয়া সংখ্যা গল্প 'লাজুকলতা' বাবদ 50/-

১৮৮/১ 'বাস্তবিক' নামটি, দেখা যাচ্ছে, কোনো-না-কোনোভাবে ব্যবহারের জন্য লেখক খুবই উৎসুক ছিলেন। আলোচ্য অংশে উল্লিখিত এই নামে 'মজুরদের নিয়ে উপন্যাস' লেখার পরিকল্পনা অবশ্য শেষপর্যন্ত বাস্তব রূপ নেয় নি। কিন্তু 'বাস্তবিক' নাম দিয়ে লেখকের একটি উপন্যাসের সামান্য কিছু অংশ অধুনালুপ্ত 'অনন্যা' মাসিকপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এ-ছাড়া, বর্তমান ডায়েরির ২০৪-সংখ্যক মুদ্রিতপাঠ দেখে মনে হয়, 'বাস্তবিক'-নামে একটি মাসিকপত্র সম্পাদনার পরিকল্পনাও লেখক একসময় করেছিলেন।

'অনন্যা'-পত্রিকার নিম্নোক্ত তিনটি সংখ্যায় 'বাস্তবিক'-উপন্যাসের পর-পর তিনটি কিস্তি প্রকাশিত হয়—পরবর্তী কোনো কিস্তি প্রকাশিত

হয়েছিল কি না আমাদের জানা নেই :

১. প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা মাঘ ১৩৫৮

২. প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা ফাল্গুন ১৩৫৮

৩. প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা চৈত্র-বৈশাখ ১৩৫৮-৫৯

'বাস্তবিক'-উপন্যাসটির উপরোক্ত অংশগুলি, কিছু-কিছু চরিত্রের অদল-বদল ও অন্যান্য পরিবর্তন-সহ, লেখকের ৩১-সংখ্যক উপন্যাস 'পরাধীন প্রেম'-এর প্রথমাংশে ব্যবহৃত হয়।

'পরাধীন প্রেম' : প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২। মে ১৯৫৫। রীডার্স কর্নার।

১৮৯/১ নির্দেশ. ৬৮/১ দ্রষ্টব্য।

২ সাময়িকপত্রে প্রকাশিত উপন্যাসটির কোন্ অংশ পর্যন্ত মুদ্রিত বইয়ের বিশেষ একটি ফর্মায় ধরল—এইভাবে তিনটি ফর্মার হিসাব।

১৯১/১ 'ইতিকথার পরের কথা'—লেখকের দ্বাবিংশ-সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৫৯। অগাস্ট ১৯৫২। বেঙ্গল পাবলিশার্স।

২ উল্লিখিত সংখ্যাটি 'নতুন সাহিত্য'-পত্রিকার ১৩৫৮-র ভাদ্র সংখ্যা। প্রসঙ্গত, 'ইতিকথার পরের কথা' উপন্যাসটি 'নতুন সাহিত্যে'র মাঘ ১৩৫৭ থেকে চৈত্র ১৩৫৮-সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। একমাত্র ১৩৫৮ শারদীয় সংখ্যায় উপন্যাসের কোনো কিস্তি যায় নি—উক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয় লেখকের একটি প্রবন্ধ, 'সাহিত্য করার আগে'; প্রবন্ধটি লেখকের একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

৩ নির্দেশ. ৩৪/১ দ্রষ্টব্য।

১৯৩/১ শ্রীঅনিল কাঞ্জিলাল।

১৯৪/১ নির্দেশ. ১৮/১ দ্রষ্টব্য।

২ 'চিহ্ন' ছাড়া, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঝড় ও ঝরাপাতা'-নামক উপন্যাসের কথা বলা হয়েছে। 'চিহ্ন'র সমকালে 'মাসিক বসুমতী'তে ধারাবাহিকভাবে এবং বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির কর্তৃক গ্রন্থাকারে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়।

৩ নির্দেশ. ১৪৭/১ দ্রষ্টব্য।

৪ 'চিহ্ন' দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৭১। প্রকাশক স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, কলকাতা।

১৯৬/১ ডায়েরি ১৯৫০ থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য :

10.1.52 বসুমতী থেকে 'চিহ্ন' বই ২৫০০ কপির বদলে ৩৩৬৬ কপি বেশী ছাপানোর দরুণ বাড়তি" পাওনা রয়ালটির অংশ নগদ 250/-

14.2.52 'চিহ্ন' বাড়তি পাওনা 100/-
29.2.52 'চিহ্ন' বাকী পাওনা 90/7/6

২ যে-কোনো কারণেই হোক, 'চিহ্ন' দ্বিতীয় সংস্করণ শেষপর্যন্ত ডি. এম. লাইব্রেরি-কর্তৃক প্রকাশিত হয় নি। প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য নির্দেশ . ১৯৪/৪।

৩ নির্দেশ. ১৯৬/১ দ্রষ্টব্য।

১৯৮/১ 'সাহিত্যে যেদিন থেকে—' : ঠিক এই নামে, বা উল্লিখিত বিষয়ে, কোনো প্রবন্ধ লেখক শেষপর্যন্ত সম্পূর্ণ করেন নি। তবে লেখকের কাগজপত্রের মধ্যে 'কল্লোল-যুগ' তথা নিজের সাহিত্যজীবনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে পরিকল্পিত একটি বড় লেখার দু'টি পূর্ণ পৃষ্ঠা পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে। এই অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি থেকে আরম্ভের কিছু অংশ উদ্ধৃত হল :

> মাসিক বসুমতীর সম্পাদকমশাই প্রত্যক্ষভাবে তাগিদ দিয়ে এ লেখাটা লেখাচ্ছেন সন্দেহ নেই। লেখকদের প্রাণ তোষণ করা, তাগিদে কাজ আদায় করার কৌশল তিনি ভালভাবেই আয়ত্ত করেছেন।
>
> এ লেখাটার জন্য আসল দায়িক কিন্তু আমাদের বন্ধুবর অচিন্ত্য-কুমার! তিনি 'কল্লোলযুগ' না লিখলে সরাসরি সাহিত্য-জীবনের গত দিনের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে, বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের এক অতি বিচিত্র ও বিস্ময়কর যুগ সম্পর্কে এখনি এরকম কোন বই লিখে ফেলার কল্পনাকে প্রশ্রয় দিতাম না। বড় জোর দু'টি একটি প্রবন্ধ। চল্লিশ হতে না হতে অতীত স্মৃতির রোমন্থন কিসের? কম করে আরও বিশ বছর বাংলা সাহিত্যের সেবা করার ইচ্ছা আমি রাখি!
>
> কিন্তু সাহিত্য-চর্চা সুরু করার বেলা যেমন ঘটেছিল এই লেখার ব্যাপারেও ঠিক তাই ঘটল। আরও অনেক দেরীতে যা করা উচিত মনে করেছিলাম সে কাজ করতে হল অনেক আগেই!···

১৯৯/১ নির্দেশ. ১৮৪/৪ দ্রষ্টব্য।

২০০/১ 'আরোগ্য'—লেখকের ২৮-সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০। ১৯৫৩। ক্যালকাটা বুক ক্লাব।

২ সম্ভবত 'আরোগ্য'র জন্য ভূমিকার খসড়া, যদিও প্রকাশিত গ্রন্থে কোনো ভূমিকা নেই।

২০১/১ 'মাসিক বসুমতী'-পত্রিকায় অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত 'একটি চাষীর মেয়ে'-নামক (ফাল্গুন ১৩৫৯—অগ্রহায়ণ ১৩৬১) অসম্পূর্ণ উপন্যাসের উপসংহার। এ-বিষয়ে স্বর্গত সজনীকান্ত দাস লিখেছেন :

শ্রীমান প্রাণতোষ ঘটকের নিকট সংবাদ পাইলাম, মানিক 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশার্থ 'একটি চাষীর মেয়ে'র উপসংহার 'কুলির বৌ'-এর একটি অধ্যায় মাত্র তাঁহাকে দিয়া গিয়াছেন। (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-সংখ্যা 'পরিচয়', পৌষ ১৩৬৩।)

লেখকের মৃত্যুর পর, 'একটি চাষীর মেয়ে' সম্পূর্ণ করেন শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং 'মাটি-ঘেঁষা মানুষ' নামে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৯৫৭। ডি. এম. লাইব্রেরি)—প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তি থেকে মনে হয়, পরিবর্তিত নামটি লেখকই দিয়ে গিয়েছিলেন।

শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁর নিজের ভূমিকায় লিখেছেন :

'মাটি-ঘেঁষা মানুষ' সম্পূর্ণ করবার আগেই 'কুলির বৌ'-এর একটি মাত্র কিস্তি তিনি লিখেছিলেন। সঙ্গতি রক্ষার জন্যে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত 'কুলির বৌ'-এর একটি মাত্র অধ্যায়ের সামান্য অংশ পরিবেশ অনুযায়ী 'মাটি-ঘেঁষা মানুষে' জুড়ে দেওয়া সমীচীন মনে করেছি।

প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য নির্দেশ. ৫২৬/১।

২০২/১ নির্দেশ. ১৮৪/১ দ্রষ্টব্য।

২০৩/১ নির্দেশ. ১৮৪/২ দ্রষ্টব্য।

২০৪/১ নির্দেশ. ১৮৮/১ দ্রষ্টব্য।

২০৫/১ 'সার্বজনীন'—লেখকের চব্বিশ-সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৫২। ডি. এম. লাইব্রেরি।

২০৬/১ 'রংমশাল'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত লেখকের অসম্পূর্ণ কিশোর-উপন্যাস 'মশাল'-এর খসড়া চরিত্রপঞ্জি।

লেখকের কাগজপত্রের মধ্যে উপন্যাসটির একটি ভূমিকার খসড়া পাওয়া যায়—ভূমিকাটিও অসম্পূর্ণ। সম্ভবত লেখক উপন্যাসটিকে সম্পূর্ণ ক'রে গ্রন্থাকারে প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলেন। 'লেখকের কথা'-শীর্ষক ভূমিকাটির প্রায় সম্পূর্ণ অংশ উদ্ধৃত হল :

কয়েকবছর আগে এই উপন্যাসটির কিয়দংশ 'মশাল' নামে রংমশাল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। নানা কারণে বইটি সম্পূর্ণ করা হয় নি।

আমি বড়দের জন্য গল্প-উপন্যাস লিখছি কুড়ি বাইশ বছর। কিন্তু শিশু আর কিশোরদের একেবারে অবহেলা করেছি এ অভিযোগ মানতে পারবো না। ছোটদের নানা কাগজে অনেক গল্প লিখেছি। মৌচাকে 'মাঝির ছেলে'-নামে দীর্ঘ উপন্যাস লিখেছি। রংমশালের এটি আমার ছোটদের জন্য লেখা দ্বিতীয় উপন্যাস।

ছোটদের অর্থাৎ বালক ও কিশোরদের সাহিত্য-জগৎ কিভাবে

কয়েকটি প্রকাশকের জমিদারী করে রাখা হয়েছে টের পেয়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছি।…

২০৭/১ লেখক নিজেকেই 'বাবু' ব'লে উল্লেখ করেছেন।

২ 'D', Drink-এর আদ্যাক্ষর, বা, প্রকৃতপক্ষে 'দেশী'। 'C', স্পষ্টতই অনুরূপ কোনো সংকেত, যদিও নির্দিষ্টভাবে কি তা বলা কঠিন। লেখক তাঁর যাবতীয় ডায়েরি ও অন্যান্য খাতাপত্রে সাধারণভাবে 'D'-এর দ্বারাই তাঁর আসক্তির কথা বুঝিয়েছেন এবং তাঁর সারা-জীবনের সংসার-খরচার বিভিন্ন হিসাব-খাতায় দৈনিক বাজার-খরচার সঙ্গে, মাছ-তরকারী ইত্যাদি সবকিছুর শেষে, প্রায় প্রতিদিনই 'D'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। একইভাবে, ১৯৫০—৫২ সালের একটি হিসাব-খাতায় কোনো কোনো দিনের বাজার-খরচার সঙ্গে লেখা আছে '1C' বা '½C', কখনো-বা একই দিনে পর-পর '1D' ও '1C' বা '½C'। এ-জাতীয় আরো-কিছু সাংকেতিক অক্ষর, 'P' বা 'H' বা 'B', এমনকি বাংলা হরফে 'অ', একই হিসাবের খাতায় দেখা যায়। লেখকের দিক থেকে এইসবসাংকেতিক অক্ষরের লক্ষ্য যদিও সাধারণ-ভাবে এক, তবু প্রতিক্ষেত্রে তার বিশেষ ব্যাখ্যা আজ আমাদের কাছে অনেকটাই আনুমানিক হতে বাধ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, লেখকের জীবনে তাঁর উল্লিখিত আসক্তি বা 'অ্যালকোহলিজম্'-এর ইতিহাস তাঁর চিকিৎসাতীত অসুখ অর্থাৎ Epilepsy বা মৃগীরোগের সূচনা ও পরিণতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এ-বিষয়ে লেখকের নিজের সাক্ষ্যের জন্য দ্রষ্টব্য স্বর্গত অতুলচন্দ্র গুপ্ত-র নিকট লেখা লেখকের ৯.২.৫৫ তারিখের চিঠি ('চিঠিপত্র'। ৪২-সংখ্যক চিঠি।)।

৩ লেখক নিয়মিত 'কাঁচি' সিগারেট খেতেন—দৈনিক পাঁচ প্যাকেটের কম নয়।

৪ 'পদ্মানদীর মাঝি'—লেখকের চতুর্থ উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ ২৮ মে ১৯৩৬। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে ১৯৩৪ সালে উপন্যাসটির কিছু অংশ সঞ্জয় ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'পূর্ব্বাশা' মাসিক-পত্রিকার কয়েক সংখ্যায় ধারা-বাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

৫ 'পদ্মানদীর মাঝি'র ৫ম সংস্করণ বা মুদ্রণের প্রকাশকাল চৈত্র ১৩৫৮। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স। লেখকের জীবিতকালে উপন্যাসটির আরো একটি মুদ্রণ প্রকাশিত হয় (ভাদ্র ১৩৬১), এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পর প্রকাশিত হয় সপ্তম মুদ্রণ (পৌষ ১৩৬৩)।

৬ 'দৈনিক ½' অর্থাৎ আধবোতল। '4D', একইভাবে, চার বোতল মদ।

৭ সমগ্র 'ত্রৈমাসিক প্ল্যান'টির পরিণতি-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য মূল ডায়েরির মুদ্রিতপাঠ ৩৭৮-এর শেষার্ধ।

২০৯/১ অবিভক্ত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা মুখপত্র দৈনিক 'স্বাধীনতা'-পত্রিকা।

২১০/১ ১.৮.৫২ তারিখে 'পদ্মানদীর মাঝি'র চলচ্চিত্ররূপ-বিষয়ে এম. কে. প্রোডাকশন-এর সঙ্গে লেখকের চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয় মোট পনেরো শত টাকার শর্তে। কিন্তু প্রযোজক-সংস্থা পরবর্তী উদ্যোগ গ্রহণ না-করায় চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। প্রসঙ্গত, লেখকের জীবিতকালে এবং মৃত্যুর পর আরো একাধিক সংস্থা উক্ত উপন্যাসটির চিত্রস্বত্ব কেনেন, কিন্তু প্রতিটি প্রয়াস একইভাবে ব্যর্থ হয়। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, সর্বশেষ-সম্পাদিত একটি চুক্তি এখনো বলবৎ আছে।

২১৬/১ ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

12.9.52 সচিত্র ভারত থেকে 'চিকিৎসা' গল্পের জন্য চেক 50/-

(চেক ফেরৎ এসেছে 7.10.52)

(মনি অর্ডারে টাকা 14.10.52)

উল্লিখিত 'চিকিৎসা' গল্পটি 'লাজুকলতা'র (১৯৫৪) অন্তর্ভুক্ত।

২২৮/১ মূল গল্প : 'মেজাজ', 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী'র (১৯৪৯) অন্তর্ভুক্ত। অধুনালুপ্ত '*Cross Roads*'-পত্রিকার ২০ অক্টোবর ১৯৫০-সংখ্যায় উল্লিখিত গল্পটির একটি ইংরেজি অনুবাদ '*Temper*'-নামে প্রকাশিত হয়। উক্ত অনুবাদটি বর্তমান অংশে '*Vairab's Revenge*'-নামে উল্লিখিত হয়েছে – শেষোক্ত নামে লেখকের কোনো গল্পই ইংরেজিতে অনূদিত হয় নি। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য নির্দেশপঞ্জির পরবর্তী অংশ।

২ Dusan Pokorny—দিল্লীতে অবস্থিত তৎকালীন চেকোস্লোভাকিয়া দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত প্রধান।

স্লোভাক ভাষায় প্রকাশিতব্য ভারতীয় লেখকদের একটি গল্প-সংকলনের জন্য লেখকের একটি গল্পের প্রয়োজনে শ্রী পোকর্নি '*Vairab's Revenge*'-নামে ইংরেজিতে রূপান্তরিত লেখকের একটি গল্প-সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন। উত্তরে লেখক জানান যে উক্ত নামে তাঁর কোনো গল্প ইংরেজিতে অনূদিত হয় নি। অনূদিত গল্পটির নাম '*Temper*'—গল্পের নায়ক ভৈরব এবং তার প্রতিশোধের বিষয় থেকেই সম্ভবত গল্পটির নামকরণ-সম্পর্কে উপরোক্ত বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে।

২৩০/১ নির্দেশ. ২২৮/১ ও ২ দ্রষ্টব্য।

২৩৫/১ লেখকের কাগজপত্রের মধ্যে মানিক দাস নামে জনৈক তরুণের লেখা

একটি চিঠি পাওয়া যায়—চিঠিটি আরো-কিছু পরবর্তী সময়ের লেখা। উক্ত পত্রদাতাই কি পূর্ববর্তী কোনো চিঠিতে, বা সাক্ষাতে, লেখককে তাঁর আত্মকাহিনী জানিয়েছিলেন?

প্রসঙ্গত, পত্রদাতা লেখককে 'মিতা' ব'লে সম্বোধন করেছেন এবং লিখেছেন যে সম্বোধনটি লেখকেরই দেওয়া।

২৩৯/১ ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

2.12.52 সাহিত্য জগত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নতুন উপন্যাস 'নাগপাশ' বাবদ অগ্রিম 50/-

চুক্তি : প্রথম সংস্করণ—

১১০০ বই ছাপবে। ১০০০ বইয়ের মোট দামের ২০% রয়্যালটি দেবে। বই ১০ থেকে ১৪ ফর্মার মধ্যে হবে। ৬ মাসের মধ্যে কপি দেব। কপি দেওয়ার সময় ২০০৲ টাকা, বাকী বই বার হলে সাত দিনের মধ্যে।

'নাগপাশ' : লেখকের পঁচিশ-সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৫৩। আয়তন ১২ ফর্মা+৪। সাহিত্য-জগৎ, কলকাতা।

২৪১/১ 'অহ্ন'—অর্থ উদ্ধার করা যায় নি।

২৫৪/১ নির্দেশ. ২০৫/১ দ্রষ্টব্য।

২ ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

23.11.51 ডি. এম. লাইব্রেরী 'সার্বজনীন' বাবদ আগাম চেক 400/- (কপি দিলাম—১১০০ সং—২০% মুদ্রিত মূল্য)

11.12.51 ডি. এম. লাইব্রেরী 'সার্বজনীন'

নতুন বেশী কপি দেওয়ায় চেক আগাম 300/-

26.12.52 D. M. Library সার্বজনীন বাকী 100/-

৩ 'গল্পভারতী'—নির্দেশ. ৩২/৯ দ্রষ্টব্য।

৪ স্বর্গত কথাসাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁরই সম্পাদিত 'বিচিত্রা'-পত্রিকায় (১৩৩৪—৪৪) লেখকের প্রথম গল্প 'অতসীমামী' প্রকাশিত হয় (২য় বর্ষ ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা পৌষ ১৩৩৫)। 'বিচিত্রা'র ৮ম বর্ষ (১৩৪১) পর্যন্ত লেখকের প্রথম জীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্প উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

স্বর্গত গঙ্গোপাধ্যায় শেষজীবনে 'গল্পভারতী'র সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের শেষজীবনের বেশ কিছু গল্প এখনও অগ্রথিত অবস্থায় ছড়িয়ে আছে।

২৫৬/১ চেক্-ভাষায় প্রকাশিত লেখকের সতেরোটি গল্পের সংকলন, *OPIUM. A Jiné Povídky* (Praha 1956)-নামক গ্রন্থের অন্যতম রচনা

হিসাবে 'চিহ্ন'র উল্লিখিত অনুবাদটি প্রকাশিত হয়।

২৫৮/১ শ্রীঅনিলকুমার সিংহ, অধুনালুপ্ত 'নতুন সাহিত্য'-পত্রিকার সম্পাদক।

২ 'ত্রিদিব'—কে হতে পারেন অনুমান করা গেল না।

৩ 'অহিংসা' লেখকের অষ্টম-সংখ্যক উপন্যাস। 'পরিচয়'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

সূচনা : ৮ম বর্ষ ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা মাঘ ১৩৪৫

সমাপ্তি : ১০ম বর্ষ ১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা পৌষ ১৩৪৭

প্রথম কিস্তির শুরুতে 'প্রথম ভাগ' ব'লে উল্লেখ ছিল। কিন্তু পরবর্তী কোনো কিস্তিতে কোনো 'ভাগ'-এর উল্লেখ নেই।

গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ : ১৯৪১। ডি. এম. লাইব্রেরি।

৪ বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির কর্তৃক দু'-খণ্ডে প্রকাশিত 'মানিক-গ্রন্থাবলী'।

১ম ভাগ : জুলাই-অগাস্ট ১৯৫০।

২য় ভাগ : ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৫২।

'অহিংসা', দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত। যতদূর জানা যায়, 'অহিংসা' গ্রন্থাবলীভুক্ত হবার জন্য উল্লিখিত 'মামলা' শেষপর্যন্ত হয় নি।

২৫৯/১ ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

2.1.53 রিভার্স কর্নার থেকে 'লাজুকলতা' গল্পের বই বাবদ আগাম 150/- (১৫% –১১০০)

২৬০/১ সম্ভবত, গণনাট্য সংঘের নিরঞ্জন সেন-এর ভাই শ্রীসচ্চিদানন্দ সেন মজুমদার।

২ 'পদ্মানদীর মাঝি'র চলচ্চিত্ররূপ। লেখকের জীবিতকালে এবং মৃত্যুর পর দু'বার শ্রীসচ্চিদানন্দ সেন মজুমদার উক্ত উপন্যাসটির চলচ্চিত্র-রূপায়ণের প্রাথমিক উদ্যোগ নেন, কিন্তু দু'বারই তা প্রাথমিক প্রয়াসের স্তরে থেকে যায়। প্রসঙ্গত, নির্দেশ. ২১০/১ দ্রষ্টব্য।

২৬২/১ বেঙ্গল পাবলিশার্স-কর্তৃক প্রকাশিত 'সাহিত্যের খবর'—সঠিক অর্থে 'পত্রিকা' বলা চলে না, উক্ত প্রকাশনা-সংস্থার প্রচার-পুস্তিকা। প্রথম প্রকাশকাল সম্ভবত বঙ্গাব্দ ১৩৬০। ১৩৬২—১৩৬৪ বঙ্গাব্দের সংখ্যাগুলি দেখার সুযোগ আমাদের হয়েছে—কোনোটাই আয়তনে ডবল ডিমাই ৮—১৬ পৃষ্ঠার বেশি নয়; উক্ত সময়কালের সম্পাদক শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

২ 'মুস্তাক আলী'—যেভাবেই হোক, লেখক নামটি ভুল লিখেছেন। সঠিক নামটি হবে—মুজতবা আলী।

৩ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বর্তমান লোকসভা-সদস্য।

২৬৫/১ ১৯৫৩ সালের ১৬—১৮ জানুয়ারি, প্যাট্রিয়টিক লাইব্রেরির সুবর্ণ-জয়ন্তী

এবং মদনমোহন লাইব্রেরির রজত-জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে, ১৭ জানুয়ারি তারিখে আহূত 'সাহিত্যিক বাসরে' লেখক আমন্ত্রিত হন, স্ব-নির্বাচিত কোনো বিষয়ে ভাষণ-দানের জন্ত।

২৬৯/১ 'চিহ্ন'-উপন্তাসটির চেক্-সংস্করণ প্রকাশ-সম্পর্কে Czechoslovak Theatrical and Literary Agency-র সঙ্গে লেখকের চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয় ২৬ জানুয়ারি ১৯৫৩ তারিখে। অন্তান্ত কাগজপত্র থেকে যতদূর জানা যায়, উপন্তাসটির আয়তন পৃথক গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশের উপযোগী না-হওয়ায়, 'চিহ্ন' শেষপর্যন্ত চেক্-ভাষায় প্রকাশিত লেখকের একটি গল্পসংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়—নির্দেশ. ২৫৬/১ দ্রষ্টব্য।

২৭৪/১ নির্দেশ. ১৩৭/১ দ্রষ্টব্য।

২৮৩/১ স্তালিনের মৃত্যু উপলক্ষে লেখকের এক-পৃষ্ঠার একটি সংক্ষিপ্ত রচনা, 'মহামানব স্তালিন', 'পরিচয়'-পত্রিকার স্তালিন-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়: চৈত্র ১৩৫৯। পৃঃ ১৯৩।

রচনাটি লেখকের প্রবন্ধগ্রন্থে সংকলিত হয় নি।

২৮৪/১ ফিটের আক্রমণ: নির্দেশ. ৩১/১ দ্রষ্টব্য।

২৮৫/১ নির্দেশ. ৪৭/১ দ্রষ্টব্য।

২৮৬/১ ডায়েরি ১৯৫০ থেকে:

22.3.53 'World Wide Film Ltd (information) পক্ষ থেকে Herbert Marshall 5000/-
'পদ্মানদীর মাঝি'র World Cinema right কেনার option বাবদ প্রেরিত চেক 250/-
চুক্তি: cption ৩ মাসের জন্ত
৩ মাস পরে আবার 250/- দিয়ে আরও ৩ মাসের option কেনার অধিকার

উল্লিখিত বিষয়ে, দ্বিতীয় দফা ৩ মাসের option বাবদ একইরূপ অর্থপ্রাপ্তির উল্লেখ আছে 25.7.53 তারিখে, তারপর আর কোনো 'নোট' নেই। প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য নির্দেশ. ২১০/১।

২৮৮/১ 'সহরবাসের ইতিকথা'—লেখকের দ্বাদশ-সংখ্যক উপন্তাস। প্রথম প্রকাশ: 'শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা', ২২ আশ্বিন ১৩৪৯। ৯ অক্টোবর ১৯৪২।

গ্রন্থাকারে প্রথম মুদ্রণ: ফাল্গুন ১৩৫২। ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬। ডি. এম. লাইব্রেরি।

২ দ্বিতীয় সংস্করণ আষাঢ় ১৩৬০; সংশোধিত, পরিবর্ধিত ও লেখকের ভূমিকা-সহ। বেঙ্গল পাবলিশার্স।

২৮৯/১ তৎকালীন ক্যালকাটা পাবলিশার্স-এর অন্যতম পরিচালক শ্রীক্ষিতীশ সরকার।

২৯১/১ গৃহপালিত কুকুর। কুকুরটির মৃত্যু পারিবারিক শোকের কারণ হয়।

২৯২/১ শ্রীসচ্চিদানন্দ সেন মজুমদার (?)। নির্দেশ. ২৬০/১ দ্রষ্টব্য।

২ নির্দেশ. ২৬০/২ দ্রষ্টব্য।

২৯৩/১ শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়।

২৯৭/১ প্রগতি লেখক সংঘের পঞ্চম বা শেষ বার্ষিক সম্মেলন। নির্দেশ. ১৪/১ দ্রষ্টব্য।

৩০২/১ 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র গুজরাতী সংস্করণ : 'মাটিনা মহেল' : অনুবাদক শ্রীকান্ত ত্রিবেদী। প্রথম প্রকাশ ১৯৫৭। প্রকাশক ভোগীলাল গান্ধী, চেতন প্রকাশন গৃহ লিঃ। গোড়েগাঁও, বোম্বাই।

প্রচ্ছদচিত্রটিও অনুবাদ—প্রচলিত বাংলা সংস্করণের মাখন দত্তগুপ্ত-কর্তৃক অঙ্কিত প্রচ্ছদচিত্রের কাঁচা অনুকরণ।

গুজরাতী সংস্করণ ছাড়াও, উক্ত উপন্যাসটির হিন্দী, কানাড়া ও তেলেগু সংস্করণও হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ভারতীয় সাহিত্য আকাদেমি-কর্তৃক 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র নিম্নোক্ত দু'টি অনুবাদ এ-যাবৎ প্রকাশিত হয়েছে :

১. *The Puppets' Tale*—Tran lated by Sachindralal Ghosh. 1968.

২. *Pavakaliyute Katha*—Malayalam translation by Nilina Abraham. 1972

এতদ্ব্যতীত প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসটির চেক্ ও সুইডিশ সংস্করণ।

২ ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

22.4.53 পুতুলনাচের ইতিকথা—
গুজরাতী সংস্করণ বাবদ চেক 125/

৩১০/১ সাহিত্য-জগৎ প্রকাশক-সংস্থার শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩১২/১ ডাঃ সফিউদ্দীন কিচলু—তৎকালীন All India Council-এর সভাপতি এবং Congress Working Committee-র প্রাক্তনসদস্য। ডাঃ কিচলুকে 'International Stalin Peace Prize for the promotion of peace among nations'-প্রদান উপলক্ষে, তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদ এক সভার আয়োজন করেন ১১ মে ১৯৫৩ তারিখে, কলেজ স্কোয়ারের স্টুডেন্ট হল-এ। ১৪ মে তিনি কলকাতা আসেন।

৩২৫/১ তৎকালীন 'দৈনিক বসুমতী'-পত্রিকায় শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী-র সাপ্তাহিক ফিচার 'বাঁকা চোখে'।

৩২৭/১ তৎকালীন 'চতুষ্কোণ'-পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রীপ্রদ্যোৎ গুহ।

৩৩১/১ স্বর্গত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

৩৩৪/১ ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীতে এক পয়সা ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে জুলাই ১৯৫৩-র ঐতিহাসিক আন্দোলন।

৩৪০/১ ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

13.7.53 ক্যালকাটা পাবলিশার্স ক্ষিতীশ সরকার
ফিরিওলা বাবদ ' 30/-
(আজ 'তেইশ বছর আগে পরে' উপন্যাসের ফর্মা তিনেক কপি নিয়ে গেল। উপন্যাস বাবদ আগে ১০০৲ আগাম দেওয়া আছে। সম্পূর্ণ কপি দিলে সম্পূর্ণ টাকা –)

৩৪১/১ ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

14.7.53 সাহিত্য জগৎ কালিদাস
'হরফ' বাবদ আগাম চেক 50/-

৩৪৩/১ জুলাই ১৯৫৩-র ট্রাম আন্দোলন উপলক্ষে আহূত ১৫ জুলাই-এর সাধারণ ধর্মঘট নিয়ে লেখকের 'ছড়া', ১৭ জুলাই ১৯৫৩-র 'দৈনিক স্বাধীনতা'-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লেখকের কবিতা-গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

৩৪৪/১ নির্দেশ. ২৮৬/১ দ্রষ্টব্য।

৩৫২/১ 'মাসিক বসুমতী'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'একটি চাষীর মেয়ে' বাবদ, প্রতি কিস্তি পঁচিশ টাকা হিসাবে পারিশ্রমিকের, তৃতীয় কিস্তি আষাঢ় ১৩৬০-এর প্রাপ্য টাকা। ডায়েরি ১৯৫০-এর 'নোট' :

6.8.53 বসুমতী আষাঢ়
একটি চাষীর মেয়ে নগদ 25/-

৩৫৭/১ পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

২ ১৯৫৩-র স্বাধীনতা-দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় রাইটার্স বিল্ডিং-এ অনুষ্ঠিত এক সভায় বিশিষ্ট লেখক ও শিল্পিদের সংবর্ধনা জানান। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, লেখক ও শিল্পিগণ পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী-কর্তৃক রাইটার্স বিল্ডিং-এ আমন্ত্রিত হন ১৯৫৩-র ৯ অক্টোবর, বিকেল পাঁচটায়।

৩৬৩/১ 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ব-নির্বাচিত গল্প'—লেখকের জীবিতকালে প্রকাশিত তাঁর শেষ গল্প-সংকলন, গল্প-সংখ্যা কুড়ি। লেখকের স্বহস্তের প্রতিলিপিতে ভূমিকা 'লেখকের কথা'-সহ। প্রথম প্রকাশ ৭ আষাঢ়

১৩৬৩। জুন ১৯৫৬। দ্বিতীয় মুদ্রণ আশ্বিন ১৩৬৮। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, কলকাতা।

২ ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

2.9.53 Indian Associated Publishing Co. Ltd. হইতে "স্বনির্ব্বাচিত গল্প" প্রথম সংস্করণ বাবদ চেক 900/-

১৫০০ কপি

মোট মুদ্রিত মূল্যের ১৫% রয়ালটি

কমপক্ষে ১৪ ফর্মা

৩৬৫/১ 'তেইশ বছর আগে পরে'—লেখকের ২৮-সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৫৩। ক্যালকাটা পাবলিশার্স।

৩৬৬/১ স্বর্গত প্রাণতোষ ঘটক, 'মাসিক বসুমতী'-পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক। স্বর্গত ঘটকের আগ্রহাতিশয্যে লেখকের শেষজীবনের অনেক লেখা 'বসুমতী'-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, বেশ কিছু এখনও অগ্রথিত অবস্থায় ছড়িয়ে আছে।

৩৬৯/১ 'সশস্ত্র প্রহরী'—১৯৫৩-র 'শারদীয় স্বাধীনতা'য় প্রকাশিত গল্প। লেখকের জীবিতকালে গ্রন্থভুক্ত হয় নি। মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-সংগ্রহে' (১৯৫৭ প্রথম সংকলিত হয়।

২ 'বিষ'—লেখকের কোনো গ্রন্থে এ-যাবৎ সংকলিত হয় নি। প্রথম প্রকাশ 'শারদীয় মধ্যবিত্ত' ১৯৫৩। ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

14.10.53 মধ্যবিত্ত থেকে 'বিষ' গল্পের জন্য নগদ 15/-

৩ প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৫৪।

৩৭১/১ 'ছোট একটি গল্প'—এ-যাবৎ গ্রন্থভুক্ত হয় নি। ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

29.9.53 'শারদী' থেকে 'ছোট একটি গল্প' বাবদ ২৫৲

২ 'সাহিত্যের কানমলা'—'শারদীয়া বসুমতী' ১৯৫৩-র প্রকাশিত লেখকের প্রবন্ধ। লেখকের একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ 'লেখকের কথা'য় সংকলিত হয় নি। মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'উত্তরকালের গল্পসংগ্রহে'র প্রথম সংস্করণে (নভেম্বর ১৯৬৩) পরিশিষ্ট হিসাবে সংযোজিত এবং পরবর্তী সংস্করণে (অক্টোবর ১৯৭২) বর্জিত হয়। প্রসঙ্গত, শেষজীবনে লেখক এমন কিছু গল্প লেখেন যা একইকালে বা আগে-পরে রচিত উপন্যাসের অংশবিশেষ। এ-জাতীয় গল্প এবং সংশ্লিষ্ট উপন্যাসের নাম, সাদৃশ্যের প্রকৃতি ইত্যাদির প্রাথমিক বিবরণ প্রথম প্রকাশিত হয় বর্তমান সম্পাদক-কর্তৃক সম্পাদিত লেখকের 'শ্রেষ্ঠ গল্প'র নূতন চতুর্থ সংস্করণে (আষাঢ় ১৩৭২। ১৯৬৫)। 'সাহিত্যের কানমলা'-প্রবন্ধটি এ-জাতীয় গল্প-সম্পর্কে লেখকের সচেতন কৈফিয়ৎ এবং অন্তিমপর্বের

রচনাপদ্ধতি ও মানসিকতা-সম্পর্কে আলোকপাতকারী এক উল্লেখযোগ্য রচনা।

৩ 'অগ্নিশুদ্ধি'—১৯৫৩ 'শারদীয় গল্পভারতী'তে প্রকাশিত গল্প। এ-যাবৎ গ্রন্থভুক্ত হয় নি।

৪ ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

4.10.53 'গল্পভারতী' থেকে 'অগ্নিশুদ্ধি' বাবদ নগদ 50/-

৩৭৩/১ 'রত্নাকর'—১৯৫৩ 'শারদীয় মুখপত্রে' প্রকাশিত গল্প। এ-যাবৎ গ্রন্থভুক্ত হয় নি। ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

1 10.53 মুখপত্র থেকে 'রত্নাকর' গল্পের জন্ম নগদ 35/-

২ নির্দেশ. ৩৭১/২ দ্রষ্টব্য।

৩৭৫/১ নির্দেশ. ৩৬৫/১ দ্রষ্টব্য।

৩৭৬/১ নির্দেশ ৩৭৫/১ দ্রষ্টব্য।

২ ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

4.10 53 ক্যালকাটা পাবলিশার্স

'ফেরিওলা' এবং 'তেইশ বছর আগে পরে'

হিসাবে চেক 262/8

৩ নির্দেশ. ৩৭১/৪ দ্রষ্টব্য।

৩৮২/১ 'আর না কান্না'-নামে লেখক একটি গল্প লেখেন ১৩৫৮-র জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'পরিচয়'-পত্রিকায়—গল্পটির সঙ্গে ডায়েরির বর্তমান প্রসঙ্গের অবশ্য কোনো সম্পর্ক নেই। গল্পটি লেখকের 'ফেরিওলা' (১৯৫৩)-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৩৯৮/১ 'হরফ'—লেখকের ২৯-সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ বুদ্ধপূর্ণিমা ১৩৬১, মে ১৯৫৪। প্রকাশক সাহিত্য-জগৎ।

৪০১/১ ত্রিপুরারি চক্রবর্তী—India-China Friendship Association-এর তৎকালীন সম্পাদক।

৪০৮/১ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবস্থাপনায় ১৯৫৩-র ১—৫ জানুয়ারি সাহিত্যিকদের দামোদর পরিকল্পনা পরিদর্শনের এক আয়োজন হয়। এই উপলক্ষে লেখক উল্লিখিত নিমন্ত্রণপত্র পান।

৪০৯/১ 'কাণ্ডকারখানা'—ছোটদের গল্প। লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর 'কিশোর বিচিত্রা'য় (এপ্রিল ১৯৬৮) সংকলিত।

২ লেখকের গল্পগ্রন্থ। নির্দেশ. ৩৩/৩ দ্রষ্টব্য।

৪১১/১ লেখকের মৃত্যুর পর 'পরিচয়'-পত্রিকার বিশেষ স্মৃতি-সংখ্যায় (পৌষ ১৩৬৩) কথাসাহিত্যিক শ্রীবিমল মিত্র উল্লিখিত ঘটনার একটি বিবরণ দেন, তাঁর 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ'-নামক রচনায়।

২ লেখকের ডায়েরির বর্তমান লেখাতেই প্রথম দেখা দেয় একপ্রকার অতিপ্রাকৃত প্রসঙ্গ বা অতিলৌকিক বিশ্বাস—'মা' বা 'মার দয়া' বা শুধু 'দয়া' কথাটির উল্লেখ তাঁর শেষ তিন বছরের ডায়েরির লেখায় থেকে-থেকে পাওয়া যায়।

৪১২/১ কিশোর পত্রিকা 'আগামী', সম্পাদক শ্রীপ্রসূন বসু।

৪১৩/১ 'পরাধীন প্রেম' শেষপর্যন্ত নাভানা-কর্তৃক প্রকাশিত হয় নি। দ্রষ্টব্য নির্দেশ. ১৮৮/১-এর শেষাংশ।

২ শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র।

৩ শ্রীবিরাম মুখোপাধ্যায়।

৪১৬/১ ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

13.1.54 রিভার্স কর্নার থেকে 'পরাধীন প্রেম' চুক্তি হিসাবে প্রথম আগাম চেক 250/-

১১০০

১০০০ হিঃ মোট মূল্যের ২০%

বাকী পুস্তক প্রকাশের ৬ মাসের মধ্যে

৪১৮/১ ১৭ জানুয়ারি তারিখের বর্তমান লেখায় 'শরৎচন্দ্র জন্মদিবস' নিঃসন্দেহে অসতর্ক ভুল—শরৎচন্দ্রের জন্মদিন ১৫ সেপ্টেম্বর। উল্লিখিত অনুষ্ঠানটি স্পষ্টতই শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতিথি (১৬ জানুয়ারি) উপলক্ষে স্মৃতিসভা। বর্তমান লেখার পরবর্তী অংশে লেখক নিজেই লিখেছেন—'শরৎ স্মৃতি সভা'।

৪২০/১ ১৯৫৪-র ২০—২৪ জানুয়ারি, কল্যাণীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের ৫৯তম অধিবেশনের প্রসঙ্গ।

৪২২/১ সম্ভবত, ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪-র শিক্ষক আন্দোলনের প্রসঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষকগণ ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪ থেকে নিরবচ্ছিন্ন কর্মবিরতি আন্দোলন ও রাজভবনের সামনে অবস্থান সত্যাগ্রহ শুরু করেন—২২ ফেব্রুয়ারি উক্ত আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়।

৪২৬/১ World Wide Film Ltd-এর Herbert Marshall—'পদ্মানদীর মাঝি'র চলচ্চিত্ররূপ-প্রসঙ্গ। প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য নির্দেশ. ২৮৬/১ ও মুদ্রিতপাঠ ৩৪৪।

৪৩১/১ বরানগর, গোপাললাল ঠাকুর রোড-এর ভাড়াবাড়ির বাড়িওলা।

২ বাড়িওলা বাড়ি ছাড়বার নোটিশ দিয়েছিলেন—ওই বাড়িরই অপরাংশে তাঁর নিজস্ব ইস্কুল সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে।

৪৩৪/১ 'শুভাশুভ'—লেখকের ৩০-সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৫৪। ডি. এম. লাইব্রেরি।

ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :

12. 5. 54 D. M. Library 'শুভাশুভ' উপন্যাস

বাবদ	নগদ	100/-
	চেক	300/-

পাণ্ডুলিপি দিলাম—১১০০ প্রথম সংস্করণ—

১০০০ কপির মোট মূল্যের ২০% আগাম রয়্যালটি

৪৪০/১ শ্রীচিত্ত বিশ্বাস (?)।

৪৪৩/১ 'পদ্মানদীর মাঝি'র সুইডিশ অনুবাদ *Roddare Pa° Padma*-র প্রকাশক Folket I Bilds Förlag, Stockholm. সংক্ষেপে FIB. 'FIB : s World Library'-র Indian Series-এ 'পদ্মানদীর মাঝি'র সুইডিশ সংস্করণ, হুমায়ুন কবিরের একটি উপন্যাসের অনুবাদ-সহ একত্রে, ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয়। সমগ্র সুইডিশ সংস্করণটির নাম *Folk vid floden*. অনুবাদক Viveca Barthel.

'পদ্মানদীর মাঝি'র সুইডিশ সংস্করণ-বাবদ লেখকের প্রাপ্য রয়্যালটির টাকা।

এ-বাবদ লেখক অগ্রিম ড্রাফ্‌ট্‌ পান ১৮.৯.৫২ তারিখে—বর্তমান অর্থ লেখকের বাকি রয়্যালটি।

ডায়েরি ১৯৫০-এ লেখকের নোট :

18 9.52 The Chartered Bank থেকে পদ্মানদীর Swedish অনুবাদ বাবদ আগাম draft 226/13/0

28.6.54 পদ্মানদীর সুইডিশ অনুবাদ জন্য

(draft £ 61 19sh ld)	824/10
ব্যাঙ্ক কমিশন বাদ	1/ 2
	823/8

৪৪৫/১ 'প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান'—লেখকের ৩৪-সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৫৬। বেঙ্গল পাবলিশার্স।

উপন্যাসটির মুদ্রণ যদিও ১৯৫৪-র মাঝামাঝি সময়ে শুরু হয়, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় লেখকের মৃত্যুর অব্যবহিত পর। লেখকের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে, বর্তমান উপন্যাসের ঈষৎ ভিন্নতর একটি রূপ 'প্রাণেশ্বর'-নামে 'উল্টোরথ'-পত্রিকার বড়দিন-সংখ্যায় (১৯৫৬) ছাপা হয়।

২ দ্রষ্টব্য নির্দেশ. ১৮৮/১-এর শেষাংশ।

৩ দ্রষ্টব্য নির্দেশ. ৩৯৮/১।

৪ দ্রষ্টব্য নির্দেশ. ৪৪৩/১ ও ২।

৫ 'পদ্মানদীর মাঝি'র চেক্ সংস্করণ, *Plavec na rece, Padme*, ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয় (Ceskoslovensky spisovatel, Praha 1954)। অনুবাদক Dušan Zbavitel.

৬ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা।

৭ যতদূর জানা যায়, ফরাসী ভাষায় 'পদ্মানদীর মাঝি'র কোনো অনুবাদ এখনো পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি।
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 'পদ্মানদীর মাঝি'ই সম্ভবত বিদেশী ভাষায় সর্বাধিক অনূদিত আধুনিক বাংলা উপন্যাস। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত প্রথম ইংরেজি অনুবাদের (শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-কৃত) কথা আগেই বলা হয়েছে (নির্দেশ. ৩২/১৮)। অপরাপর ভাষাসমূহের মধ্যে এ-যাবৎ প্রকাশিত হয়েছে রুশ, চীনা, সুইডিশ, চেক্, হাঙ্গেরিয়ান, লিথুয়ানিয়ান, নরওয়েয়ান ও বুলগেরিয়ান সংস্করণ। বিভিন্ন সূত্রে আরো-কয়েকটি বিদেশী অনুবাদের কথা শোনা যায়, যদিও সে-বিষয়ে প্রামাণিক তথ্য আমাদের জানা নেই। ১৯৭৩ সালে University of Queensland Press থেকে প্রকাশিত হয় নূতন একটি ইংরেজি অনুবাদ (*Padma River Boatman.* Translated from the Bengali by Barbara Painter and Yann Lovelock. Unesco Collection of Representative Works, Indian Series.)। উপরোক্ত অনুবাদগুলি ছাড়াও, আন্তর্জাতিক সৌহার্দ ও মানবিক ভাবধারা প্রসারের উদ্দেশ্যে মানুষ ও তার প্রতিবেশ বিষয়ে সুইডিশ ভাষায় রচিত একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থে (*Över gränserna, Del 2.* ইংরেজি নাম *Across the Borders.* প্রকাশক Almqvist & Wiksell, Stockholm. 1964), পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় সাহিত্য থেকে নির্বাচিত রচনাংশের সঙ্গে, আধুনিক ভারতীয় জীবন ও সাহিত্যের পরিচয় হিসাবে 'পদ্মানদীর মাঝি'র একটি দীর্ঘ অংশ সংকলিত হয়েছে। Åke Isling-সম্পাদিত গ্রন্থটি ইউনেস্কোর জন্য সুইডিশ ন্যাশনাল কমিশনের সহযোগিতায় প্রকাশিত হয়।

৪৫২/১ ২০ জুলাই ১৯৫৪ তারিখে লেখা একটি টাইপ-করা চিঠিতে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপালের সেক্রেটারি রাজ্যপালের পক্ষ থেকে লেখককে ২ অগাস্ট ১৯৫৪, বিকেল চারটায়, রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে চা-পানের নিমন্ত্রণ জানান। নিমন্ত্রণের উপলক্ষ, এবং আর-কেউ নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন কি না, আমাদের জানা নেই।

উক্ত নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে ২২.৭.৫৪ তারিখে লেখা লেখকের একটি ধন্যবাদ-জ্ঞাপক চিঠির খসড়া তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু চিঠিটি শেষপর্যন্ত পাঠানো হয়েছিল কি না বলা কঠিন।

৪৫৪/১ নির্দেশ. ৪৫২/১ দ্রষ্টব্য।

৪৫৭/১ স্বর্গত পরিমল গোস্বামী।

৪৬১/১ 'প্রাক্-শারদীয় কাহিনী'—১৯৫৪'র 'শারদীয় স্বাধীনতা'য় প্রথম প্রকাশের পর লেখক গল্পটিকে তাঁর 'হলুদ নদী সবুজ বন' (ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬)-উপন্যাসের শেষ অধ্যায় হিসাবে, চরিত্রনামের পরিবর্তন ও অন্যান্য সংস্কার-সহ, ব্যবহার করেন। মূল গল্পটি লেখকের 'স্ব-নির্বাচিত গল্প'-গ্রন্থে (জুন ১৯৫৬) প্রথম সংকলিত হয়।

২ 'চিন্তা-জ্বর'—লেখকের কোনো গ্রন্থে এ-যাবৎ সংকলিত হয় নি।
ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :
6.10.54—22.10.54
বসুমতী 'চিন্তাজ্বর' 30/-

৪৬২/১ 'দুর্ঘটনা'—ডায়েরি ১৯৫০-এর তথ্য-অনুযায়ী, গল্পটি প্রকাশিত হয় 'ক্রান্তি'-পত্রিকায়, যদিও বর্তমান মুদ্রিতপাঠে 'নতুন সাহিত্যে'র উল্লেখ আছে। ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :
20.9.54 'ক্রান্তি' "দুর্ঘটনা" গল্প 50/-
সাময়িক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশের পর সম্পূর্ণ গল্পটি, সামান্য পরিবর্তন-সহ, 'শান্তিলতা' (শ্রাবণ ১৩৬৭)-উপন্যাসের অংশ হিসাবে সংযোজিত হয়। পৃথক গল্প হিসাবে প্রথম সংকলিত হয় লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর 'গল্পসংগ্রহে' (নভেম্বর ১৯৫৭)।

২ 'মতিগতি'—এ-যাবৎ সংকলিত হয় নি।
ডায়েরি ১৯৫০ থেকে :
5.10.54 গল্পভারতী "মতিগতি" 50/-

৪৬৫/১ গান শোনানোর জন্য লেখক তাঁর দুই কন্যাকে এক টাকা দিয়েছেন—মূল খাতায় লাইনটি দৈনিক বাজার-খরচার হিসাবের সঙ্গে লেখা ছিল।

৪৭২/১ ডি এম. লাইব্রেরি প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠানের কর্তা শ্রীগোপালদাস মজুমদার।

৪৭৪/১ 'হলুদ নদী সবুজ বন'—লেখকের ৩২-সংখ্যক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬। মাঘ ১৩৬২। নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা।

২ দ্রষ্টব্য নির্দেশ. ৪৪৫/১।

৪৭৬/১ শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ।

২ স্বর্গত অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ব্যবহারজীবী ও লেখক।

৩ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 'লোকায়ত দর্শন' ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণেতা।
৪ স্বর্গত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

৪৭৭/১ শ্রীগীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৭৯/১ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উল্লিখিত বাংলা 'অ্যানথলজীর' কথা আমাদের জানা নেই।

২ 'প্রাগৈতিহাসিক'—লেখকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'প্রাগৈতিহাসিক'-এর নাম-গল্প। গ্রন্থরূপে প্রথম প্রকাশ ১৭ এপ্রিল ১৯৩৭। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

স্বতন্ত্র গল্প হিসাবে 'প্রাগৈতিহাসিক' প্রথম প্রকাশিত হয় 'পূর্ব্বাশা'-পত্রিকায়, সম্ভবত ১৯৩৩-এর কোনো-এক সংখ্যায়।

লেখকের প্রথম জীবনের গল্পসমূহের মধ্যে জনপ্রিয়তায় শীর্ষস্থানীয় 'প্রাগৈতিহাসিক' বাংলা গল্পের নানাবিধ সংকলনগ্রন্থে বিভিন্ন সময়ে সংকলিত হয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, লেখক তাঁর 'স্ব-নির্বাচিত গল্পে' গল্পটি গ্রহণ করেন নি, যদিও উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, 'দশজনে আমার যে গল্পকে যতটা সমাদর করেছেন মোটামুটি সেটাই আমি এই সঙ্কলনের জন্য গল্প নির্ব্বাচনের মাপকাঠি ধরে নিয়েছি।'

৩ হুমায়ুন কবির-সম্পাদিত *Green and Gold* (Stories and Poems from Bengal)-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'প্রাগৈতিহাসিক'-এর ইংরেজি অনুবাদ *Prehistoric*, ভারতীয় সাহিত্য আকাদেমির অনুবাদক-গোষ্ঠী-কর্তৃক অনূদিত। গ্রন্থটির দু'টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

১. Asia Publishing House. Bombay, Calcutta and London, 1957.

২. New Directions. New York, 1958.

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, প্রধানত ইংরেজি ভাষায় লেখকের সর্বাধিক অনূদিত গল্প 'প্রাগৈতিহাসিক'। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গল্পটির একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থভুক্ত অনুবাদের মধ্যে উল্লিখিত অনুবাদটি ছাড়াও আলোচ্য গল্পের স্বতন্ত্র দু'টি অনুবাদ নিম্নোক্ত দু'টি সংকলনের অন্তর্ভুক্ত :

১. *Primeval and Other Stories*—শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ও বিভিন্ন অনুবাদক-কর্তৃক অনূদিত লেখকের এগারোটি গল্পের সংকলন। People's Publishing House. New Delhi, 1958.

বর্তমান গ্রন্থে 'প্রাগৈতিহাসিক'-এর ইংরেজি নাম *Primeval*, অনুবাদক শ্রীঅশোক মিত্র।

২. *A Treasury of Modern Asian Stories*—Edited by D. L Milton and W. Clifford. Mentor Book MD 329. New American Library. New York, 1961.
Green and Gold-এর অন্তর্ভুক্ত অনুবাদের একটি বহুল পরিমাণে পরিমার্জিত রূপ বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত হয়।
বর্তমান সংকলনের ডাচ্ সংস্করণেও গল্পটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৪ লেখকের জীবিতকালে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র তেলেগু অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় ধারাবাহিকভাবে সাপ্তাহিক 'অন্ধ্র পত্রিকা'য়। গ্রন্থরূপে প্রথম প্রকাশ, লেখকের মৃত্যুর পর, মে ১৯৬০।
তেলেগু সংস্করণটির নাম 'জীবনলিতা'। অনুবাদক এম. সুরি। প্রকাশক বিশ্ববাণী পাবলিশার্স। বিজয়ওয়াদা, অন্ধ্রপ্রদেশ।
'পুতুলনাচের ইতিকথা'র অন্যান্য অনুবাদ-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য নির্দেশ. ৩০২/১।

৫ শ্রীননী ভৌমিক।

৪৮০/১ ভাইবোন মিলিয়ে লেখকরা ছিলেন চৌদ্দজন, যদিও পরিণত বয়স পর্যন্ত জীবিত ভাইবোনের সংখ্যা দশ—ছয় ভাই, চার বোন। পরিণত বয়স পর্যন্ত জীবিত ভাইদের মধ্যে লেখক ছিলেন চতুর্থ।

২ স্বর্গতা সুলেখা সান্যাল, লেখিকা।

৩ স্বর্গত হুমায়ুন কবির-প্রতিষ্ঠিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'চতুরঙ্গ'।

৪ শ্রীসুরজিত দাশগুপ্ত।

৫ শ্রীকিরণকুমার রায়, অধুনালুপ্ত 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকার এককালীন সম্পাদক। তাঁরই সম্পাদনাধীন 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকার সহকারী সম্পাদক-পদে লেখক দু'বছর (১৯৩৭-৩৮) কাজ করেন।

৪৮২/১ স্বর্গত কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

২ দ্রষ্টব্য নির্দেশ. ৩৫৭/১।

৪৮৩/১ ঘুমের আগে মদ্যপান।

৪৮৫/১ শ্রীমৃগাঙ্ক রায়, কবি।

৪৮৯/১ 'G'—সম্ভবত Gin।

২ সাহিত্য-পত্রিকা 'পরিচয়'।

৪৯১/১ সম্ভবত পরিকল্পিত কোনো গল্প বা উপন্যাসের নাম, যা লেখা হয় নি। ডায়েরি ১৯৫২-র বেশ কিছু সাদা পাতা জুড়ে এইরূপ আরো বহু রচনার শুধু নামটুকু প্রতি পৃষ্ঠার মাথার উপর লেখা আছে। এরই মধ্যে একটি, 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ২য় খণ্ড। উক্ত উপন্যাসের পরিকল্পিত একটি দ্বিতীয় খণ্ডের একাধিক আরম্ভের কিছু পৃষ্ঠাও

লেখকের কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায়, (প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য নির্দেশ. ১৩৭/১)।

৪৯২/১ ১৯২৩-এর পূজার পর, দেওয়ালির প্রাক্কালে, উল্লিখিত দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। লেখক তখন ক্লাস সেভেনের ছাত্র; ঘটনাস্থল টাঙ্গাইল, তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার একটি মহকুমা শহর। পরিণত বয়সে লেখক নিজেই তাঁর ছেলেবেলার এই প্রাণান্তক দুর্ঘটনার কাহিনী ছোটদের জন্য লেখা তাঁর 'বড় হওয়ার দায়'-নামক রচনায় বলেছেন। রচনাটি 'আগামী'-পত্রিকায় (ভাদ্র ১৩৫৯) প্রকাশিত হয়। পরবর্তী-কালে লেখকের 'কিশোর বিচিত্রা'য় (১৯৬৮) সংকলিত।

৪৯৩/১ C.C.—কমিউনিস্ট পার্টির Central Committee।

২ শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, দৈনিক 'যুগান্তর'-পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক।

৩ দ্রষ্টব্য নির্দেশ. ৪৭৬/৪।

৪ দ্রষ্টব্য নির্দেশ. ৪৫৭/১।

৫ দ্রষ্টব্য নির্দেশ. ৩৬৬/১।

৬ দ্রষ্টব্য ডায়েরি মুদ্রিতপাঠ ৫৬।

৭ স্বর্গত নীরেন্দ্রনাথ রায়ের উল্লিখিত প্রবন্ধটি ১৩৬২-র বৈশাখ-সংখ্যা 'পরিচয়'-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪৯৯/১ শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়।

লেখকের মৃত্যুর অব্যবহিত পর 'নতুন সাহিত্য'-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় (৭ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা পৌষ ১৩৬৩) প্রকাশিত একটি রচনায় শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় লেখকের সঙ্গে ইসলামিয়া হাসপাতালে তাঁর সাক্ষাতের বিবরণ দিয়েছেন।

২ দ্রষ্টব্য নির্দেশ. ২৫৮/১।

৫১৭/১ লেখকের ষোড়শ ও শেষ গল্পগ্রন্থ 'লাজুকলতা'র প্রসঙ্গ, নির্দেশ. ১৬৩/১ দ্রষ্টব্য।

২ লেখকের পঞ্চদশ গল্পগ্রন্থ 'ফেরিওলা'র (মে ১৯৫৩) দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রসঙ্গ। দ্বিতীয় মুদ্রণ : অক্টোবর ১৯৫৫। ক্যালকাটা পাবলিশার্স।

৩ শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী।

৪ কিশোরদের জন্য লেখকের একমাত্র সম্পূর্ণ উপন্যাস 'মাঝির ছেলে'। বঙ্গাব্দ ১৩৪৯-এর 'মৌচাক'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য নির্দেশ. ১/২।

৫ ছোটদের জন্য লেখা লেখকের গল্পের কোনো সংকলন তাঁর জীবিত-কালে প্রকাশিত হয় নি।

বিভিন্ন সাময়িকপত্র ও বার্ষিকীতে প্রকাশিত লেখকের অসংখ্য গল্পের কয়েকটিমাত্র নিয়ে তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত প্রথম সংকলন: 'ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প', গল্পসংখ্যা এগারো। প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫, জুন ১৯৫৮। অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির।

চারটি নূতন গল্প ও সম্পূর্ণ 'মাঝির ছেলে'-সহ ছোটদের রচনার দ্বিতীয় সংকলন: 'কিশোর বিচিত্রা'। প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৬৮। গ্রন্থালয়।

উক্ত সংকলন দু'টির বাইরে বেশ-কিছু ছোটদের গল্প এখনও বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে।

৫১৮/১ 'হলুদ নদী সবুজ বন'—দ্রষ্টব্য নির্দেশ. ৪৭৪/১।

২ নির্দেশ. ৩৬৩/১ দ্রষ্টব্য।

৫২৪/১ দ্রষ্টব্য নির্দেশ. ৩৬৩/২।

৫২৬/১ 'একটি চাষীর মেয়ে', 'মাসিক বসুমতী'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত অসম্পূর্ণ উপন্যাস। মাঝে-মাঝে কিছুসংখ্যা বাদ দিয়ে, ফাল্গুন ১৩৫৯ থেকে অগ্রহায়ণ ১৩৬১ পর্যন্ত নয়টি কিস্তি প্রকাশিত হয়; নবম কিস্তি শেষ হবার পর লেখা ছিল: 'আগামী সংখ্যায় সমাপ্য'—অর্থাৎ অল্পই বাকি ছিল। অনিয়মিত প্রকাশের কৈফিয়ৎ হিসাবে, চতুর্থ কিস্তির (পৌষ ১৩৬০) শুরুতেই তারকাচিহ্নিত পাদটীকায় 'লেখকের নিবেদন':

> 'শুনলাম তরুণ সম্পাদককে অনেকে অনুযোগ দিয়েছেন—ধারাবাহিক উপন্যাসের ধারা কেন শুকিয়ে যায়! সম্পাদকের দোষ নেই, তাগিদের কসুর করেন নি। লেখক দেহধারী—দেহের অসুখ-বিসুখ হয়। দোষটা দেহের—কিন্তু দেহটা আমার! পাঠক-পাঠিকার কাছে আমি তাই ক্ষমাপ্রার্থী।'

মাসিক বসুমতীর তৎকালীন সম্পাদক ছিলেন প্রাণতোষ ঘটক। লেখকের মৃত্যুর পর উপরোক্ত রচনাটি সম্পূর্ণ করেন শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং 'মাটি-ঘেঁষা মানুষ'-নামে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৯৫৭), কিন্তু সংযোজিত অংশ কতটুকু—সুধীরঞ্জনবাবু বা প্রকাশক (ডি. এম. লাইব্রেরি) কেউই তার নির্দেশ দেন নি।

একই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য নির্দেশ. ২০১/১।

২ N. B. A. বা ন্যাশনাল বুক এজেন্সিকে লেখক তাঁর জীবিতকালে তাঁর 'নতুন প্রকাশক' হিসাবে পান নি। লেখকের মৃত্যুর প্রায় এক বছর পর প্রকাশিত 'গল্পসংগ্রহ' (নভেম্বর ১৯৫৭) উক্ত প্রতিষ্ঠান-কর্তৃক প্রকাশিত লেখকের প্রথম গ্রন্থ।

৩ উল্লিখিত বার্ষিকীটি শেষপর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি; অন্তত তেমন কোনো বার্ষিকীর নাম আমাদের জানা নেই।

৫২৮/১ সম্ভবত, শ্রীসতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

৫২৯/১ 'অলৌকিক লৌকিকতা'—লেখকের ছেলেবেলার স্মৃতি অবলম্বনে লেখা ছোটদের গল্প।

লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর 'ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্পে' (১৯৫৮) প্রথম সংকলিত হয়। বর্তমানে 'কিশোর বিচিত্রা'র অন্তর্ভুক্ত।

২ উল্লিখিত বার্ষিকীটি, প্রকৃতপক্ষে, শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত শারদীয় কিশোর-বার্ষিকী 'পাতাবাহার', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি-কর্তৃক প্রকাশিত। হয়তো বার্ষিকীটি প্রথমে শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং পরে শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় সিগনেট প্রেস-কর্তৃক প্রকাশিত হবার কথা ছিল (একই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য নির্দেশ. ৫২৬/৩), বা তেমন কথাই লেখক প্রথমে শুনেছিলেন। লেখকের 'অলৌকিক লৌকিকতা' গল্পটি উল্লিখিত বার্ষিকীতেই প্রথম প্রকাশিত হয়।

৩ 'শান্তিলতার কথা'-নামক গল্প—'পরিচয়' ১৩৬২ আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত।

গল্পটি, প্রকৃতপক্ষে, লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত উপন্যাস 'শান্তিলতা'র (শ্রাবণ ১৩৬৭) অংশ। স্বতন্ত্র গল্প হিসাবে লেখকের 'গল্পসংগ্রহে' (১৯৫৭) প্রথম সংকলিত হয়।

৫৩০/১ 'তারপর'—১৩৬২ কার্তিক-সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'-পত্রিকায় প্রকাশিত।

একই নামে আরো পূর্বকালে রচিত ভিন্ন একটি গল্প লেখকের নবম গল্পগ্রন্থ 'আজ কাল পরশুর গল্প'র (১৯৪৬) অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমান গল্পটি, প্রকৃতপক্ষে, লেখকের জীবিতকালে সর্বশেষ প্রকাশিত উপন্যাস 'মাশুল'-এর (অক্টোবর ১৯৫৬) অংশবিশেষ। পৃথক গল্প হিসাবে এ-যাবৎ গ্রন্থভুক্ত হয় নি।

৫৩২/১ কবি ও ঔপন্যাসিক, এবং 'পূর্ব্বাশা'-পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক স্বর্গত সঞ্জয় ভট্টাচার্য।

লেখকের সাহিত্যজীবনের সূচনাকাল থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত যে-সব সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদক তাঁর রচনা প্রকাশে সর্বদা অকুণ্ঠ ছিলেন, 'পূর্ব্বাশা'র সম্পাদক হিসাবে সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট। 'পদ্মানদীর মাঝি', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'চিন্তামণি' ('রাঙামাটির চাষী'-নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত), 'অহিংসা', 'হারানের নাতজামাই', 'মাসি পিসি', 'রাসের মেলা' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ উপন্যাস ও

গল্প ছাড়াও, কবিতা ও প্রবন্ধ-সহ লেখকের অসংখ্য রচনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

২ পরিণত বয়সে স্বর্গত সঞ্জয় ভট্টাচার্য মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, যদিও তার আনুপূর্বিক ইতিহাস আমাদের জানা নেই।

৫৩৪/১ দ্রষ্টব্য নির্দেশ. ৫২৯/৩।

২ দ্রষ্টব্য নির্দেশ. ৫২৯/২।

৫৫৭/১ কিশোর-পত্রিকা 'আগামী'র জন্ত লেখা।
সম্ভবত, অসম্পূর্ণ উপন্তাস 'মাটির কাছে কিশোর কবি'র কিস্তি।

২ বাড়িওলার সঙ্গে মামলা। দ্রষ্টব্য নির্দেশ. ৪৩১/২।

৫৫৮/১ সম্ভবত, প্রকাশকের কাছ থেকে পাঁচ কপি 'স্ব-নির্বাচিত গল্প' নিয়ে আসেন, তারই উল্লেখ।

৫৬১/১ নির্দেশ. ৪৪৫/১ দ্রষ্টব্য।

৫৬২/১ লেখকের নিজের হাতে লেখা তাঁর সংসার-খরচার শেষ হিসাব। এর ঠিক দু'দিন পর, ২ ডিসেম্বর ১৯৫৬ তারিখে, সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নীলরতন সরকার হাসপাতালে নীত হয়ে, ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬ সোমবার অতি প্র্যতুষে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

২

চিঠিপত্র

প্রথম সংখ্যাটি মূল চিঠির সংখ্যাক্রম। অপেক্ষাকৃত ছোট হরফে পরবর্তী সংখ্যাটি নির্দেশ সূচক

১/১ বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল-এর তৎকালীন কর্তা সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য-প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড-এর পরিচালনাধীন অধুনালুপ্ত 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকা, প্রথমে মাসিক এবং পরবর্তীকালে একইসঙ্গে মাসিক ও সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ। দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত সম্পাদক সজনীকান্ত দাস। পরবর্তী সম্পাদক কিরণকুমার রায়।

'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকার ১ম বর্ষ আশ্বিন ১৩৪০-এর বিশেষ পূজা সংখ্যায় লেখকের 'সরীসৃপ'-গল্পটি প্রকাশিত হয়। ২য় বর্ষ বৈশাখ ১৩৪১-সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে শুরু হয় লেখকের প্রথম উপন্যাস, 'দিবারাত্রির কাব্য'—প্রথম প্রকাশকালে উপন্যাসটি 'একটি দিন'-নামক বড় গল্পের আকারে আরম্ভ হয়। উক্ত সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যে এ-প্রসঙ্গে বলা হয় :

> 'উদীয়মান কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'একটি দিন' গল্পটি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হইলেও একটি বৃহৎ গল্পের প্রথম অংশ মাত্র। এই জন্য 'অভিশাপ' উপন্যাসটি [শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়] চৈত্র সংখ্যায় শেষ হইলেও বৈশাখে স্বতন্ত্র উপন্যাস সুরু হইল না; 'একটি দিনে'র পরবর্তী গল্পগুলিই পর পর উপন্যাস হিসাবে প্রকাশিত হইবে।'

২ 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকার সহকারী সম্পাদক-পদে লেখক যোগদান করেন ১৯৩৭ সালে। দু'-বছর উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর ১ জানুয়ারি ১৯৩৯ থেকে তিনি ইস্তফা দেন। এ-বিষয়ে লেখকের নিজস্ব সাক্ষ্যের জন্য দ্রষ্টব্য ৭-সংখ্যক পত্র। 'বঙ্গশ্রী'র তৎকালীন সম্পাদক ছিলেন কিরণকুমার রায়।

'বঙ্গশ্রী' থেকে লেখকের পদত্যাগ-পত্রের ইংরেজিতে লেখা একটি প্রতিলিপি তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায়, তারিখ যদিও মাস কয় আগেকার, ১৩ জুন ১৯৩৮। এই পদত্যাগ-পত্রটি যে

লেখকের প্রেরিত পত্রের অবিকল প্রতিলিপি তা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

৩ লেখকের কাগজপত্রের মধ্যে রক্ষিত বর্তমান আবেদন-পত্রের শেষে লেখকের স্বাক্ষর এবং শুরুতে কোনো তারিখ ছিল না। আবেদন-পত্রে উল্লিখিত লেখকের বয়স এবং তাঁর তৎকালীন কয়েকটি রচনার প্রকাশ-সম্পর্কিত তথ্য থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায়, আবেদন-পত্রটি লেখা হয় ১৯৩৪-এর একেবারে শেষভাগ বা ১৯৩৫-এর গোড়ার দিকে (নির্দেশপঞ্জির সংশ্লিষ্ট অংশগুলি দ্রষ্টব্য)। বর্তমান আবেদন-পত্র অবিকল এই রূপেই শেষপর্যন্ত পাঠানো হয়েছিল কি না বলা কঠিন। অন্তত, এই আবেদন-পত্রের ভিত্তিতেই ১৯৩৭ সালে 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকার সহকারী সম্পাদক-পদে লেখক নিযুক্ত হয়েছিলেন কি না, সে-বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়।

বর্তমান আবেদন-পত্র, এবং একই সঙ্গে উল্লিখিত পদত্যাগ-পত্র (নির্দেশ. ১/২), ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়। দু'টি পত্রেরই প্রথম প্রকাশের কৃতিত্ব শ্রীসরোজমোহন মিত্রের—'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য'-নামক গবেষণা-গ্রন্থে তিনি পত্র দু'টি প্রকাশ করেন। কিন্তু শ্রীমিত্র কোথাও উল্লেখ করেন নি যে, দু'টি পত্রই তিনি লেখকের কাগজপত্রের মধ্যে পেয়েছেন। বরং তাঁর প্রতিবেদন থেকে এমন ধারণাই জন্মায়, মুদ্রিত পত্র দু'টি লেখকের প্রেরিত পত্রের মূল রূপ এবং 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো সূত্র থেকে তিনি তা উদ্ধার করেন। আবেদন-পত্রটির প্রসঙ্গক্রমে শ্রীমিত্র উপরন্তু বলেন, 'মানিক কিন্তু আজ থেকে বত্রিশ বছর পূর্বে বাংলা ভাষায় দরখাস্ত রচনা করে আপন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন করলেন' (পৃঃ ৫২)। শ্রীমিত্রের গবেষণা-গ্রন্থের প্রকাশকাল বঙ্গাব্দ ১৩৭৭; তাঁর উপরোক্ত বক্তব্য-অনুযায়ী, লেখকের বর্তমান আবেদন-পত্রের রচনাকাল হবে ১৩৪৫, অর্থাৎ ১৯৩৮ ইংরেজি সাল। আলোচ্য আবেদন-পত্রটিকে প্রামাণিক ব'লে উপস্থিত করার আগ্রহাতিশয্যে শ্রীমিত্র এ-ভাবেই আবেদন-পত্রটির অন্তর্গত সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন (নির্দেশ. ১/৫, ১/৬ ও ১/৭ দ্রষ্টব্য)। শ্রীমিত্রের গ্রন্থটি বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক স্বীকৃত গবেষণা-গ্রন্থ ব'লেই এই দৃষ্টান্ত বিশেষভাবে বিপজ্জনক এবং ভবিষ্যৎ গবেষকদের পক্ষে বিভ্রান্তিকর—প্রসঙ্গটি এ-কারণেই উত্থাপিত হল।

৪ লেখক হিসাবে ডাকনাম 'মানিক' ব্যবহারের কাহিনী লেখক নিজেই তাঁর 'গল্প লেখার গল্প'-নামক রচনায় (১৯৪৫) বলেছেন। রচনাটি

লেখকের একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ 'লেখকের কথা'র (১৯৫৭) অন্তর্ভুক্ত।

৫ লেখকের জন্ম ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫। ১৯ মে ১৯০৮।
তাঁর তৎকালীন বয়স ২৬ ; এই সূত্র-অনুযায়ী, ইংরেজি-বাংলা সালের মাসকয়েক হেরফের হিসাবে ধ'রে, বর্তমান আবেদন-পত্রের রচনাকাল ১৯৩৪-৩৫।

৬ 'ভারতবর্ষ' ও 'পূর্ব্বাশা'-পত্রিকায় একই সময়ে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত লেখকের উল্লিখিত উপন্যাস দু'টি যথাক্রমে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ও 'পদ্মানদীর মাঝি' ; প্রকাশকাল ১৯৩৪-৩৫।

৭ 'জননী'—প্রকাশকালের দিক থেকে লেখকের প্রথম উপন্যাস ; প্রথম প্রকাশ ৭ মার্চ ১৯৩৫।
লেখকের নিজেরই সাক্ষ্য অনুসারে, 'জননী' প্রকাশিত হবার আগেই বর্তমান আবেদন-পত্র লেখা হয়।

৮ মাসিকপত্র 'নবারুণ' এবং উক্ত পত্রিকার সঙ্গে লেখকের সম্পর্কের ইতিহাস আমাদের জানা নেই। লেখকের কাগজপত্রের মধ্যে রক্ষিত দু'টি চিঠির সূত্র ধ'রে শুধু এটুকুই জানা যায় যে, পত্রিকাটির পরিচালক ছিলেন জনৈক বীরেন্দ্রকুমার সেন ; কার্যালয় ১০-বি, পঞ্চানন ঘোষ লেন। ১৯৩৪-এর প্রথমার্ধের মাসকয়েক লেখক পত্রিকাটির সম্পাদক হিসাবে যুক্ত ছিলেন।

২/১ বর্তমান চিঠির উদ্দিষ্টা যিনি তাঁর নামটি গোপন করা হল। তবে তিনি স্বনামধন্যা কেউ নন এবং তাঁর পরিচয় আমাদের জানা নেই। লেখকের কাছে লেখা তাঁর দু'টি চিঠি লেখকের কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। প্রথমটির তারিখ ২৩ মাঘ ১৩৪২—এরই উত্তরে লেখক তাঁর বর্তমান চিঠিটি লিখেছিলেন। যে-কোনোভাবেই হোক, মূল চিঠিটি লেখকের কাছেই ফিরে আসে। লেখকের বর্তমান চিঠির উত্তরে পত্রপ্রাপিকার দ্বিতীয় চিঠিটির তারিখ ৬.৪ ৩৬।

২ 'আমাকে বই দিয়েছেন কেন?···আমি ঋণী হয়ে রইলাম।'—পত্রপ্রাপিকা তাঁর প্রথম চিঠিতে লেখকের কাছে লিখেছিলেন। একই চিঠির পরবর্তী প্রসঙ্গ থেকে মনে হয়, লেখক তাঁকে তাঁর প্রথম দু'টি উপন্যাস, 'জননী' ও 'দিবারাত্রির কাব্য', উপহার দেন।

৩ লেখকের এই উক্তি অবশ্যই আলঙ্কারিক। তবে, সম্ভবত এই উক্তির প্রেরণা থেকেই পত্রপ্রাপিকার দ্বিতীয় চিঠির অনেকটাই ছন্দোবদ্ধ রচনা।

৪ পত্রপ্রাপিকার প্রথম চিঠির প্রসঙ্গ : 'কোন্ প্রান্ত দিয়ে যেন ভেসে চলেছি, পথের না পথিকের উদ্দেশে তা কে জানে!'

৫ 'দিবারাত্রির কাব্য'র প্রসঙ্গ

৩/১ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গত সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট লেখা। লেখকের কাগজপত্রের মধ্যে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার একটি চিঠি পাওয়া যায়—পুনা থেকে লেখা, তারিখ ৫.১১.৩৭। চিঠিটি স্পষ্টতই লেখকের বর্তমান চিঠির উত্তর। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লিখেছেন: 'তোমার ২৬শে অক্টোবর তারিখের পত্র পাইলাম'। অথচ বর্তমান চিঠিতে লেখকের তারিখ ২৪.৯.৩৭। মনে হয়, লেখার পর চিঠিটি লেখক ফেলে রাখেন এবং ২৬ অক্টোবর তারিখে একই চিঠি আরেকবার লিখে পাঠান।

২ মৃগীরোগ বা Epilepsy-র আক্রমণ। বর্তমান চিঠির সূত্র-অনুসারে, মৃগীরোগের আক্রমণে লেখক প্রথম আক্রান্ত হন ১৯৩৫-এর কোনো-এক সময়ে। চিকিৎসার অতীত এই ব্যাধির সূচনা ও পরিণতির আনুপূর্বিক বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ৪২-সংখ্যক চিঠি।

৩ যে-ভাবেই হোক, তথ্যটি ভুল। লেখকের প্রথম উপন্যাস 'দিবা-রাত্রির কাব্য' সাময়িক-পত্রিকাতেই ধারাবাহিকভাবে শুরু হয় ১৩৪১ বঙ্গাব্দে। গ্রন্থকার হিসাবে লেখকের প্রথম আবির্ভাব বঙ্গাব্দ ১৩৪১-৪২, ইংরেজি ১৯৩৫ সালে—একই বছরের মার্চ, অগাস্ট ও ডিসেম্বর মাসে পর-পর প্রকাশিত হয় 'জননী', 'অতসীমামী' ও 'দিবারাত্রির কাব্য'।

৪ 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের চাকুরি।

৫ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট লেখকের এই প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হয়।

৬ লেখকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তখন পুনার মেটিওরলজিস্ট (১-সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য)।

৭ ২৮ বৈশাখ বুধবার ১৩৪৫ (১১ মে ১৯৩৮), বিক্রমপুর পঞ্চসার নিবাসী সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী কমলা দেবীর সঙ্গে লেখকের বিবাহ হয়।

৫/১ মূল চিঠিতে দেখা যায়, 'নিবেদন ইতি'র পরেই চিঠির কাগজের কিছু অংশ ব্লেড বা ছুরি দিয়ে কাটা—মনে হয়, লেখকের স্বাক্ষর সংগ্রহের বাসনায় কেউ এ-কাজ করেছেন।

৬/১ তারিখ নেই। মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড-এর নামাঙ্কিত কাগজে চিঠিটি লেখা—অতএব অনুমান হয়, সময়কাল ১৯৩৭-৩৮। বিষয়বস্তুর দিক থেকে, পূর্ববর্তী চিঠি দু'টির সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।

৭/১ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট লেখা।

২ নির্দেশ ১/২ দ্রষ্টব্য।

৩ লেখক এবং তাঁর পরবর্তী ভ্রাতা-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানা ও প্রকাশক-প্রতিষ্ঠান। উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে লেখকের গল্পগ্রন্থ 'বৌ' (১৯৪০) এবং শ্রীরমাপতি বসু-সম্পাদিত '১৩৪৫-এর শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৩৯), এই দু'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। আর-কিছু প্রকাশিত হয়েছিল কি না, আমাদের জানা নেই। প্রতিষ্ঠানটির ঠিকানা ছিল ১০-বি, জনক রোড, কালীঘাট।

৪ স্বাক্ষর ছিল না। লেখার ধরন দেখে মনে হয়, চিঠিটি প্রেরিত চিঠির প্রাথমিক খসড়া। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কোনো উত্তর অবশ্য লেখকের কাগজ-পত্রের মধ্যে পাওয়া যায় নি।

৮/১ কথাসাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
লেখকের কাগজপত্রের মধ্যে লেখকের কাছে লেখা শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের তিনটি চিঠি পাওয়া গিয়েছে, তারিখ যথাক্রমে ৬.২.৩৯, ৫.৩.৩৯ ও ২৫.৫.৩৯। দ্বিতীয় চিঠিটিতে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

> 'বঙ্গশ্রী'-তে চাকরি ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যাপারটা কিভাবে লইব ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বঙ্গশ্রী আফিসে গেলে টেবিলের সামনে একজন শান্ত অথচ খুব observant ব্যক্তিকে খুবই miss করিব। তবে আপনার নিজের কাজে অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারিবেন এই চিন্তায় আশ্বস্তও যে না হইতেছি এমন নয়। আপনার নবপ্রচেষ্টার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করিতেছি।'

'নবপ্রচেষ্টা' বলতে, লেখক ও তাঁর ভ্রাতার ছাপাখানা ও প্রকাশক-প্রতিষ্ঠানের কথাই (নির্দেশ. ৭/৩) শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় বুঝিয়েছেন।

২ শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের উল্লিখিত চিঠি তিনটি ও লেখকের বর্তমান চিঠির প্রসঙ্গক্রম থেকে বোঝা যায়, লেখকের প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান থেকে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের একটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা হয়। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর উপরোক্ত চিঠিতে এই প্রসঙ্গে লেখেন :

> 'আপনি নিজে সাহিত্যসেবী এবং উচ্চ অঙ্কের [?] সমঝদার ; আপনার হাতে গল্পগুলি দিয়া নিশ্চিন্ত আছি। আপনার পত্র পাইলে আরও কয়েকটি গল্পের নাম দিব যাহাতে বাছাইটা আরও wider range-এর মধ্যে থেকে করিতে পারেন।'

যতদূর জানা যায়, গল্পগ্রন্থটি শেষপর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয় নি।

৩ লেখকের স্বাক্ষর-বিহীন চিঠিটি স্পষ্টতই অসম্পূর্ণ এবং শেষপর্যন্ত পাঠানো হয়েছিল কি না বলা কঠিন।

৯/১ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট লেখা।

২ দ্রষ্টব্য নির্দেশ. ৩/২।

৩ দ্রষ্টব্য ৩-সংখ্যক চিঠি এবং নির্দেশ. ৩/৫।

১২/১ চিঠিটি অসম্পূর্ণ এবং সম্ভবত পাঠানো হয় নি। বর্তমান চিঠির একটি সংক্ষিপ্ততর খসড়াও একই সঙ্গে পাওয়া যায়।

২ উল্লিখিত তারিখের 'যুগান্তর'-পত্রিকায় লেখকের বক্তৃতার বিবরণটি নিম্নরূপ :

সাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় দিনের অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে বলেন—

বাংলা সাহিত্যে একটা আলোড়ন চলিতেছে এবং তাহা দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছে। সব দেশে সব সাহিত্যই প্রগতিশীল থাকে। সাহিত্যের যখন প্রগতিশীলতা বন্ধ হইয়া যায় তখন তাহার সজীবতাও নষ্ট হইয়া যায়। সাহিত্য স্বয়ম্ভু নয়—সাহিত্য সমাজের সহিত অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত তাই সমাজ যেমন পরিবর্ত্তনশীল, সাহিত্যও তেমনি পরিবর্ত্তনশীল। যিনি শিল্পী তাঁহার সহিত সমাজের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্ক যদি না থাকে তাহা হইলে তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টি কখনও সার্থক হইতে পারে না। কারণ সাহিত্য সমাজকে সৃষ্টি করেনি, সমাজ সাহিত্যকে সৃষ্টি করে এবং নিয়ন্ত্রিত করে। প্রকৃত গণ-সাহিত্য এখনও সৃষ্ট হয় নাই। যাহারা গণ-সাহিত্য সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন তাহারা সকলেই প্রায় চিত্রজগতে চলিয়া গিয়াছেন। আর যাহারা না গিয়াছেন তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের পর তাঁহাদের লেখার মধ্যে অন্ন বিস্তর শুধু দুর্ভিক্ষের ছাপ পড়িয়াছে মাত্র। তবে গণের উপর দরদ আমাদের ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে—হয়ত ভবিষ্যতে কোন নূতন সাহিত্যিক আসিয়া তাহা ফলে ফুলে সুশোভিত করিয়া তুলিবেন। তাই সাহিত্য জীবন্ত হইলেই তাহার নিজের পথে চলিবেই কাহারও ক্ষমতা নাই তাহার গতিপথ রুদ্ধ করে।'

১৩/১ লেখকের নাম-ঠিকানা ছাপা চিঠির কাগজে লেখা সম্পূর্ণ চিঠি। কিন্তু কার কাছে লেখা, এবং চিঠিটি প্রেরিত হয়েছিল কি না, অনুমান করা গেল না।

লেখকের কাগজপত্রের সঙ্গে রক্ষিত তাঁর আরো-কিছু চিঠির মতো, বর্তমান চিঠিটি অংশত ব্যবহার করেন শ্রীসরোজমোহন মিত্র, তাঁর গবেষণা-গ্রন্থে (নির্দেশ. ১/৩)। চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে শ্রীমিত্র বলেন : '২০. ২. ৪৮ তারিখে মানিক তার এক বন্ধুকে

লিখছেন'। 'বন্ধু'টির নাম শ্রীমিত্রের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না বলেই তিনি তা বলেন নি।

২ উক্ত সম্মেলন-সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য লেখকের ডায়েরি : ৪৩-সংখ্যক মুদ্রিতপাঠ।

৩ দ্রষ্টব্য লেখকের ডায়েরি : ৪৯-সংখ্যক মুদ্রিতপাঠ।

১৪/১ বর্তমান প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য লেখকের ডায়েরি : মুদ্রিতপাঠ ১৪১ ও সংশ্লিষ্ট নির্দেশপঙ্ক্তি।

১৫/১ উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাম ছিল না। মূল চিঠিতে উল্লিখিত একটি প্রকাশক-প্রতিষ্ঠান, লেখকের একটি গল্পগ্রন্থ এবং তৎকালীন সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক ব্যক্তির নাম গোপন করা হয়েছে। প্রকাশক-প্রতিষ্ঠানটির যদিও অস্তিত্ব নেই, তবু তার পরিচালকবর্গের মূল ব্যবসা ও ছাপাখানা এখনও বর্তমান। লেখকের চিঠিটি ব্যবসায়িক কারণে তাঁদের কাছে আপত্তিকর মনে হতে পারে। লেখকের গল্পগ্রন্থটির উল্লেখ থাকলে সেই সূত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানটিকেও অনায়াসে শনাক্ত করা যেত।

২ লেখকের নবম গল্পগ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ ১৯৪৬।

১৬/১ পোস্টকার্ডে লেখা অসম্পূর্ণ চিঠি।

১৭/১ ১২.৪.৫১ তারিখে, 'পরিচয়'-পত্রিকার পক্ষ থেকে শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়, 'পরিচয়'-এর চৈত্র-বৈশাখ যুগ্মসংখ্যার জন্য লেখকের একটি গল্প চেয়ে চিঠি দেন। একই তারিখ দিয়ে লেখা লেখকের বর্তমান চিঠি তারই উত্তর—পোস্টকার্ডে লেখা ও অসম্পূর্ণ, এবং বলা বাহুল্য যে, পাঠানো হয় নি।

১৮/১ পোস্টকার্ডে লেখা, প্রাপকের ঠিকানা-সহ সম্পূর্ণ চিঠি।

১৯/১ শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, 'যুগান্তর'-পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক। পোস্টকার্ডে লেখা চিঠি।

২ ১৯৫১-র (বঙ্গাব্দ ১৩৫৮) 'শারদীয় 'যুগান্তরে' প্রকাশিত লেখকের গল্পটির নাম 'ফেরিওলা'।

৩ শ্রীমুখোপাধ্যায় ছিলেন দৈনিক 'যুগান্তর'-এর সম্পাদক—শারদীয় সংখ্যার সম্পাদনা করেন পরিমল গোস্বামী।

৪ লেখক হয়তো গল্পটির শিরোনাম-চিত্রের কথা বোঝাতে চেয়েছেন—এ-ছাড়া আর-কোনো ছবি গল্পের মধ্যে নেই। শিরোনাম-চিত্রটি এঁকেছিলেন কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার।

২০/১ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে লেখা। লেখকের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়ে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় ১০.১.৫২

তারিখে লেখককে একটি পোস্টকার্ড লেখেন। লেখকের বর্তমান চিঠি তারই উত্তর—পোস্টকার্ডে লেখা ও অসম্পূর্ণ।

২ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত।

৩ ঐ।

২১/১ পোস্টকার্ডে লেখা।

২২/১ শ্রীছবি বসু (?)

২ সোভিয়েত লেখক নিকোলাই টিকনভ।

২৩/১ এম. কে. প্রোডাকশন-নামক চলচ্চিত্র-প্রযোজক সংস্থার অন্যতম অংশীদার শ্রীমাধব ঘোষাল।

২ ১. ৮. ৫২ তারিখে সম্পাদিত চুক্তিপত্র-অনুসারে উক্ত প্রযোজক-সংস্থা লেখকের 'পদ্মানদীর মাঝি'র চিত্রস্বত্ব ক্রয় করেন। কিন্তু এই উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয় নি এবং উল্লিখিত চুক্তি বাতিল হয়ে যায়।

২৪/১ সম্ভবত, 'সচিত্র ভারত'-পত্রিকার শ্রীদিলীপ সেনগুপ্ত, এবং চিঠিতে উল্লিখিত গল্পটির নাম 'চিকিৎসা'। ডায়েরি ১৯৫০-এ লেখকের 'নোট' :

12.9.52 সচিত্র ভারত থেকে 'চিকিৎসা' গল্পের জন্য চেক 50/-

গল্পটি লেখকের 'লাজুকলতা'র (১৯৫৪) অন্তর্ভুক্ত।

২৫/১ মূল চিঠির তারিখ ছিল 29.9.30। সালটি নিঃসন্দেহে ভুল। প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি থেকে মনে হয়, ১৯৫২ সালের উল্লিখিত তারিখে লেখা।

২ লেখকের পিতার নিকট লিখিত।

৩ 'পাশাপাশি' (সেপ্টেম্বর ১৯৫২) ও 'সার্বজনীন' (অক্টোবর ১৯৫২) নামক দু'টি উপন্যাস।

৪ সুইডেনের প্রকাশক-সংস্থা Folket i Bild, ১৯ এপ্রিল ১৯৫২ তারিখে লেখকের কাছে প্রস্তাব পাঠান, 'FIB : s World Library'-র Indian series-এ 'পদ্মানদীর মাঝি'র সুইডিশ অনুবাদ প্রকাশিত হবে। ১৮. ৯. ৫২ তারিখে চার্টার্ড ব্যাঙ্ক মারফৎ এ-বাবদ লেখক অগ্রিম draft পান। ১৯৫৩ সালে সুইডিশ অনুবাদটি প্রকাশিত হয়।

৫ অসম্পূর্ণ চিঠি।

২৬/১ তারিখ ছিল না। চিঠিতে উল্লিখিত 'মরতে পারবো না'-গল্পের প্রসঙ্গ থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায়, ১৯৫২ সালের পুজোর পর চিঠিটি লেখা হয়। লেখকের স্বাক্ষরহীন অসম্পূর্ণ চিঠি এবং লেখার ধরন ও কাগজ দেখে বোঝা যায়, শেষপর্যন্ত পাঠানো হয় নি।

২ বস্তুতই লেখক গল্পটির নাম বদলান। 'ফেরিওলা' (১৯৫৩)-গ্রন্থের

অন্তর্ভুক্ত হবার সময় 'মরতে পারবো না'র নাম হয় 'মরব না সস্তায়'। তারও আগে, ১৯৫১-র ডায়েরিতে লেখা 'ফেরিওলা'র একটি সম্ভাব্য সূচিপত্রে, গল্পটির নাম পাল্টে লিখেছিলেন 'সস্তা মরণ মরব না'।

২৭/১ শ্রীকান্ত ত্রিবেদী—'পুতুলনাচের ইতিকথা'র গুজরাতী অনুবাদক।

২ উল্লিখিত অনুবাদের প্রকাশক। চেতন প্রকাশন গৃহ লিঃ, বোম্বাই, থেকে গুজরাতী সংস্করণটি ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয়।

৩ প্রাপকের নামঠিকানা-সহ পোস্টকার্ডে লেখা।

২৮/১ পোস্টকার্ডে লেখা অসম্পূর্ণ চিঠি।

২৯/১ অভিনেতা শ্রীকালী বন্দ্যোপাধ্যায়।

২ লেখকের কাগজপত্রের মধ্যে শ্রীকালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা তিনটি চিঠি পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু তারিখ থেকে দেখা যায়, লেখকের বর্তমান চিঠি তার কোনোটারই উত্তরে লেখা নয়। লেখকের বর্তমান চিঠিটিও অসম্পূর্ণ এবং স্পষ্টতই পাঠানো হয় নি।

শ্রীকালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা চিঠি তিনটি পড়ে জানা যায়, 'পদ্মা-নদীর মাঝি'র চলচ্চিত্ররূপ-সংক্রান্ত একটি প্রয়াসে তিনি উদ্যোগী ভূমিকা নেন। একটি চিঠি থেকে এ-কথাও জানা যায়, তাঁরই মাধ্যমে 'সোনার চেয়ে দামী'র চিত্ররূপ-সম্পর্কেও একটি প্রাথমিক চেষ্টা শুরু হয়েছিল।

৩ Worldwide Films (Limited), Producers and Distributors. Bombay.

৪ 'পদ্মানদীর মাঝি'র চলচ্চিত্র-রূপায়ণের উল্লিখিত প্রয়াসও শেষপর্যন্ত সফল হয় নি।

৩০/১ প্রাপকের নামঠিকানা-সহ পোস্টকার্ডে লেখা।

২ 'সহরবাসের ইতিকথা'—প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬। ডি. এম. লাইব্রেরি।

৩ যে-কোনো কারণেই হোক, উল্লিখিত উপন্যাসটির সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ শেষপর্যন্ত ডি. এম. লাইব্রেরি-কর্তৃক প্রকাশিত হয় নি। আষাঢ় ১৩৬০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স।

ডায়েরি ১৯৫০-এর তথ্য-অনুযায়ী, ২৭. ৩. ৫৩ তারিখে উক্ত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ-সম্পর্কে বেঙ্গল পাবলিশার্স-এর সঙ্গে চুক্তি হয় এবং এ-বাবদ লেখক প্রথম অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করেন।

৩১/১ ডি. এম. লাইব্রেরি-র শ্রীগোপালদাস মজুমদার।

চিঠিটি পোস্টকার্ডে লেখা অসম্পূর্ণ চিঠি।

২ উল্লিখিত বইটি 'চালচলন'-নামক উপন্যাস—প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরি। প্রকাশকাল, জুন-জুলাই ১৯৫৩।

৩৩/১ প্রাপকের ঠিকানা-সহ পোস্টকার্ড।

৩৪/১ উল্লিখিত রচনাটির লেখক মুজফফর আহমেদ।

৩৫/১ লেখকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

২ ২৭. ১. ৫৪ তারিখে লেখা লেখকের বর্তমান চিঠির উত্তরে ৩০. ১. ৫৪ তারিখের একটি সংক্ষিপ্ত চিঠিতে লেখকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জানান: 'আমি কাহাকেও টাকা ধার দিই না; আত্মীয়ই হউক, অনাত্মীয়ই হউক।'
উপরোক্ত সূত্র-অনুসারে, লেখকের বর্তমান চিঠিটি, হয় প্রেরিত চিঠির প্রতিলিপি বা প্রাথমিক খসড়া; বা, এমনও হতে পারে যে মূল চিঠিটিই লেখকের কাছে ফিরে আসে।

৩ নির্দেশ. ২৯/৩ দ্রষ্টব্য।

৪ 'পদ্মানদীর মাঝি'র ইংরেজি অনুবাদ *Boatman of the Padma* (May 1948)—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-কর্তৃক অনূদিত।

৫ নির্দেশ. ২৫/৪ দ্রষ্টব্য।

৬ নির্দেশ. ২৯/৪ দ্রষ্টব্য।

৭ উল্লিখিত উপন্যাস দু'টি যথাক্রমে 'হরফ' ও 'পরাধীন প্রেম'।

৮ 'হরফ' প্রকাশিত হয় ১৯৫৪-র মে মাসে।

৯ 'পরাধীন প্রেম'-এর প্রকাশকাল মে ১৯৫৫।

৩৬/১ তৎকালীন ক্যালকাটা পাবলিশার্স-এর অন্যতম পরিচালক শ্রীক্ষিতীশ সরকার। চিঠিটি পোস্টকার্ডে লেখা।

২ ক্যালকাটা বুক ক্লাব-এর পরিচালক শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বসু।

৩ চিঠিতে উল্লেখিত প্রসঙ্গটি আমাদের জানা নেই।

৩৭/১ তারিখ ছিল না। পোস্টকার্ডে লেখা অসম্পূর্ণ চিঠি।
চিঠিতে উল্লিখিত 'হরফ'-এর শেষ ফর্মার প্রসঙ্গ থেকে অনুমান হয়, চিঠিটি ১৯৫৪-র এপ্রিল-মে নাগাদ লেখা। 'হরফ'-এর প্রথম প্রকাশ, বুদ্ধপূর্ণিমা ১৩৬১, মে ১৯৫৪।

২ 'সোনার চেয়ে দামী' ২য় খণ্ড (আপোষ)—প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৫২। বেঙ্গল পাবলিশার্স।

৩৮/১ শ্রীননী ভৌমিক, তৎকালীন 'পরিচয়'-পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক।

২ অসম্পূর্ণ চিঠি। পোস্টকার্ডে লেখা।

৩৯/১ ৩৯—৪১, একই তারিখ দিয়ে ও একই প্রসঙ্গে লেখা পর-পর তিনটি চিঠি—প্রাপকের নামঠিকানা-সহ পোস্টকার্ড।

২ টালিগঞ্জের নিজস্ব বাড়ি বিক্রয়ের পর, লেখকের পিতা অবশিষ্ট জীবন লেখকের সঙ্গে তাঁর বরানগরের ভাড়াবাড়িতে বাস করেন। মাঝখানে কিছুকাল তিনি টালিগঞ্জে তৃতীয় পুত্রের কাছে যান। এ-বিষয়ে আনুষঙ্গিক বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য লেখকের ডায়েরি।

৪২/১ অসামান্য তাৎপর্যপূর্ণ এই দীর্ঘ চিঠিটি লেখকের মৃত্যুর পর 'পরিচয়'-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, বঙ্গাব্দ ১৩৭২ শারদীয় সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর ১৯৬৫)।

৪৩/১ ২৪. ২. ৫৫ তারিখে লেখক ইসলামিয়া হাসপাতালে ভর্তি হন এবং ২৭. ৩. ৫৫ তারিখ পর্যন্ত চিকিৎসাধীন থাকেন। তাঁর হাসপাতাল-বাসের দিনলিপির জন্য দ্রষ্টব্য তাঁর ডায়েরি।

২ ইসলামিয়া হাসপাতালে ভর্তি হবার প্রসঙ্গ। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা সম্পর্কে প্রথমে লেখকের ঘোরতর আপত্তি ছিল। এ-বিষয়ে তাঁর নিজস্ব বক্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য ৪২-সংখ্যক চিঠির প্রথমাংশ। পোস্টকার্ডে লেখা বর্তমান চিঠিটি অসম্পূর্ণ এবং সম্ভবত শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য ক'রে লেখা।।

৪৪/১ পোস্টকার্ডে লেখা।

৪৫/১ পোস্টকার্ডে লেখা।

৪৬/১ পোস্টকার্ডে লেখা অসম্পূর্ণ চিঠি।

৪৭/১ ২০.৮.৫৫ তারিখে লেখক লুম্বিনী পার্ক হাসপাতালে ভর্তি হন এবং ২১.১০.৫৫ পর্যন্ত চিকিৎসাধীন থাকেন। উক্ত পর্বের বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য লেখকের ডায়েরি।

৪৮/১ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

৫০/১ পোস্টকার্ডে লেখা।

৫১/১। ইন্‌ল্যাণ্ড খামে লেখা অসম্পূর্ণ চিঠি।

৫২/১ লেখকের কাগজপত্রের মধ্যে রক্ষিত তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যে বর্তমান চিঠিটিই তারিখ দিয়ে লেখা তাঁর শেষ চিঠি—মৃত্যুর মাত্র মাস-তিনেক আগে লেখা।

সংযোজন

১/১ যতদূর জানা যায়, লেখকের মেজ বৌদি। চিঠির কাগজ, হাতের লেখা এবং 'মানিকলাল'-নামে লেখকের স্বাক্ষর থেকে মনে হয়, প্রথম জীবনের লেখা।

২/১ ভ্রাতুষ্পুত্র, লেখকের মেজদাদার বড় ছেলে। প্রাপকের নামঠিকানা-সহ পোস্টকার্ডে লেখা।

২ মেজদাদার দ্বিতীয় পুত্র।

৪/১ 'পদ্মানদীর মাঝি'র চলচ্চিত্ররূপ-বিষয়ে প্রথম চুক্তি হয় ১৯৫২-র অগাস্ট মাসে। অনুমান করা যেত যে, চিঠিটি তার আগে লেখা। কিন্তু চিঠির শেষে হাসপাতাল-প্রসঙ্গ থেকে মনে হয়, উক্ত চুক্তি, এবং একই বিষয়ে আরো একটি চুক্তি, বাতিল হবার পরবর্তী কোনো সময়ে লেখক চিঠিটি লিখেছিলেন—কার কাছে লেখা হতে পারে অনুমান করা গেল না।

উল্লেখপঞ্জি

[উল্লেখপঞ্জির প্রসঙ্গগুলি মূল ডায়েরি, চিঠিপত্র ও সংযোজন-শীর্ষক অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। চারটি পৃথক পর্যায়ে এই পঞ্জি বিন্যস্ত হল—১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা-প্রসঙ্গ ; ২. ব্যক্তিনাম ; ৩. ঘটনাবলী ও বিবিধ প্রসঙ্গ ; ৪. ইংরেজি উল্লেখ।

'ব্যক্তিনাম'-এর ক্ষেত্রে শুধু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের নামই উল্লেখ করা হয়েছে এবং লেখকের আত্মীয়স্বজনের নাম অন্তর্ভুক্ত হয় নি। 'ঘটনাবলী' বলতে তাৎপর্যপূর্ণ কোনো সমসাময়িক ঘটনার উল্লেখ। লেখকের ব্যক্তিজীবনের ঘটনাবলী এই পঞ্জির বাইরেই রাখা হল—ডায়েরি ও চিঠিপত্রের সর্বত্র এইসব ঘটনা ছড়ানো।]

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা-প্রসঙ্গ

২. ব্যক্তিনাম

৩. ঘটনাবলী ও বিবিধ প্রসঙ্গ

৪. ইংরেজি উল্লেখ

শুদ্ধিপত্র

সমস্তরকম সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটে গিয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে মারাত্মক :

॥ পৃ. ২১ লাইন সংখ্যা ৪, সম্পূর্ণ তারিখটি হবে—8 May.

॥ পৃ. ২৩ লাইন সংখ্যা ১৭, 'মেজবৌদি ও মেজদা', এর পরের শব্দটি —রাঁচি

॥ পৃ. ২৪ ডান দিকের কলামের লাইন সংখ্যা ৯, একটি বিলুপ্ত অক্ষর ধ'রে সম্পূর্ণ লাইনটি—উল্টো গাইলাম [?]।

॥ পৃ. ৩২ লাইন সংখ্যা ২, অস্পষ্টপ্রায় শব্দটি—**সম্মেলনে**
পরের লাইনে ঠিক তার নিচেই—**কমবেশী**

॥ পৃ. ৩৬ ক্রমিক সংখ্যা ৫০-এর লাইন সংখ্যা ৫, 'পথে অমরেন্দ্র[১]'—মাথার উপর নির্দেশ-সূচক সংখ্যাটি হবে ২

॥ পৃ. ৭৫ ক্রমিক সংখ্যা ১৭২, প্রথম লাইনের শেষাংশের সঠিক পাঠ —ঠাকুর দেখালাম

॥ পৃ. ৯৭ ক্রমিক সংখ্যা ২৩২, সঠিক তারিখ—10.11. [52]
ক্রমিক সংখ্যা ২৩৯, সঠিক তারিখ—2.12.52

॥ পৃ. ১৪৭ লাইন সংখ্যা ৮, 'এনে কাল রাত্রে'—এই অংশের পর **কেবল**, এই শব্দটি বাদ পড়ে গিয়েছে।

॥ পৃ. ২৩৬ লাইন সংখ্যা ৯-এর শেষে, 'Solicitor'-শব্দটির আগে, বড়—এই শব্দটি যোগ হবে।